# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯ - ২০২০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

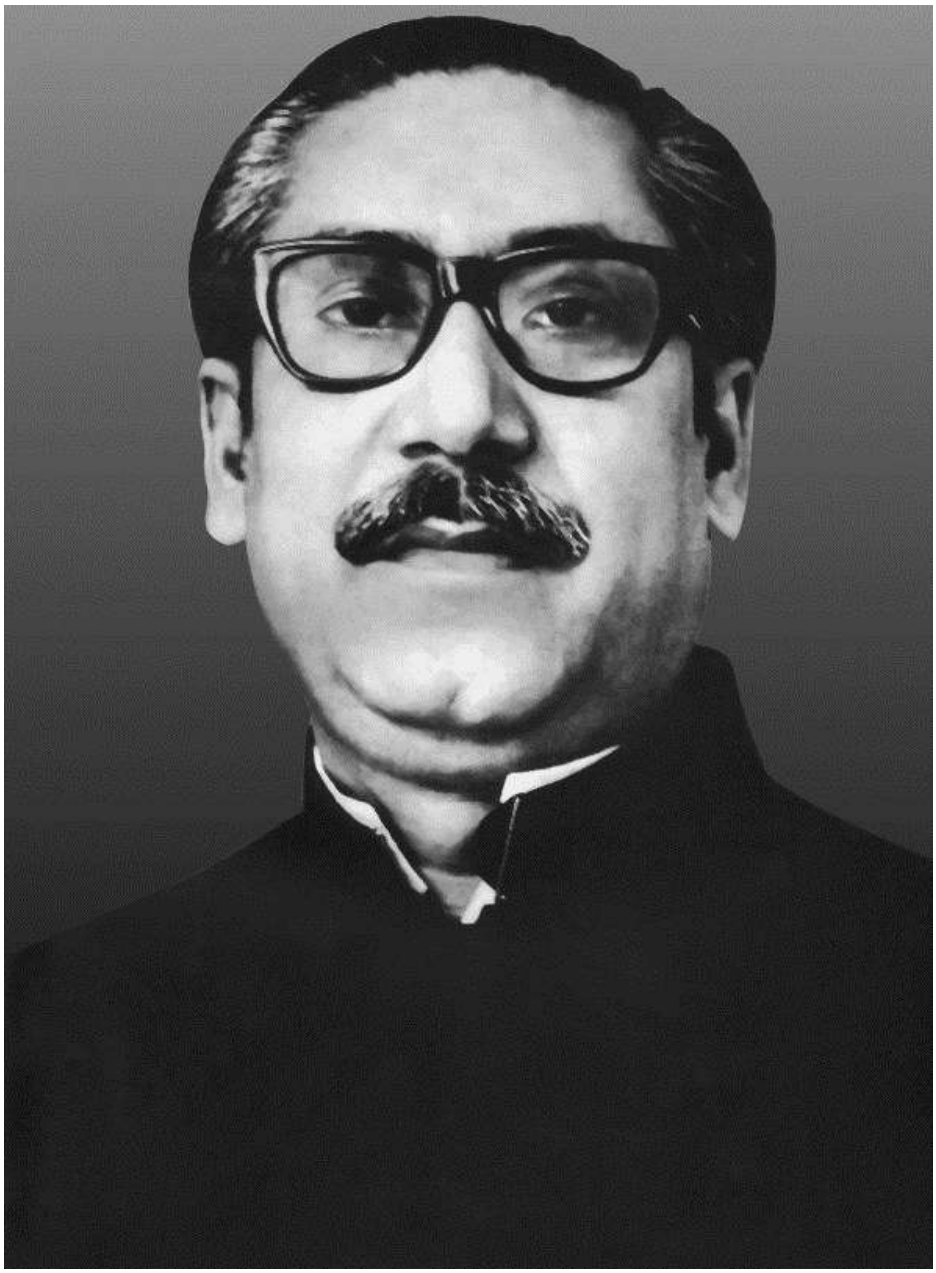

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক দুর্যোগ বিষয়ক
স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ (SOD)-এর মোড়ক উন্মোচন

প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং উন্নয়নবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে প্রতি বছরের ন্যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং জনকল্যাণমুখিতা সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবে বলে আমি আশা করি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বড় দু'টি ঘূর্ণিঝড়– বুলবুল এবং আম্ফান মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয় অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করেছে। মার্চ/২০২০-এ শুরু হওয়া কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয়ের ম্যানডেট অনুযায়ী মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে ৭ কোটি ৫০ লাখের অধিক পরিবারের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে যা ইতিহাসে বিরল।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় চিরাচরিত দুর্যোগকালীন সাড়াদান ও ত্রাণ কার্যক্রম থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে অধিক মনোনিবেশ করেছে। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এরই স্বীকৃতি হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের 'রোল মডেল' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি, দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়ক অবকাঠামো (বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ব্রিজ-কালভার্ট, এইচবিবি সড়ক) নির্মাণ, উদ্ধার যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয় এবং দুর্যোগসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

আধুনিক ও লোকায়ত জ্ঞান এবং প্রযুক্তিভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠন এবং সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের উদ্যমী কর্মপ্রয়াসের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**(ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি)**

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

বাঙালির জাতীয় জীবনে সকল সংগ্রামী প্রেরণার উৎস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২০২০ সাল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাঙালির জন্মশতবার্ষিকীর বছর। এবছর 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশ তাই অন্যান্য বছরের তুলনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রতিবেদনটিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের শেষভাগে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের মতো বাংলাদেশেও আঘাত হানে কোভিড-১৯ অতিমারি। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ায় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও এর প্রভাব পড়ে। এ ছাড়াও কোভিড পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বন্যা মোকাবিলা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। অনিবার্যভাবেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে এ সকল দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা বাংলাদেশের সরকারপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে এ মহাসংকট উত্তরণে তাঁর সফল নেতৃত্ব দিয়ে পথ দেখাচ্ছেন। জীবন ও জীবিকার ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে বিভিন্ন খাতে প্রণোদনাসহ সকলের জন্য নানা প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রচলন করেন।

দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন থেকে বেরিয়ে এসে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন সুরক্ষা ও দুর্যোগ-উত্তর সহনশীল পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি হিসেবে বিশ্ববাসীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিভিন্ন মানবিক সহায়তা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার কমিয়ে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীকে করে তুলছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে সহনশীল।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার সরকারের লক্ষ্য অর্জনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সহায়ক হিসেবে মূল্যায়িত হলে এ মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা সার্থক বলে বিবেচিত হবে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে, গবেষকদের গবেষণায় এবং জনগণের নিকট অবাধ তথ্যপ্রবাহে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

**মোঃ মোহসীন**

# সম্পাদকীয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের খতিয়ান 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০'-এ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় মন্ত্রণালয়ের এ ফ্ল্যাগশিপ প্রকাশনা জনগণের কাছে এ মন্ত্রণালয়ের তথা বাংলাদেশ সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে বলে সম্পাদনা পর্ষদ মনে করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতি বছরই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (NDMC) সভাপতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী দিকনির্দেশনা এই মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনে এক অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ বড় দু'টি ঘূর্ণিঝড় যথা: ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এবং সুপার সাইক্লোন আম্ফান মোকাবিলা করে। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ মধ্যরাতের দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হানার পর বাংলাদেশে সুন্দরবন এলাকার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। অন্যদিকে, সুপার সাইক্লোন আম্ফান বাংলাদেশে আঘাত হানে ২০ মে ২০২০ তারিখে। এ দু'টি ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রমের কিছু প্রতিফলন এই বার্ষিক প্রতিবেদনে আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের গঠিত সম্পাদনা পর্ষদ বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই করে এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে নিরলস পরিশ্রম করেছে। যে সকল কর্মকর্তা প্রতিবেদনের জন্য তথ্যাদি সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে এর মানোন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ প্রকাশনার কাজটি বাস্তবতার নিরিখে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। ফলে মুদ্রণপ্রমাদ জনিত ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহবান জানাই।

বার্ষিক প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ, তথ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, কর্মকাণ্ডের বিবরণ ও আলোকচিত্র নির্বাচনসহ সার্বিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান এবং যথাসময়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন এর সার্বক্ষণিক উৎসাহ আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। মন্ত্রণালয়ের কর্ণধার মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি এর পরামর্শ ও নির্দেশনা ছিল আমাদের জন্য অফুরন্ত প্রেরণার উৎস।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মকাণ্ডে, আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ে এবং গবেষকদের অনুসন্ধান কার্যক্রমে সহায়ক হলে এবং সর্বোপরি জনগণের কাছে মন্ত্রণালয় তথা সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখলে এ পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

**শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম** এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ সম্পাদনা পর্ষদ

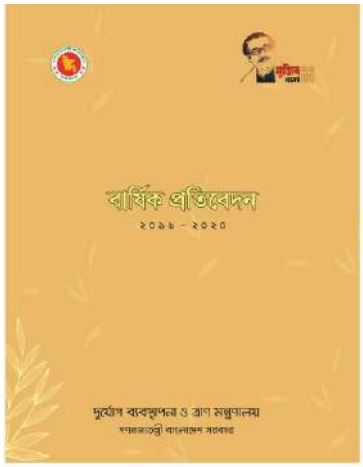


# বার্ষিক প্রতিবেদন

**২০১৯-২০২০**

**প্রকাশকাল**
ডিসেম্বর-২০২০

**প্রকাশনায়**
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

**ডিজাইন ও মুদ্রণ**
অর্ক

# সম্পাদনা পর্ষদ

- **জনাব শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম** এনডিসি — **: সভাপতি**
  অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

- **জনাব মো. মোয়াজ্জেম হোসেন** — **: সদস্য**
  অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ)

- **বেগম রওশন আরা বেগম** — **: সদস্য**
  অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

- **জনাব মো. হাসান সারওয়ার** — **: সদস্য**
  যুগ্মসচিব (প্রধান, শরণার্থী সেল)

- **বেগম শায়লা ইয়াসমিন** — **: সদস্য**
  উপসচিব (প্রশাসন)

- **জনাব আব্দুল্লাহ্ আল আরিফ** — **: সদস্য**
  উপসচিব (দুব্য-১)

- **জনাব শ্রীনিবাস দেবনাথ** — **: সদস্য সচিব**
  উপসচিব (পরিকল্পনা)

# সূচিপত্র

❖ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য


**১.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়**

**২.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নয়ন**

**৩.০ মন্ত্রণালয়ের মৌলিক বিষয়াদি**

৩.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন স্টেটমেন্ট

৩.২ মন্ত্রণালয়ের মিশন স্টেটমেন্ট

৩.৩ মন্ত্রণালয়ের অ্যালোকেশন্স অব বিজনেস

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

৩.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.৬ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

ক. সাংগঠনিক কাঠামো

খ. জনবল

৩.৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি

**৪.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম**

৪.১ ত্রাণ কর্মসূচি

৪.১.১ বিতরণকৃত ত্রাণসামগ্রীর বিবরণ

৪.১.২ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

৪.১.৩ ভিজিএফ কর্মসূচি

৪.১.৪ শীতবস্ত্র বিতরণ

৪.১.৫ শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবে সহায়তা

৪.১.৬ বড়দিন উৎসবে সহায়তা

৪.২ ত্রাণ প্রশাসন

৪.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

৪.৪ ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)

৪.৪.১ NDRCC'র কার্যক্রমের প্রভাব (Impact)

৪.৫ প্রশাসন অনুবিভাগ

৪.৫.১ সাধারণ প্রশাসন

৪.৫.২ অডিট অধিশাখা

৪.৬ বাজেট, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

৪.৬.১ পরিকল্পনা অধিশাখা

৪.৬.২ প্রকৌশল সেল

৪.৬.৩ বাজেট অধিশাখা

৪.৭ আইন অধিশাখা

৪.৮ প্রশিক্ষণ অধিশাখা

৪.৯ সংসদ, সমন্বয় ও মিডিয়া অনুবিভাগ

৪.১০ শরণার্থী বিষয়ক সেলের কার্যক্রম

৪.১০.১ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

৪.১০.২ শরণার্থী সেলের ভূমিকা

৪.১০.৩ প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত

৪.১০.৪ রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান ও প্রত্যাবাসন

৪.১১ ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' ব্যবস্থাপনা

৪.১২ সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' ব্যবস্থাপনা

৪.১৩ করোনা সংকটে মানবিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা

❖ **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্য**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যাবলি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

**৫.০ প্রশাসন অনুবিভাগ**

৫.১ জনবল কাঠামো

৫.২ বাজেট বরাদ্দ

**৬.০ কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) অনুবিভাগ**

৬.১ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

৬.২ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা

৬.৩ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৬.৪ খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

৬.৫ প্রকল্পের কাজের ধরন/পরিধি

৬.৬ প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

৬.৬.১ যাচাই-বাছাই উপকমিটি

৬.৭ প্রকল্প প্রতি খাদ্যশস্য/নগদ টাকার বরাদ্দসীমা

৬.৮ প্রকল্পের ডিজাইন/নমুনা

৬.৯ সোলার সিস্টেমের ডিজাইন/নমুনা

৬.১০ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

৬.১০.১ জেলা কর্ণধার কমিটি

৬.১০.২ জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

৬.১০.৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

৬.১০.৪ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটির কর্মপরিধি

৬.১১ সর্দার ও সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৬.১২ সুপারভাইজারের দায়িত্ব

৬.১৩ মাটির কাজের ক্ষেত্রে মাপ ও মজুরি

৬.১৪ মাটির সংকোচন/ক্ষয়ক্ষতির হার

৬.১৫ প্রকল্পের সাইনবোর্ড

৬.১৬ বাস্তবায়ন সময়সূচি

৬.১৮ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা
৬.১৮.১ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৬.১৮.২ খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া
৬.১৮.৩ প্রকল্পের কাজের ধরন/পরিধি
৬.১৮.৪ প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি
৬.১৮.৫ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ
৬.১৯ বরাদ্দ আদেশ জারি, অবমুক্তি আদেশ, খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন, বণ্টন এবং হিসাব সংরক্ষণ
৬.২০ অব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা
৬.২১ সোলার সিস্টেম স্থাপন/বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন
৬.২১.১ ভূমিকা
৬.২১.২ প্রকল্পের প্রকারভেদ
৬.২১.৩ এ কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপন
৬.২১.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৬.২১.৫ অর্থায়ন পদ্ধতি
৬.২১.৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি
৬.২১.৭ ইডকল-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও)-কে কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণ
৬.২১.৮ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন
৬.২১.৯ উপজেলা তদারকি কমিটি
৬.২১.১০ তদারকি কমিটির কার্যপরিধি
৬.২২ গৃহহীনদের জন্য নগদ টাকায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ
৬.২২.১ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৬.২২.২ কর্মসূচির উপকারভোগী
৬.২২.৩ কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি
৬.২২.৪ উপজেলা কমিটি
৬.২২.৫ জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি
৬.২২.৬ বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি
৬.২২.৭ জাতীয় কমিটি
৬.২২.৮ ঘরের নকশা/নমুনা
৬.২২.৯ বাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহার্য উপকরণের বর্ণনা

**৭.০ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ**

৭.১ প্রাক-জরিপ যাচাই
৭.২ পরিবীক্ষণ
৭.৩ কর্মোত্তর জরিপ যাচাই

**৮.০ ত্রাণ অনুবিভাগ**

৮.১ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ত্রাণকার্যক্রম
৮.২ মানবিক সহায়তার ধরন

৮.৩ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োগ এলাকা

৮.৪ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিসমূহ

৮.৫ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ

৮.৬ দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার

৮.৭ ক্রয় কার্যক্রম ও বরাদ্দ কার্যক্রম

৮.৮ (ক) কম্বল ক্রয়: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রয়কৃত কম্বলের বিবরণ

৮.৯ (ক) ঢেউটিন ক্রয়: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রয়কৃত ঢেউটিনের বিবরণ

৮.১০ (ক) তাঁবু ক্রয়: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তাঁবু ক্রয় করা হয়নি
(খ) তাঁবু বরাদ্দ ও বিতরণ

৮.১১ (ক) শিশুখাদ্য (টাকা): জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
(খ) শিশুখাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ

৮.১২ (ক) গো-খাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ: জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে
(খ) গো-খাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ

৮.১৩ (ক) শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা): জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে
(খ) শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ

৮.১৪ (ক) শিশু শীতবস্ত্র ক্রয় (টাকা): জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে
(খ) শিশু শীতবস্ত্র ক্রয় (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ

৮.১৫ সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাকরণ

৮.১৬ নৌযানের জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ এবং নৌযান চালকের অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি খাতে অর্থ বরাদ্দ

৮.১৭ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশে বন্যা, নদীভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের ৬৪ জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণকার্য চাল ও ত্রাণকার্য নগদ জেলাওয়ারি বরাদ্দের হিসাব বিবরণী:

**৯.০ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ**

৯.১ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি

৯.২ Foundation Training on Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH) ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি (১ম-২য় ব্যাচ)

৯.৩ দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি (১ম-৬ষ্ঠ ব্যাচ)

৯.৪ তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা সম্পর্কিত ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম-৬ষ্ঠ ব্যাচ):

৯.৫ Training on Introduction Using ICT on Disaster Management & E-filing ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম-২য় ব্যাচ):

৯.৬ বন্যা, বজ্রপাত ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধস বিষয়ে সচেতনতামূলক ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম-৩য় ব্যাচ):

৯.৭ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও) এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি (১৪তম ও ১৫ তম ব্যাচ)

৯.৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও অন্যান্য বিধিমালা (SOD) ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম ব্যাচ):

**১০.০ আইসিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম**

১০.১ দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রেরণে মোবাইল ফোনে IVR (Interactive Vioce Response) প্রযুক্তি ব্যবহার

১০.২ ওয়েব পোর্টাল (ddm.gov.bd)

১০.৩ ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ

১০.৪ ই-ফাইল

১০.৫ ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই সুবিধা

১০.৬ EGPP MIS Software

১০.৭ ইজিপি (Electronic Government Procurement)

১০.৮ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

১০.৯ জিআইএস সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১০.১০ শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ সহনশীল নগর গঠন প্রশিক্ষণ সহায়িকা (Child Centred Urban Disaster Resilience Facilitation Guideline)-এর ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজন

১০.১১ বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহায়তায় Emergency Operational Dashboard তৈরি

**১১.০ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ**

১১.১ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম

**১২.০ করোনা সংকটে মানবিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা**

**১৩.০ মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**

**১৪.০ গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মি. দৈর্ঘ্য সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প**

**১৫.০ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প**

**১৬.০ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প**

১৬.১ ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৯ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেন তার তালিকা

**১৭.০ বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প**

**১৮.০ আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প**

**১৯.০ 'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি)করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প**

**২০.০ The Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP) শীর্ষক প্রকল্প**

**২১.০ Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Program Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প।**

**২২.০ মুজিবকিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প**

**২৩.০ জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প**

**২৪.০ ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ**

## ❖ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর তথ্য

**২৫.০ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)**

২৫.১ ভূমিকা
২৫.২ ভিশন
২৫.৩ উদ্দেশ্য
২৫.৪ কর্মসূচির কর্ম এলাকা
২৫.৫ সিপিপির কার্যক্রম
২৫.৬ ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব এবং ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন কার্যক্রম
২৫.৭ সংকেত প্রচার প্রক্রিয়া
২৫.৮ সিপিপির সাংগঠনিক কাঠামো
২৫.৯ স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ
২৫.১০ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে সিপিপি
২৫.১১ ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া
২৫.১২ সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ ও বিতরণ
২৫.১৩ স্বেচ্ছাসেবক ডাটাবেইজ
২৫.১৪ স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ/সভা
২৫.১৫.১ ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' মোকাবিলা
২৫.১৫.২ ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান' মোকাবিলা
২৫.১৬ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গৃহীত কার্যক্রম
২৫.১৭ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার প্রদান
২৫.১৮ বাজেট
২৫.১৯ অর্জন

## ❖ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় সংক্রান্ত তথ্য

**২৬.০ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, কক্সবাজার**

২৬.১ ভূমিকা
২৬.২ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম
২৬.২.১ আশ্রয় শিবিরের বিন্যাস ও আবাসন
২৬.৩ খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্যবহির্ভূত আইটেম [Non Food Item (NFI)]
২৬.৪ স্বাস্থ্যসেবা
২৬.৫ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন
২৬.৬ অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ
২৬.৭ শিক্ষা
২৬.৮ পুষ্টিমান উন্নয়ন
২৬.৯ পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকল্প জ্বালানি
২৬.১০ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা
২৬.১১ প্রত্যাবাসন প্রস্তুতি

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য

## ১.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন: ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিজনিত জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদির ঝুঁকি মোকাবিলা ছাড়াও জনসংখ্যার আধিক্য ও দারিদ্র্যের প্রকোপ এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আরও বিপদাপন্ন করে তুলেছে। দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি ও স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় যুগোপযোগী ও সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে দুর্যোগঝুঁকিহ্রাসের বিদ্যমান নীতি কাঠামো ও কার্যক্রমের উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াধর্মী দুর্যোগ মোকাবিলার কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও তন্মধ্যে দুর্যোগকবলিত শিকার মানুষের জীবন জীবিকা সমুন্নতন রাখতে এবছর নানামুখী মানবিক সহায়তা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনগণের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) এবং অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ ও তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। ৩৫৯৭.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩৪২৮টি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় ১৭৮.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১৪.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ১২১৫.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১৪৫.৬০ কিলোমিটার হেরিং বোন্ড (এইচবিবি) করণ (প্রথম পর্যায়) নির্মাণ করা হয়েছে। ১৫,০৯৫৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০টি স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২টনট্রাক মাউন্টেড) এবং ২১টি Fixed type saline Water Treatment Plant নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভূমিকম্প-পরবর্তী সময়ে উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজে ব্যবহারের জন্য ১৫৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৩৫টি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের সনদ প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৭৮.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি ইমার্জেন্সি পিকআপ ভ্যান, ৬টি মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স বোট, ৪টি সি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোট, ১২টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট, ৩৫টি মেগা সাইরেন, ১৬টি স্যাটেলাইট ফোন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ১৯৫৭.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৫০টি মুজিবকিল্লা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ১২৭.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় ১৫০৭.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মিজ সায়মা হোসেন

## ২.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নয়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, নির্দেশমালা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD), ২০১৯ প্রকাশ
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৬-২০২০ এর বাস্তবায়ন
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে সেন্দাই কর্মকাঠামো (২০১৫-২০৩০)-এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন
- জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস এবং আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ
- দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়ন
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
- বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন প্রণয়ন

# ৩.০ মন্ত্রণালয়ের মৌলিক বিষয়াদি

## ৩.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন স্টেটমেন্ট

প্রাকৃতিক, জলবায়ুজনিত ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব জনগোষ্ঠীর সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা; তবে এ কাজে গরিব ও দুঃস্থদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

## ৩.২ মন্ত্রণালয়ের মিশন স্টেটমেন্ট

প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মনুষ্যসৃষ্ট সকল প্রকার দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে এনে জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা, জরুরি দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনর্গঠন কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

## ৩.৩ মন্ত্রণালয়ের অ্যালোকেশন্স অব বিজনেস

১. সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগে সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা, আদেশাবলি পরিকল্পনা, নির্দেশনা প্রণয়ন, পুনর্বিবেচনা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
২. Vulnerable Group Feeding (VGF) এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডাটাবেজ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও MIS সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৩. ত্রাণ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ কর্মসূচি, পরিকল্পনা, গবেষণা এবং মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার নন-ক্যাডার ও কারিগরি কর্মচারীদের কর্মী ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, কার্য মূল্যায়ন বিষয়ক কার্যাদি;
৫. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, এনজিও, সর্বস্তরের স্থানীয় সরকার, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (CBO), সুশীল সমাজ, সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ;
৭. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন;
৮. জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির প্রকল্প প্রণয়ন, সম্মতি প্রদান, প্রশাসন, সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যথা-টিআর, ভিজিএফ, কাবিখা, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি অনুমোদন, প্রশাসন এবং মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১০. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
১১. এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
১২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাহায্য, ঋণ ও মঞ্জুরির অনুসন্ধান এবং প্রশাসন ও সমন্বয়সাধন;
১৩. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়াবলি সম্পর্কে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
১৪. দুর্যোগকালে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা এবং স্থানান্তরের (Evacuation) নির্দেশ প্রদান;
১৫. দুর্যোগে সাড়াপ্রদান কার্যক্রম স্থাপন, শক্তিশালীকরণ এবং উন্নয়ন;
১৬. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন;
১৭. জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র (DMIC) স্থাপন, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা;
১৮. ভূমিকম্প, স্থাপনা ভেঙে পড়া, সুনামি, অগ্নিকাণ্ড এবং যে সকল দুর্যোগে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে সেক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক এবং প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সমন্বয়সাধন;
২০. এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট, অর্থ সংস্থান সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলি;
২১. শরণার্থী সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

২২. এ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন এবং বিধি বিধান প্রণয়ন;
২৩. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত সকল ধরনের তথ্য প্রদান ও অনুসন্ধান কার্যক্রম;
২৪. আদালতের নির্ধারিত ফি ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রযোজ্য সকল ধরনের ফি সম্পর্কিত বিষয়াবলি;
২৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য সকল বিষয়।

## ৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
২. জরুরি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডাটাবেজ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
৩. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;
৪. গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ), দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিএফ), জিআর (খাদ্য), নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর), শীতবস্ত্র সহায়তাসহ এ ধরনের অন্যান্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্দশা লাঘবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৫. অতিদরিদ্রদের ঝুঁকিহ্রাসকল্পে বছরের বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
৬. বৈদেশিক উৎস হতে প্রাপ্ত খাদ্য এবং অন্যান্য জরুরি মানবিক সহায়তা ব্যবহার ও বিতরণে সমন্বয় সাধন, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত কার্যাবলি বাস্তবায়ন;
৭. শরণার্থী বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
৮. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে সতর্ক সংকেতসহ মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পির সভাপতিত্বে সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবিলায় জরুরি সভা।

## ৩.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

| কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য | প্রধান কার্যক্রমসমূহ | বাস্তবায়নকারী দফতর/সংস্থা |
|---|---|---|
| ১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। | • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান | মন্ত্রণালয় |
| | • দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকল্পে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংস্থাভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগপ্রবণ ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা চিহ্নিতকরণ<br>• দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর |
| ২. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন | • দ্রুত পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ও মাঝারি আকারের ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ<br>• উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ<br>• বন্যাপ্রবণ এলাকায় বহুমুখী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ<br>• ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাঠ উঁচুকরণ ও মাটির কিল্লা নির্মাণ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর |
| ৩. বিপদাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘব ও ঝুঁকিহ্রাসকরণ | • চিহ্নিত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অতিদরিদ্রদের বিশেষত দরিদ্র দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থান<br>• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ<br>• অন্তর্নিহিত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও আগাম সংকেতের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো | মন্ত্রণালয় |
| | • কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন<br>• টিআর কর্মসূচি বাস্তবায়ন<br>• ভিজিএফ কর্মসূচি বাস্তবায়ন<br>• জিআর (খাদ্য) জিআর (নগদ অর্থ), শাড়ি, লুঙ্গি, কম্বল, ঢেউটিন, গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি ইত্যাদি বিতরণ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর |

## ৩.৬ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মন্ত্রী। রুলস্ অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন সচিব রয়েছেন। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয়ের এবং নিম্নোক্ত ২ (দুই)টি সংস্থা ও একটি কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান করেন। এগুলো হলো:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি
- শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়

## ক. সাংগঠনিক কাঠামো

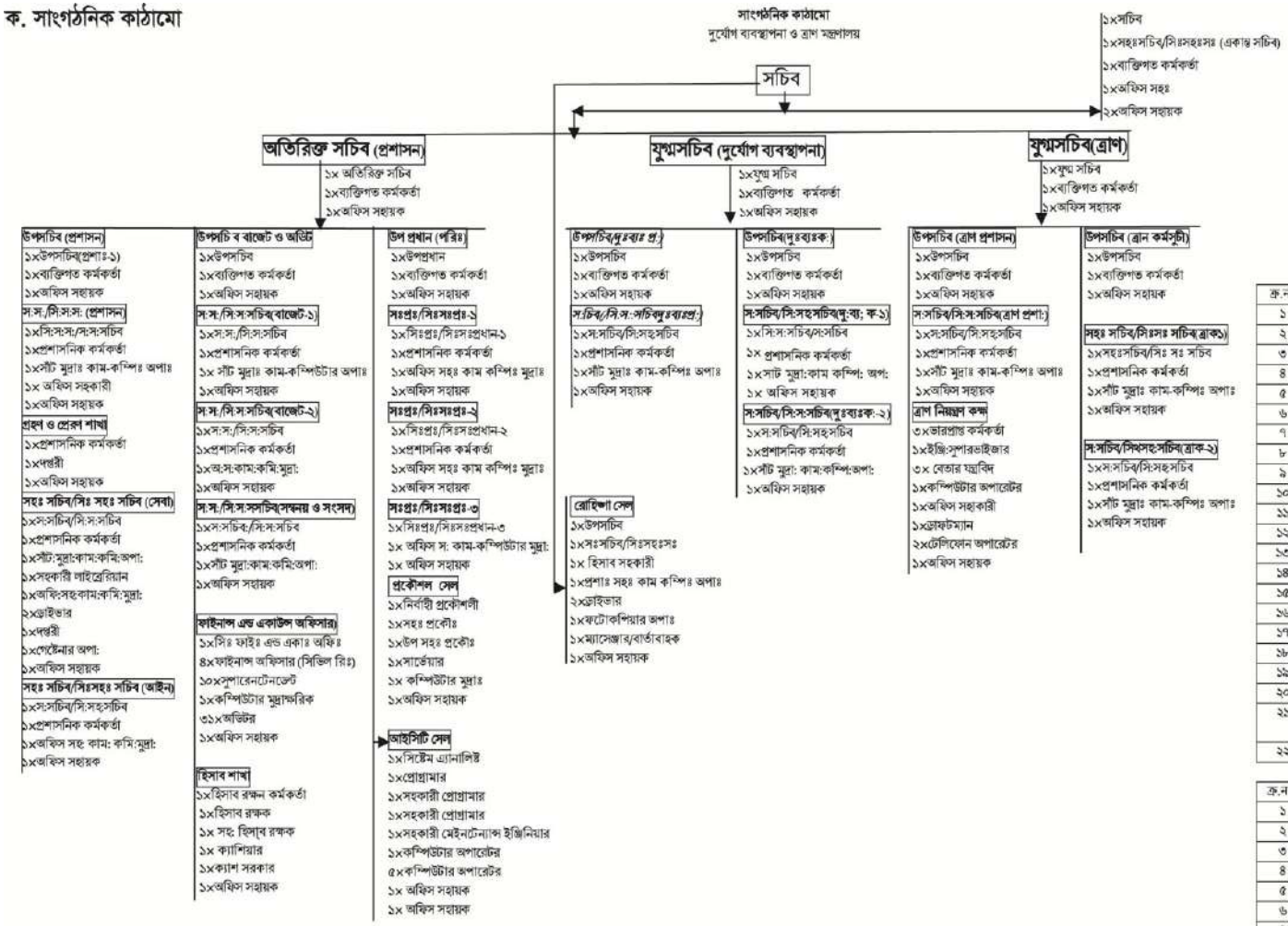


বিদ্যমান যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি

| ক্র.নং | বিবরণ | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | মাইক্রোবাস/জীপ | ৫ |
| ২ | মোটর সাইকেল | ১ |
| ৩ | ডুপ্লিকেটিং মেঃ | ১ |
| ৪ | ফটোকপিয়ার | ৬ |
| ৫ | ফ্যাক্স মেশিন | ৪ |
| ৬ | কম্পিউটার | ৫০ |
| ৭ | প্রিন্টার | ৩৫ |
| ৮ | স্ক্যানার | ৮ |
| ৯ | সার্ভার | ১ |
| ১০ | প্রজেক্টার | ১ |
| ১১ | এয়ার কন্ডিঃ | ৯ |
| ১২ | ইন্টারকম সিঃ | ১(৩৫ লাইন) |
| ১৩ | ওয়্যারলেস সেট | ১৬৪ |
| ১৪ | নোট বুক কম্পিঃ | ২ |
| ১৫ | ব্রডব্যান্ড কানেঃ | ১ |
| ১৬ | ডিজিটাল ক্যাঃ | ১ |
| ১৭ | রাউটার | ১ |
| ১৮ | নেটওয়ার্ক সুইচ | ৪ |
| ১৯ | ইউপিএস | ৫১ |
| ২০ | ওয়্যারলেস ব্রিজ | ১ |
| ২১ | ওয়্যারলেস এক্সেস পয়েন্ট | ২ |
| ২২ | ক্যাবল মডেম | ২ |

জনবলের সারসংক্ষেপ

| ক্র.নং | পদের নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | সচিব | ১ |
| ২ | অতিরিক্ত সচিব | ১ |
| ৩ | যুগ্মসচিব | ২ |
| ৪ | উপসচিব | ৬ |
| ৫ | উপপ্রধান | ১ |
| ৬ | সিঃসহঃসচিব | ১৩ |
| ৭ | সিঃসঃপ্রধান | ০৩ |
| ৮ | অন্যান্য | ১৬ |
| ৯ | মোট ১ম শ্রেণী | ৪৩ |
| ১০ | মোট ২য় শ্রেণী | ৩৮ |
| ১১ | মোট ৩য় শ্রেণী | ৭৬ |
| ১২ | মোট ৪র্থ শ্রেণী | ৩৪ |
| | সর্বমোট = | ১৯১ |

* বিদ্যমান অনুমোদিত পদ-১৭৩* সৃজনকৃত নতুন পদ - ২০টি, সিনিয়র সহকারী প্রধান-৩ এর অধীন জনবল প্রদর্শন সম্ভব হয় নি, জনবল প্রাপ্তি সাপেক্ষে সাংগঠনিক কাঠামো পুন: অনুমোদনের উদ্যোগ নেয়া হবে। রোহিঙ্গা সেলঃ জনবল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/উন্নয়ন খাতের আওতাভুক্ত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জনবলের হিসাবের সাথে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

**খ. জনবল**

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মোট অনুমোদিত জনবল ১৭৩ জন। এর মধ্যে ১ম-৯ম গ্রেডের ৩৯ জন, ১০ম গ্রেডের ৩৬ জন, ১১-২০ গ্রেডের ৯৮ জন কর্মচারী।

## ৩.৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি

**ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি**

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

**মোঃ মোহসীন**

সচিব

| | নাম ও পদবি | | নাম ও পদবি |
|---|---|---|---|
| | **শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম** এনডিসি<br>অতিরিক্ত সচিব<br>(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) | | **রঞ্জিৎ কুমার সেন** এনডিসি<br>অতিরিক্ত সচিব<br>(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-১, ত্রাণ প্রশাসন) |
| | **আলী রেজা মজিদ**<br>অতিরিক্ত সচিব<br>(সিপিপি) | | **জি. এম. আবদুল কাদের**<br>অতিরিক্ত সচিব<br>(প্রশিক্ষণ, সমন্বয় ও সংসদ, আইন) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন**<br>অতিরিক্ত সচিব<br>(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-২, ত্রাণ) | | | **রওশন আরা বেগম**<br>অতিরিক্ত সচিব<br>(প্রশাসন, বাজেট, সেবা, আইসিটি, অডিট এবং এপিএ) |
| | **আবুল বায়েছ মিয়া**<br>যুগ্মসচিব (প্রশাসন) | | | **মোমেনা খাতুন**<br>যুগ্মসচিব (দুব্যক-১) |
| | **মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া**<br>যুগ্মসচিব (সেবা ও বাজেট) | | | **মোঃ হাসান সারওয়ার**<br>যুগ্মসচিব (প্রধান, শরণার্থী সেল) |
| | **শিখা সরকার**<br>যুগ্মসচিব (সিপিপি ও ত্রাক-২) | | | **এবিএম সফিকুল হায়দার**<br>যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) |
| | **মোঃ জহুরুল আলম চৌধুরী**<br>উপসচিব (অডিট) | | | **আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন খাঁ**<br>উপসচিব<br>(প্রশিক্ষণ, সমন্বয় ও সংসদ) |
| | **কাজী শফিকুল আলম**<br>উপসচিব (ত্রাণ প্রশাসন-১) | | | **হাবিবুর রহমান**<br>উপসচিব (এনডিআরসিসি) |
| | **শ্রীনিবাস দেবনাথ**<br>উপসচিব (পরিকল্পনা) | | | **শায়লা ইয়াসমিন**<br>উপসচিব (প্রশাসন) ও কল্যাণ কর্মকর্তা |
| | **আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান**<br>উপসচিব (ত্রাণ) | | | **মুনিরা সুলতানা**<br>উপসচিব (আইন, ত্রাণ প্রশাসন-২) |
| | **শাব্বির আহম্মদ**<br>উপসচিব (শরণার্থী সেল) | | | **মোঃ কোরবান আলী**<br>উপসচিব (বাজেট) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **কাজী তাসমীন আরা আজমিরী**<br>উপসচিব (দুব্য-২) | | | **আব্দুল্লাহ্ আল আরিফ**<br>উপসচিব (দুব্য-১) | |
| | **আবু সাইদ মোঃ কামাল**<br>উপসচিব (ত্রাণ কর্মসূচি-২) | | | **মোঃ মজিবুর রহমান**<br>উপসচিব (সেবা) | |
| | **আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল**<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>(পরিকল্পনা-৩) | | | **ডাঃ শামীম রহমান**<br>সচিবের একান্ত সচিব ও<br>সিনিয়র সহকারী সচিব (শরণার্থী সেল) | |
| | **মোঃ অলিদ বিন আসাদ**<br>সিস্টেম এনালিস্ট | | | **মোঃ শাহজাহান**<br>সিনিয়র সহকারী সচিব (ত্রাক-১) | |
| | **মোহাম্মদ আব্দুল কাদের**<br>প্রোগ্রামার | | | **মোঃ নূরুল ইসলাম**<br>সহকারী সচিব (বাজেট) | |
| | **কে. এম আনিছুল ইসলাম**<br>সহকারী সচিব (ত্রাক-২) | | | **মোঃ হাবিব উল্যা**<br>সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) | |
| | **মোঃ দলিল উদ্দিন**<br>ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এনডিআরসিসি) | | | **মোঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকি**<br>হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | |
| | **মোঃ সফিউদ্দিন আহাম্মদ**<br>ফাইন্যান্স অফিসার সিভিল রিলিফ | | | **মোঃ ইমাম হোসেন**<br>ফাইন্যান্স অফিসার সিভিল রিলিফ | |
| | **মোঃ নাসির খান**<br>ফাইন্যান্স অফিসার সিভিল রিলিফ | | | | |

# ৪.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম

## ৪.১ ত্রাণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে একটি। প্রতি বছর এদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ হয়ে থাকে যেমন: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী ঝড়, পাহাড়ধস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, খরা, অগ্নিকাণ্ড, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি। সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খাদ্য সহায়তা, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতি বছর দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য (খয়রাতী সাহায্য/মানবিক সহায়তা) জিআর চাল, জিআর ক্যাশ, গৃহবাবদ মঞ্জুরি, ঢেউটিন, শুকনা খাবার, কম্বল, শীতবস্ত্রসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' মোতাবেক বিতরণ করা হয়ে থাকে।

### ৪.১.১ বিতরণকৃত ত্রাণসামগ্রীর বিবরণ

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ত্রাণকার্য (চাল) মে.টন | ত্রাণকার্য (নগদ) টাকা | শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টন) | ঢেউটিন (বান্ডিল) | কম্বল (পিস) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ৯৯৫৪ | ৪৪৫০০০০০ | ৪০০০ | ৬০০ | ২৬৭০০ |
| ২ | গাজীপুর | ৫৫৬৪ | ২০৭৫০০০০ | ০ | ৫০৭ | ৫৯০০ |
| ৩ | ময়মনসিংহ | ৫৯৫৯ | ২১৩০০০০০ | ০ | ২০০০ | ২৮৩০০ |
| ৪ | ফরিদপুর | ৪৬৪৪ | ১৮২০০০০০ | ৪০০০ | ১১০০ | ১১১০০ |
| ৫ | কিশোরগঞ্জ | ৩৮৫৬ | ১৬৮০০০০০ | ২০০০ | ১০১৩ | ১৭৫০০ |
| ৬ | নেত্রকোনা | ৪১৮১ | ১৬৯৫০০০০ | ৪০০০ | ১০০০ | ১৪৫০০ |
| ৭ | টাংগাইল | ৫০০২ | ১৭৯০০০০০ | ৪০০০ | ১২৮০ | ২০০০০ |
| ৮ | নরসিংদী | ২৬২৬ | ১২২৫০০০০ | ০ | ৬০০ | ১৪৫০০ |
| ৯ | মানিকগঞ্জ | ২৮৬০ | ১৩৭০০০০০ | ২০০০ | ৪০০ | ৬০০০ |
| ১০ | মুন্সিগঞ্জ | ২৭০৩ | ১২৯০০০০০ | ২০০০ | ৫৭৬ | ৬৩০০ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | ৫৭০১ | ২০৪০০০০০ | ০ | ৬০০ | ৬০০০ |
| ১২ | গোপালগঞ্জ | ৩২২৭ | ১৩৬০০০০০ | ২০০০ | ৭০০ | ৯৬০০ |
| ১৩ | জামালপুর | ৬২৭৬ | ১৮০০০০০০ | ৬০০০ | ১৭০০ | ১৬০০০ |
| ১৪ | শরিয়তপুর | ২৮৯৬ | ১৪৬০০০০০ | ৪০০০ | ২৫০০ | ১৫০০০ |
| ১৫ | রাজবাড়ী | ২৭৬৫ | ১২৪০০০০০ | ২০০০ | ৬০০ | ৭৫০০ |
| ১৬ | শেরপুর | ২৫৬৪ | ১২৫০০০০০ | ০ | ৮০০ | ৯৫০০ |
| ১৭ | মাদারীপুর | ৩২০৩ | ১০৬০০০০০ | ৮০০০ | ৬০০ | ৬৪০০ |
| ১৮ | চট্টগ্রাম | ৮৭৩২ | ২৩৫০০০০০ | ৭০০০ | ১১৫০ | ১১৫০০ |
| ১৯ | কক্সবাজার | ৪৪৫৮ | ১৮১০০০০০ | ৬০০০ | ৯০০ | ১০৫০০ |
| ২০ | রাঙামাটি | ৪৩০১ | ১৭০০০০০০ | ২০০০ | ৩৫০ | ৫৫০০ |
| ২১ | খাগড়াছড়ি | ৩৮৯৫ | ১৬৮৫০০০০ | ০ | ৩০০ | ৪৮০০ |
| ২২ | কুমিল্লা | ৬৪১৫ | ২০৬৫০০০০ | ০ | ১৯৯০ | ২১০০০ |
| ২৩ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৩৮৪৬ | ১৬৮৫০০০০ | ০ | ১৩০০ | ১৩০০০ |
| ২৪ | চাঁদপুর | ৩৯০২ | ১৭৬০০০০০ | ৪০০০ | ২০৫০ | ২৪০০০ |
| ২৫ | নোয়াখালী | ৪৩৮৭ | ১৮১০০০০০ | ৭০০০ | ৪০০ | ১২৫০০ |
| ২৬ | ফেনী | ৩০২৩ | ১৩৯৫০০০০ | ৬০০০ | ৪২৮ | ৬০০০ |
| ২৭ | লক্ষ্মীপুর | ৩০৪১ | ১৩৯৫০০০০ | ২০০০ | ৬০০ | ৬০০০ |
| ২৮ | বান্দরবান | ৩১৬৫ | ১৩০০০০০০ | ২০০০ | ৩৫০ | ৬০০০ |
| ২৯ | রাজশাহী | ৫৭৬৩ | ২১৪০০০০০ | ৩৬০০ | ১১৭০ | ২০৫৫০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ত্রাণকার্য (চাল) মে.টন | ত্রাণকার্য (নগদ) টাকা | শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টন) | ঢেউটিন (বান্ডিল) | কম্বল (পিস) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ | নওগাঁ | ৩৮৮৯ | ১৬৭০০০০০ | ২০০০ | ৬০০ | ১০৭০৭ |
| ৩১ | পাবনা | ৩৫৩৫ | ১৭০৫০০০০ | ৪০০০ | ৯১০ | ১৩৫০০ |
| ৩২ | সিরাজগঞ্জ | ৪৩০৪ | ১৮০০০০০০ | ৪০০০ | ১৫৭০ | ১৬৫০০ |
| ৩৩ | বগুড়া | ৪৯০৪ | ১৮৯৫০০০০ | ৩০০০ | ১২৬০ | ১৩০০০ |
| ৩৪ | নাটোর | ২৭০৪ | ১২৫৫০০০০ | ২০০০ | ৯৮০ | ৯৭৫০ |
| ৩৫ | নবাবগঞ্জ | ২৫৬১ | ১২৯৫০০০০ | ২০০০ | ৪৮৪ | ৯৫০০ |
| ৩৬ | জয়পুরহাট | ২৬৪১ | ১২৬০০০০০ | ০ | ৪৫০ | ৬৫০০ |
| ৩৭ | রংপুর | ৬১৮৮ | ২১২০০০০০ | ৪০০০ | ১৭০০ | ১৯৭৫০ |
| ৩৮ | দিনাজপুর | ৪৪৬১ | ১৬৯৫০০০০ | ২০০০ | ১৩০০ | ৩০৫২০ |
| ৩৯ | কুঁড়িগ্রাম | ৫৪২৯ | ২০০০০০০০ | ১৪০০০ | ২০০০ | ২৬০১৪ |
| ৪০ | ঠাকুরগাঁও | ২৭৫৮ | ১২৬৫০০০০ | ৪০০০ | ৪৩০ | ১৩৮০০ |
| ৪১ | পঞ্চগড় | ২৭৩১ | ১২৮০০০০০ | ৪০০০ | ৬০০ | ১৭২০৯ |
| ৪২ | নীলফামারী | ৩৩০৭ | ১৩৯০০০০০ | ৬০০০ | ৮৩০ | ৪৩৫০০ |
| ৪৩ | গাইবান্ধা | ৪২৫৬ | ১৫৫৫০০০০ | ৮০০০ | ১৮০০ | ২১৭০০ |
| ৪৪ | লালমনিরহাট | ৩৩৮৬ | ১৪০০০০০০ | ৮০০০ | ১১০০ | ১৯০০০ |
| ৪৫ | খুলনা | ৬৪২৯ | ২১৮০০০০০ | ৪০০০ | ২২০০ | ১১৭০০ |
| ৪৬ | বাগেরহাট | ৪৫৯৯ | ১৮৬০০০০০ | ৪০০০ | ২৪০০ | ১০০০০ |
| ৪৭ | যশোর | ৩৯২২ | ১৬৪৫০০০০ | ০ | ১৬৮৩ | ১৫০০০ |
| ৪৮ | কুষ্টিয়া | ৩৫৭৮ | ১৬৮০০০০০ | ৭০০০ | ৩০০ | ৬৭০০ |
| ৪৯ | সাতক্ষীরা | ৩৯২৫ | ১৪৩৫০০০০ | ৪০০০ | ২৭০০ | ১২২০০ |
| ৫০ | ঝিনাইদহ | ২৭২৮ | ১২৮৫০০০০ | ০ | ৭৫২ | ৯৬০০ |
| ৫১ | মাগুরা | ২৬১৩ | ৮৬৫০০০০ | ০ | ৮০০ | ৬২০০ |
| ৫২ | নড়াইল | ২৭১৪ | ৮৭৫০০০০ | ০ | ৬০০ | ৪৭০০ |
| ৫৩ | মেহেরপুর | ২৪৬২ | ৮৬০০০০০ | ০ | ১০০০ | ৬৬০০ |
| ৫৪ | চুয়াডাংগা | ২৪১৬ | ৮৫০০০০০ | ০ | ৬০৯ | ৭০০০ |
| ৫৫ | বরিশাল | ৬০৭২ | ২১৫০০০০০ | ৪০০০ | ১৯৫০ | ১৪১০০ |
| ৫৬ | পটুয়াখালী | ৪৫৬৬ | ১৮৯৫০০০০ | ৫০০০ | ১৯৯৫ | ৯৫০০ |
| ৫৭ | পিরোজপুর | ৩৩২৩ | ১৪০৫০০০০ | ৪০০০ | ২২০০ | ৮০০০ |
| ৫৮ | ভোলা | ৩১০৫ | ১৪৪০০০০০ | ৫০০০ | ১৯০০ | ১০৫০০ |
| ৫৯ | বরগুনা | ৩২৪৪ | ১৪৬০০০০০ | ৪০০০ | ২২৫০ | ৭৫০০ |
| ৬০ | ঝালকাঠি | ২৬৬৬ | ৯৭৫০০০০ | ২০০০ | ১১২০ | ৫৪০০ |
| ৬১ | সিলেট | ৫৯০৪ | ২১৮৫০০০০ | ৩০০০ | ৯৫০ | ১২০০০ |
| ৬২ | হবিগঞ্জ | ৩৯৮৯ | ১৭১০০০০০ | ১০০০ | ৬০০ | ১০০০০ |
| ৬৩ | সুনামগঞ্জ | ৪৩৫১ | ১৯২৫০০০০ | ৯০০০ | ১০৮০ | ১৫০০০ |
| ৬৪ | মৌলভীবাজার | ৩৬০২ | ১২৯৫০০০০ | ৩০০০ | ৫৯০ | ১১০০০ |
| **সর্বমোট** | | **২৬২১৫৬** | **১০৪৩৯০০০০০** | **২০৯৬০০** | **৭১২৫৭** | **৮২৫৮০০** |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | শিশুখাদ্য (টাকা) | গো-খাদ্য (টাকা) | গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি (টাকা) | শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা) | শিশু শীতবস্ত্র ক্রয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ৫৩০০০০০ | ০ | ১৮০০০০০ | ০ | ৫০০০০০ |
| ২ | গাজীপুর | ৫১০০০০০ | ০ | ১৫২১০০০ | ০ | ০ |
| ৩ | ময়মনসিংহ | ৫১০০০০০ | ০ | ৬০০০০০০ | ১৭৫০০০০ | ২০০০০০ |
| ৪ | ফরিদপুর | ৫৪০০০০০ | ১০০০০০ | ৩৩০০০০০ | ১৮০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৫ | কিশোরগঞ্জ | ৫১০০০০০ | ০ | ৩০৩৯০০০ | ০ | ০ |
| ৬ | নেত্রকোনা | ৫১০০০০০ | ০ | ৩০০০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| ৭ | টাংগাইল | ৫২০০০০০ | ১০০০০০ | ৩৮৪০০০০ | ১৭৫০০০০ | ২০০০০০ |
| ৮ | নরসিংদী | ৩৪০০০০০ | ০ | ১৮০০০০০ | ০ | ০ |
| ৯ | মানিকগঞ্জ | ৩৪০০০০০ | ০ | ১২০০০০০ | ০ | ০ |
| ১০ | মুন্সিগঞ্জ | ৩৪০০০০০ | ০ | ১৭২৮০০০ | ০ | ০ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | ৩৪০০০০০ | ০ | ১৮০০০০০ | ০ | ০ |
| ১২ | গোপালগঞ্জ | ৩৬০০০০০ | ১০০০০০ | ২১০০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ১৩ | জামালপুর | ৩৬০০০০০ | ৪০০০০০ | ৫১০০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| ১৪ | শরিয়তপুর | ৩৫০০০০০ | ১০০০০০ | ৬৯০০০০০ | ০ | ০ |
| ১৫ | রাজবাড়ী | ৩৪০০০০০ | ০ | ১৮০০০০০ | ০ | ০ |
| ১৬ | শেরপুর | ৩৪০০০০০ | ০ | ২৪০০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| ১৭ | মাদারীপুর | ৩৪০০০০০ | ১০০০০০ | ১৮০০০০০ | ০ | ০ |
| ১৮ | চট্টগ্রাম | ৫৪০০০০০ | ১০০০০০ | ৪০৫০০০০ | ০ | ০ |
| ১৯ | কক্সবাজার | ৫৩০০০০০ | ২০০০০০ | ২৭০০০০০ | ০ | ০ |
| ২০ | রাঙামাটি | ৫১০০০০০ | ০ | ১০৫০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| ২১ | খাগড়াছড়ি | ৫১০০০০০ | ০ | ৯০০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| ২২ | কুমিল্লা | ৫১০০০০০ | ০ | ৫৯৭০০০০ | ০ | ০ |
| ২৩ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৫১০০০০০ | ০ | ৩৯০০০০০ | ০ | ০ |
| ২৪ | চাঁদপুর | ৫২০০০০০ | ১০০০০০ | ৬১৫০০০০ | ০ | ২০০০০০ |
| ২৫ | নোয়াখালী | ৫৩০০০০০ | ২০০০০০ | ১২০০০০০ | ০ | ০ |
| ২৬ | ফেনী | ৩৫০০০০০ | ১০০০০০ | ১২৮৪০০০ | ০ | ০ |
| ২৭ | লক্ষ্মীপুর | ৩৫০০০০০ | ১০০০০০ | ১৮০০০০০ | ০ | ০ |
| ২৮ | বান্দরবান | ৩৪০০০০০ | ০ | ১০৫০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| ২৯ | রাজশাহী | ৫২০০০০০ | ০ | ৩৫১০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০ |
| ৩০ | নওগাঁ | ৫২০০০০০ | ০ | ১৮০০০০০ | ৫৫০০০০ | ১০০০০০ |
| ৩১ | পাবনা | ৫১০০০০০ | ০ | ২৭৩০০০০ | ০ | ০ |
| ৩২ | সিরাজগঞ্জ | ৫২০০০০০ | ১০০০০০ | ৪৭১০০০০ | ০ | ০ |
| ৩৩ | বগুড়া | ৫৪০০০০০ | ৩০০০০০ | ৩৭৮০০০০ | ০ | ০ |
| ৩৪ | নাটোর | ৩৫০০০০০ | ০ | ২৩৪০০০০ | ০ | ১০০০০০ |
| ৩৫ | নবাবগঞ্জ | ৩৪০০০০০ | ০ | ১৪৫২০০০ | ০ | ০ |
| ৩৬ | জয়পুরহাট | ৩৪০০০০০ | ০ | ১৩৫০০০০ | ০ | ০ |
| ৩৭ | রংপুর | ৫২০০০০০ | ০ | ৫১০০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৩৮ | দিনাজপুর | ৫২০০০০০ | ০ | ৩৯০০০০০ | ১০০০০০০ | ৯০০০০০ |
| ৩৯ | কুঁড়িগ্রাম | ৫৪০০০০০ | ৪০০০০০ | ৬০০০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪০ | ঠাকুরগাঁও | ৩৫০০০০০ | ০ | ১২৯০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪১ | পঞ্চগড় | ৩৫০০০০০ | ০ | ১৮০০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | শিশুখাদ্য (টাকা) | গো-খাদ্য (টাকা) | গৃহ নির্মাণ মজুরি (টাকা) | শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা) | শিশু শীতবস্ত্র ক্রয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪২ | নীলফামারী | ৩৬০০০০০ | ১০০০০০ | ২৪৯০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪৩ | গাইবান্ধা | ৩৭০০০০০ | ৪০০০০০ | ৫৪০০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪৪ | লালমনিরহাট | ৩৬০০০০০ | ১০০০০০ | ৩৩০০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪৫ | খুলনা | ৫৪০০০০০ | ৩০০০০০ | ৬৬০০০০০ | ০ | ০ |
| ৪৬ | বাগেরহাট | ৫৪০০০০০ | ৩০০০০০ | ৭২০০০০০ | ০ | ০ |
| ৪৭ | যশোর | ৫২০০০০০ | ০ | ৫০৪৯০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪৮ | কুষ্টিয়া | ৫২০০০০০ | ০ | ৯০০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৪৯ | সাতক্ষীরা | ৩৭০০০০০ | ৩০০০০০ | ৮১০০০০০ | ০ | ০ |
| ৫০ | ঝিনাইদহ | ৩৫০০০০০ | ০ | ২২৫৬০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০ |
| ৫১ | মাগুরা | ৩৪০০০০০ | ০ | ২৪০০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৫২ | নড়াইল | ৩৩০০০০০ | ০ | ১৮০০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| ৫৩ | মেহেরপুর | ৩৪০০০০০ | ০ | ৩০০০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৫৪ | চুয়াডাংগা | ৩৪০০০০০ | ০ | ১৮২৭০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৫৫ | বরিশাল | ৫৪০০০০০ | ২০০০০০ | ৫৮৫০০০০ | ০ | ০ |
| ৫৬ | পটুয়াখালী | ৫৪০০০০০ | ৩০০০০০ | ৫৯৮৫০০০ | ০ | ০ |
| ৫৭ | পিরোজপুর | ৩৭০০০০০ | ৩০০০০০ | ৭২০০০০০ | ০ | ০ |
| ৫৮ | ভোলা | ৩৭০০০০০ | ৩০০০০০ | ৫৭০০০০০ | ০ | ০ |
| ৫৯ | বরগুনা | ৩৭০০০০০ | ৩০০০০০ | ৬৭৫০০০০ | ০ | ০ |
| ৬০ | ঝালকাঠি | ৩৫০০০০০ | ২০০০০০ | ৩৩৬০০০০ | ০ | ০ |
| ৬১ | সিলেট | ৫২০০০০০ | ১০০০০০ | ২৮৫০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| ৬২ | হবিগঞ্জ | ৫২০০০০০ | ১০০০০০ | ১৮০০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| ৬৩ | সুনামগঞ্জ | ৫৪০০০০০ | ২০০০০০ | ৩২৪০০০০ | ১০০০০০০ | ৩০০০০০ |
| ৬৪ | মৌলভীবাজার | ৩৫০০০০০ | ১০০০০০ | ১৭৭০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০ |
| | **সর্বমোট** | **২৭৯৫০০০০০** | **৬১০০০০০** | **২১৩৭৭১০০০** | **৩২৮৫০০০০** | **৮৯০০০০০** |

### ৪.১.২. অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

এ কর্মসূচিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৬৫০ কোটি টাকা। দেশের ৬৪ জেলায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নে ১ম পর্যায়ে ৮২৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩২ জন উপকারভোগীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে ভূমিকা রাখছে।

### ৪.১.৩. ভিজিএফ কর্মসূচি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভিজিএফ বাজেট বরাদ্দ ছিল ২ লক্ষ ৫৫ হাজার মে. টন খাদ্যশস্য। দেশের ৬৪ জেলায় ২০১৯ সালে মুসলিম সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে অতিদরিদ্র, দুঃস্থ, হতদরিদ্র পরিবারকে ১৫ কেজি হারে ৯৯,৯৪,৫৪৭টি পরিবারকে ১,৪৯,৯১৮.২০৫ মে. টন ভিজিএফ চাল সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্কুলফিডিং কর্মসূচির আওতায় সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, এতিমখানার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতিদিন ৫০ গ্রাম ওজনের এক প্যাকেট করে বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।

## ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভিজিএফ বরাদ্দের বিবরণ

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপকার ভোগীর সংখ্যা | উপকার ভোগীর সংখ্যা | মোট | বরাদ্দকৃত চাল | বরাদ্দকৃত চাল | মোট বরাদ্দকৃত চাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | কার্ড (জেলা) | কার্ড (পৌরসভা) | কার্ড সংখ্যা | মে.টন (জেলা) | মে.টন (পৌর) | মে.টন |
| ১ | বরগুনা | ১১৪৭১৮ | ১৫৪০৪ | ১৩০১২২ | ১১৪৭.১৮ | ১৫৪.০৪ | ১৩০১.২২ |
| ২ | বরিশাল | ২৫৬০৭১ | ২১৫৬৫ | ২৭৭৬৩৬ | ২৫৬০.৭১ | ২১৫.৬৫ | ২৭৭৬.৩৬ |
| ৩ | ভোলা | ১০৮৮৭৩ | ২১৫৬৫ | ১৩০৪৩৮ | ১০৮৮.৭৩ | ২১৫.৬৫ | ১৩০৪.৩৮ |
| ৪ | ঝালকাঠি | ৩৮৫৪৭ | ৭৭০২ | ৪৬২৪৯ | ৩৮৫.৪৭ | ৭৭.০২ | ৪৬২.৪৯ |
| ৫ | পটুয়াখালী | ২৯৩৫৭২ | ২১৫৬৫ | ৩১৫১৩৭ | ২৯৩৫.৭২ | ২১৫.৬৫ | ৩১৫১.৩৭ |
| ৬ | পিরোজপুর | ৩৫৪৪৭ | ১৩৮৬৩ | ৪৯৩১০ | ৩৫৪.৪৭ | ১৩৮.৬৩ | ৪৯৩.১ |
| ৭ | বান্দরবান | ৫১৩৮০ | ৭৭০২ | ৫৯০৮২ | ৫১৩.৮ | ৭৭.০২ | ৫৯০.৮২ |
| ৮ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১১৭৩৩৮ | ১৮৪৮৪ | ১৩৫৮২২ | ১১৭৩.৩৮ | ১৮৪.৮৪ | ১৩৫৮.২২ |
| ৯ | চাঁদপুর | ৭০৪১৮ | ৩০৮০৭ | ১০১২২৫ | ৭০৪.১৮ | ৩০৮.০৭ | ১০১২.২৫ |
| ১০ | চট্টগ্রাম | ১৩০৬৫৮ | ৫৬৯৯৪ | ১৮৭৬৫২ | ১৩০৬.৫৮ | ৫৬৯.৯৪ | ১৮৭৬.৫২ |
| ১১ | কুমিল্লা | ১৬১৮৭২ | ৩৩৮৮৯ | ১৯৫৭৬১ | ১৬১৮.৭২ | ৩৩৮.৮৯ | ১৯৫৭.৬১ |
| ১২ | কক্সবাজার | ১৫৯৩২৩ | ১৫৪০৪ | ১৭৪৭২৭ | ১৫৯৩.২৩ | ১৫৪.২২ | ১৭৪৭.৪৫ |
| ১৩ | ফেনী | ১৫২৩৫ | ২১৫৬৫ | ৩৬৮০০ | ১৫২.৩৫ | ২১৫.৬৫ | ৩৬৮. |
| ১৪ | খাগড়াছড়ি | ২২৩৮৪ | ১০৭৮৩ | ৩৩১৬৭ | ২২৩.৮৪ | ১০৭.৮৩ | ৩৩১.৬৭ |
| ১৫ | লক্ষ্মীপুর | ৫৮১১৫ | ১৬৯৪৪ | ৭৫০৫৯ | ৫৮১.১৫ | ১৬৯.৪৪ | ৭৫০.৫৯ |
| ১৬ | নোয়াখালী | ১৩৬৯৪৬ | ৩০৮০৭ | ১৬৭৭৫৩ | ১৩৬৯.৪৬ | ৩০৮.০৭ | ১৬৭৭.৫৩ |
| ১৭ | রাঙ্গামাটি | ২৫৩৪১ | ৬১৬১ | ৩১৫০২ | ২৫৩.৪১ | ৬১.৬১ | ৩১৫.০২ |
| ১৮ | ঢাকা | ১১২৯৯৪ | ১৩৮৬৩ | ১২৬৮৫৭ | ১১২৯.৯৪ | ১৩৮.৬৩ | ১২৬৮.৫৭ |
| ১৯ | ফরিদপুর | ১০৬৮৮১ | ২০০২৪ | ১২৬৯০৫ | ১০৬৮.৮১ | ২০০.২৪ | ১২৬৯.০৫ |
| ২০ | গাজীপুর | ১২০২৬৫ | ১২৩২৩ | ১৩২৫৮৮ | ১২০২.৬৫ | ১২৩.২৩ | ১৩২৫.৮৮ |
| ২১ | গোপালগঞ্জ | ৭২৪১৯ | ১৬৯৪৪ | ৮৯৩৬৩ | ৭২৪.১৯ | ১৬৯.৪৪ | ৮৯৩.৬৩ |
| ২২ | জামালপুর | ৩১৬২১১ | ২৪৬৪৬ | ৩৪০৮৫৭ | ৩১৬২.১১ | ২৪৬.৪৬ | ৩৪০৮.৫৭ |
| ২৩ | কিশোরগঞ্জ | ৮৩৮৪৪ | ২৬১৮৭ | ১১০০৩১ | ৮৩৮.৪৪ | ২৬১.৮৭ | ১১০০.৩১ |
| ২৪ | মাদারীপুর | ৬০৬২৫ | ১৫৪০৩ | ৭৬০২৮ | ৬০৬.২৫ | ১৫৪.০৩ | ৭৬০.২৮ |
| ২৫ | মানিকগঞ্জ | ১০০১৫১ | ৭৭০২ | ১০৭৮৫৩ | ১০০১.৫১ | ৭৭.০২ | ১০৭৮.৫৩ |
| ২৬ | মুন্সিগঞ্জ | ৫৩০৭৩ | ৯২৪২ | ৬২৩১৫ | ৫৩০.৭৩ | ৯২.৪২ | ৬২৩.১৫ |
| ২৭ | নারায়ণগঞ্জ | ৬০১৬৬ | ১৬৯৪৫ | ৭৭১১১ | ৬০১.৬৬ | ১৬৯.৪৫ | ৭৭১.১১ |
| ২৮ | নরসিংদী | ১১৬০৯৪ | ২১৫৬৫ | ১৩৭৬৫৯ | ১১৬০.৯৪ | ২১৫.৬৫ | ১৩৭৬.৫৯ |
| ২৯ | রাজবাড়ী | ৬৩৬০১ | ১৩৮৬৩ | ৭৭৪৬৪ | ৬৩৬০১০ | ১৩৮.৬৩ | ৭৭৪.৬৪ |
| ৩০ | শরীয়তপুর | ৬৪৯২৫ | ১৮৪৮৫ | ৮৩৪১০ | ৬৪৯.২৫ | ১৮৪.৮৫ | ৮৩৪.১ |
| ৩১ | টাংগাইল | ২২৫০৮৩ | ৪১৫৯০ | ২৬৬৬৭৩ | ২২৫০.৮৩ | ৪১৫.৯ | ২৬৬৬.৭৩ |
| ৩২ | বাগেরহাট | ১৫৯০৩৬ | ১৩৮৬৩ | ১৭২৮৯৯ | ১৫৯০.৩৬ | ১৩৮.৬৩ | ১৭২৮.৯৯ |
| ৩৩ | চুয়াডাংগা | ৩৮৪২১ | ১৫৪০৪ | ৫৩৮২৫ | ৩৮৪.২১ | ১৫৪.০৪ | ৫৩৮.২৫ |
| ৩৪ | যশোর | ২৭৯৯৯১ | ৩০৮০৭ | ৩১০৭৯৮ | ২৭৯৯.৯১ | ৩০৮.০৭ | ৩১০৭.৯৮ |
| ৩৫ | ঝিনাইদহ | ৭৭৩২৮ | ২৪৬৪৫ | ১০১৯৭৩ | ৭৭৩.২৮ | ২৪৬.৪৫ | ১০১৯.৭৩ |
| ৩৬ | খুলনা | ১৬৮৬৩০ | ৭৭০২ | ১৭৬৩৩২ | ১৬৮৬.৩ | ৭৭.০২ | ১৭৬৩.৩২ |

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপকার ভোগীর সংখ্যা | উপকার ভোগীর সংখ্যা | মোট | বরাদ্দকৃত চাল | বরাদ্দকৃত চাল | মোট বরাদ্দকৃত চাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | কার্ড (জেলা) | কার্ড (পৌরসভা) | কার্ড সংখ্যা | মে.টন (জেলা) | মে.টন (পৌর) | মে.টন |
| ৩৭ | কুষ্টিয়া | ৬৩৫৯৭ | ১৬৯৪৪ | ৮০৫৪১ | ৬৩৫.৯৭ | ১৬৯.৪৪ | ৮০৫.৪১ |
| ৩৮ | মাগুরা | ৩২০১৯ | ৪৬২১ | ৩৬৬৪০ | ৩২০.১৯ | ৪৬.২১ | ৩৬৬.৪ |
| ৩৯ | মেহেরপুর | ৭৫৪৮ | ৭৭০২ | ১৫২৫০ | ৭৫.৪৮ | ৭৭.০১ | ১৫২.৪৯ |
| ৪০ | নড়াইল | ৬৬৮৩৬ | ৯২৪২ | ৭৬০৭৮ | ৬৬৮.৩৬ | ৯২.৪২ | ৭৬০.৭৮ |
| ৪১ | সাতক্ষীরা | ২৭৯৬৩৮ | ৭৭০২ | ২৮৭৩৪০ | ২৭৯৬.৩৮ | ৭৭.০২ | ২৮৭৩.৪ |
| ৪২ | ময়মনসিংহ | ৮২৫৫৩৯ | ৪১৫৮৯ | ৮৬৭১২৮ | ৮২৫৫.৩৯ | ৪১৫.৮৯ | ৮৬৭১.২৮ |
| ৪৩ | নেত্রকোনা | ১০২৩৩১ | ১৫৪০৩ | ১১৭৭৩৪ | ১০২৩.৩১ | ১৫৪.০২ | ১১৭৭.৩৩ |
| ৪৪ | শেরপুর | ৭২৬৩৬ | ১২৩২৩ | ৮৪৯৫৯ | ৭২৬.৩৬ | ১২৩.২৩ | ৮৪৯.৫৯ |
| ৪৫ | বগুড়া | ১৮০০১৩ | ৩৮৫০৮ | ২১৮৫২১ | ১৮০০.১৩ | ৩৮৫.০৮ | ২১৮৫.২১ |
| ৪৬ | জয়পুরহাট | ৬৪১৩২ | ২১৫৬৫ | ৮৫৬৯৭ | ৬৪১.৩২ | ২১৫.৬৫ | ৮৫৬.৯৭ |
| ৪৭ | নওগাঁ | ১৭৪৬৩৬ | ১২৩২৩ | ১৮৬৯৫৯ | ১৭৪৬.৩৬ | ১২৩.২৩ | ১৮৬৯.৫৯ |
| ৪৮ | নাটোর | ৯৩১০৬ | ২৭৭২৬ | ১২০৮৩২ | ৯৩১.০৬ | ২৭৭.২৬ | ১২০৮.৩২ |
| ৪৯ | নবাবগঞ্জ | ১০১১৫০ | ১৬৯৪৪ | ১১৮০৯৪ | ১০১১.৫ | ১৬৯.৪৪ | ১১৮০.৯৪ |
| ৫০ | পাবনা | ১৪৯৩৫৯ | ৪০০৪৯ | ১৮৯৪০৮ | ১৪৯৩.৫৯ | ৪০০.৪৯ | ১৮৯৪.০৮ |
| ৫১ | রাজশাহী | ১০৪৯৫৭ | ৪৬২১২ | ১৫১১৬৯ | ১০৪৯.৫৭ | ৪৬২.২১ | ১৪৩২.৫১ |
| ৫২ | সিরাজগঞ্জ | ২২৮৯৪৭ | ২৬১৮৬ | ২৫৫১৩৩ | ২২৮৯.৪৭ | ২৬১.৮৪ | ২৫৫১.৩১ |
| ৫৩ | দিনাজপুর | ১৬০৩৮৬ | ৩২৩৪৭ | ১৯২৭৩৩ | ১৬০৩.৮৬ | ৩২৩.৪৭ | ১৯২৭.৩৩ |
| ৫৪ | গাইবান্ধা | ১৫২১০৭ | ১৩৮৬৩ | ১৬৫৯৭০ | ১৫২১.০৭ | ১৩৮.৬৩ | ১৬৫৯.৭ |
| ৫৫ | কুড়িগ্রাম | ৪১৬২০২ | ১২৩২৩ | ৪২৮৫২৫ | ৪১৬২.০২ | ১২৩.২৩ | ৪২৮৫.২৫ |
| ৫৬ | লালমনিরহাট | ৬৭৬০১ | ৯২৪২ | ৭৬৮৪৩ | ৬৭৬.০১ | ৯২.৪২ | ৭৬৮.৪৩ |
| ৫৭ | নীলফামারী | ৩৯০৪৫২ | ১০৭৮২ | ৪০১২৩৪ | ৩৯০৪.৫২ | ১০৭.৮২ | ৪০১২.৩৪ |
| ৫৮ | পঞ্চগড় | ১০৮০৩৯ | ৯২৪২ | ১১৭২৮১ | ১০৮০.৩৯ | ৯২.৪২ | ১১৭২.৮১ |
| ৫৯ | রংপুর | ৪১৬৭৫৪ | ৬১৬১ | ৪২২৯১৫ | ৪১৬৭.৫৪ | ৬১.৬১ | ৪২২৯.১৫ |
| ৬০ | ঠাকুরগাও | ৭৯৬৬৮ | ১২৩২৩ | ৯১৯৯১ | ৭৯৬.৬৮ | ১২৩.২৩ | ৯১৯.৯১ |
| ৬১ | হবিগঞ্জ | ১১২৫৬৪ | ২৪৬৪৫ | ১৩৭২০৯ | ১১২৫.৬৪ | ২৪৬.৪৫ | ১৩৭২.০৯ |
| ৬২ | মৌলভীবাজার | ৫৯২২৮ | ২০০২৫ | ৭৯২৫৩ | ৫৯২.২৮ | ২০০.২৫ | ৭৯২.৫৩ |
| ৬৩ | সুনামগঞ্জ | ১৪৩৯২৭ | ১৫৪০৪ | ১৫৯৩৩১ | ১৪৩৯.২৭ | ১৫৪.০৪ | ১৫৯৩.৩১ |
| ৬৪ | সিলেট | ৪৯৮৫৫ | ১৩৮৬৩ | ৬৩৭১৮ | ৪৯৮.৫৫ | ১৩৮.৬৩ | ৬৩৭.১৮ |
| | সর্বমোট = | ৮৭৭৯২০৩ | ১২২৭৬৬৬. | ১০০০৬৮৬৯. | ৮৭৭৯২.০৩ | ১২২৭৬.৮৯ | ১০০০৬৮.৯২ |

### ৪.১.৪. শীতবস্ত্র বিতরণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কম্বল ক্রয় খাতে ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত টাকায় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার পিস কম্বল ক্রয় করে দেশের ৬৪ জেলায় শীতার্তদের মাঝে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসনের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসকগণ মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-২০১৩ অনুযায়ী কম্বল বিতরণ করেছেন। এতে দেশের ১২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক উপকৃত হয়েছে।

### ৪.১.৫. শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবে সহায়তা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের ৬৪ জেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মোট ৩২,০৯৫টি পূজামণ্ডপের বিপরীতে আগত ভক্তদের আহার্যবাবদ মোট ১৬,০৪৭.৫০০ (ষোল হাজার সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ শূন্য শূন্য) মে. টন ত্রাণকার্য (চাল) জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

### ৪.১.৬. বড়দিন উৎসবে সহায়তা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শুভ বড়দিন উদযাপন উপলক্ষে দেশের ৬২টি জেলায় মোট ৪,৯৮২টি গির্জার অনুকূলে আহার্যবাবদ মোট ২,৪৯১ (দুই হাজার চারশত একানব্বই) মে. টন ত্রাণকার্য (চাল) জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

### ৪.২ ত্রাণ প্রশাসন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ, অবসর গ্রহণের অনুমতি, পেনশন মঞ্জুরিসহ সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ শাখা হতে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ সম্পাদিত হয়েছে:

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ কার্যকর হওয়ায় তা বাস্তবায়নের যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নবগঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জন্য পদ সৃজন, খসড়া নিয়োগবিধি এবং সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (অধিদপ্তরে বর্তমানে মঞ্জুরিকৃত পদ ২৭১২টি, নতুন প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা ৬৯৭৪টি।)

(২) ৭৪ জন ২য় শ্রেণির উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৩) ৮ জন ১ম শ্রেণির উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৪) ১ জন সহকারী পরিচালক এবং ৮ জন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাকে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৫) অধিদপ্তরাধীন ২৩ জন কর্মকর্তার পেনশন/পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে। ২১ জন কর্মকর্তার ল্যাম্পগ্র্যান্ট এবং ১৫ জন কর্মকর্তার অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

(৬) অধিদপ্তরাধীন ১৬ জন কর্মকর্তার জিপিএফ-এর অর্থ অগ্রিম/চূড়ান্ত উত্তোলনের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

(৭) ইজিপিপি প্রকল্পের ৪০ জন উপসহকারী প্রকৌশলীকে অধিদপ্তরের ২য় শ্রেণির প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা পদে আত্তীকরণ করা হয়েছে।

(৮) এ ছাড়াও অধিদপ্তরের অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ত্রাণ প্রশাসন শাখার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিশদ বিবরণী এ প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

### ৪.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যেসব কার্যাবলি সম্পাদিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১। ১৩ অক্টোবর ২০১৯ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
২। ১০ মার্চ ২০২০ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
৩। কোভিড-১৯ চলাকালীন ঘূর্ণিঝড় আম্ফান মোকাবিলায় গত ২০/০৫/২০২০ খ্রি. তারিখ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)-এর বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কোভিড-১৯ চলাকালীন সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবিলায় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল-এর ভার্চুয়াল সভায় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২০ মে ২০২০)

৪। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১৯ সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রিসভায় SOD-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ প্রকাশনায় টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (SDG), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) ও আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ আদেশাবলিতে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ের অংশীজনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধৃত হয়েছে। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' (Leaving no one behind) সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এ নীতির আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে অন্যদের পাশাপাশি নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা মিস সায়মা হোসেন

৫। Disability inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের ৫ম সভা ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে Multipurpose Accessible Rescue Boat সরবরাহের লক্ষ্যে ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি., নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক প্রতি বছর ২০টি করে ৩ বছরে মোট ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে সরবরাহ করা হবে।

'বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী উদ্ধারকারী নৌযান'-এর ত্রিমাত্রিক মডেল

৬। 'Disability inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'প্রতিবন্ধিতা বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' এবং 'দুর্যোগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং নিরাপদ উদ্ধার ও অপসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭। People's Republic of China-এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU-এর আলোকে চীন সরকারের অর্থায়নে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (NEOC) প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০৯/০২/২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সভায় (NDMC) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদামের অভ্যন্তরে ১ (এক) একর জমি প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৮। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NPDM) ২০২১-২০২৫-এর খসড়া প্রণয়নপূর্বক মার্চ ২০২০ মাসে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২৭-৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকা এবং রংপুরে একযোগে ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ (DREE)-এ বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ, ১৮টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

১০। টাংগাইল পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড এবং রংপুর সিটি করপোরেশনের ১৯ নং ওয়ার্ডের জন্য আর্থকোয়েক কন্টিনজেন্সি প্ল্যান প্রণয়ন করে মার্চ ২০২০ মাসে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

১১। ২৫ জন ভিকটিমকে দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে সাইকোসোশ্যাল বিষয়ে কাউন্সিলিং প্রদান করা হয়েছে।

১২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারিবিলিটি স্টাডিজের ৪০ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপের আওতায় ০৫টি বিষয়ে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এগুলোর ফিডব্যাক নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

১৩। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)-এর সহায়তায় ২-৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ২ দিনব্যাপী "Adaptive Social Protection, Technical and Policy Consideration" শীর্ষক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

১৪। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)-এর সহায়তায় ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে "Building Resilience to Achieve Zero Hunger (BRAZH)"-এর Launching Ceremony আয়োজন করা হয়েছে।

১৫। কোভিড-১৯-এর প্রথমাবস্থায় মার্চ ২০২০ মাসে করোনার অভিঘাত মোকাবিলায় বিশেষত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকলের সুরক্ষার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্ত SOD অনুযায়ী ওয়ার্ড, ইউনিয়ন এবং উপজেলা কমিটিগুলোকে দ্রুত কার্যকর করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দেওয়া হয়েছে।

## ৪.৪ ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর ও সমন্বিত সাড়াদান কার্যক্রমের প্রয়োজন বিধায় জাতীয় পর্যায়ে Emergency Operation Centre (EOC) থাকা প্রয়োজন। দুর্যোগ সংক্রান্ত জাতীয় ডাটা সেন্টারের ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ২০১১ সালে দুর্যোগ পরিস্থিতিসহ দুর্যোগে গৃহীত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, এজেন্সির সাথে তথ্য বিনিময়, দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচার এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যের প্রবাহ সংরক্ষণের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমকে পরিবর্তন করে National Disaster Response Coordination Centre (NDRCC) বা "জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য দ্রুত সংগ্রহ ও কর্তৃপক্ষকে দ্রুত সরবরাহের জন্য NDRCC-তে রয়েছে পর্যাপ্ত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম। এ কেন্দ্রে অনলাইনে সভা ও কর্মশালা করার ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্যোগের সার্বক্ষনিক তথ্য সকলের জন্য সহজলভ্য করা এবং জনগণের জানমাল রক্ষায় সার্বক্ষণিক তৎপর থাকার নিমিত্ত মাননীয় প্রদানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় কেন্দ্রটি সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা হয় এবং প্রতিদিন "দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন" প্রকাশ ও সরবরাহ করা হয়। দুর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়। NDRCC দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করে। SOD অনুযায়ী এ কেন্দ্রটি National Disaster Response Coordination Group (NDRCG)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে (NDRCC) দিন-রাত (২৪/৭) দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য সরবরাহ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ

ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, কালবৈশাখী ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বাভাসসমূহ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, স্পার্শো, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাপ্তির পর NDRCC কর্তৃক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। অতঃপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাসহ তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সিপিপি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন পর্যায়ে ফ্যাক্স, ফোন, ই-মেইল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। সম্ভাব্য দুর্যোগ মনিটরিংসহ সতর্ক প্রদানকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং এবং সিপিপি-এর অধীনে সাড়াদান সংশ্লিষ্ট সকল দলের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

সাম্প্রতিককালে COVID-19 মহামারিতে NDRCC গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। প্রতিদিন মহামারি সংক্রান্ত তিনটি করে প্রতিবেদন ইস্যু করা হয়েছে। COVID-19 মহামারি চলাকালে সংঘটিত সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান', দীর্ঘস্থায়ী বন্যা এবং উপকূলীয় জোয়ারের ওপর বিশেষ প্রতিবেদন ইস্যু করা হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সারাদেশে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন ইস্যু অব্যাহত রাখা হয়েছে।

### ৪.৪.১ NDRCC'র কার্যক্রমের প্রভাব (Impact)

- দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা প্রচারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়াদান প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য বিনিময় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগে কার্যকর প্রস্তুতি এবং সাড়াদানে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।
- প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাড়াদান দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের ফলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে উন্নয়ন টেকসইকরণে ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে।
- জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সংকলিত দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য "সরকারের তথ্যসূত্র" হিসেবে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যবহার করা হচ্ছে।

## ৪.৫ প্রশাসন অনুবিভাগ

### ৪.৫.১ সাধারণ প্রশাসন

কর্মবণ্টন তালিকা মোতাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম কৌশল, তথ্য অধিকার আইন, মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তাদের (প্রেষণে/সংযুক্তি) অভ্যন্তরীণ পদায়ন/অবমুক্তি, ৯ম ও ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা নিয়োগ, ১০ম গ্রেডের কারিগরি কর্মচারীদের নিয়োগ, ১১-২০ তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ, ঋণ মঞ্জুরি, পদোন্নতি, বিভাগীয় ব্যবস্থা, ছুটি লিয়েন, বাসা বরাদ্দ, লাম (গ্রান্ট) এমাউন্ট মঞ্জুর, না-দাবি প্রত্যয়নপত্র প্রদান ও ভাতা মঞ্জুর এবং অবসরসহ জনপ্রশাসন বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে অন্যান্য কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয়ে থাকে।

**২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ হতে নিম্নে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ সম্পাদিত হয়েছেঃ**

১. জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
২. বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩. বিভিন্ন গ্রেডের (১১তম হতে ২০তম) ২৪ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
৪. ১জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন মঞ্জুরি, ৩ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুরি, ৩ জন ১ম শ্রেণির অনুকূলে লাম্প গ্রান্ট মঞ্জুর।
৫. ২ জন ২য় শ্রেণির কর্মচারীর অনুকূলে পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর।

### ৪.৫.২ অডিট অধিশাখা

নিরীক্ষা কার্যক্রমের বার্ষিক বিবরণী

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি) | ১৭৬৮ | ৭৮৪.৮৫ | ০৩ | ১১ | ০.৩৮ | ১৭৫৭ | ৭৮৪.৪৭ |
| ২ | অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি | ৩১৯৬ | ১২০.৪৩ | ৪৬ | ২১১ | ৪.৫৫ | ২৯৮৫ | ১১৫.৮৮ |
| **সর্বমোট** | | **৪৯২৮** | **৯০৫.০৬** | **৪৯** | **২২২** | **৪.৯৩** | **৪৭৪২** | **৯০০.৩৫** |

## ৪.৬ বাজেট, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

### ৪.৬.১ পরিকল্পনা অধিশাখা

২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিকল্পনা অধিশাখা হতে মন্ত্রণালয়ের ০৪ (চার)টি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনা অধিশাখা হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং অনুন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর ১০টি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক ও ত্রৈমাসিক রিপোর্ট IMED-তে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত আহ্বান করা হয় এবং সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়া এ অধিশাখার কর্মকর্তারা নিয়মিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন, পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল এবং অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করেন।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল ADP-তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ১২টি অবকাঠামো ও অবকাঠামোগত প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১৮৪১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ১৫৩৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩০১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ পাওয়া যায় ২৪১৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ২১০১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩১৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সাহায্য ও জিওবি প্রত্যেক ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৯০% (জিওবি ৯.১১%, প্র. সা. ৩.৮৮%)। অপরদিকে, জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২২৮৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২০৫৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৩১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা এবং মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৭৯%, যার মধ্যে জিওবি ৯৭.৯৪% ও প্রকল্প সাহায্য ৭৩.৭৩%।

### ৪.৬.২ প্রকৌশল সেল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ৬টি অবকাঠামো নির্মাণধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এগুলো হলো: (১) "গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, (২) গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি)করণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, (৩) বাংলাদেশ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ(২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, (৪) বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, (৫) "জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প এবং (৬) "মুজিবকিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্পগুলোর ড্রইং, ডিজাইন, প্রাক্কলন ও এলজিইডি/পিডব্লিউডির রেট সিডিউল অনুযায়ী ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। প্রতি মাসে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রকল্পের নির্মাণকাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে সুপারিশ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের প্রকল্প স্থান নির্বাচন, মাটি পরীক্ষা ও নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ করা হয়। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের প্রকল্প পরিদর্শনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয় এবং তা যাচাই করা হয়।

### ৪.৬.৩ বাজেট অধিশাখা

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ এবং তার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ৪৯- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (লক্ষ টাকায়)

| প্রতিষ্ঠানিক কোড | পরিচালন ইউনিট | বিবরণ | বাজেট | সংশোধিত | অর্থ বিভাজন | প্রকৃত ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৪৯০১০১ | সচিবালয় | অফিসারদের বেতন | ৭,২৬,০০ | ৬,০০,০০ | ৬,০০,০০ | ৬,০৯,৬৬ |
| | | প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন | ২,২০,০০ | ১,৯০,০০ | ১,৯০,০০ | ১,৬৭,৯৭ |
| | | ভাতাদি | ৫,০৫,৯৫ | ৫,২৪,০৬ | ৫,২৪,০৬ | ৩,৯,৬৭ |
| | | সরবরাহ ও সেবা | ১৫,৬১,২৫ | ১৪,১৫,৭০ | ১৪,১৫,৭০ | ৬,৫৯,৭৪ |
| | | মেরামত ও সংরক্ষণ | ২৮,০২৫ | ৩১,৯৭৫ | ৩১,৯৭৫ | ১৭,৯৯ |
| উপ-মোট রাজস্ব | | | ৩২,৯৩,৪৫ | ৩০,৪৯,৫১ | ৩২,৯৩,৪৫ | ৩০,৪৯,৫১ |
| মূলধন | | সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় | ১০,১০০ | ৯৭,৫০০ | ০০ | ০০ |
| | | সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম | ২৫,০০ | ১৩,০০ | ০০ | ০০ |
| মোট মূলধন ব্যয় | | | ১২,৬০০ | ৯৮,৮০০ | ১২,৬০০ | ৯৮,৮০০ |
| **মোট** | | | **৩৪,১৯,৪৫** | **৪০,৩৭,৫১** | **৩৪,১৯,৪৫** | **৪০,৩৭,৫১** |

## ৪.৭ আইন অধিশাখা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত বিবরণী

| ক্রমিক নং | মামলার ধরন | পুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | মোট মামলার সংখ্যা | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামালার সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | রিট পিটিশন | ৬৬ | ১৪ | ৮০ | ৬ | ৬ | ৭৪ | |
| ২। | আপিল | ১৭ | ৮ | ২৫ | ১ | ১ | ২৪ | |
| ৩। | প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল | ১২ | ৫ | ১৭ | ২ | ২ | ১৫ | |
| ৪। | প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল | ৪ | ১ | ৫ | ১ | ১ | ৪ | |
| ৫। | কনটেম্পট মামলা | ১১ | ৫ | ১৬ | ৫ | ৫ | ১১ | |
| | **মোট** | **১১০** | **৩৩** | **১৪৩** | **১৫** | **১৫** | **১২৮** | |

## ৪.৮ প্রশিক্ষণ অধিশাখা

মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা নিম্নরূপ

| ক্রমিক নং | মাসের নাম | অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ | |
| ১. | জুলাই ১৯ | ১৫ | ৬০ | |
| ২. | আগস্ট ১৯ | ০৪ | ৮২ | |
| ৩. | সেপ্টেম্বর ১৯ | ২০ | ৩২ | |
| ৪. | অক্টোবর ১৯ | ০৩ | ২২ | |
| ৫. | নভেম্বর ১৯ | ০৩ | ৪৫ | |
| ৬. | ডিসেম্বর ১৯ | ১৫ | ৪৯ | |
| ৭. | জানুয়ারি ২০ | ০৫ | ২০ | |
| ৮. | ফেব্রুয়ারি ২০ | ২০ | ৩৪ | |
| ৯. | মার্চ ২০ | -- | ২২ | |
| ১০. | এপ্রিল ২০ | -- | -- | কোভিড-১৯ এর কারণে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যায়নি। |
| ১১. | মে ২০ | -- | -- | |
| ১২. | জুন ২০ | -- | -- | |
| **মোট** | | **৮৫ জন** | **৩৮৮ জন** | |

## ৪.৯ সংসদ, সমন্বয় ও মিডিয়া অনুবিভাগ

সমন্বয়, সংসদ ও মিডিয়া অনুবিভাগ হতে এ মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে সমন্বয়যোগ্য বিষয়াদি নিস্পত্তি করা, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ, জেলা প্রশাসক সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ, সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহ প্রভৃতির বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতও সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ ও জবাব প্রস্তুত, রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা প্রভৃতির তথ্যাদি সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রেরণ করা এ অনুবিভাগের কাজ। এ ছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এ অনুবিভাগ থেকেই করা হয়ে থাকে।

১১তম জাতীয় সংসদে এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক/ সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক সম্মেলনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এ অনুবিভাগের মিডিয়া সেলের মাধ্যমে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা" প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তায় ঘূর্ণিঝড় বুলবুলকে ফোকাস করে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম প্রকাশ করা হয়েছে।

## ৪.১০ শরণার্থী বিষয়ক সেলের কার্যক্রম

২০১৭ সালের আগস্টের শেষ সপ্তাহ। নাফ নদীর পূর্বপাড়ে জ্বলছে রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলো। আর নাফের পশ্চিমপাড়ে বাংলাদেশ - মিয়ানমার সীমান্তে, উখিয়া-টেকনাফ মহাসড়কের পাশে, পাহাড়ে, ফসলের মাঠে, স্থানীয় জনগণের বাড়ির আঙিনায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত, নিঃস্ব, অনাহারী রোহিঙ্গা নারী, শিশু, বৃদ্ধের দুর্বিষহ জীবন- বিশ্ব ইতিহাসে নির্মমতার সাক্ষ্য এ চিত্রটি ত্যাগ, মমতা ও মানবতা দিয়ে বদলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'জাতিগত নিধনযজ্ঞে'র শিকার আশ্রয়হীন এ রোহিঙ্গাদের পরম মমতায় আশ্রয় দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মানবিক বিপর্যয় রোধ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে অনন্যসাধারণ তৎপরতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে তাঁদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও মানবিক বিপর্যয় রোধ করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিকতা, কূটনৈতিক বিচক্ষণতা ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল নেতৃত্ব সারা বিশ্ব অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করে এবং বাংলাদেশকে উদার সমর্থন দেয়। সুইজারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, আমেরিকা, জার্মানি, কানাডা, মালয়েশিয়া, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রীবর্গ এবং জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ইউএনএইচসিআর, আইওএমসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্ণধারগণ বাংলাদেশ সফর করেন এবং শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি তাঁদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন।

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী শরণার্থী, ত্রাণ ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তদারকি, নীতি প্রনয়ণে সহায়তা, দেশি-বিদেশি সংস্থাসমূহের সাথে এ সংক্রান্ত সার্বিক সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ে শরণার্থী বিষয়ক সেল দায়িত্ব পালন করে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মাত্র কয়েক সপ্তাহে সাড়ে ছয় লক্ষের অধিক নির্যাতিত, বিতাড়িত রোহিঙ্গা মিয়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ১৯৯২-এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে আগতসহযোগে বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানকারী মিয়ানমার রোহিঙ্গা নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার নিত্যদিনের সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে আসছে। গত তিন বছরে একটি মানুষও অনাহারে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়নি, লঙ্ঘিত হয়নি কারো মৌলিক মানবাধিকার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা করছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনীয় গুতেরেস ও বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

### ৪.১০.১ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

শরণার্থী বিষয়ক সেলের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে সাড়ে ছয় হাজার একর সরকারি ভূমিতে ৩৪টি ক্যাম্পে ২ লক্ষ ০৬ হাজার শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। IOM, UNHCR, UNICEF, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, আইসিআরসিসহ অন্যদের সহায়তায় খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, পুষ্টিমান উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জীবন যাপনের সহায়তামূলক প্রশিক্ষণসহ সকল প্রকার মানবিক সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কক্সবাজারে অবস্থিত বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা পরিচালনা বিষয়ে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকার ও UNHCR-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে UNHCR-এর সাথে প্রতি বছর Project Partnership Agreement (PPA) স্বাক্ষর করা হয়। এই চুক্তির আলোকেই শরণার্থী বিষয়ক সেলের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

#### ১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে কক্সবাজার হতে নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে স্থানান্তরের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

নিজ দেশে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পূর্বে কক্সবাজারে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত ০১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে ১২০টি ক্লাস্টারে সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১ লক্ষ লোকের বাসস্থান এবং ১২০টি ৪ তলাবিশিষ্ট বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। যোগাযোগ, অবকাঠামো সুবিধার পাশাপাশি সেখানে রয়েছে জীবিকায়নের ব্যবস্থা।

ভাসান চরে নির্মিত একটি ক্লাস্টার

### ৪.১০.২ শরণার্থী সেলের ভূমিকা

১. বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় চুক্তি স্বাক্ষরকরণ

২. মাঠ পর্যায়ের চলমান মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন

৩. মাঠ পর্যায়ের চলমান কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান

৪. রোহিঙ্গাদের জন্য আসা খাদ্য ও ত্রাণ সহায়তার শুল্কমুক্ত ছাড়করণের জন্য সার্টিফিকেট ইস্যুকরন

৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশাবলি প্রতিপালন।

### ৪.১০.৩ প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত

ক) বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তির আওতায় উভয় দেশের পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের একটি Joint Working Group গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত Joint Working Group-এর ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। Joint Working Group-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে দু'টি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। একটি হলো Technical Committee for Verification এবং অপরটি Tecnical Committee for Repatriation. মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নিকট ভেরিফিকেশনের জন্য বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে পাঁচ ব্যাচ-এ মিয়ানমার পক্ষকে মোট ৫,৯৮,৩১৯ জন রোহিঙ্গা ব্যক্তির তালিকা হস্তান্তর করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে মিয়ানমার ১ম ও ২য় দফায় প্রেরিত তালিকার যাচাই সম্পন্ন করেছে। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

খ) গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে মিয়ানমারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রথম দফায় মিয়ানমার পক্ষকে ৮,০৩২ জন রোহিঙ্গার তালিকা শনাক্তকরণের জন্য হস্তান্তর করা হয়। উক্ত তালিকা হতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষাপূর্বক ২০ দফায় সর্বমোট ৭,০১৫ জনের তালিকা হস্তান্তর করেছে। উক্ত তালিকায় মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ ৪,৯৫০ জনকে মিয়ানমারের অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং ২,০০৫ জনকে মিয়ানমার কর্তৃক নিবন্ধনকৃত পরিবারসমূহের তালিকায় খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে। উপরন্তু মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ উক্ত তালিকাসমূহে সর্বমোট ৬০ জনকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গ) অক্টোবর ২০১৮ মাসে ২য় দফায় ২২,৪৩২ জন রোহিঙ্গার তথ্যাবলি মিয়ানমারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অতিসম্প্রতি, উক্ত তথ্যাবলির যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট বিবরণী প্রেরণ করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মিয়ানমারের দাবি মোতাবেক ২ দফায় প্রেরিতি রোহিঙ্গাদের নামের সর্বমোট সংখ্যা ২২,৪৩২ এর স্থলে ২২,৩৯০ হবে।

ঘ) জুলাই ২০১৯ মাসে ৩য় ব্যাচ-এ ২৫,০৪৭ জন রোহিঙ্গার তথ্যাবলি মিয়ানমারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অতিসম্প্রতি, মিয়ানমার উক্ত তথ্যাবলির একাংশের যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করে ৩য় ব্যাচের ১১,৭৬৭ জন রোহিঙ্গার সংশ্লিষ্ট বিবরণী প্রেরণ করেছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, মিয়ানমারের বর্ণনা মোতাবেক ৩য় ব্যাচ-এ প্রেরণকৃত রোহিঙ্গাদের নামের সর্বমোট সংখ্যা ২৫,০৪৭-এর স্থলে ২৫,২০৩ হবে।

ঙ) প্রত্যাবাসন অবকাঠামো নির্মাণ: টেকনাফের কেরনতলীতে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রত্যাবাসন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুনধুম এলাকায় আরেকটি প্রত্যাবাসন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমির বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ২৭ জুন ২০১৮ তারিখে এখানে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

চ) যৌথ যাচাই (Joint Verification) কার্যক্রম: কক্সবাজারে আশ্রয় গ্রহণকারী মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার কর্তৃক সম্মত ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্মত ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১,৮৮,২৩৩ পরিবারের ৮,৬৪,২৮১ জনের যৌথ যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

### ৪.১০.৪ রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান ও প্রত্যাবাসন:

মিয়ানমারের সাথে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন বিষয়ে দুটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের তালিকা হস্তান্তরসহ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও মিয়ানমার পক্ষ প্রত্যাবাসনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যবস্থা নেয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে তারা প্রত্যাবাসনকে বিলম্বিত করছে। মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম, ৭৩তম ও ৭৪তম অধিবেশনে রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন বন্ধ করা, সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, রোহিঙ্গাদের নিজ বাড়িতে স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তন, আনান কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘের তদন্তদল প্রেরণ, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ, তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের উপায় নির্ধারণ, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার প্রস্তাবসহ রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে আবশ্যিকভাবে মিয়ানমারে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘোষণা, বৈষম্যমূলক আইন বিলোপের মাধ্যেমে আবশ্যিকভাবে রোহিঙ্গাদের মধ্যে আস্থা তৈরি, তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য নিশ্চয়তা বিধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান এবং এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দাবি পেশ করেন।

# ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ ব্যবস্থাপনা

## ৪.১১ ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' ব্যবস্থাপনা

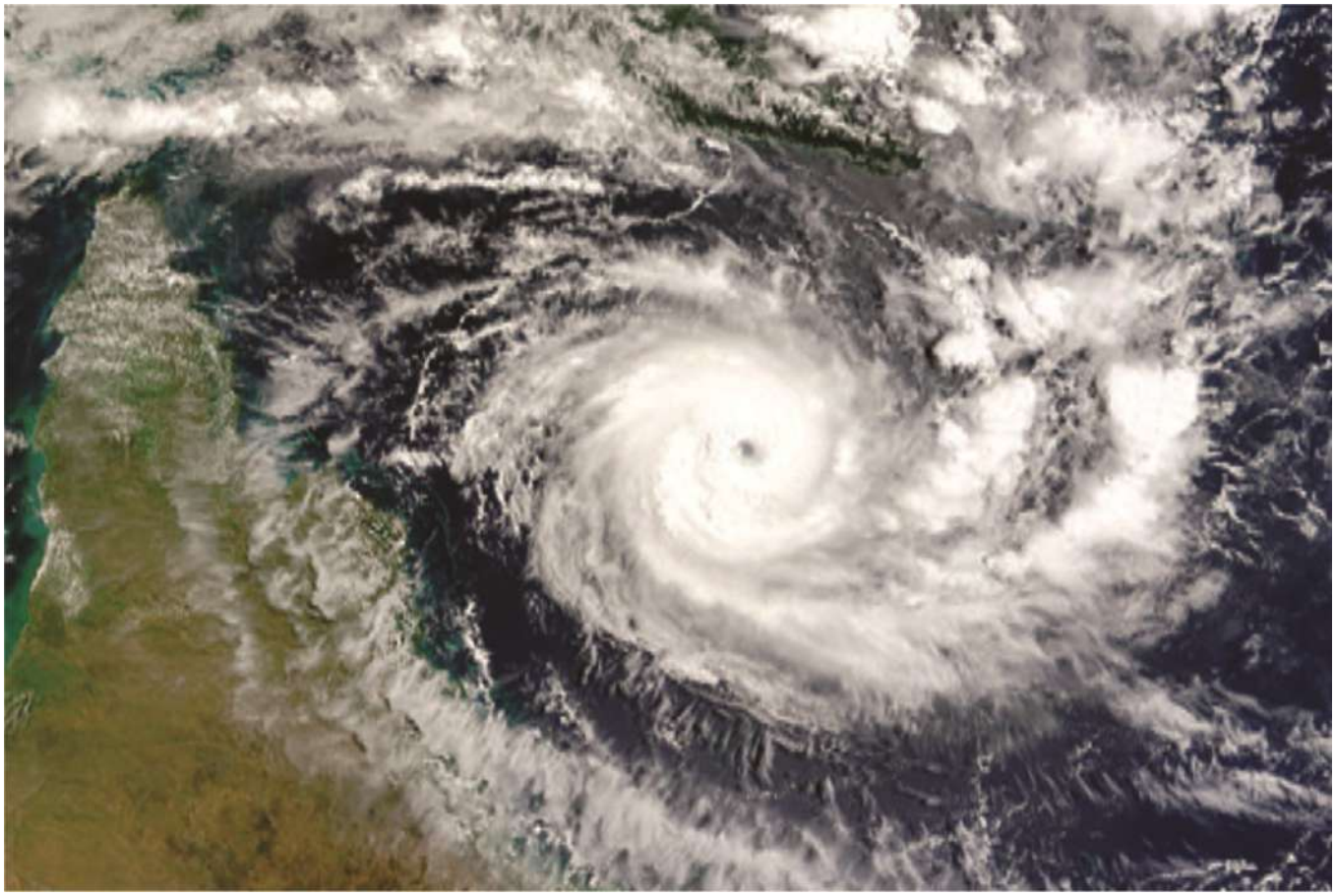

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' বাংলাদেশে আঘাত হানে ৯ নভেম্বর ২০১৯ দিবাগত রাতে। ঝড়ের সঙ্গে উপকূলীয় জেলা এবং অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরাঞ্চলে স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৫-৭ ফুট উচ্চতার বায়ুতাড়িত জলোচ্ছ্বাস হতে পারে বলে জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর। তাই আবহাওয়া অধিদপ্তর মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের জন্য ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে ৭ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি করে। আবহাওয়া বিভাগ পূর্বাভাস দেয় যে, এটি বাংলাদেশ অংশে পটুয়াখালীর খেপুপাড়া এবং ভারতে সাগরদ্বীপের মাঝখানে আছড়ে পড়তে পারে। বুলবুলের প্রভাব স্থলভাগে পড়তে পারে। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় গৃহীত প্রস্তুতি পর্যালোচনা ও সাড়াদান কার্যক্রমে করণীয় নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা আহ্বান করে। সভা শেষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেন যে, সাহসিকতার সঙ্গে 'বুলবুল'কে মোকাবিলায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। 'বুলবুল' মোকাবিলার জন্য সভায় যেসব দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় তা অনুসরণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দফতর প্রধানদের নির্দেশ দেন।

### ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি ও নামকরণ

#### নামকরণ

আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলো নিয়ে গঠিত "ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক (এসক্যাপ)"-এর ৮ সদস্যের প্যানেল সকলের সম্মতির ভিত্তিতে নতুন ঘূর্ণিঝড়ের নাম বছরের শুরুতেই নির্ধারণ করে থাকে। সে মতে, প্রস্তাব অনুযায়ী নভেম্বর ২০১৯ মাসে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করা হয় 'বুলবুল'। এ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের নামকরণ প্রস্তাব করে পাকিস্তান।

### উৎপত্তি

ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'-এর উৎপত্তি হয় ৫ নভেম্বর। এ দিন সেখানে প্রথমে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়, ৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে গভীর নিম্নচাপ এবং ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে দুপুরের দিকে এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। ওইদিন রাত থেকে এটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। ৮ নভেম্বর আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় যে, ঘূর্ণিঝড়টি চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৬৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৬৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার, যেটি দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় আরও শক্তি সঞ্চার করে প্রবল আকার ধারণ করে বাংলাদেশের উপকূলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মাঝে মধ্যেই গতিপথ পরিবর্তন করে ঘূর্ণিঝড়টি। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় যে, সুন্দরবনের ওপর দিয়ে এ ঘূর্ণঝড় বয়ে যাবে। ভারতের সাগরদ্বীপ এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়া এ দুটি স্থানের মধ্যে কোনো একটি জায়গায় স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বুলবুলের।

ঘূর্ণিঝড়টি অধিকতর শক্তি সঞ্চার করে বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসতে থাকায় ৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তর বাংলাদেশে মংলা এবং পায়রা সমুদ্রবন্দরের জন্য ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের জন্য ৭ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরের জন্য ৪ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত প্রদান করে। সাইক্লোনটি ৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ মধ্য রাতের দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হানার পর বাংলাদেশে সুন্দরবন এলাকার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে দক্ষিণ- পশ্চিম অঞ্চলে কয়েকটি জেলা অতিক্রম করার পর আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আবহাওয়া অধিদপ্তর ১০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মহাবিপদ সংকেত নামিয়ে ৪ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলে।

### বাতাসের গতিবেগ ও বৃষ্টিপাত

আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' অতিক্রমকালে খুলনায় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪১ কিলোমিটার ও বৃষ্টিপাত ৯২ মিলিমিটার; মোংলায় বাতাসের গতিবেগ সর্বোচ্চ ৪৩ কিলোমিটার ও বৃষ্টিপাত ১৫৯ মিলিমিটার; সাতক্ষীরায় বাতাসের গতিবেগ সর্বোচ্চ ৮১ কিলোমিটার ও বৃষ্টিপাত ১৪৪ মিলিমিটার, যশোরে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ৭০ কিলোমিটার ও বৃষ্টিপাত ৬৫ মিলিমিটার; চুয়াডাঙ্গায় বৃষ্টিপাত ২০ মিলিমিটার; কুমারখালিতে বৃষ্টিপাত ১৪ মিলিমিটার; কয়রায় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ৯৩ কিলোমিটার; বরিশালে বাতাসের গতিবেগ ৭০ কিলোমিটার ও বৃষ্টিপাত ৭৭ মিলিমিটার; পটুয়াখালীতে ১৪০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত; খেপুপাড়ায় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ৫৬ কিলোমিটার ও বৃষ্টিপাত ১৩১ মিলিমিটার এবং ভোলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ঘণ্টায় ৫৬ মিলিমিটার।

প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' বাংলাদেশ অতিক্রম করার সময় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়ায় এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় মোংলায়। খেপুপাড়ায় বাতাসের সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় ১১৭ কিলোমিটার। ১৫৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় মোংলায়।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ১৪টি জেলার ঘূর্ণিঝড়কবলিত হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়। জেলাগুলো হলো-বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। তবে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতাধীন জেলাগুলো হলো– ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা।

## ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

### ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের জরুরি সভা

৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ দুপুর ১২ টায় পায়রা, মোংলা, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে ৪ (চার) নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হলে বিকাল ৩ টায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের সভাপতি সিনিয়র সচিব মো. শাহ্ কামাল, সভায় উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি।

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি তাজুল ইসলাম, মুখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমান, সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ্ কামালসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও সচিববৃন্দ

**বাস্তবায়ন বোর্ডের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ**

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঘূর্ণিঝড়ের বিশেষ বুলেটিন/রিপোর্ট প্রচার অব্যাহত রাখবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা ও সার্বক্ষণিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- সিপিপি, রেডক্রিসেন্ট, স্কাউট, গার্লস গাইড, আনসার ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিএনসিসি ও এনজিও স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
- আবহাওয়া সংকেত অনুযায়ী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলার চলাচলের বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।
- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আবহাওয়ার সংকেত অনুযায়ী বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ রুটে নৌ-যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করবে।
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় আবহাওয়ার সংকেত অনুযায়ী বিভিন্ন রুটে বিমান চলাচলের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা করে 'ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'' মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ আবহাওয়ার সংকেত অনুযায়ী উপকূলীয় জেলাসমূহের জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য নৌ-যান প্রস্তুত রাখা।
- জেলা প্রশাসন, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ এবং সিপিপি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ প্রস্তুত, স্থানীয় জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন, চিকিৎসা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে।
- জেলা প্রশাসন আশ্রয়কেন্দ্রে আগত জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- কৃষিজ/ ফসল, প্রাণি ও মৎস্যসম্পদ, বেড়িবাঁধ ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি রোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- জেলা প্রশাসন আশ্রয়কেন্দ্রে আগত লোকজনের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদের জন্য নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা ও মেডিকেল টিম প্রস্তুতসহ এসওডি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উপকূলীয় জেলাসমূহের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ছুটি বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- "ঘূর্ণিঝড়েকবলিত হতে পারে এমন জেলাসমূহে নিজের ও পরিবারের জীবন/সম্পদ রক্ষার জন্য শনিবার ০৯ নভেম্বর ২০১৯ দুপুর ২ টার মধ্যে নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিন"– এই বার্তাটি সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে এবং সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে এসএমএস আকারে জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-কে পত্র প্রদান করতে হবে।

## আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা

৯ নভেম্বর ২০১৯ তারখি সকাল ১১টায় আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংসদীয় কমিটির সভাপতি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব ও অতিরিক্ত সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

- আশ্রয়কেন্দ্র উপযোগী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রস্তুত রাখা এবং প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা। আশ্রয় গ্রহণকারী জনগণকে সহযোগিতা করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীকে উপস্থিত থাকতে হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি ও গর্ভবতী নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে সকলের জন্য মানসম্মত খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে;
- সকল আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে;
- পারিবারিক সাইলোসমূহে খাদ্য এবং বীজ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
- চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য গুদাম থেকে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি সোলার প্যানেল সচল রাখতে হবে। যে সকল আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল নেই সে সকল আশ্রয়কেন্দ্রে হ্যাজাক লাইটের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্র এবং আশ্রয়কেন্দ্রে আসা জনসাধারণের বাড়িঘর ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়কবলিত নয় এমন এলাকা থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যকে ঘূর্ণিঝড়কবলিত এলাকায় নিয়োজিত করতে হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অথবা অন্য কোনো স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে;
- হাসপাতাল, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখাসহ সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় পর্যাপ্ত ঔষধ, মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখতে হবে;
- ঘূর্ণিঝড়ের কারণে রাস্তার ওপর গাছ পড়ে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে ফায়ার সার্ভিস সদস্যসহ স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় দ্রুত রাস্তা চলাচল উপযোগী করতে হবে;
- পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বেড়িবাঁধসমূহ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাৎক্ষণিক মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে;
- তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'' সংক্রান্ত যে কোনো হালনাগাদ তথ্য তাৎক্ষণিক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে সকল নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে, সে সকল নিয়ন্ত্রণ কক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এনডিআরসিসি'র সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবে;
- WhatsApp এ Managing Cyclone Bulbul Group তৈরি করা হয়েছে। এ গ্রুপে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'' সংক্রান্ত তথ্যসমূহ শেয়ার করার মাধ্যমে সবাইকে আপডেট রাখতে হবে;

- স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক মেডিক্যাল টিমসমূহ সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে;
- মাঠের ফসল, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে/ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;
- মোবাইল অপারেটরসমূহ ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'-এর আপডেট এবং জনসচেতনতামূলক text message তাৎক্ষণিক প্রচার করবে।

## ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম

ঘূর্ণিঝড় বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দফতর প্রভৃতির দিক-নির্দেশনার আলোকে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন জেলাগুলোতে অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো:

- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়। অনুষ্ঠিতব্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।
- ঝড় এগিয়ে আসায় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শনিবারের সব পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়।
- জেলা, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং সাড়াদানের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত চাল, শুকনা খাবার এবং নগদ অর্থে ক্রয়কৃত শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য বিতরণ করা হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গৃহীত লোকদের জন্য শুকনা খাবার, রান্না করা মানসম্মত খাবার ও অন্যান্য প্রয়োনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়।
- আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারী ও বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নারী ও শিশুদের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ প্রদান করা হয়। আশ্রয়কেন্দ্র এবং রেখে আসা বাড়ি ঘরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োজিত করা হয়।
- স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোস্ট গার্ড, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সকলের সাথে সমন্বয় করে দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- সিপিপি ভলান্টিয়ার, রেডক্রিসেন্ট ভলান্টিয়ার, আরবান ভলান্টিয়ার, রোভার স্কাউটস, বিএনসিসিসহ বিভিন্ন স্বেচাছাসেবী সংগঠন পরিচালিত সাড়াদান কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে।
- সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি রেডিও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সার্বক্ষণিক প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয়কেন্দ্র (এনডিআরসিসি) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র (ডিএমআইসি) কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা হয়।
- জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, সিটি করপোরেশন/পৌরসভা এবং বিভিন্ন দপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয় এবং কাঠ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলোর সাথে সদর দফতরসমূহের সার্বক্ষণিক যোগযোগ বৃদ্ধি করা হয়।
- গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, এনডিআরসিসি, ডিএমআইসি, সিপিপি, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে প্রচার শুরু করে। সিপিপি হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও (এইচএফ) ও ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও (ভিএইচএফ) কার্যক্রম জোরদার করে।
- দুর্যোগের হুঁশিয়ারি সংকেত মৌখিকভাবে, মেগাফোনে, মাইকে এবং মসজিদসমূহের মাইক হতে প্রচার করা হয়।
- মহাবিপদ সংকেত প্রদানের পরপরই চট্টগ্রামসহ সকল সমুদ্রবন্দরে কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।
- সব ধরনের নৌযান চলাচল পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) ৫৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবক, রেড ক্রিসেন্ট ও যুব রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবক, স্কাউট, আনসার-ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিসের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে উদ্ধার ও জরুরি ত্রাণ তৎপরতার জন্য।

- ঝুঁকিপূর্ণ ১৪টি জেলায়, ৫৫৮৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাসহ) প্রস্তুত রাখা হয়। এসব আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা ৪২ লক্ষের ও বেশি। এছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রাখা হয়।
- আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলো ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। যার ফলে আশ্রয়কেন্দ্রে আগত আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২১,০৬,৯১৮ জন।

## মানবিক সহায়তা

ঘূর্ণিঝড়ে আঘাত হানার আশঙ্কা রয়েছে এমন ১৪টি জেলার জনগণের জন্য নিম্নরূপে চাল, নগদ টাকা, শুকনা খাবার, শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয়বাবদ খাদ্য/অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ করা হয়:

| ক্রঃ নম্বর | জেলার নাম | ত্রাণ কার্য (চাল) (মেঃ টন) | ত্রাণ কার্য (নগদ) (টাকা) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার (প্যাকেট) | গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ (টাকা) | শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | খুলনা | ৪০০ | ১৫০০০০০ | ২০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | শুকনা খাবারের প্রতি প্যাকেটে ৫-৭ জনের ৭ দিনের খাবার রয়েছে। |
| ২ | সাতক্ষীরা | ৪০০ | ১৫০০০০০ | ২০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
| ৩ | বাগেরহাট | ৪০০ | ১৫০০০০০ | ২০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
| ৪ | পটুয়াখালী | ৪০০ | ১৫০০০০০ | ২০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
| ৫ | বরগুনা | ৪০০ | ১৫০০০০০ | ২০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
| ৬ | ভোলা | ৪০০ | ১৫০০০০০ | ২০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
| ৭ | পিরোজপুর | ৪০০ | ১৫০০০০০ | ২০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
| ৮ | নোয়াখালী | ২০০ | ১০০০০০০ | - | - | - | |
| ৯ | লক্ষ্মীপুর | ২০০ | ১০০০০০০ | - | - | - | |
| ১০ | ফেনী | ২০০ | ১০০০০০০ | - | - | - | |
| ১১ | চাঁদপুর | ২০০ | ১০০০০০০ | - | - | - | |
| ১২ | চট্টগ্রাম | ২০০ | ১০০০০০০ | - | - | - | |
| ১৩ | কক্সবাজার | ১০০ | ৫০০০০০ | - | - | - | |
| ১৪ | বরিশাল | ২০০ | ১০০০০০০ | - | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
| ১৫ | ঝালকাঠি | ১০০ | ১০০০০০০ | - | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
| ১৬ | শরীয়তপুর | ১০০ | ৫০০০০০ | - | - | - | |
| | মোট | ৪,৩০০ | ১,৮৫,০০,০০০ | ১৪,০০০ | ৯,০০,০০০ | ৯,০০,০০০ | |

- প্রতিটি জেলায় উল্লিখিত বরাদ্দ ব্যতীত সার্বক্ষণিক আপদকালীন হিসেবে ২০০ মে. টন চাল ও ২ লক্ষ টাকা মজুদ থাকে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্ভরণ করা হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

**বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর**

০৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ দিবাগত রাতে শুরু হয়ে পরদিন ভোরে 'ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' বাংলাদেশ অতিক্রম করতে থাকে।

| জেলা | আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা (স্কুল, কলেজসহ) | ধারণ ক্ষমতা (জন) | আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| বাগেরহাট | ২৯৫ | ১,১২,৪০০ | ১,২১,০৯৯ |
| সাতক্ষীরা | ১,১৭৪ | ১০,২৬,৫০০ | ১,৭৩,০০০ |
| খুলনা | ৩৪৯ | ২,৩৮,৯৫০ | ২,০২,০০০ |
| পটুয়াখালী | ৬৮৯ | ৭,৯২,০০০ | ৬,২৪,৯১৮ |
| ভোলা | ৭০৪ | ৫,০০,০০০ | ৩,২৮,৬৩৭ |
| বরিশাল | ২৩২ | ১,২০,০০০ | ১,১০,০০০ |
| বরগুনা | ৫১০ | ২,৭০,৪৮৯ | ১,১৭,৩০৪ |
| পিরোজপুর | ২২৮ | ১,৭৩,০০০ | ৯০,৬১৬ |
| ঝালকাঠি | ৭৪ | ৪০,৭০০ | ১১,৩০৯ |
| চাঁদপুর | ৩২১ | ৯৯,৯০৭ | ১৪,২০০ |
| চট্টগ্রাম | ৪৭৯ | ৪,৪৫,০০০ | ২,০০,০০০ |
| ফেনী | ৬৮ | ৩৫,০০০ | ১৫,০০০ |
| নোয়াখালী | ৩৬৪ | ৩,১৯,৭৬০ | ২৯,০০০ |
| লক্ষ্মীপুর | ১০০ | ৩০,০০০ | ২৯,৭২০ |
| **মোট** | **৫,৫৮৭** | **৪২,০৩,৭০৬** | **২১,০৬,৯১৮** |

**ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি**

ব্যাপক পূর্ব প্রস্তুতি ও মাঠে তেমন কোনো ফসল না থাকায় কিছু কাঁচা বাড়িঘরের আংশিক ক্ষতি ও মাঠের ফসলের সামান্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। তবে কবলিত এলাকা হতে ডি-ফরমে ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

**হতাহতের সংখ্যা**

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সময় বাড়িতে অবস্থানকারীর ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় ৮ জন ও আশ্রয়কেন্দ্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১জন লোক মৃত্যুবরণ করে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমুদ্রে চলাচলের জন্য গমনকারী ১টি মাছধরা নৌকা ডুবে গেলে ১০টি মৃতদেহ ১০জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার উদ্ধার করা হয়। জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী 'ঘূর্ণিঝড় বুলবুল' মোট ২২ জন আহত হয়েছে। মেডিকেল টিম কর্তৃক তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হানার পর বাংলাদেশে পূর্বপাশে সুন্দরবনের সবুজ বেষ্টনীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে এটি দুর্বল হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

- আবহাওয়া অধিদপ্তর ১০ নভেম্বর ২০১৯ সকাল ৯.৩০টায় মংলা ও পায়রা বন্দরকে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত নামিয়ে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলে। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত নামিয়ে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলে ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ৪ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত নামিয়ে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পরামর্শ দেয়।

- ঘূর্ণিঝড় বুলবুল থেকে নিরাপদ হেফাজতে থাকার উদ্দেশ্যে নোয়াখালীর ভাসানচরে ৪০টি বোটের মাধ্যমে ১২৫ জন জেলে, ২৫০০ জন শ্রমিক, ১১০ জন নৌবাহিনীর সদস্য আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ ভাসানচরে নতুন নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে অবস্থান করছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত চাল, শুকনা খাবার এবং নগদ অর্থে ক্রয়কৃত শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য বিতরণ করা হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গৃহীত লোকদের জন্য শুকনা খাবার, রান্না করা মানসম্মত খাবার ও অন্যান্য প্রয়োনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়।
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সরবরাহ করে, পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় ৩০টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট জেলা পর্যায়ে প্রস্তুত রাখে, অস্থায়ী নলকূপ ও অস্থায়ী ল্যাট্রিনের মালামালসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক হারিকেন প্রস্তুত রাখে।
- স্থানীয় প্রশাসন অনুসন্ধান উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত স্থানীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালানা করে।
- ফায়ার সার্ভিসের সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ টিম, ওয়াটার রেসকিউ টিম (ডুবুরি) ও ফাস্ট এইড টিম গঠন করে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হয়। টিমসমূহের ব্যবহারের জন্য উদ্ধার সরঞ্জাম, পানিবাহী গাড়ি, পাম্প, পিক আপ, টু হুইলার, অ্যাম্বুলেন্স, রেসকিউ বোট, জেমিনি বোট ও বয়া, চেইন করাত, রোটারি রেসকিউ করাত, বড় করাত, কুরাল/ফায়ার এক্স, দ্যা, স্প্রেডার, র‍্যাপজ্যাক/এয়ার লিফটিং ব্যাগ, মেগা ফোন, স্ট্রেচার, জেনারেটর ফাস্টএইড বক্স, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা হয়। বিভিন্ন স্থানে আটকেপড়া লোকদের উদ্ধার, আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান এবং গুরুতর আহতদের অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করেন। এছাড়াও মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তা-ঘাটে বাঁধা অপসারণ এবং সাধারণ জনগণ ও যান চলাচলের উপযোগী করা হয়।
- টিম গঠন আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে মেডিক্যাল স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। পর্যাপ্ত ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি মজুদ করা হয়। গর্ভকালীন ও জরুরি প্রসূতি সেবার প্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়।

রাস্তায় ভেঙে পড়া গাছ অপসারণ কাজে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১২০ সদস্যের ১টি উদ্ধারকারী দল সাতক্ষীরার শ্যামনগরে মোতায়েন করে স্থানীয় জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরে সহায়তা করে। সেনাবাহিনীর সকল বিগ্রেড/ ডিভিশন স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছনে। সেনাবাহিনী সকল ফরমেশন দুর্যোগ-পরবর্তী সম্ভাব্য চিকিৎসা সহযোগিতার জন্য ৭৮টি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়। দুর্যোগ-পরবর্তী মোতায়নের প্রস্তুতি হিসেবে ১৩১টি ছোট ছোট উদ্ধারকারী দল গঠন করা হয়। দুর্গত এলাকায় পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ১৫টি প্লান্ট প্রস্তুত করা হয়। ৩০৪টি ট্রাইশাক বোটসহ বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনের সামগ্রী প্রস্তুত রাখা হয়। প্রতিটি ডিভিশনে ১টি করে হালকা, মাঝারি ও ভারী অনুসন্ধান ও উদ্ধার টিম প্রস্তুত রাখা হয়।

রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা অপসারণ কাজে সেনা সদস্যগণ

- নৌ-বাহিনীর ৪টি কন্টিনজেন্ট ও চিকিৎসা সহায়তা দল মোতায়নের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। মোতায়েনকৃত কন্টিনজেন্ট সাতক্ষীরা জেলার গাবুরা ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণকে গাবুরা এলাকা থেকে নীলডুমুর এলাকায় স্থানান্তরে সহায়তা প্রদান করে। নৌ-বাহিনীর ৪টি জাহাজ হীরন পয়েন্ট ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অনুসন্ধান পরিচালনা করে। অন্যান্য জাহাজসমূহ এলাকা অনুসারে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিজান পরিচালনা করে। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল খুলনা নৌ অঞ্চল অতিক্রম করার সাথে সাথেই সমুদ্রে নিখোঁজ নৌযান ও জেলেদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য খুলনা নৌ-অঞ্চলের ৫টি জাহাজ সমুদ্রে গমন করে। নৌ-বাহিনী ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বের দিন রাতে ১২০জন জেলে এবং ৪০টি মাছ ধরা নৌকা নৌ-বাহিনীর অধীনে ভাসানচরে আশ্রয় নেয়। ঘূর্ণিঝরের কারণে সেন্টমার্টিন্সে আটকা পড়া দর্শনার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ সহায়তা প্রদান করা হয়।

ঘূর্ণিঝড়কবলিত এলাকায় উদ্ধার কাজে নৌবাহিনীর সদস্যগণ

- বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'-এর পরিস্থিতি মনিটরিংয়ের জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং সেল সচল রাখে। বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার ও ফিল্ড উইং এয়ার ক্রাফট দুর্যোগ-পরবর্তী রেকি এবং যে কোনো জরুরি মিশনের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং ৩ বাহিনীর একটি প্রতিনিধি দল হেলিকপ্টারযোগে দুর্গত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনের জন্য একটি মিশন পরিচালনা করে।

ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পর দুর্গত এলাকায় বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার

- প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনায় ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবিলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

**সংবাদ সম্মেলন**

১০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ দুপুর ১২.৩০টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় বুলবুলস্থল নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সামগ্রিক প্রস্তুতি, উদ্ধার তৎপরতা, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম, প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ ও সার্বিক সমন্বিত কার্যক্রম নিয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং করেন। তিনি প্রথমেই প্রধানমন্ত্রীকে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি, সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং বিশেষ করে যে সকল জনগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে পরিদর্শনে এসেছেন তাদের ধন্যবাদ জানান।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, পুলিশ, কোস্টগার্ড, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আনসার ভিডিপি, সিপিপি, রেড ক্রিসেন্ট, স্কাউট, গার্লস গাইড, বিএনসিসি এবং এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দুর্যোগ-পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। খুলনা জেলার কয়রা হিরন পয়েন্ট, সাতক্ষীরা জেলার গাবুরা এবং বাগেরহাট জেলার দুবলার চর এলাকায় উদ্ধার অভিযান ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য ৩টি জাহাজ মোতায়েন করে। ভোলা জেলায় মাছ ধরার নৌকা ডুবে গেলে কোস্ট গার্ডের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে ১০ জন জেলেকে জীবিত এবং ১০টি মৃতদেহ উদ্ধার করে। এ ছাড়া বরিশাল জেলার হিজলার মিনার চর এলাকায় ডুবন্ত ড্রেজার থেকে ২০ জন ক্রুকে জীবিত উদ্ধার করে।

কোস্ট গার্ডের উদ্ধার অভিযান

**ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশঃ অনুসরণীয় মডেল**

*ভূমিকা*

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এ স্বীকৃতির পেছনে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার, জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট ভূমিকা। এ বিশেষ সংখ্যায় বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

*ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার প্রস্তুতি*

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর গভীর সমুদ্রে সৃষ্ট লঘুচাপ, সুস্পষ্ট লঘুচাপ, নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়, প্রবল ঘূর্ণিঝড়, অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং সুপার সাইক্লোনের অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সতর্কতা সংকেত বিশেষ বুলেটিন আকারে প্রচার করে থাকে। গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে আবহাওয়া অধিদপ্তরে ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত জারি করে। এ সময় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা আহ্বান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত এ বোর্ড সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়ের সংস্থার প্রধান/ সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত আছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালন বোর্ডের অন্যতম সদস্য সৃষ্ট সাইক্লোনের অবস্থানের দূরত্ব, তীব্রতা, গতিপথ, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার পর্যায় প্রভৃতি বিশদ বিশ্লেষণ করে বোর্ডের সভায় পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সরকারি/বেসরকারি/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রচার বাস্তবায়ন করা হয়। পরে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত এ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে রয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩৭ জন সচিব। কমিটির সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা করাসহ পরবর্তী করণীয় এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়।

*ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় করণীয়*

সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভায় সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের কবল হতে জনগোষ্ঠীর জান-মাল রক্ষার্থে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কোনো বিপদ সংকেত (৫-৭) বা মহাবিপদ সংকেত (৮-১০) প্রচার করা হবে কি না? হলে তা কত নম্বর, কোন এলাকার জন্য কত নম্বর? বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে হবে কিনা এবং নিতে হলে কখন শুরু করতে হবে, এবং কখন সরকারের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থানীয় কমিটিসমূহ (জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন/ পৌরসভা/ সিটি করপোরেশন) কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করবে ইত্যাদি।

*জনগোষ্ঠীর কাছে সতর্ক সংকেত প্রচার*

সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভার সিদ্ধান্তসমূহ ও অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবক, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বেতার, টেলিভিশন, কমিউনিটি রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানো হয়। স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের কাছেও এসব তথ্য প্রচার করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচারের জন্য মেগা ফোন, মাইকসহ দেশব্যাপী ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার করা হয়। সিপিপি সদর দফতর দুর্যোগ বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে হাইফ্রিকোয়েন্সি রেডিও, ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও, মোবাইল ফোন প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন উপজেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে পাঠিয়ে দ্রুত প্রচারের নির্দেশনা দেয়। সিপিপি তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের সাধারন বেতার বার্তা/সিপিপি বেতার বার্তা ও কমিউনিটি রেডিওর বার্তা/দুর্যোগ বিষয়ক অনুষ্ঠান শুনতে নির্দেশনা দেয়। এছাড়া ইন্টার‍্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR) পদ্ধতিতে ১০৯০ নম্বরে ডায়াল করে যে কোনো সময় বিনা মাশুলে বার্তা শোনা যায়। এটি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

*সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন*

স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি আসন্ন দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হতে জনগণের জান-মাল রক্ষায় যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। কমিটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র আগাম প্রস্তুতকরণ, অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদানের কার্যক্রম যেমন: পরিবহনের জন্য মোটর যান/জলযান প্রস্তুত রাখা,

আশ্রয়কেন্দ্র খোলা রাখা ও শুকনা খাবার বিতরণ, রান্না করা খাবার বিতরণ, নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, আশ্রয়কেন্দ্রে জন-নিরাপত্তা প্রভৃতির আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। মৃতদেহ দাফনের কার্যক্রমও স্থানীয় পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

*ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর*

দুর্যোগে সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব শ্রেণির জনগণ। তাই তাদের ঘরবাড়ি দুর্যোগ সহনীয় হয় না। তাই ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসের কবল হতে জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নিতে হয়। সরিয়ে নেওয়ার কাজে সিপিপি ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্বেচ্ছাসেবকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ব্যয়জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও নারীদের বিশেষভাবে সহায়তাও প্রদান করে থাকেন। স্থানীয় প্রশাসন উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি জনগোষ্ঠীকে পরিবহণে বাস/ট্রাক, জলযান প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

*মানবিক সহায়তা কার্যক্রম*

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলার ক্যাটাগরি হিসেবে বিশেষ শ্রেণি ও 'এ' শ্রেণির জেলায় ২০০ মে. টন, 'বি' শ্রেণির জেলায় ১৫০ মে. টন, 'সি' শ্রেণির জেলায় ১০০ মে. টন চাল এবং খাদ্য-শস্য সর্বক্ষণ মজুদ করে থাকে। চালের পাশাপাশি বিশেষ ও 'এ' শ্রেণি, 'বি' শ্রেণি, এবং 'সি' শ্রেণির জেলার জন্য যথাক্রমে ৩ লক্ষ, ২.৫ লক্ষ এবং ১ লক্ষ টাকা মজুদ রাখা হয়, যাতে প্রয়োজনে সহজেই তা ব্যবহার করা যায়। যেকোনো দুর্যোগে জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন/ পৌরসভা/ সিটি করপোরেশনের অনুকূলে তাৎক্ষণিক বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। বরাদ্দ প্রদানের তথ্য পাওয়ামাত্র মন্ত্রণালয় উক্ত মজুদে প্রয়োজনীয় পুনর্ভরণ করে থাকে। এ ছাড়াও সংঘটিত যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় আরও সহায়তা প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুকনা খাবার (বিভিন্ন অত্যাবশ্যক আইটেমের প্যাকেট), চাল, নগদ অর্থ, ঢেউটিন, তাঁবু ইত্যাদি বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। প্রাপ্ত সহায়তা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/পৌরসভা কমিটি ও সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়ে থাকে। কোনো এলাকায় ঘূর্ণিঝড় বা কোনো দুর্যোগ সংঘটিত হলে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ ত্রাণকার্যক্রম সরেজমিনে তদারকি করেন, জনগোষ্ঠীর চাহিদার কথা শোনেন ও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিষয়টি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যগণ/মন্ত্রীগণ সার্বিক বিষয়টিতে সংশ্লিষ্ট থাকেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগণ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

*আইনশৃঙ্খলা রক্ষা*

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, কোস্টগার্ড, আনসার ও ভিডিপি স্থানীয় পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনে বেসরকারি প্রশাসনের চাহিদার আলোকে সশস্ত্র বাহিনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

*দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি*

আশ্রয়কেন্দ্রে সহজে যাতায়াতের জন্য স্বাভাবিক সময়ে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। শুকনো খাবারের মজুদ আগেই গড়ে তোলা হয় এবং তা কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় এবং জেলা, উপজেলা শহরে সংরক্ষণ করা হয়। সম্প্রতি ত্রাণসামগ্রীতে শিশুদের জন্য উপযোগী পুষ্টিকর শিশুখাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগকালে পশুখাদ্যের সংকট দেখা যায়। তাই ত্রাণকাজে পশুখাদ্যের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বন্যা/জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ/রাস্তাঘাট স্বাভাবিক সময়ে মেরামত করার মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করা হয়। চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল টিম, পশু চিকিৎসা টিম, নলকূপ বসানো/মেরামত টিম প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। প্রাণিসম্পদ ও গৃহস্থালি জিনিসের মায়ায় অনেকেই প্রাণিসম্পদ ঘরে রেখে আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে আগ্রহী হয় না। তাই তাদের প্রাণিসম্পদ রাখার ব্যবস্থা আশ্রয়কেন্দ্রেই/আশপাশে করা হয়। সাধারণভাবে বোঝানোর মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা সত্ত্বেও যারা আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে রাজি হয় না, সে অবস্থায় তাদের বিশেষ ব্যবস্থায় আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়।

*বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি*

বারবার ঘূর্ণিঝড়ে কবলিত জনগোষ্ঠী ঘূর্ণিঝড়ের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ধরন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাই তারা বিপদ সংকেত পাওয়ামাত্র তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ বা পরিবহন, ২/৪ দিনের জন্য শুকনা খাবার, জরুরি ঔষধপত্র, টর্চলাইট, খাবার পানি, সেফটি ম্যাচ, পারিবারিক সাইলো বা পাতিল/কলসিতে বায়ু/পানিরোধক পাত্রে ভালোভাবে বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে বা মাটিতে পুঁতে রাখে যা ঝড় থেমে গেলে পরবর্তী অন্তত কয়েকদিন জীবনধারণের জন্য সহায়ক হয়। সেই সাথে তাদের বাড়িঘর শক্ত করে বেঁধে বা অন্যান্য শক্তিশালীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

*উদ্ধার তৎপরতা*

বন্যা/জলোচ্ছ্বাসে পানিতে জেলে বা জনগণ ভেসে গেলে তাদের উদ্ধারের জন্য কোস্ট গার্ড, নৌবাহিনী ইত্যাদি সংস্থার রেসকিউ বোট প্রস্তুত রাখা হয়। সমুদ্রগামী জেলেদের আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জাম নৌকায় নিয়ে যেতে উৎসাহিত করা হয়। উত্তাল সমুদ্র হতে কোনো ভিকটিমকে উদ্ধারের জন্য রাফ অ্যাকোয়াটিক সিট বোট প্রস্তুত রাখা হয়। এসব ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত নৌকা, স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্মিত নৌকা এমন কি ক্ষেত্রমতে ব্যক্তিমালিকানাধীন নৌকা/ ট্রলার/ নৌযানও ব্যবহার করা হয়।

*দুর্যোগ-পরবর্তী কার্যক্রম*

ঘূর্ণিঝড় থেমে গেলে জনগণ নিজ উদ্যোগেই তাদের বাড়িঘর মেরামতের ব্যবস্থা করে। সংরক্ষিত অত্যাবশ্যক খাদ্য-পানীয় ব্যবহার করে জীবন রক্ষা করে। মৃতদেহ সৎকার, মৃত গবাদিপশু-পাখির দেহ মাটিতে পুঁতে ফেলা প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এসব কাজে কোনো কোনো সময় স্বেচ্ছাসেবক ও স্কাউট, গার্ল গাইডস, বিএনসিসি, সিপিপি ভলেন্টিয়ার সহায়তা করে থাকে। সরকারি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছালে জনপ্রতিনিধিগণ অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে স্থানীয় প্রশাসনের নিকট প্রেরণসহ বিতরণ করে থাকেন। সরকারি ত্রাণসামগ্রী দুর্গত এলাকায় পৌছার পাশাপাশি বিভিন্ন, সরকারি/বেসরকারি সংস্থা/বিভিন্ন সংগঠন সাহায্যে এগিয়ে আসে।

*ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ*

ঘূর্ণিঝড় সংঘটনের ২/১ দিনের মধ্যেই এসওএস ফরমে ক্ষয়ক্ষতির প্রাপ্ত তথ্যাদির প্রতিবেদন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে পৌঁছানো হয়। তার আলোকে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানো হয়।

*পুনর্বাসন*

ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার ২/৩ সপ্তাহের মধ্যেই ডি-ফরমে (Damage & Need Form) বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের স্থানীয় অফিস স্ব স্ব উর্ধ্বতন পর্যায়ে প্রেরণ করে। ওইসব মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দের আলোকে পুনর্বাসন কার্যক্রমসূহ শুরু করা হয়। এর মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসনসহ রাস্তাঘাট, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনস্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রমসহ মানবীয় সহায়তা অব্যাহত রাখা হয়। ঘূর্ণিঝড়ে জনগোষ্ঠী সম্পদ ও জীবন যাত্রার আয়ের উৎস ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তাদের পরবর্তী ফসল ঘরে না আসা বা জীবন যাত্রার উৎস পুনঃজীবিত না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ বরাদ্দ ভিজিএফ (নগদ অর্থ ও খাদ্য-শস্য) চালু রাখে।

*আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা*

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থা নীতিমালা অনুযায়ী আশ্রিতদের সেবা প্রদান করা হয়। এসব কেন্দ্রের নিচতলায় গবাদিপশু রাখা, উপরে ওঠার জন্য র‍্যাম্পের সংস্থান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য, শিশু ও প্রবীণদের থাকার জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ ও শৌচাগার আছে। কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকলে তা ব্যবহার করে আর বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে পানির পাম্প চালানো এবং বাতির ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে শুকনা খাবার সরবরাহ করা হলেও পরবর্তী পর্যায়ে রান্না করা খাবার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কোনো সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হলে সেখানে খাদ্য পরিবেশনের পাশাপাশি নলকূপ স্থাপন ও অস্থায়ী টয়লেট স্থাপন করা হয়। সব ধরনের আশ্রয়কেন্দ্রে চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থাসহ মহামারি প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

*দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর উৎকর্ষতার উদ্যোগ*

ঘূর্ণিঝড়সহ সকল দুর্যোগের ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আরও মিডিয়া কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং হুঁশিয়ারি বার্তা কার্যকরভাবে প্রচারের জন্য টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নির্ধারিত অনুষ্ঠানমালা প্রচারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও গণসচেতনতা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিকট ও দূর অতীতে সংঘটিত সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১৯-এর বিধানাবলির যথাযথ প্রয়োগ বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আরও সহায়ক হবে।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মিত/আশ্রয়যোগ্য চার হাজারের বেশি আশ্রয়কেন্দ্র সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় রয়েছে। ব্যবহার অযোগ্য আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ রিনোভেশন করা হয়েছে। আরও নতুন নতুন বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। সরকার ৫৫০টি মুজিবকিল্লা নির্মাণ ও সংস্কারের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ওইসব কিল্লা স্বাভাবিক সময়ে সভা-সমাবেশ, হাট/বাজার খোলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কিছু কিছু কিল্লায় মাটির উঁচু টিলাসহ, পাকা ভবন এবং ক্যাটল শেড নির্মিত হচ্ছে। ত্রাণসামগ্রী স্থানীয়ভাবে মজুদ করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে (ঢাকা ও পটুয়াখালীতে ২টি করে) জেলা ত্রাণ গুদাম কাম তথ্যকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। উপজেলা পর্যায়েও ত্রাণ গুদাম নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

*জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সাড়াদান সমন্বয় সেন্টার*

বাংলাদেশ সচিবালয়য়ের ০৪ নং ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র যেটি এনডিআরসিসি নামেই বেশি পরিচিত। এটি ২৪/৭ ঘণ্টাভিত্তিক বছরে ৩৬৫ দিন খোলা থাকে। এখানে ১২টি ল্যাপটপ, বৃহদাকার LED টিভিসহ ফ্যাক্স, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, স্ক্যানার ও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের সুবিধা রয়েছে। দেশের

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত আছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি তাজুল ইসলাম ও সিনিয়র সচিব মো. শাহ্ কামাল।

কোনো প্রান্তে এমন কি বিশ্বের কোনো স্থানে কোনো দুর্যোগ সংঘটিত হলে তার তথ্যাদি এ কেন্দ্র সংগ্রহ করে। ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস/সুনামি/ভূমিকম্প/খরা/বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য/বেতার/টেলিফোন/মোবাইল/ফ্যাক্সের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এবং এ বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নির্দেশ/সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট দফতর/জেলাসমূহে প্রেরণ করে থাকে।

## সুন্দরবনই বারবার আমাদের রক্ষা করছে: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

মাননীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুন্দরবনই বারবার আমাদের রক্ষা করছে।' তিনি বলেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হেনে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' বাংলাদেশে প্রবেশের পথে সুন্দরবনে বাধাগ্রস্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, 'সুন্দরবনের প্রতি কেউ যেন অযত্ন ও অবহেলা না করতে পারে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট মহলকে উদ্যোগ নিতে হবে।' সুন্দরবনের প্রতি আরও যত্ন নেওয়ার এবং নতুন নতুন গাছ লাগিয়ে বনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। ১০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এসব বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের বাতাসের গতিবেগ ছিল গড়ে ৪০ থেকে ৯০ কিলোমিটার। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড়টি নিয়ে মানুষের মধ্যে যে ভীতি ছিল জনসচেতনতার কারণে প্রশমিত হয়েছে। তাই তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেন, 'এ বছর ২১ লাখ ৬ হাজার ৯১৮ জন মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়। 'বুলবুল' মোকাবিলায় দেশের ১৪টি জেলায় পাঁচ লাখ করে টাকা ও পর্যাপ্ত পরিমাণে শুকনো খাবার পাঠানো হয়।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও কোস্টগার্ড ভালো কাজ করেছে। পটুয়াখালীতে হারিয়ে যাওয়া ১০০ জেলেকে উদ্ধার করেছে তারা।'

তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছেন। এ কারণে আমরাও উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহস পেয়েছি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. শাহ কামাল বলেন, এবার সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনতে পেরেছি। আগাম সিগন্যাল ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি এ বি তাজুল ইসলাম এম.পি উপস্থিত ছিলেন।

# সুপার সাইক্লোন ‘আম্ফান’ ব্যবস্থাপনা

## ৪.১২ সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' ব্যবস্থাপনা

চলতি বছরের ১৪ মে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় একটি সুস্পষ্ট লঘুচাপ সৃষ্টি হয়। ১৫ মে এটি নিম্নচাপে পরিণত হয়ে উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৬ মে নিম্নচাপটি একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। ১৭ মে এটি সাইক্লোন এবং ১৮ মে সুপার সাইক্লোনে রূপ নেয়। এ অবস্থায় দেশের পায়রা, মংলা সমুদ্রবন্দরকে চার নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত ও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়। ১৯ মে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' উত্তর-উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। পায়রা ও মংলা সমুদ্রবন্দরকে সাত নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত ও চট্টগ্রম, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ছয় নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়। ২০ মে সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' উত্তর-উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হলে পায়রা ও মংলা সমুদ্রবন্দরকে ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে নয় নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়। ২০ মে বিকালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও সুন্দরবন এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় আঘাত করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। সুপার সাইক্লোনটি আরও উত্তর-উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বৃষ্টি ঝরিয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

'আম্ফান'কবলিত জেলাসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে (এনডিআরসিসি) দায়িত্ব দেওয়া হয়। এনডিআরসিসি থেকে প্রতিদিন দুপুর ২টা এবং রাত ৮টায় দুবার দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

এছাড়া গত ১৫ মে উপকূলীয় ৩টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে নিয়ে প্রাক-প্রস্তুতিমূলক ভার্চুয়াল সভা হয়। সভায় দুর্যোগ সতর্কবার্তা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ প্রস্তুত এবং Standing Orders on Disaster (SOD) অনুযায়ী সকল পর্যায়ের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়। ১৮ মে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জাতীয় সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের এবং ১৯ মে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নসহ SOD অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দফতরকে অনুরোধ করা হয়।

সুপার সাইক্লোন আম্ফান মোকাবিলায় কর্মব্যস্ত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবকরা

**বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান'-এর পূর্বাভাস থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেছেন।**

সুপার সাইক্লোন আম্ফানের ফলে জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উপকূলীয় ১৯টি জেলায় সর্বমোট ১৪ হাজার ৬৩৬টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। এসব আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা ছিল ৫৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৬শত ৭ জন। কোভিড-১৯-এর কারণে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার ১১৯ জন লোক এবং ৫ লক্ষ ২০ হাজার ৯৯৭টি গবাদিপশু আশ্রয় নেয়। সুপার সাইক্লোন আম্ফান মোকাবিলায় তাৎক্ষণিকভাবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ১৯টি উপকূলীয় জেলার জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে ১৮ মে পর্যন্ত তিন হাজার ১০০ মে. টন চাল, নগদ ৫০ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয়বাবদ নগদ ৩১ লাখ টাকা, গো-খাদ্য ক্রয়বাবদ নগদ ২৮ লাখ টাকা এবং ৪২ হাজার প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়। আম্ফানের ফলে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির একজন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১০ জন মৃত্যুবরণ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫টি জেলা থেকে ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান'-এ মোট ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ তিন হাজার ১৭২ কোটি ১৬ লাখ ৬৪ হাজার ৯১৩ টাকা।

### 'আম্ফান' মোকাবিলায় প্রস্তুতি

কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবিলায় বেশ কিছু প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে গত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ২০ মে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি'র সভাপতিত্বে মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে গত ১৫ মে অনুষ্ঠিত প্রাক-প্রস্তুতিমূলক ভার্চুয়াল সভায় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, তিনটি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং ১৯টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ অংশ নেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি'র সভাপতিত্বে গত ১৬ মে এনডিআরসিসিতে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

'আম্ফান'-এর কারণে বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরসমূহের জন্য ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেওয়ায় গত ১৭ মে দুপুরে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাস্তবায়ন বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

একই ইস্যুতে গত ১৮ মে তারিখেও সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি এবং সিনিয়র সচিব জনাব মো. শাহ্ কামাল ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে উপকূলীয় বিভাগসমূহের বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের সাথে আলোচনায় অংশ নেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি এবং সিনিয়র সচিব মো. শাহ্ কামাল ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান' মোকাবিলায় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া ওইদিনই প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি'র সভাপতিত্বে জাতীয় সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এই গ্রুপের সকল সদস্য অংশ নেন এবং 'আম্ফান' মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গত ২০ মে আরও একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় আম্ফান মোকাবিলায় গৃহীত প্রস্তুতির সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরা হয়।

উল্লিখিত সভাগুলোতে সুপার সাইক্লোন আম্ফান মোকাবিলায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি SOD অনুসরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; এ লক্ষ্যে বন্ধ থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ভবন খোলা রাখার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ ব্যবস্থায় আশ্রয়কেন্দ্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিয়ে আসা।
- মানুষের পাশাপাশি গবাদিপশু আশ্রয়কেন্দ্রের নিচতলায় বা নিকটস্থ মুজিবকিল্লায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও শুকনা খাবারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটর করে সংশ্লিষ্টদের অবহিত রাখা।
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আগাম সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও জনগণকে সচেতন করা। সাইক্লোন শেল্টারসমূহ পরিদর্শন করা এবং উদ্ধারযোগ্য জনগণকে চিহ্নিত করা।
- বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ডসহ সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবকরা মাইকিং-এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার কাজে অংশ নেয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি'র সভাপতিত্বে সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবিলায় আন্তঃমন্ত্রণালয় ভার্চুয়াল সভা।

- জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করে প্রস্তুত করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতে কোনো সমস্যা থাকলে তা নিরসন করা এবং তালিকাভুক্ত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ছাড়াও সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উপযুক্ত ভবন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করা।
- জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্ট গার্ড কর্তৃক উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল/বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করার জন্য স্থানীয়ভাবে নৌযান, ভ্যান, টমটম, সিএনজি প্রস্তুত রাখা এবং বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু দ্বীপ ও চরাঞ্চল থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।
- কৃষি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেড়িবাঁধ, ফসল. গবাদিপশু, মৎস্য ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া।
- সংশ্লিষ্ট সকল দফতর কর্তৃক সকল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা এবং ঘূর্ণিঝড় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে খোলা রাখা।
- তথ্য মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত বুলেটিন প্রচার করা এবং উপকূলীয় ১৩টি জেলার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মস্থলে অবস্থান করা।

**'আম্ফান' মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবিলায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' থেকে রক্ষায় উপকূলে আশ্রয়কেন্দ্র খোলাসহ সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুপার সাইক্লোন আম্ফানসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে মানবিক সহায়তা হিসেবে উপকূলীয় ১৯টি জেলার জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে গত ১৮ মে পর্যন্ত তিন হাজার ১০০ মে. টন চাল, নগদ ৫০ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয়বাবদ নগদ ৩১ লাখ টাকা, গো-খাদ্য ক্রয়বাবদ নগদ ২৮ লাখ টাকা এবং ৪২ হাজার প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়াও–

- বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।
- সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুতসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।
- সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ, আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ জীবাণুমুক্তকরণ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরবরাহ করা হয়।
- উপকূলীয় জেলায় বাঁধসমূহ মেরামত এবং জরুরি প্রয়োজনে জলযান প্রস্তুত রাখা হয়।
- ইন্টারনেট সুবিধাসহ আগাম সতর্কবার্তা প্রচারের লক্ষ্যে ১০৯০-এর সক্ষমতা ১ লাখে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য খোলা রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়; এবং
- সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট খুলনা হতে সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও বরগুনা জেলায় পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এছাড়া বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাধ্যমে আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারির পরিপ্রেক্ষিতে 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯' অনুসরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ১৯টি উপকূলীয় জেলার (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং শরীয়তপুর) জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়। এসব জেলা থেকে টেলিফোনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সর্বমোট ১২ হাজার ৭৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়। এ সব আশ্রয়কেন্দ্রে ধারণক্ষমতা আনুমানিক ৫১,৯০,১৪৪ জন।

**২০ মে ২০২০ খ্রি. তারিখ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে আগত লোকজন ও গবাদিপশু সংক্রান্ত তথ্যঃ**

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | মোট আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা | ধারণ ক্ষমতা (জন) | আশ্রিত লোকসংখ্যা | আশ্রিত গবাদিপশুর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | খুলনা | ৮১৪ | ৪,০০,০০০ | ১,১১,৬০০ | ৩৭০০ |
| ২ | সাতক্ষীরা | ৩৬৩৩ | ৭,৫০,০০০ | ৩,৫৩,০০০ | ২৯৩০৯ |
| ৩ | বাগেরহাট | ১০০৮ | ৪,৮৬,২২৭ | ২,০৮,০০০ | ১৯,০০০ |
| ৪ | পটুয়াখালী | ৯০৭ | ৬,৫৫,১০০ | ৩,৮১,৯৮৯ | ৮৯,২৮৭ |
| ৫ | বরগুনা | ৬১০ | ৩,১০,৮৭৩ | ৩,৮০,০০০ | ৮৮,০০০ |
| ৬ | ভোলা | ১১০৪ | ৫,৩৬,০০০ | ৩,১৬,৫০৯ | ১,৩৫,৮৫৭ |
| ৭ | পিরোজপুর | ৫৫৭ | ৩,১২,৭৫০ | ২,৭০৩৪০ | ৩৫,৩১০ |
| ৮ | বরিশাল | ১০৫১ | ২,৩৯,০০০ | ২,২৯,৮৭০ | ১৪৯৩০ |
| ৯ | ঝালকাঠি | ৪৭৪ | ৩,৯২,৩২৫ | ১০,০০০ | ২১৯২ |
| ১০ | নোয়াখালী | ৪৫০ | ৩,২৮,২০০ | ২১,১২২ | ৬৯৫৮ |
| ১১ | লক্ষ্মীপুর | ২৫২ | ৭১,০০০ | ১৪,৮৮৫ | ২৭৯৫ |
| ১২ | ফেনী | ১০১ | ৪৬,৭০০ | ২২০০ | ৮৭০ |
| ১৩ | চাঁদপুর | ৩২৫ | ১,০৩,৪৫৭ | ১৬,৭০০ | ৭৫,০০০ |
| ১৪ | চট্টগ্রাম | ১৯৫০ | ২,৬৫,৫০০ | ৬৪,২১৩ | ১৩০২১ |
| ১৫ | কক্সবাজার | ৭৯৭ | ৬,০৫২,৭৫ | ৩২,৮৫৭ | ৪৪৬৮ |
| ১৬ | ফরিদপুর | ৫৫ | ১৬,০০০ | - | - |
| ১৭ | মাদারীপুর | ৯২ | ২৭,৬০০ | ১,৪৩৪ | ৩০০ |
| ১৮ | গোপালগঞ্জ | ১৫৪ | ১,০৭,৮০০ | ৪০০ | - |
| ১৯ | শরীয়তপুর | ২৯৯ | ৫৯,৮০০ | - | - |
| | **মোট=** | **১৪,৬৩৬** | **৫৭,১৩,৬০৭** | **২৪,১৫,১১৯** | **৫,২০,৯৯৭** |

**ঘূর্ণিঝড় আম্ফানসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিভিন্ন জেলায় ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের বিস্তারিত নিম্নরূপঃ**

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ ত্রাণ কার্য (চাল) মেঃ টন | ১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ ত্রাণ কার্য (নগদ) টাকা | ১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ টাকা | ১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ টাকা | ১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার (প্যাকেট) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | খুলনা | ২০০ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ২ | সাতক্ষীরা | ২০০ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ৩ | বাগেরহাট | ২০০ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ৪ | পটুয়াখালী | ২০০ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,০০০ |
| ৫ | বরগুনা | ২০০ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ৬ | ভোলা | ২০০ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,০০০ |
| ৭ | পিরোজপুর | ২০০ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ৮ | বরিশাল | ২০০ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ৯ | ঝালকাঠী | ১০০ | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ১০ | নোয়াখালী | ২০০ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,০০০ |
| ১১ | লক্ষীপুর | ১০০ | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ১২ | ফেণী | ১০০ | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ১৩ | চাঁদপুর | ১০০ | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ১৪ | চট্টগ্রাম | ৩০০ | ৫,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৩,০০০ |
| ১৫ | কক্সবাজার | ২০০ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ১৬ | ফরিদপুর | ১০০ | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ১৭ | মাদারীপুর | ১০০ | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ১৮ | গোপালগঞ্জ | ১০০ | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| ১৯ | শরীয়তপুর | ১০০ | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০০ |
| | মোট= | ৩,১০০ (তিন হাজার একশত) মেঃ টন | ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা | ৩১,০০,০০০/- (একত্রিশ লক্ষ) টাকা | ২৮,০০,০০০/- (আটাশ লক্ষ) টাকা | ৪২,০০০ (বিয়াল্লিশ হাজার) প্যাকেট |

সুপার সাইক্লোন আম্ফানে আত্মদানকারী সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক জনাব সৈয়দ শাহ আলম-এর পরিবারকে আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান

সুপার সাইক্লোন আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকা পরিদর্শন করছেন অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি) আলী রেজা মজিদ

### সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবিলায় বিভিন্ন জেলা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- 'আম্ফান' মোকাবিলায় উপকূলীয় ১৯টি জেলার বাসিন্দাদের সচেতন করার জন্য ব্যাপক মাইকিং করা হয়। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবকসহ স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য সংগঠন মাইকিং-এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার কাজে অংশ নেয়।
- সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' থেকে রক্ষায় উপকূলে আশ্রয়কেন্দ্র খোলাসহ সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে উপকূলীয় লোকজন এবং তাদের গবাদিপশুসমূহ আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে সরিয়ে আনার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে আগত লোকজন ও গবাদিপশু সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ই-মেইল এবং টেলিফোনে সংগ্রহ করা হয়।

### ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের আঘাতে মৃত্যু

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ফলে দেশের ৬টি জেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির একজন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১০ জন মৃত্যুবরণ করেন। জেলাগুলো হচ্ছে– পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা, যশোর, সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গা।

# করোনা সংকটে মানবিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা

## ৪.১৩ করোনা মহামারি: জনগণের পাশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

চীনের উহান প্রদেশে সৃষ্ট করোনা ভাইরাস (Covid-19) দ্রুত সারা বিশ্বে মহামারির রূপ নেয়। গত ১১ মার্চ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দফতর থেকে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি বাংলাদেশের জনগণও। বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে গত ৮ মার্চ। এরপর ক্রমান্বয়ে এর প্রাদুর্ভাব রাজধানী ঢাকাসহ সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর তাণ্ডব এখনো চলছে।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ এপ্রিল সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন)-এর ১১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে জনগণকে রক্ষায় জোরালো পদক্ষেপ নেয় বাংলাদেশ সরকার। এর অংশ হিসেবে গত ১৯ মে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি'র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় করোনা প্রতিরোধ ও এ দুর্যোগ মোকাবিলায় বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ এবং সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

- হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ করা।
- কোভিড-১৯-এর ঝুঁকি হ্রাসে আশ্রয়কেন্দ্রে সকলের মাস্ক পরার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা।
- কোভিড-১৯সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসে যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।
- কোভিড-১৯ বিবেচনায় নিয়ে এসওডি-এর নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।
- সরকারি ও রেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে জনসাধারণকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বিষয়ে সহায়তা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি

## করোনা মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

*জরুরি সাড়াদান*

- গত ২৫ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় প্রশাসনকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
- এনডিআরসিসি থেকে প্রতি ৪ ঘণ্টা পর পর করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়।
- চীন থেকে ফিরিয়ে এনে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা ৩১২ জনের মধ্যে খাবার, বিছানাপত্রসহ প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। একই পদ্ধতিতে ১৪ ও ১৫ মার্চ ইতালি থেকে ফিরে আসা প্রবাসী নাগরিকদের যথাক্রমে ১৫০, ১৭০ ও ২৪৮ জনের মধ্যে খাবার সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যবহার্য লজিস্টিক সার্পোট দেওয়া হয়।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গঠিত জাতীয় কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়।
- রোহিঙ্গা ও জেনেভো ক্যাম্প এবং বস্তিসমূহে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সিপিপি, আরবান ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসহ অন্যান্য ভলান্টিয়ারকে সচেতনমূলক কাজে নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতে সহায়তা করা হয়।
- দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত সচেতনা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অনুরোধ করা হয়।
- স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিপিই (personal protective equipment) সংগ্রহ করা ও বিতরণ করা হয়।
- সকল জেলায় ত্রাণসামগ্রী ও শিশুখাদ্য উত্তোলন এবং বিতরণে সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসারগণের সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।
- নোভেল করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৫৫ জন কর্মকর্তাকে বিভাগ/জেলাওয়ারি ত্রাণকার্যক্রম মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি সব বিভাগ থেকে প্রাপ্ত সারাদেশের উপকারভোগীর তালিকা এবং এপ্রিল থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ত্রাণের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

  করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে বিশেষ মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। নির্দেশিকাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সবার অবগতির জন্য দেওয়া হয়েছে।

**মানবিক সহায়তা**

দেশের ৬৪টি জেলার করোনাদুর্গতদের মধ্যে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। বিতরণকৃত ত্রাণসামগ্রীর বিবরণ নিম্নরূপ:

| ক্রমিক নং | ত্রাণ সামগ্রীর নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | জিআর (চাল) | ২,১১,০১৭ - (দুই লক্ষ এগার হাজার সতের) মেট্রিক টন |
| ২. | জিআর (ক্যাশ) | ৯৫,৮৩,৭২,২৬৪/- (পঁচানব্বই কোটি তিরাশি লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুইশত চৌষট্টি) টাকা |
| ৩. | শিশু খাদ্য (নগদ অর্থ) | ২৭,১৪,০০,০০০/- (সাতাইশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ) টাকা |
| | উপকারভোগী | ৭ কোটি ৫০ লক্ষাধিক |
| ৪ | ভিজিএফ (চাল) | ১,০৬,০০০ (এক লক্ষ ছয় হাজার) মেট্রিক টন |
| | উপকারভোগী | ১,০০,০৬,৮৬৯ জন ভিজিএফ কার্ডধারী |

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কুইক রেসপন্স টিম গঠন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ আক্রান্ত হলে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ের পাঁচসদস্য বিশিষ্ট কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। টিমের সদস্যরা হলেন–

| | |
|---|---|
| জনাব আবুল বায়েছ মিয়া, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) | টিম লিডার |
| জনাব হাবিবুর রহমান, উপসচিব (প্রশিক্ষণ) | সদস্য |
| জনাব শায়লা ইয়াসমিন, উপসচিব (প্রশাসন) | সদস্য |
| জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, সহকারী সচিব (বাজেট) | সদস্য |
| জনাব মোঃ নূর নেওয়াজ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা | সদস্য |

এই টিম দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হলে তাঁর বা তাঁর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করবে। তাঁদের চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্য, ওষুধ, চিকিৎসাসহ অন্যান্য বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মালদ্বীপে কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত মানবেতর পরিস্থিতি লাঘবে নিম্নোক্ত ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়:

| ক্রমিক নং | ত্রাণ সামগ্রীর নাম | ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১ | চাল | ৪০ (চল্লিশ) মেঃটন |
| ২ | আলু | ১০ (দশ) মেঃটন |
| ৩ | মিষ্টি আলু | ১০ (দশ) মেঃটন |
| ৪ | ডাল (মশুর) | ১০ (দশ) মেঃটন |
| ৫ | পেঁয়াজ | ৫ (পাঁচ) মেঃটন |
| ৬ | ডিম | ৫ (পাঁচ) মেঃটন |
| ৭ | সবজি | ৫ (পাঁচ) মেঃটন |

## দায়িত্ব পালনকালে করোনায় আক্রান্ত হন মন্ত্রণালয়ের ১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী

করোনা মহামারির মধ্যে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে ১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হন। আক্রান্তরা হলেন–

১। জনাব শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব
২। জনাব জি.এম আবদুল কাদের, অতিরিক্ত সচিব
৩। জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, অতিরিক্ত সচিব
৪। জনাব মোঃ কোরবান আলী, উপসচিব
৫। জনাব শ্রীনিবাস দেবনাথ, উপসচিব
৬। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল আরিফ, উপসচিব
৭। জনাব মোহাম্মদ আনিছুল হক, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
৮। জনাব মোঃ রাশেদ আলী গাজী, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
৯। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১০। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১১। জনাব নাগিব মাহফুজ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১২। জনাব মোঃ মোহসিন মোল্লা, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১৩। মোছাঃ রেফা বেগম, অডিটর
১৪। জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান, ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
১৫। জনাব সিহাবুল হক, অফিস সহায়ক।

এদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আনিছুল হক মারা যান। আক্রান্ত অন্য ১৪ জনের সবাই এখন সুস্থ।

নগর স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় করোনাকালীন মানবিক সহায়তা বিতরণ

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যাবলি

বাংলাদেশ একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। ভূ-প্রাকৃতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। একদিকে জনসংখ্যার চাপ অন্যদিকে প্রতিনিয়ত দুর্যোগ মোকাবিলা দেশের মানুষকে বিপদাপন্ন করে তুলেছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, আকস্মিক বন্যা, নদীভাঙন, খরা, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড়, টর্নেডো, বজ্রপাত ইত্যাদি দুর্যোগ জীবন ও জীবিকার ওপর আঘাত হানছে। সরকারের সময়পোযোগী ও যথাযথ পদক্ষেপ দৃঢ়তার সাথে গ্রহণের ফলে দেশ আজ শত দুর্যোগের মাঝেও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সাহসী ভূমিকা পালন করে আসছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার এবং গৃহীত যাবতীয় কর্মকাণ্ড যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং ১৯৯১ সালে প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসের পর জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সৃষ্টি করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, সমন্বিত ও শক্তিশালী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং সাবেক ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে একত্রিত করে ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা কর্মসূচি। এ ছাড়া দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে এবং দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য নিরাপত্তাসহ দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা মোকাবিলা, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামীণ এলাকায় ১৫ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচি, এইচবিবি, দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ, তালগাছ রোপণ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যারাক হাউস নির্মাণ ও উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং মুজিবকিল্লা নির্মাণ এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত Simulation Based Logistics Gap Analysis Workshop-এ বক্তব্য রাখছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মেঃ এনামুর রহমান এম.পি

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

ক) দক্ষ জনবল এবং একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা;

খ) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ;

গ) সরকার কর্তৃক গৃহীত অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও দুঃস্থ মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

ঘ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মানবিক সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ঙ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি, ভিজিএফ সহায়তা, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা;

চ) গ্রামীণ সমতল ও পাহাড়ি এলাকায় ছোট ছোট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, যাতায়ত সহজীকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখতে পারে এরূপ স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টি করা;

ছ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন, দুর্যোগোত্তর ত্রাণকার্যক্রম এবং পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

জ) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সম্পদ ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঝ) বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;

ঞ) আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও মানচিত্র প্রণয়ন, জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র পরিচালনা এবং দুর্যোগ পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা;

ট) অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নসহ এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা, সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৯ উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের পদক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি

# প্রশাসন অনুবিভাগ

## ৫.১ জনবল কাঠামো

একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-তে নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সৃষ্টি হওয়ার পর অধিদপ্তরের সংশোধিত জনবল কাঠামো তৈরির নিমিত্তে জনবল কাঠামোর একটি খসড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা এবং উপজেলা কাঠামোতে সর্বমোট ২,৭১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে; তা নিম্নের ছকে দেওয়া হলো:

| ক্রমিক নং | পদের নাম ও শ্রেণি | পদের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১. | মহাপরিচালক | ০১ |
| ২. | পরিচালক | ০৮ |
| ৩. | উপপরিচালক | ১৯ |
| ৪. | নির্বাহী প্রকৌশলী | ০২ |
| ৫. | কম্পিউটার প্রোগ্রামার | ০২ |
| ৬. | জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা | ৬৪+০৪ (অকার্যকর)=৬৮ |
| ৭. | সহকারী পরিচালক | ১৩ |
| ৮. | কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিস্ট | ০১ |
| ৯. | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ০১ |
| ১০. | গবেষণা কর্মকর্তা | ০২ |
| ১১. | সহকারী প্রকৌশলী | ০২ |
| ১২. | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি) | ২০০ |
| ১৩. | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি) | ৩০৭ |
| ১৪. | তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী | ১,৩৮৯ |
| ১৫. | ৪র্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী | ৬৯৭ |
| | **সর্বমোট** | **২,৭১২** |

সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনার নদীর বাঁধ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি

## ৫.২ বাজেট বরাদ্দ

**২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থের বিবরণ**

**১৪৯০২০১-প্রধান কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর**

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৩১১১১০১-মূল বেতন (অফিসার) | ৬,৭৯,০০ | ৬,৭৯,০০ | ৪,৭৯,১৪ | ১,৯৯,৮৬ | |
| ৩১১১২০১-মূল বেতন (কর্মচারী) | ৪,৯৫,৫০ | ৪,৯৫,৫০ | ৪,৪৭,৮৫ | ১,৪৭,৬৫ | |
| ৩১১১৩০১-দায়িত্ব ভাতা | ১,৫০ | ১,৫০ | ২,২৭ | | -৭৭ |
| ৩১১১৩০২-যাতায়াত ভাতা | ৫,০০ | ৫,০০ | ৪,৫০ | ৪,৯৮ | |
| ৩১১১৩০৬-শিক্ষা ভাতা | ১৮,৩০ | ১৮,৩০ | ১৫,৬২ | ২,৮৫ | |
| ৩১১১৩১০-বাড়িভাড়া ভাতা | ৪,১০,৫০ | ৪,১০,৫০ | ৩,৫১,৭৫ | ৫৮,৭৫ | |
| ৩১১১৩১১-চিকিৎসা ভাতা | ৪৯,৩৫ | ৪৯,৩৫ | ৩৯,৫৭ | ৯,৭৮ | |
| ৩১১১৩১২-মোবাইল/সেলফোন ভাতা | ২,৯০ | ২,৯০ | ২,২৬ | ৬৪ | |
| ৩১১১৩১৩-আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা | ৫,৫০ | ৫,৫০ | ৪,৮০ | ৭০ | |
| ৩১১১৩১৪-টিফিন ভাতা | ৫,৭৫ | ৫,৭৫ | ৩,০১ | ২,৭৪ | |
| ৩১১১৩১৬-ধোলাই ভাতা | ১,৯৫ | ১,৯৫ | ৭৬ | ১,১৯ | |
| ৩১১১৩২৫-উৎসব ভাতা | ১,৬৫,৩৫ | ১,৬৫,৩৫ | ১,২৫,৬৫ | ৩৯,৭০ | |
| *৩১১১৩২৭-অধিকাল ভাতা | ৯৫,৫০ | ৯৫,৫০ | ৭০,৮৬ | ২৪,৬৪ | |
| ৩১১১৩২৮-শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা | ৩৪,২৫ | ৩৪,২৫ | ২২,৯১ | ১১,৩৪ | |
| ৩১১১৩৩১-আপ্যায়ন ভাতা | ১,৫০ | ১,৫০ | ৮৫ | ১,১১ | |
| ৩১১১৩৩২-সম্মানী ভাতা | ২৫,০০ | ২৫,০০ | ১৫,০৪ | ৯,৯৬ | |
| ৩১১১৩৩৫-বাংলা নববর্ষ ভাতা | ১৫,৫০ | ১৫,৫০ | ১২,০৬ | ৩,৪৪ | |
| ৩১১১৩৩৮-অন্যান্য ভাতা | ২,৩০ | ২,৩০ | ৩৮ | ১,৯২ | |
| উপ-মোট নগদ মজুরি ও বেতন: | ২০,১৪,৬৫ | ২০,১৪,৬৫ | ১৪,৯৮,৮৩ | ৫,১৫,৮২ | |
| ৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী | ৩,০০ | ৩,০০ | ২,৯৬ | ০৪ | |
| ৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয় | ১২,০০ | ১২,০০ | ৭,৩৮ | ৪,৬২ | |
| ৩২১১১১০-আইন সংক্রান্ত ব্যয় | ৫,০০ | ৫,০০ | ৬০ | ৪,৪০ | |

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| *৩২১১১১১-সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয় | ১৫,০০ | ১৫,০০ | ০ | ১৫,০০ | |
| *৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ | ৩৬,০০ | ৩৬,০০ | ২৫,৯১ | ১০,০৯ | |
| ৩২১১১১৪-উপযোগ সেবা (Utility service) চার্জ | ১,০০ | ১,০০ | ৪৭ | ৫৩ | |
| *৩২১১১১৫-পানি | ৭,০০ | ৭,০০ | ৫,২৭ | ১,৭৩ | |
| ৩২১১১১৬-কুরিয়ার | ১,০০ | ১,০০ | ০ | ১,০০ | |
| ৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলেক্স | ২০,০০ | ২০,০০ | ৩,৯৬ | ১৬,০৪ | |
| *৩২১১১১৯-ডাক | ৪,০০ | ৪,০০ | ০ | ৪,০০ | |
| *৩২১১১২০-টেলিফোন | ৬,০০ | ৬,০০ | ২,২৫ | ৩,৭৫ | |
| *৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় | ১৫,০০ | ১৫,০০ | ১২,৯৩ | ২,০৭ | |
| ৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী | ১,০০ | ১,০০ | ৪২ | ৫৮ | |
| ৩২১১১৩০-যাতায়াত ব্যয় | ৩,৪৫ | ৩,৪৫ | ৩,৪৩ | ০২ | |
| ৩২১১১৩১-আউট সোর্সিং | ১,৩০,০০ | ১,৩০,০০ | ১,২৩,৩১ | ৬,৬৯ | |
| ৩২১১১৩৪-শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি | ৫২,০০ | ৫২,০০ | ৩৭,৫০ | ১৪,৫০ | |
| উপ-মোট প্রশাসনিক ব্যয়: | ৩,১১,৪৫ | ৩,১১,৪৫ | ২,২৬,৩৯ | ৮৫,০৬ | |
| ৩২২১১০২-লাইসেন্স ফি | ৫,০০ | ৫,০০ | ০ | ৫,০০ | |
| ৩২২১১০৫-টেস্টিং ফি | ৮,০০ | ৮,০০ | ৯,২০ | - | -১,২০ |
| ৩২২১১০৭-অনুলিপি ব্যয় | ৪,০০ | ৪,০০ | ১৮ | ৩,৮২ | |
| উপ-মোট ফি, চার্জ ও কমিশন | ১৭,০০ | ১৭,০০ | ৯,৩৮ | ৮,৮২ | -১,২০ |
| ৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ | ৩,০০,০০ | ৩,০০,০০ | ৯৬,৬০ | ২,০৩,৪০ | |
| উপ-মোট প্রশিক্ষণ: | ৩,০০,০০ | ৩,০০,০০ | ৯৬,৬০ | ২,০৩,৪০ | |
| ৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট | ৬১,০০ | ৬১,০০ | ৬০,৯৯ | ০১ | |
| ৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানি | ৭০,০০ | ৭০,০০ | ৫১,৩১ | ১৮,৬৯ | |
| উপ-মোট পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট | ১,৩১,০০ | ১,৩১,০০ | ১,১২,৩০ | ১৮,৭০ | |
| ৩২৪৪১০১-ভ্রমণ ব্যয় | ৮০,০০ | ৮০,০০ | ৩৯,৩৪ | ৪০,৬৬ | |
| উপ-মোট ভ্রমণ ও বদলি: | ৮০,০০ | ৮০,০০ | ৩৯,৩৪ | ৪০,৬৬ | |
| ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী | ১০,০০ | ১০,০০ | ৩,৮২ | ৬,১৮ | |
| ৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাঁধাই | ৬,০০ | ৬,০০ | ৫,৭৫ | ২৫ | |

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সিল | ৫০ | ৫০ | ১৭ | ৩৩ | |
| ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি | ২০,০০ | ২০,০০ | ১১,৬৭ | ৮,৩৩ | |
| উপ-মোট মুদ্রণ ও মনিহারি | ৩৬,৫০ | ৩৬,৫০ | ২১,৪১ | ১৫,০৯ | |
| ৩২৫৬১০১-সাধারণ সরবরাহ | ০ | ০ | | | |
| ২৫৬১০৬-পোশাক | ৮,০০ | ৮,০০ | ২,৫৬ | ৫,৪৪ | |
| উপ-মোট সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী: | ৮,০০ | ৮,০০ | ২,৫৬ | ৫,৪৪ | |
| ৩২৫৭১০৩-গবেষণা ব্যয় | ৩,০০ | ৩,০০ | ০ | ৩,০০ | |
| ৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি | ২৫,০০ | ২৫,০০ | ১৬,৯৩ | ৮,০৭ | |
| উপ-মোট পেশাগত সেবা সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়: | ২৮,০০ | ২৮,০০ | ১৬,৯৩ | ১১,০৭ | |
| ৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ | | | | | |
| ৩২৫৮১০১-মোটরযান | ৪৫,০০ | ৪৫,০০ | ৩৪,৬৭ | ১০,৩৩ | |
| ৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র | ১,৫০ | ১,৫০ | ৭০ | ৮০ | |
| ৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার | ৩,০০ | ৩,০০ | ৯৪ | ২,০৬ | |
| ৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | ২,০০ | ২,০০ | ১,৯২ | ০৮ | |
| ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন | ৮০,০০ | ৮০,০০ | ২০,৭৫ | ৫৯,২৫ | |
| ***৩২৫৮১০৮-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা | ৪,১০,৬৫ | ৪,১০,৬৫ | ৩,৩১,৮৮ | ৭৮,৭৭ | |
| ৩২৫৮১১৫-স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ | ৮০ | ৮০ | ৩০ | ৫০ | |
| ৩২৫৮১১৯-বৈদ্যুতিক স্থাপনা | ১,০০ | ১,০০ | ১৮ | ৮২ | |
| ৩২৫৮১৪০-মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | ১,০০,০০ | ১,০০,০০ | ৯২,৩০ | ৭,৭০ | |
| উপ-মোট মেরামত ও সংরক্ষণ: | ৬,৪৩,৯৫ | ৬,৪৩,৯৫ | ৪,৮৩,৬৪ | ১,৬০,৩১ | |
| উপ-মোট পণ্য ও সেবার ব্যবহার: | ১৫,৫৫,৯০ | ১৫,৫৫,৯০ | ১০,০৮,৫৫ | ৫,৪৮,৫৫ | -১,২০ |
| *৩৮২১১০২-ভূমি উন্নয়ন কর | ১৫,৫০ | ১৫,৫০ | ০ | ১৫,৫০ | |
| *৩৮২১১০৩-পৌর কর | ৮,৬০ | ৮,৬০ | ০ | ৮,৬০ | |
| উপ-মোট আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়: | ২৪,১০ | ২৪,১০ | ০ | ২৪,১০ | |

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| উপ মোট-আবর্তক ব্যয়: | ৩৫,৯৪,৬৫ | ৩৫,৯৪,৬৫ | ১০,০৮,৫৫ | ৫,৭২,৬৫ | |
| ৪১১২১০১-মোটরযান | ৩,০৫,৩৫ | ৩,০৫,৩৫ | ০ | ৩,০৫,৩৫ | |
| ৪১১২২০১-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি | ১৫,০০ | ১৫,০০ | ০ | ১৫,০০ | |
| ৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক | ৫,৭৫ | ৫,৭৫ | ৫,৭১ | ০৪ | |
| ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি | ৫,৭৫ | ৫,৭৫ | ৪৮ | ৫,২৭ | |
| ৪১১২৩০৫-অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি | ৩,০০ | ৩,০০ | ২,০৮ | ৯২ | |
| ৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি | ৩,৫০ | ৩,৫০ | ২,৭৯ | ৭১ | |
| ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র | ৭,০০ | ৭,০০ | ০ | ৭,০০ | |
| উপ-মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি: | ৩,৪৫,৩৫ | ৩,৪৫,৩৫ | ১১,০৬ | ৩,৩৪,২৯ | |
| উপ-মোট অআর্থিক সম্পদ: | ৩,৪৫,৩৫ | ৩,৪৫,৩৫ | ১১,০৬ | ৩,৩৪,২৯ | |
| **মোট প্রধান কার্যালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর** | **৩৯,৪০,০০** | **৩৯,৪০,০০** | **২৫,১৮,৪৪** | **১৪,১২,৭৬** | **-১,২০** |

## ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থের বিবরণ
## ১৪৯০২০২-জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ:

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ |
| ৩১১১১০১-মূলবেতন (অফিসার) | ৭,০৬,২১ | ৭,০৬,২১ | ২,২২,৮৬ | ৪,৮৩,৩৫ | |
| ৩১১১২০১-মূল বেতন (কর্মচারী) | ১০,৭০,০০ | ১০,৭০,০০ | ৩,৯০,৪০ | ৬,৭৯,৬০ | |
| ৩১১১৩০১-দায়িত্ব ভাতা | ২,০৫ | ২,০৫ | ১,৩০ | ৭৫ | |
| ৩১১১৩০২-যাতায়াত ভাতা | ২,৩০ | ২,৩০ | ২১ | ২,০৯ | |
| ৩১১১৩০৬-শিক্ষা ভাতা | ৩৫,০০ | ৩৫,০০ | ১০,৭২ | ২৪,২৮ | |
| ৩১১১৩০৯-পাহাড়ি ভাতা | ১২,০০ | ১২,০০ | ৬,৯৭ | ৫,০৩ | |
| ৩১১১৩১০-বাড়িভাড়া ভাতা | ৪,৭৩,০০ | ৪,৭৩,০০ | ৮৩,০০ | ৩,৯০,০০ | |
| ৩১১১৩১১-চিকিৎসা ভাতা | ১,১৫,০০ | ১,১৫,০০ | ৫০,২৪ | ৬৪,৭৬ | |
| ৩১১১৩১৪-টিফিন ভাতা | ১৮,০০ | ১৮,০০ | ১১,২১ | ৬,৭৯ | |

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ |
| ৩১১১৩১৬-ধোলাই ভাতা | ৩০,০০ | ৩০,০০ | ২৭,৯৩ | ২,০৭ | |
| ৩১১১৩২৫-উৎসব ভাতা | ২,৩৫,০০ | ২,৩৫,০০ | ৭৫,৭৪ | ১,৫৯,২৬ | |
| ৩১১১৩২৭-অধিকাল ভাতা | ১,৪১,২০ | ১,৪১,২০ | ৪,৪৩ | ১,৩৬,৭৭ | |
| ০১১১৩২৮-শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা | ৪০,০০ | ৪০,০০ | ১৬,১১ | ২৩,৮৯ | |
| ৩১১১৩৩২-সম্মানী ভাতা | ১,০০ | ১,০০ | ১,০০ | ০ | |
| ৩১১১৩৩৫-বাংলা নববর্ষ ভাতা | ২৫,১৫ | ২৫,১৫ | ৯,০২ | ১৬,১৩ | |
| ৩১১১৩৩৮-অন্যান্য ভাতা | ২,০০ | ২,০০ | ১,৯৩ | ৭ | |
| ৩১১১৩৪৩-হাওর/দ্বীপ/চরভাতা | ২০,০০ | ২০,০০ | ২০,০০ | ০ | |
| উপ-মোট নগদ মজুরি ও বেতন: | ২৯,২৭,৯১ | ২৯,২৭,৯১ | ৯,৩৩,০৭ | ১৯,৯৪,৮৪ | |
| উপ-মোট কর্মচারীদের প্রতিদান (compensation) | ২৯,২৭,৯১ | ২৯,২৭,৯১ | ৯,৩৩,০৭ | ১৯,৯৪,৮৪ | |
| ৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ | ২,০০ | ২,০০ | ৯৭ | ১,০৩ | |
| ৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স | ২৮,৫০ | ২৮,৫০ | ২৮,৫০ | ০ | |
| ৩২১১১১৯-ডাক | ২,০০ | ২,০০ | ৭৩ | ১,২৭ | |
| ৩২১১১২০-টেলিফোন | ১২,০০ | ১২,০০ | ৭,০৪ | ৪,৯৬ | |
| উপ-মোট প্রশাসনিক ব্যয়: | ৪৪,৫০ | ৪৪,৫০ | ৩৭,২৪ | ৭,২৬ | |
| ৩২৪৩-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট | | | | | |
| ৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট | ৬০,০০ | ৬০,০০ | - | ৬২,৮১ | -২,৮১ |
| উপ-মোট পেট্রোল, ওয়েল অ্যান্ড লুব্রিকেন্ট: | ৬০,০০ | ৬০,০০ | - | ৬২,৮১ | -২,৮১ |
| ৩২৪৪-ভ্রমণ ও বদলি | | | | | |
| ৩২৪৪১০১-ভ্রমণ ব্যয় | ১,২০,০০ | ১,২০,০০ | ২৪,০৩ | ৯৫,৯৭ | |
| উপ-মোট ভ্রমণ ও বদলি: | ১,২০,০০ | ১,২০,০০ | ২৪,০৩ | ৯৫,৯৭ | |
| ৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি | | | | | |
| ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী | ২৩,০০ | ২৩,০০ | ৬৭ | ২২,৩৩ | |
| ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি | ৭০,০০ | ৭০,০০ | ৭৩ | ৬৯,২৭ | |
| উপ-মোট মুদ্রণ ও মনিহারি: | ৯৩,০০ | ৯৩,০০ | ১,৪০ | ৯১,৬০ | |
| ৩২৫৬-সাধানণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী | | | | | |
| ৩২৫৬১০৬-পোশাক | ১০,০০ | ১০,০০ | ২,১০ | ৭,৯০ | |
| উপ-মোট সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী: | ১০,০০ | ১০,০০ | ২,১০ | ৭,৯০ | |
| ৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ | | | | | |
| ৩২৫৮১০১-মোটরযান | ৩০,০০ | ৩০,০০ | ২,৬৫ | ২৭,৩৫ | |
| ৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র | ১০,০০ | ১০,০০ | ২৬ | ৯,৭৪ | |
| ৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার | ২৫,০০ | ২৫,০০ | ১,৮৫ | ২৩,১৫ | |
| উপ-মোট মেরামত ও সংরক্ষণ: | ৬৫,০০ | ৬৫,০০ | ৪,৭৬ | ৬০,২৪ | |

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ |
| উপ-মোট পণ্য ও সেবার ব্যবহার: | ৩,৯২,৫০ | ৩,৯২,৫০ | ৬৯,৫৩ | ৩,২৫,৭৮ | -২,৮১ |
| ৩৮-অন্যান্য ব্যয় | | | | | |
| ৩৮২১-আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়: | | | | | |
| *৩৮২১১০২-ভূমি উন্নয়ন কর | ৫০,০০ | ৫০,০০ | ৩৭,৬৮ | ১২,৩২ | |
| উপ-মোট আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়: | ৫০,০০ | ৫০,০০ | ৩৭,৬৮ | ১২,৩২ | |
| উপ-মোট অন্যান্য ব্যয়: | ৪,৪২,৫০ | ৪,৪২,৫০ | ১,০৭,২১ | ৩,৩৮,১০ | -২,৮১ |
| উপ-মোট আবর্তক ব্যয়: | ৩৩,৭০,৪১ | ৩৩,৭০,৪১ | ১০,৪০,২৮ | ২৩,৩২,৯৪ | -২,৮১ |
| ৪০-মূলধন ব্যয় | | | | | |
| ৪১-অআর্থিক সম্পদ | | | | | |
| ৪১১২-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | | | | | |
| ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র | ৩৩,২০ | ৩৩,২০ | ৭,২০ | ২৬,০০ | |
| উপ-মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি: | ৩৩,২০ | ৩৩,২০ | ৭,২০ | ২৬,০০ | |
| মোট-জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় | ৩৪,০৩,৬১ | ৩৪,০৩,৬১ | ১০,৪৭,৪৮ | ২৩,৫৮,৯৪ | -২,৮১ |

**২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থের বিবরণ:**

**১৪৯০২০৩-উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহ:**

**(অংকসমূহ হাজার টাকায়)**

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | অবশিষ্ট/ অনুত্তোলিত অর্থ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৪ | ৫ |
| ৩১১১১০১-মূলবেতন (অফিসার) | ২১,০০,০০ | ২১,০০,০০ | ৮,০৩,৭০ | ১২,৯৬,৩০ | ৮,০৩,৭০ | |
| ৩১১১২০১-মূল বেতন (কর্মচারী) | ১৭,১৫,০০ | ১৭,১৫,০০ | ৭,৮৮,০২ | ৯,২৬,৯৮ | ৭,৮৮,০২ | |
| ৩১১১৩০১-দায়িত্ব ভাতা | ১,৯০ | ১,৯০ | ১,৯০ | ০ | ১,৯০ | |
| ৩১১১৩০৬-শিক্ষা ভাতা | ১,১৫,৯৫ | ১,১৫,৯৫ | ৭৫,১৬ | ৪০,৭৯ | ৭৫,১৬ | |
| ৩১১১৩০৯-পাহাড়ি ভাতা | ৪৫,০০ | ৪৫,০০ | ৩২,৯৫ | ১২,০৫ | ৩২,৯৫ | |
| ৩১১১৩১০-বাড়িভাড়া ভাতা | ১১,৫৫,০০ | ১১,৫৫,০০ | ৩,১০,৪১ | ৮,৪৪,৫৯ | ৩,১০,৪১ | |
| ৩১১১৩১১-চিকিৎসা ভাতা | ২,১০,০০ | ২,১০,০০ | ৭৩,৬৩ | ১,৩৬,৩৭ | ৭৩,৬৩ | |
| ৩১১১৩১৪-টিফিন ভাতা | ২৬,০০ | ২৬,০০ | ১৮,৪৪ | ৭,৫৬ | ১৮,৪৪ | |
| ৩১১১৩২৫-উৎসব ভাতা | ৬,১০,০০ | ৬,১০,০০ | ২,৭০,৩৫ | ৩,৩৯,৬৫ | ২,৭০,৩৫ | |
| ০১১১৩২৮-শান্তি ও বিনোদন ভাতা | ৯৬,০০ | ৯৬,০০ | ৬৮,২৮ | ২৭,৭২ | ৬৮,২৮ | |
| ৩১১১৩৩২-সম্মানী ভাতা | ২,০০ | ২,০০ | ২,০০ | ০ | ২,০০ | |

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | অবশিষ্ট/ অনুত্তোলিত অর্থ | প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৪ | ৫ |
| ৩১১১৩৩৫-বাংলা নববর্ষ ভাতা | ৭০,০০ | ৭০,০০ | ৩৬,৩৪ | ৩৩,৬৬ | ৩৬,৩৪ | |
| ৩১১১৩৩৮-অন্যান্য ভাতা | ১,০০ | ১,০০ | ৯২ | ৮ | ৯২ | |
| ৩১১১৩৪৩-হাওর/দ্বীপ/চরভাতা | ২৫,০০ | ২৫,০০ | ১৬,৭৯ | ৮,২১ | ১৬,৭৯ | |
| উপ-মোট নগদ মজুরি ও বেতন: | ৬১,৭২,৮৫ | ৬১,৭২,৮৫ | ২৪,৯৮,৮৮ | ৩৬,৭৩,৯৭ | ২৪,৯৮,৮৮ | |
| উপ-মোট কর্মচারীদের প্রতিদান: (Componsation) | ৬১,৭২,৮৫ | ৬১,৭২,৮৫ | ২৪,৯৮,৮৮ | ৩৬,৭৩,৯৭ | ২৪,৯৮,৮৮ | |
| *৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ | ৮০,০০ | ৮০,০০ | ৩৪,৬৬ | ৪৫,৩৪ | ৩৪,৬৬ | |
| ৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স | ১,৩৫,০০ | ১,৩৫,০০ | ১,৩৫,০০ | ০ | ১,৩৫,০০ | |
| *৩২১১১১৯-ডাক | ২,০০ | ২,০০ | ১,১৪ | ৮৬ | ১,১৪ | |
| *৩২১১১২০-টেলিফোন | ৫০,০০ | ৫০,০০ | ৩৯,০৪ | ১০,৯৬ | ৩৯,০৪ | |
| ৩২১১১৩১-আউট সোর্সিং | ৮,৭০,০০ | ৮,৭০,০০ | ১৬,৪২ | ৮,৫৩,৫৮ | ১৬,৪২ | |
| উপ-মোট প্রশাসনিক ব্যয়: | ১১,৩৭,০০ | ১১,৩৭,০০ | ২,২৬,২৫ | ৯,১০,৭৫ | ২,২৬,২৫ | |
| ৩২৪৪-ভ্রমণ ও বদলি | | | | | | |
| ৩২৪৪১০১-ভ্রমণ ব্যয় | ৫,৫০,০০ | ৫,৫০,০০ | ৬৪,১৩ | ৪,৮৫,৮৭ | ৬৪,১৩ | |
| উপ-মোট ভ্রমণ ও বদলি: | ৫,৫০,০০ | ৫,৫০,০০ | ৬৪,১৩ | ৪,৮৫,৮৭ | ৬৪,১৩ | |
| ৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি | | | | | | |
| ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী | ২৫,০০ | ২৫,০০ | ১,৩৮ | ২৩,৬২ | ১,৩৮ | |
| ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি | ৪,০০,০০ | ৪,০০,০০ | ১০,০২ | ৩,৮৯,৯৮ | ১০,০২ | |
| উপ-মোট মুদ্রণ ও মনিহারি: | ৪,২৫,০০ | ৪,২৫,০০ | ১১,৪০ | ৪,১৩,৬০ | ১১,৪০ | |
| ৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ | | | | | | |
| ৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র | ৪০,০০ | ৪০,০০ | ১,৯৪ | ৩৮,০৬ | ১,৯৪ | |
| ৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার | ১,২০,০০ | ১,২০,০০ | ১৫,৫৮ | ১,০৪,৪২ | ১৫,৫৮ | |
| উপ-মোট মেরামত ও সংরক্ষণ: | ১,৬০,০০ | ১,৬০,০০ | ১৭,৫২ | ১,৪২,৪৮ | ১৭,৫২ | |
| উপ-মোট পণ্য ও সেবার ব্যবহার: | ২২,৭২,০০ | ২২,৭২,০০ | ৩,১৯,৩০ | ১৯,৫২,৭০ | ৩,১৯,৩০ | |
| উপ-মোট আবর্তক ব্যয়: | ৮৪,৪৪,৮৫ | ৮৪,৪৪,৮৫ | ২৮,১৮,১৮ | ৫৬,২৬,৬৭ | ২৮,১৮,১৮ | |
| ৪০-মূলধন ব্যয় | | | | | | |
| ৪১-আর্থিক সম্পদ | | | | | | |
| ৪১১২-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | | | | | | |
| ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র | ১,২০,০০ | ১,২০,০০ | ১৭,৬৮ | ১,০২,৩২ | ১৭,৬৮ | |
| উপ-মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | ১,২০,০০ | ১,২০,০০ | ১৭,৬৮ | ১,০২,৩২ | ১৭,৬৮ | |
| **মোট-উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহ** | **৮৫,৬৪,৮৫** | **৮৫,৬৪,৮৫** | **২৮,৩৫,৮৬** | **৫,৭২,৮৯৯** | **২৮,৩৫,৮৬** | |

## ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থের বিবরণঃ

## ১৪৯০২০৪-মেট্রোথানা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

| কোড নম্বর ও খাত | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ | ibas++ ব্যয় | অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ |
| ৩১১১১০১-মূলবেতন (অফিসার) | ১৫,৩০ | ১৫,৩০ | ১২,৫৯ | ২,৭১ | |
| ৩১১১২০১-মূল বেতন (কর্মচারী) | ১২,১০ | ১২,১০ | ৬,৫৮ | ৫,৫২ | |
| ৩১১১৩০২-যাতায়াত ভাতা | ৫০ | ৫০ | ৪ | ৪৬ | |
| ৩১১১৩০৬-শিক্ষা ভাতা | ৪৫ | ৪৫ | ১৫ | ৩০ | |
| ৩১১১৩১০-বাড়িভাড়া ভাতা | ১১,৮২ | ১১,৮২ | ৯,২৯ | ২,৫৩ | |
| ৩১১১৩১১-চিকিৎসা ভাতা | ১,৬৫ | ১,৬৫ | ১,২৬ | ৩৯ | |
| ৩১১১৩১৪-টিফিন ভাতা | ৩০ | ৩০ | ৮ | ২২ | |
| ৩১১১৩২৫-উৎসব ভাতা | ৫,৫০ | ৫,৫০ | ২,৫০ | ৩,০০ | |
| ০১১১৩২৮-শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা | ১,৫০ | ১,৫০ | ৯০ | ৬০ | |
| ৩১১১৩৩৫-বাংলা নববর্ষ ভাতা | ১,০০ | ১,০০ | ২৮ | ৭২ | |
| ৩১১১৩৩৮-অন্যান্য ভাতা | ২০ | ২০ | ০ | ২০ | |
| উপ-মোট নগদ মজুরি ও বেতন: | ৫০,৩২ | ৫০,৩২ | ৩৩,৬৩ | ১৬,৬৯ | |
| উপ-মোট কর্মচারীদের | | | | | |
| প্রতিদান: (Componsation) | ৫০,৩২ | ৫০,৩২ | ৩৩,৬৩ | ১৬,৬৯ | |
| *৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ | ৮০,০০ | ৮০,০০ | ০ | ৮০,০০ | |
| *৩২১১১১৯-ডাক | ৪০ | ৪০ | ০ | ৪০ | |
| *৩২১১১২০-টেলিফোন | ৫০ | ৫০ | ৭ | ৪৩ | |
| ৩২১১১৩১-আউট সোর্সিং | ৫,৫০ | ৫,৫০ | ১,৬৯ | ৩,৮১ | |
| উপ-মোট প্রশাসনিক ব্যয়: | ৭,২০ | ৭,২০ | ১,৭৬ | ৫,৪৪ | |
| ৩২৪৪-ভ্রমণ ও বদলি | | | | | |
| ৩২৪৪১০১-ভ্রমণ ব্যয় | ১,৫০ | ১,৫০ | ১,৩৩ | ১৭ | |
| উপ-মোট ভ্রমণ ও বদলিঃ | ১,৫০ | ১,৫০ | ১,৩৩ | ১৭ | |
| ৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি | | | | | |
| ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী | ২,০০ | ২,০০ | ১,০০ | ১,০০ | |
| ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি | ৩,০০ | ৩,০০ | ২,৫১ | ৪৯ | |
| উপ-মোট মুদ্রণ ও মনিহারি: | ৫,০০ | ৫,০০ | ৩,৫১ | ১,৪৯ | |
| ৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ | | | | | |
| ৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র | ৫০ | ৫০ | ৪০ | ১০ | |
| ৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ০ | |
| উপ-মোট মেরামত ও সংরক্ষণ: | ১,০০ | ১,০০ | ৯০ | ১০ | |
| উপ-মোট পণ্য ও সেবার ব্যবহার: | ১৪,৭০ | ১৪,৭০ | ৭,৫০ | ৭,২০ | |
| উপ-মোট আবর্তক ব্যয়: | ৬৫,০২ | ৬৫,০২ | ৪১,১৩ | | |
| ২৩৩ | ২৩,৮৯ | | | | |
| ৪০-মূলধন ব্যয় | | | | | |
| ৪১-আর্থিক সম্পদ | | | | | |
| ৪১১২-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | | | | | |
| ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র | ১,০০ | ১,০০ | ৮৫ | ১৫ | |
| উপ-মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি: | ১,০০ | ১,০০ | ৮৫ | ১৫ | |
| মোট-জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় | ৬৬,০২ | ৬৬,০২ | ৪১,৯৮ | ২৪,০৪ | |

# কাবিখা অনুবিভাগ

## ৬.১ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

**গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ৩২,৫৮,৫১২ জন। যার ফলে গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

**গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ৩২,৫৮,৫১২ জন। এই কর্মসূচির ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছে এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

**দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ:**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায়ভুক্ত টিআর/কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের অর্থ দ্বারা বর্তমান সরকার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে গ্রামীণ গৃহহীন পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট ১৭,০০৫টি বাসগৃহ নির্মাণ করা হয় এবং মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৮৪,৪৯৩ জন। এতে গ্রামীণ গৃহহীন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সাধন হয়েছে।

**সোলার সিস্টেম স্থাপন:**

বর্তমান সরকার কাবিখা ও টিআর কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের একটা অংশ ব্যবহার করে গ্রামীণ জনপদে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাটবাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সোলার হোম সিস্টেম ৯২,৯৬৬টি, স্ট্রিট লাইট ৪১,৬৯৮টি, এসি সিস্টেম ১,৪৭৭টি, ডিসি সিস্টেম ৪৪৩টি, বায়োগ্যাস প্লান্ট ০১টি এবং উন্নত চুলা ৪০০টি স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১০,২৩,৩৮৯টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন, ২,৩৫,৪৭৮টি স্ট্রিট লাইট, ৩২,২৯৪টি এসি/ডিসি সিস্টেম, ৮৩টি বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং ১৩,১০৩টি উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়।

**ইজিপিপি**

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) সরকারের একটি চলমান কর্মসূচি। ২০০৯-২০১০অর্থবছরে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১৬,৯৩,৮৫৩ জন; যা বেড়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দাড়ায় ১,৯৪,২৮,৮৯৫ জন। এতে দেশের অধিকতর দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার অতিদরিদ্র অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা ধীরে ধীরে দরিদ্রতা কাটিয়ে উঠছে।

## ৬.২ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নির্দেশিকা জারি করে।

## ৬.৩ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

**(ক) কর্মসূচির উদ্দেশ্য:** সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য-

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ।
২. স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন।
৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন।

**(খ) কর্মসূচির মূল লক্ষ্য:** গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য–

১. গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
২. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আয়বৃদ্ধি;
৩. দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন:
৪. দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি এবং
৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জৈব জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন।

**(গ) কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাই:** এই কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাবে-

১. সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানাসম্পন্ন ব্যক্তি।
২. নদীভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

## ৬.৪ খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই খাদ্যশস্য/নগদ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৩০% দুঃস্থতা এবং ৩০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করবে।

(খ) জেলা প্রশাসক উপরের ২ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলারয়ারি বরাদ্দ করবেন। উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা এবং ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌরসভা/ইউনিয়নভিত্তিক পুনবরাদ্দ করিয়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

(গ) রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অব্যাহতভাবে কোনো ইউনিয়ন বঞ্চিত না হয়। এ ক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃইউনিয়নব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের নিকট হতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করতে পারবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতীত) অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবল গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(চ) এই মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন বাহিনী/ সংস্থার অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(ছ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকাভিত্তিক প্রতি বছর আগস্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment) বরাদ্দ জারি করতে হবে।

(জ) বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন।

(ঝ) ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ওয়ার্ড যাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ওয়ার্ডভিত্তিক বিভাজন করা যেতে পারে।

## ৬.৫ প্রকল্পের কাজের ধরন/পরিধি

(ক) এই কর্মসূচিতে পুকুর/খাল খনন/পুনর্খনন, রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, রাস্তা-বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচ নালা খনন/পুনর্খনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;

(গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে বা পুকুর সংস্কার করার পরও তা অব্যাহত থাকবে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করতে পারে;

(ঘ) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে;

(ঙ) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাতে সরে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তার উভয় দিকে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা যে উচ্চতা পর্যন্ত নির্মাণ করা হলে রাস্তার মাটি ধরে রাখা সম্ভব হবে সে উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। এরূপ মাটির কাজের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য নগদায়ন করে নগদ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যাবে;

(চ) মাটির কাজের প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রয়োজনে Herring Bone Bond (HBB) ইটের রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে;

(ছ) নির্মাণাধীন রাস্তায় ও নির্মাণাধীন/সংস্কারাধীন সরকারি পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখলরোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন করা যাবে;

(জ) নির্মাণাধীন রাস্তার সীমানা এবং খননাধীন পুকুর/জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ করা যাবে;

(ঝ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন। এরূপ প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দের ৫০% খাদ্যশস্য ব্যয় করতে হবে।

## ৬.৬ প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়য়ের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ বাছাইপূর্বক এর তালিকা এই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। তা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখতে হবে।

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

(গ) Notional Allotment প্রাপ্তির পর স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে ও অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। উক্ত অগ্রাধিকার তালিকার বাইরে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে তা বরাদ্দ করতে পারবে;

(ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ণের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরিপ গ্রহণ করবে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগ রক্ষায় তা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, সরকারি/বেসরকারি/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় তা কতটা অবদান রাখবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে;

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোনো প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। এ ছাড়াও যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হবে সে ক্ষেত্রে যুক্তি সহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, অতিবর্ষণের কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হলে সেসব রাস্তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্রহণ করা যাবে;

(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাক-জরিপ ও প্রাক্কলন সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি তা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্ণধার কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে;

(ছ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করতে হবে;

(জ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটি এলাকার গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকায় প্রকল্প গ্রহণ করবে;

(ঝ) উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে;

(ঞ) এই কর্মসূচির আওতায় এই মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়নের জন্য নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক বিশেষ/থোক বরাদ্দের (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। মাননীয় সংসদ সদস্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' ও 'গ' শ্রেণিভুক্ত পৌরসভা এলাকায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবেন। এই নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদন করবেন। তবে পিআইসি গঠন প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বিবেচনা করা যাবে;

(ট) সরকার প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে;

(ঠ) ২ (ঘ), ২ (ঙ) এবং ৪ (ঞ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সহায়তায় পরিপত্র অনুসারে বাস্তবায়ন করবেন। বিশেষ প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রেও সাধারণ প্রকল্পের বিধান প্রযোজ্য হবে;

(ড) জেলা কর্ণধার কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে বরাদ্দ পাওয়ার পর উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে এবং ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করবে;

(ঢ) প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা কমিটি গৃহীত প্রকল্পটি অন্য কোনো সংস্থা/এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়নি মর্মে নিশ্চিত হবে;

(ণ) ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাছাই ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একটি উপকমিটি গঠন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে তা জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে;

### ৬.৬.১ যাচাই-বাছাই উপকমিটি

| | | |
|---|---|---|
| উপজেলা নির্বাহী অফিসার | - | সভাপতি |
| উপজেলা প্রকৌশলী | - | সদস্য |
| পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (যদি থাকে) | - | সদস্য |
| জেলা পরিষদের প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে) | - | সদস্য |
| সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান | - | সদস্য |
| ফিল্ড সুপারভাইজার | - | সদস্য |
| উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | - | সদস্য-সচিব |

(ত) প্রস্তাবিত প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিমুক্ত, অন্যকোন সংস্থা বা কর্মসূচির আওতায় তা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়নি এবং প্রকল্পের নগদায়ন অংশের (যদি থাকে) প্রাক্কলন যথাযথভাবে করা হয়েছে মর্মে কমিটিকে প্রত্যয়ন করতে হবে;

(থ) চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা ব্যাপক প্রচারের জন্য সকল ইউপি মেম্বার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রমুখকে প্রদান করা যেতে পারে এবং ইউপি নোটিশবোর্ডে প্রচার করা যেতে পারে;

(দ) ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সাইনবোর্ডে প্রকল্প তালিকা প্রচার করা যেতে পারে;

(ধ) ইউনিয়ন কমিটির সভায় প্রকল্প বাছাই এবং প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটর করতে হবে;

(ন) যে সকল নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যের পদ শূন্য বা মাননীয় সংসদ সদস্য বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ভোগরত বা মামলায় জড়িত থেকে পলাতক বা জেল হাজতে আছেন, সে সকল নির্বাচনী এলাকার অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক পরিপত্র অনুসরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হতে প্রকল্প তালিকা সংগ্রহ করে একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতক্রমে জেলা কর্ণধার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(প) মাটির কাজের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও যে সকল বিষয় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে তা হলো:

(১) পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

(২) জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এমন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;

(৩) সরকারি খাস জমি বা রাস্তার পার্শ্বস্থিত খাল খনন/পুনর্খননের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

(৪) পুকুর/জলাশয় ভরাটের কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে না; এবং

(৫) বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ/সংস্কারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ফ) সোলার প্যানেল স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে তা হলো,

(১) পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন প্রতিষ্ঠানেও ওই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে;

(২) আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্পে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(ব) নিবন্ধিত এতিমখানা, ছাত্রাবাস ইত্যাদি স্থানে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান থাকলে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।

## ৬.৭ প্রকল্প প্রতি খাদ্যশস্য/নগদ টাকার বরাদ্দসীমা

(ক) মাটির কাজের ক্ষেত্রে একটি প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দ হবে ০৮ (আট) মে. টন চাল অথবা ০৯ (নয়) মে. টন গম অথবা ০৮ (আট) মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমাণ টাকা, গম এবং চালের অর্থনৈতিক মূল্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়নওয়ারি বিভাজনে কোনো ইউনিয়ন সর্বনিম্ন সিলিং ০৮ (আট) মে. টন চাউল অথবা ০৯ (নয়) মে. টন গম অথবা ০৮ (আট) মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমাণ টাকা অপেক্ষা কম পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হলেও সর্বনিম্ন হারে অন্তত ১টি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মাটির কাজের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের মাটির কাজের সাথে অন্যান্য নির্মাণ/মেরামতের কাজের যেখানে নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন হবে সে সকল কাজে যেমন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়প্রতিষ্ঠান, পাইপ কালভার্ট, ব্রিজ অ্যাপ্রোচ মেরামত ইত্যাদির জন্য গম/চাল নগদায়ন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ৪(ঙ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে। তবে এ কাজের জন্য বিক্রীত গম/চালের মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্যের কম হতে পারবে না।

(গ) সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সম্পূর্ণ বিক্রয় করে নগদায়ন করতে হবে।

## ৬.৮ প্রকল্পের ডিজাইন/নমুনা

৬.৮.১. রাস্তা/রাস্তা-কাম বাঁধের ডিজাইন/নমুনা রাস্তা/রাস্তা-কাম বাঁধের ডিজাইন/নমুনা নিম্নোক্তভাবে অনুসরণ করতে হবে,

ক) উপরিভাগের প্রস্থ : রাস্তার উপরিভাগের প্রস্থ হবে সর্বনিম্ন ২.৫ মিটার;

খ) রাস্তার উচ্চতা : রাস্তার উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওই অঞ্চলের সর্বোচ্চ বন্যার (Flood Level) স্তরের উপর কমপক্ষে .৭৫ মিটার হতে হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক অবস্থাভেদে এটা শিথিলযোগ্য হবে,

গ) সাইড স্লোপ : সর্বোচ্চ সাইড স্লোপ মাটির প্রকারভেদের ওপর নির্ভর করবে। নিম্নে মাটির প্রকারভেদ হিসেবে সাইড স্লোপ উল্লেখ করা হলো :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | কাদা মাটি | : | ১:৩ |
| ২. | পলিযুক্ত কাদা মাটি | : | ১:১.৫ |
| ৩. | কাদামুক্ত পলিপাটি | : | ১: ১.৫ |
| ৪. | পলিমাটি | : | ১:২ |
| ৫. | বালিমাটি | : | ১:৩ |

ঘ) বার্ম : প্রয়োজনে রাস্তার প্রকারভেদে রাস্তার তলদেশের উভয় পার্শ্বে ন্যূনতম ৩-৫ ফুট (০.৭৫-১.৫ মিটার) বার্ম রাখত হবে।

ঙ) মাটির ভরাট প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্থায়ী সমতলকে Reference Level (RL) ধরে প্রাক ও কর্মোত্তর জরিপ হিসাব করতে হবে;

চ) মাটির প্রাপ্যতা বিবেচনায় লিডের সংখ্যা ১০টি পর্যন্ত অনুমোদন করা যাবে;

ছ) হাওর, বাওড় ও উপকূলবর্তী এলাকার বাঁধ, রাস্তা, খাল ও পুকুর ইত্যাদি প্রকল্পের মাটির কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করতে হবে।

## ৬.৯ সোলার সিস্টেমের ডিজাইন/নমুনা

ক) সোলার সিস্টেম স্থাপনের ক্ষেত্রে মানসম্মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে;

খ) বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও ডিজাইন সম্পন্ন সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করতে হবে।

## ৬.১০ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

### ২.১০.১ ক) জেলা কর্ণধার কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| ১। | জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য | উপদেষ্টা |
| ২। | জেলা প্রশাসক | সভাপতি |
| ৩। | পুলিশ সুপার | সদস্য |
| ৪। | উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) | সদস্য |

| | | |
|---|---|---|
| ৫। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) | সদস্য |
| ৬। | পৌরসভার মেয়র (সকল) | সদস্য |
| ৭। | উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৮। | নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |
| ৯। | নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১০। | জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা (উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক পর্যায়) | সদস্য |
| ১১। | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | সদস্য |
| ১২। | জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১৩। | বিভাগীয় বন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১৪। | উপপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১৫। | উপপরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১৬। | জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১৭। | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল) | সদস্য |
| ১৮। | জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা | সদস্য-সচিব |

### ৬.১০.২ জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

(ক) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার বরাদ্দ আদেশ জারিকরণ;
জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং শ্রমিকদের তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে কিনা এর নিশ্চয়তা বিধান;

(গ) উপরোক্ত কোনো প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে এলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ প্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) এই কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরিকৃত সম্পদের আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করার জন্য সতর্ক থাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করে এর ওপর অতিসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসা এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(ছ) অন্যান্য সভার সাথে একত্রে এই সভা অনুষ্ঠিত না করে যথেষ্ট সময় নিয়ে পৃথকভাবে সভা অনুষ্ঠিত করা;

(জ) সকল প্রকার তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেসব প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা; এবং

(ঝ) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা।

খ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| ১। | স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য | উপদেষ্টা |
| ২। | উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান | সভাপতি |
| ৩। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | সহ সভাপতি |
| ৪। | উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান | সদস্য |
| ৫। | উপজেলা প্রকৌশলী | সদস্য |
| ৬। | উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৭। | উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৮। | উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৯। | উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১০। | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১১। | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | সদস্য |
| ১২। | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ.স্বা.প্র) | সদস্য |
| ১৩। | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১৪। | উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান | সদস্য |
| ১৫। | উপজেলার ২জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ১জন শিক্ষক ও ১জন মহিলাসহ সর্বমোট ৪ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ১৬। | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | সদস্য-সচিব |

### ৬.১০.৩ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

১. অর্থবছরের শুরুতে নির্ধারিত সময়ে ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কর্ণধার কমিটিতে প্রেরণ;
২. প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা নির্ধারিত অনুপাতে ইউনিয়নভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা;
৩. সম্পদ/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রাপ্ত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৫. সরকারি কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;
৭. কমিটি সভায় মাননীয় উপদেষ্টাসহ সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র/নোটিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
৮. সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে সকল প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা;
৯. দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে ইউনিয়ন হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদনসাপেক্ষে তা অনুমোদন করা;
১০. ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় থাকার ব্যবস্থা করা এবং
১১. পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে পিআইসি গঠিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে পিআইসি অনুমোদন করা।

গ) **গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটি**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ | সভাপতি |
| ২. | ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা | সদস্য |
| ৩. | ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৪. | ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | সদস্য |
| ৫. | বিআরডিবি মাঠ সহকারী | সদস্য |
| ৬. | ইউনিয়নের ১ জন শিক্ষক, ১ জন মহিলা প্রতিনিধি, ৩ সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের ৩ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ৭. | ইউনিয়ন পরিষদ সচিব | সদস্য-সচিব |

## ৬.১০.৪ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটির কর্মপরিধি

১. ইউপি সদস্য/সদস্যা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ তা উপজেলা কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রণীত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা;
২. প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৩. প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;
৪. বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;
৫. প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
৬. প্রত্যেক সভার নোটিশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ জানানো;
৭. প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বেই প্রতিটি প্রকল্পের সাইনবোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করা এবং
৮. সর্বাধিক জনগণের সমাগম হয় এমন ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সকলের অবগতির জন্য ইউনিয়নের সকল প্রকল্পের তালিকার সাইন বোর্ড স্থাপন।

ঘ) **প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি**

১. অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে;
২. সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে এবং অনুমোদনের জন্য সভার কার্যবিবরণীসহ উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। উপজেলা কমিটি দাখিলকৃত প্রকল্প কমিটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবে। কোনো বিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হলে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;
৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সকল সদস্যকে অবশ্যই ইউনিয়নের অধিবাসী হতে হবে। প্রত্যেক কমিটিতে অন্ততঃপক্ষে একজন মহিলা সদস্য থাকবেন। চেয়ারম্যানসহ কমিটির সদস্য সংখ্যা ০৫ জন হবে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বারগণের মধ্য হতে প্রকল্প চেয়ারম্যান মনোনীত হবেন। তবে কোনো কারণে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/মেম্বার অনুপস্থিত থাকলে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্য কোন মেম্বারকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া যেতে পারে;
৪. কমিটিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নিকটবর্তী কোনো ওয়ার্ডের যে কোনো একজন নির্বাচিত সদস্য, স্কুল শিক্ষক (বেসরকারি) ও আনসার ভিডিপির সদস্য থাকবেন;
৫. জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বা অন্য কোনো সদস্যকে প্রকল্প কমিটির সভাপতি করা যাবে। অন্য ৪ সদস্য পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে সভাপতি করা যাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা হলে অন্য কোনো শিক্ষককে সদস্য-সচিব করা যাবে, তবে উভয় ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্মতি আছে কিনা এর প্রমাণস্বরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রস্তাব ফরমে (সংলগ্নী-১) সকলের স্বাক্ষর থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এবং সদস্য-সচিবের ছবি এবং ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি এই ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত ফরম একই সাথে সদস্যদের নমুনা স্বাক্ষরের ফরম হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু কোনো একটি প্রকল্প যদি একাধিক ইউনিয়ন অতিক্রম করে তবে একটি প্রকল্পের একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি করে কমিটি গঠন করা যাবে। একাধিক ইউনিয়নব্যাপী প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনো ইউনিয়নের অংশে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৫০.০০০ মে. টনের বেশি হলে সে ইউনিয়ন অংশের জন্য জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাবে। একই ইউয়নাধীন কোনো একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের বরাদ্দের পরিমাণ ৫০.০০০ মে. টনের বেশি হলে সে প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাবে।

৮. একই অর্থবছরে কোনো ইউনিয়নে ৩টির অধিক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্প থাকলে কমপক্ষে একটি প্রকল্পের চেয়ারম্যান মহিলা চেয়ারম্যান বা সদস্যাদের মধ্য হতে হবে।

৯. কোনো অবস্থাতেই এক ব্যক্তি ২ (দুই)টির বেশি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প চেয়ারম্যান হতে পারবেন না এবং কোনো সরকারি কর্মচারী প্রকল্প কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবেন না। তবে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করা হলে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মনোনীত প্রতিনিধি প্রকল্প কমিটির সদস্য-সচিব হতে পারবে।

১০. ইতোপূর্বে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ/ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচির, খাদ্যশস্য, ত্রাণসামগ্রী বা অর্থ ও মালামালসহ কোনো প্রকার সরকারি সম্পদ আত্মসাতের অপরাধে যাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে অথবা অভিযুক্ত হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে অথবা সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্তে জনগণের সম্পত্তি অপব্যবহার বা আত্মসাৎ করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদের এ কমিটিতে কোনোক্রমেই প্রকল্প চেয়ারম্যান/সদস্য হিসেবে মনোনীত করা যাবে না।

১১. যদি কেউ পূর্ববর্তী বছসরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্পে ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার হিসাব অর্থাৎ মাস্টাররোল/বিল ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল না করে থাকেন অথবা ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট বোঝাতে অসমর্থ হয়ে থাকেন তবে তাকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য হিসেবে মনোনীত করা যাবে না।

১২. যদি কোনো প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন উপরোক্ত নিয়মের পরিপন্থি হয় তা হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যেতে পারে।

১৩. প্রকল্প তালিকা উপজেলায় প্রেরণের সময় পিআইসি গঠন করে প্রেরণ করতে হবে।

১৪. সোলার সিস্টেম/বায়োগ্যাস কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

## ৬.১১ সর্দার ও সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) খাদ্যশস্য/নগদ টাকা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্দার বলতে কর্মরত শ্রমিক সর্দারকে বুঝাবে। তিনি দলীয় শ্রমিকদের দ্বারা মনোনীত হবেন, প্রকল্প কমিটি কর্তৃক নয়। তিনি শ্রমিকদের সাথে মাটির কাজ করলে মজুরির অংশ পাবেন। অন্যথায় তিনি শুধু সর্দারি প্রাপ্য হবেন।

(২) সুপারভাইজার বলতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সাময়িকভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বুঝাবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভায় এই সুপারভাইজার নিয়োগ অনুমোদনপূর্বক সুপারভাইজারের নাম ও ঠিকানা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সর্দারসহ প্রায় ১০০ জন শ্রমিকের একটি দলের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সাধারণত একজন সুপারভাইজারের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

## ৬.১২ সুপারভাইজারের দায়িত্ব নিম্নরূপ

১. শ্রমিকদের পরিচালনা করা,

২. প্রকল্প কমিটিকে মাল গ্রহণে সহায়তা করা,

৩. নির্ধারিত ডিজাইন ও নির্দেশ মোতাবেক কাজের নিশ্চয়তা বিধান,

৪. শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের সময় উপস্থিত থাকা,
৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা,
৬. সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করলে তিনি পারিশ্রমিক পাবেন না।

## ৬.১৩ মাটির কাজের ক্ষেত্রে মাপ ও মজুরি

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির অধীনে শ্রমিকদের মজুরির হার প্রতি ৭ (সাত) ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে ৮ (আট) কেজি চাল/গম ধার্য করা হয়েছে।

(ক) মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে দর তফশিল: গম/চাল/নগদ টাকা দ্বারা গৃহীত মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত দর তফসিল অনুসরণ করতে হবে।

| ক্র.নং | আইটেমের বিবরণ | একক | চাল/সমমূল্যের গম (কেজি) | নগদ টাকার ক্ষেত্রে |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মূল মাটির কাজ স্বাভাবিক সব ধরনের রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি (প্রাথমিক লিড ৩০ মিটার এবং লিফট ১.৫০ মিটার) মাটি কাটা, উত্তোলন, বহন এবং ১৫০ মিমি স্তরে বিছানো পার্শ্ব ঢাল ও নির্ধারিত নির্দেশমতো সম্পন্নকরণ। | ঘনমিটার | ২.৪৮৯ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ০২ | অতিরিক্ত লিফট ১.৫০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নয়) জন্য। | ঘনমিটার | ০.৩৭৩ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ০৩ | অতিরিক্ত লিড: ৩০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১৫ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৫.০০ মিটারের কম নয়) জন্য। সর্বোচ্চ ১০টি। | ঘনমিটার | ০.৪৯৮ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ০৪ | ম্যানুয়্যাল কম্প্যাকশন (মাটি দৃঢ়করণ) কাঠের হাতুড়ি, বাঁশের গুড়লি অথবা দুরমুজ দ্বারা ১৫০ মিমি স্তরে ঢেলা সরবরাহ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্নকরণ। | ঘনমিটার | ০.৮০৯ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ০৫ | লেভেলিং, ড্রেসিং, ক্যাম্বারিং, পার্শ্ব ঢাল ঠিককরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমতো সম্পন্নকরণ। | ঘনমিটার | ০.৪৩৬ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ০৬ | টার্ফিং: কমপক্ষে ২২৫ বর্গ মিমি আয়তনের ঘাসের চাপড়া সরবরাহ করে রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদির পার্শ্ব ঢাল এবং উপরিভাগে স্থাপন করা এবং গজিয়ে না ওঠা পর্যন্ত পানি সেচসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমতো সম্পন্নকরণ। | ঘনমিটার | ০.৬২২ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ০৭ | পানি সেচ: প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি কাটার স্থান হতে পানি নিষ্কাশন এবং নিরাপদ দূরত্বে সরানোসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমতো সম্পন্নকরণ। | ঘনমিটার | ১.২৪৫ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ০৮ | মূল মাটির কাজ: স্বাভাবিক মাটির পুকুর, নালা ও সেচনালা ইত্যাদি মাটিকাটা প্রয়োজনীয় দূরত্বে সরানো, সরানো মাটি লেভেলিং, ড্রেসিং করা (প্রাথমিক লিড ২০ মিটার এবং লিফট ২.০০ মিটার) ইত্যাদি সকল কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমতো সম্পন্নকরণ। | ঘনমিটার | ৩.১২২ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ০৯ | অতিরিক্ত লিফট: ২.০০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নয়) জন্য। | ঘনমিটার | ০.৪৯৮ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ১০ | অতিরিক্ত লিড: ২০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৩.০০ মিটারের কম নয়) জন্য। | ঘনমিটার | ০.৬২২ | চালের সমমূল্যের টাকা |
| ১১ | শক্ত, কাদা, বালি মাটির জন্য অতিরিক্ত। | ঘনমিটার | ০.২৪৯ | |
| ১২ | সুপারভিশন (তদারকি) এর জন্য। | | ১% | ১% |
| ১৩ | সর্দারের মজুরির জন্য। | | ১% | ১% |

## ৬.১৪ মাটির সংকোচন/ক্ষয়ক্ষতির হার

প্রকল্প সমাপনান্তে ২ (দুই) মাসের মধ্যে মাপ গ্রহণকালে মোট কর্তিত মাটির ১৫% হারে এবং পরবর্তী বছর আরও ১০% হারে হ্রাস যোগ করে মাটির সংকোচন ও ক্ষতির হার বিবেচনা করতে হবে। মাটির কাজের ম্যানুয়াল অনুযায়ী জলাভূমি/হাওর এলাকায় সম্পাদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫% হ্রাস যোগ হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বর্ণিত হার ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে। সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই মাত্রা নির্ণয় করতে পারবে।

## ৬.১৫ প্রকল্পের সাইনবোর্ড

মাটির কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রকল্প এলাকায় নিম্নোক্ত তথ্যাদিসম্বলিত ১.৫২৪ মিটার×০.৯১৪ মিটার (৫ ফুট×৩ ফুট) আকারের বাংলায় লিখিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদকে এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

## ৬.১৬ বাস্তবায়ন সময়সূচি

(ক) এই কর্মসূচির অধীনে গৃহীত প্রকল্পসমূহে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে;

(খ) জেলা প্রশাসক বরাদ্দ পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় উপজেলা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার তালিকা চুড়ান্ত ও প্রকল্পভিত্তিক সম্পদ/নগদ টাকা বরাদ্দ করে উপজেলাসমূহে উপবরাদ্দ নিশ্চিত করবে;

(গ) জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদন পাওয়ার ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে উপজেলা কমিটি/ক্ষেত্র বিশেষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করবে ও সম্পদ/নগদ টাকা উত্তোলন শেষ করবে;

(ঘ) বাস্তবায়ন সময়সীমা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(ঙ) সরকারের ভিন্ন কোনো নির্দেশ না থাকলে খাদ্যশস্য এবং নগদ টাকার প্রকল্পের ক্ষেত্রে নগদ টাকা দ্বারা মজুরি প্রদান করতে হবে;

(চ) প্রয়োজনে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়সীমা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাড়াতে ও কমাতে পারবে এবং

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবয়ন করা না হলে জারিকৃত বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

# গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি

## ৬.১৮ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করেছে–

### ৬.১৮.১ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির চাহিদা পূরণ।

(খ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য–

(১) গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন;

(২) গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৩) দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;

(৪) বিদ্যুৎ ও নবায়যোগ্য জ্বালানির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জৈব জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন।

(গ) কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাই– এই কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাবে:

(১) সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানাসম্পন্ন ব্যক্তি;

(২) নদীভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

### ৬.১৮.২ খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই সম্পদ জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৪০% দুঃস্থতা এবং ২০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করবে।

(খ) জেলা প্রশাসক উপরে বর্ণিত ২(ক) অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলারয়ারি বরাদ্দ করবেন। পৌরসভা/উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা এবং ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌর ওয়ার্ড/ ইউনিয়নভিত্তিক পুনঃবরাদ্দ করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

(গ) উক্ত রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা/পৌরসভা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অব্যাহতভাবে কোনো ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড বঞ্চিত না হয়। এক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃইউনিয়নব্যাপী/আন্তঃপৌরসভাব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হতে জেলাপ্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করতে পারবে। ক্ষেত্র বিশেষ সরাসরি আবেদনপত্র/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ দেওয়া যাবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতীত) অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবল গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(চ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকাভিত্তিক প্রতি বছর আগস্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment) বরাদ্দ জারি করতে হবে।

(ছ) বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন। ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ওয়ার্ড যাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা ওয়ার্ডভিত্তিক বিভাজন করতে হবে।

(ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে জলোচ্ছ্বাস, বনা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য জলাশয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি তাৎক্ষণিক সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন হলে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর বছরের শুরুতেই একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই জেলা প্রশাসক তাঁর অধিক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী এই পরিপত্র অনুসরণ করে এই থোক বরাদ্দ হতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(ঞ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রকল্প গ্রহণের সময় স্বল্পতা ও বিলম্ব পরিহারের লক্ষ্যে নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাছাইয়ের সুবিধার্থে নির্ধারিত নিয়মে পৌরসভা, উপজেলা ও নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক একটি সম্ভাব্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাছাইকৃত প্রকল্প তালিকা পাওয়ার পর তা বাস্তায়নের জন্য তালিকা অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মূল বরাদ্দ প্রদান করা হবে। কোনো পৌরসভা/উপজেলা/নির্বাচনী এলাকা হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প তালিকা পাওয়া না গেলে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা যাবে।

(ট) সরকার প্রয়োজনবোধে এই কর্মসূচির অধীনে সমুদয় বরাদ্দ ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার/ উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে পারবে। তবে এসব শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান অবশ্যই সরকারের কোনো না কোনো বিভাগের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের বিষয় শিথিলযোগ্য হবে।

### ৬.১৮.৩ প্রকল্পের কাজের ধরন/পরিধি

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করা যাবে–

(১) বিগত বছরে বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ;
(২) বাঁধ ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ;
(৩) নালা নির্মাণ/ সংস্কার, নর্দমা খনন এবং সংরক্ষণ;
(৪) ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানমূহ মেরামত/ উন্নয়ন;
(৫) সেনিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণসহ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন;
(৬) গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ;
(৭) বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির জন্য এলাকাভিত্তিক গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠা;
(৮) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;
(৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে বা পুকুর সংস্কার করবার পরও তা অব্যাহত থাকবে এমন নিশ্চয়তা পেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করতে পারে।
(১০) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নিবার্হী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে আব্যশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।
(১১) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাতে ধুয়ে সরে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তার উভয় পাশে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা রাস্তার মাটি রক্ষা করতে পারে এমন উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। এরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭৫% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বরাদ্দকৃত নগদ অর্থ ওয়াল নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে।
(১২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনার্শিপ চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের সহিত আর্থিক ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সহযোগে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।
(১৩) স্বল্প খরচে দরিদ্রতম পরিবারের জন্য জলোচ্ছ্বাস/ বন্যাসীমার উর্ধ্বে ঝড়/ঘূর্ণিঝড়/সাইক্লোন সহনীয় গৃহ নির্মাণ।
(১৪) কাবিখা নির্মিত ব্রিজ কালভার্ট মেরামত।

(১৫) আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়তার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ল্যাপটপ ও মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ।

(১৬) মেরামতাধীন রাস্তায় ও মেরামতাধীন/সংস্কারাধীন সরকারি পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখল রোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন।

(১৭) মেরামতাধীন রাস্তার সীমানা এবং সংস্কারাধীন পুকুর/ জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ।

(১৮) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউপি ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান, স্থানে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন।

(১৯) দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম এবং বায়োগ্যাস স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন। ক্রমিক নং (১৮) এবং (১৯) এর জন্য মোট বরাদ্দের ৫০% খাদ্যশস্য ব্যয় করতে হবে।

### ৬.১৮.৩ প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নির্মিতব্য সকল রাস্তা বাছাইপূর্বক সীমানা চিহ্নিত করে রাস্তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এই তালিকার বাইরে কোনো রাস্তার প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে উপজেলা পর্যায়ের কমিটির পূর্বানুমোদন লাগবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখতে হবে।

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

(গ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে উপ-বরাদ্দ করতে পারবে। উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প তালিকা না পেলে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা যাবে।

(ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাকজরিপ/প্রাক্কলন (কেবল মাটির কাজের জন্য) গ্রহণ করবে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা, সরকারি/বেসরকারি/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা/সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/উন্নয়ন জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব এবং এর দ্বারা উপকৃত জনগণের সংখ্যা/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোনো প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। এটা ছাড়াও যেই সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হবে সেক্ষেত্রে যুক্তিসহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হলে সেসব রাস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যাবে।

(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাক-জরিপ ও প্রাক্কলন (কেবল মাটির কাজের জন্য) সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি তা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্ণধার কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে।

(ছ) পৌরসভা/উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষাণাবেক্ষণ কমিটির সাভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন করতে হবে।

(জ) পৌরসভা/উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

(ঝ) অর্থবছরের শুরুতেই পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রকল্প বাছাইপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব পৌরসভায় প্রেরণ করবেন। উক্ত প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়ার পর পৌরসভার নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরিপ গ্রহণ করবেন এবং পৌরসভা এলাকা অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবেন। উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ পৌরসভা কমিটির সভায় চূড়ান্তক্রমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে জেলা কর্ণধার কমিটির নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগতা, সরকারি/বেসরকারি/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে

যোগাযোগতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/উন্নয়ন জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব এবং এর দ্বারা উপকৃত জনগণের সংখ্যা/প্রতিষ্ঠানের অর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।

(ঞ) জেলা কর্ণধার কমিটি প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে এবং জেলা প্রশাসক অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করবেন। খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মূল বরাদ্দ পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা পুনঃবরাদ্দ প্রদান করবেন।

(ট) (১) পৌরসভা হতে প্রাপ্ত প্রকল্প নিম্নরূপ উপকমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই প্রত্যয়নসহ জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে।

**যাচাই-বাছাই উপকমিটি**

| | |
|---|---|
| পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা<br>(নির্বাহী কর্মকর্তা না থাকলে পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত প্যানেল চেয়ারম্যান) | সভাপতি |
| জেলা পরিষদের প্রতিনিধি | সদস্য |
| জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি | সদস্য |
| এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে) | সদস্য |
| সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর | সদস্য |
| সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | সদস্য |
| সচিব, পৌরসভা | সদস্য |
| পৌরসভার নির্বাহী/ সহকারী প্রকৌশলী | সদস্য-সচিব |

(২) ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্প নিম্নরূপ উপকমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রত্যয়নসহ জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে।

**যাচাই-বাছাই উপকমিটি**

| | |
|---|---|
| উপজেলা নির্বাহী অফিসার | সভাপতি |
| উপজেলা প্রকৌশলী | সদস্য |
| পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (যদি থাকে) | সদস্য |
| জেলা পরিষদের প্রতিনিধি | সদস্য |
| জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি | সদস্য |
| এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে) | সদস্য |
| সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান | সদস্য |
| ফিল্ড সুপারভাইজার | সদস্য |
| উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | সদস্য-সচিব |

## ৬.১৮.৪ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

### (ক) জেলা কর্ণধার কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| ১। | জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য | উপদেষ্টা |
| ২। | জেলা প্রশাসক | সভাপতি |
| ৩। | পুলিশ সুপার | সদস্য |
| ৪। | উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) | সদস্য |
| ৫। | উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ | সদস্য |
| ৬। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) | সদস্য |
| ৭। | পৌরসভার মেয়র (সকল) | সদস্য |
| ৮। | নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |
| ৯। | নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১০। | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | সদস্য |
| ১১। | জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১২। | জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১৩। | বিভাগীয় বন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১৪। | উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১৫। | জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১৬। | উপ-পরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১৭। | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল) | সদস্য |
| ১৮। | জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা | সদস্য-সচিব |

### (খ) জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

(১) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

(২) অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্যে/নগদ টাকার বরাদ্দ আদেশ জারিকরণ।

(৩) জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

(৪) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং শ্রমিকদের তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে কি না তার নিশ্চয়তা বিধান।

(৫) উপরন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে এলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান।

(৬) এই কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরিকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করার জন্য সতর্ক থাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করে তার ওপর যথাসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৭) বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসা এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ।

(৯) অন্যান্য সভার সাথে একত্রে এই সভা অনুষ্ঠান না করে যথেষ্ট সময় নিয়ে পৃথকভাবে এ সভা অনুষ্ঠান করা।

(১০) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেসব প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা।

(১১) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদনসাপেক্ষে তা অনুমোদন করা।

## (গ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| ১। | স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য | উপদেষ্টা |
| ২। | উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান | সভাপতি |
| ৩। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | সহসভাপতি |
| ৪। | উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান দ্বয় | সদস্য |
| ৫। | উপজেলা প্রকৌশলী | সদস্য |
| ৬। | উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৭। | উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৮। | উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৯। | উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১০। | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১১। | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | সদস্য |
| ১২। | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ.স্বা. প্র) | সদস্য |
| ১৩। | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | সদস্য |
| ১৪। | উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান | সদস্য |
| ১৫। | উপজেলার ৪জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ১ জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৬ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ১৬। | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | সদস্য-সচিব |

## (ঘ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

(১) অর্থবছরের শুরুতেই ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কর্ণধার কমিটিতে প্রেরণ।

(২) প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা নির্ধারিত অনুপাতে ইউনিয়নভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

(৩) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি সম্পদ/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রাপ্ত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

(৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৫) সরকারি কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৬) কাজের মৌসুমে প্রতি মাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা।

(৭) কমিটির সভায় মাননীয় উপদেষ্টাসহ সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণপত্র/নোটিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

(৮) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে সকল প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়েই সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা।

(৯) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদনসাপেক্ষে অনুমোদন করা।

(১০) ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবার ব্যবস্থা করা।

(১১) পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে পিআইসি গঠিত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হয়ে উপজেলা কমিটি কর্তৃক পিআইসি অনুমোদন করা।

## ৬.১৯ বরাদ্দ আদেশ জারি, অবমুক্তি আদেশ, খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন, বণ্টন এবং হিসাব সংরক্ষণ

### (ক) খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড়ের সাধারণ শর্ত

উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেবল নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ হলেই সাধারণ বরাদ্দক্ষেত্রে নথিতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে এবং বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তিনি নিজে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসারের নিকট প্রথম কিস্তি ও খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার জন্য অধিযাচন পত্র দাখিল করবেন।

১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন এবং তা পরিপত্র অনুযায়ী অনুমোদন।
২. প্রকল্প এলাকায় সাইনবোর্ড স্থাপন (সোলার প্যানেল স্থাপনের ক্ষেত্রে সাইনবোর্ড প্রযোজ্য হবে না)।
৩. প্রকল্প কমিটি কর্তৃক চুক্তিনামা সম্পাদন।
৪. প্রি-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট সম্পাদন ও মেজারমেন্ট রিপোর্ট নথিতে সংযোজন।
৫. সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে পিআইও কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন নথিতে সংযোজন।
৬. সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে পিআইও কর্তৃক প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদিত প্রাক্কলন নথিতে সংযোজন।

### (খ) বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে

(১) জেলা কর্ণধার কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দের সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা ক্ষেত্রমতে পৌরসভা মেয়রের বা সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও-এর অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারি খাদ্যশস্যের পরিমাণ/নগদ টাকা উল্লেখ করে বরাদ্দ আদেশ (A.O.) জারি করবেন। একইসাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের থোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা ক্ষেত্রমতে পৌরসভা মেয়রের বা সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও-এর অনুকূলে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে পারবেন।

(২) অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য-সচিব পণ্য অধিযাচন ফরম (সংলগ্নী-৩)-এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকার জন্য উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি করপোরেশন ব্যতীত) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/জেলাপ্রশাসকের নিকট চাহিদাপত্র দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা চাহিদার যথার্থতা যাচাইপূর্বক গম/চাল/নগদ টাকা প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি করপোরেশন ব্যতীত) জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সে মোতাবেক উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি করপোরেশন ব্যতীত) জেলা প্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন (ডিও প্রদান করবেন)। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/ডিআরআরও/উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের (ঢাকা সিটি করপোরেশন ব্যতীত) প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি এবং এর প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

(৩) ঢাকা সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান পণ্য অধিযাচিত ফরম (সংলগ্নী-৩)-এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকার জন্য পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল-এর নিকট চাহিদাপত্র দাখিল করবেন। পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল সেটার যথার্থতা যাচাইপূর্বক অর্পণাদেশ জারি করার জন্য সুপারিশসহ সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেলের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) তেজগাঁও সার্কেল অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে গম/চাউল/নগদ টাকার অর্পণাদেশ জারি করবেন।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/তার মনোনীত প্রতিনিধি অর্পণাদেশবলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

(৫) ২(ঘ) ও ৪(থ) অনুচ্ছেদের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ জেলা প্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমতে পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ পরিপত্র অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।

(৬) অনুমোদিতপ্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় খাদ্য গুদাম হতে উত্তোলন করতে হবে।

(৭) কোনো প্রকল্পের বরাদ্দ ৩.০০০ মে.টন/সমমূল্যের টাকা বা ততোধিক হলে তা একাধিক কিস্তিতে ছাড় করতে হবে। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মাস্টার রোল সমন্বয় করা ব্যতীত পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করা যাবে না।

**(গ) সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে খাদ্য/নগদ টাকা উত্তোলন আদেশ প্রদান**

(১) জেলা কর্ণধার কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির সাধারণ বরাদ্দের সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারি খাদ্যশস্যের পরিমাণ/নগদ টাকা উল্লেখ করে বরাদ্দ (A.O.) জারি করবেন। একইসাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের থোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে পারবনে।

(২) অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান পণ্য অধিযাচন ফরম (সংলগ্নী-৩)-এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকার জন্য উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি করপোরেশন ব্যতীত) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট চাহিদাপত্র দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার চাহিদার যথার্থতা যাচাইপূর্বক গম/চাল/নগদ টাকা প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি করপোরেশন ব্যতীত) জেলাপ্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। উপজেলার অনুকূলে সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নথিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে প্রকল্প চেয়ারম্যান বরাবরে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন। অন্যান্য বরাদ্দ ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি করপোরেশন ব্যতীত) জেলা প্রশাসক প্রকল্প চেয়ারম্যান বরাবরে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন (D.O)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা প্রশাসকের অনুপস্থিতিতে বা অক্ষমতার কারণে সম্পদ বা নগদ টাকা উত্তোলনের আদেশ জারি করা সম্ভব না হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক ডিও স্বাক্ষর করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের (ঢাকা সিটি করপোরেশন ব্যতীত) প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তা তদারকি প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন। গৃহীত প্রকল্পসমূহ সঠিক বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা/পৌরসভা কমিটি দায়ী থাকবেন।

(৩) ঢাকা সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানগণ অধিযাচন ফরম (সংলগ্নী-৩)-এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকা এর জন্য পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল-এর নিকট চাহিদাপত্র দাখিল করবেন। পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল সেটার যথার্থতা যাচাইপূর্বক অর্পণাদেশ জারি করার জন্য সুপারিশসহ সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেলের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেল অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে গম/চাল/নগদ টাকার অর্পণাদেশ জারি করবেন।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/তার মনোনীত প্রতিনিধি অর্পণাদেশ বলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

(৫) ২(ঘ) ও ৪(থ) অনুচ্ছেদের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ জেলা প্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমতে পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ পরিপত্র অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।

(৬) অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় খাদ্য গুদাম ঘরে উত্তোলন করতে হবে।

(৭) কোনো প্রকল্পের বরাদ্দ ৩.০০০ মে. টন/সমমূল্যের টাকা বা ততোধিক হলে তা একাধিক কিস্তিতে ছাড় করতে হবে। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মাস্টার রোল সমন্বয় করা ব্যতীত পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করা যাবে না।

## ৬.২০ অব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা

(ক) প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অবশিষ্ট থাকবার কথা নয়। বিশেষত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলনের সময়ই তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে উত্তোলনের কথা। এটা সত্ত্বেও যদি কোনো প্রকল্পের কোনো কারণে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলনের পর অব্যয়িত থেকে যায় তা সাথে সাথেই নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। সেজন্য খাদ্যশস্য দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে অব্যয়িত খাদ্যশস্যের প্রচলিত একক মূল্য (সরকারের নির্ধারিত মূল্যে)/উত্তোলনকৃত নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত খাতে জমা দিয়ে, জমা নিশ্চিত হওয়ার পর তার চালানের কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য/নগদ টাকা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়ী প্রকল্প চেয়ারম্যানের নিকট হতে দ্বিগুণ হারে তার মূল্য (সরকার নির্ধারিত মূল্য)/ নগদ টাকা আদায় করা হবে। প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে একক মূল্য/ নগদ টাকা এবং অনাদায়ী ৯০ দিনের মধ্যে দ্বিগুণ মূল্য/দ্বিগুণ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যান জমা দানে ব্যর্থ হলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, সার্টিফিকেট/ফৌজদারি মামলার মাধ্যমে উক্ত মূল্য আদায় করা হবে।

(খ) কোনো প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অব্যয়িত থাকলে তা অবশ্যই স্থায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(গ) কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান একক মূল্য/নগদ টাকা জমা করে দ্বিগুণ মূল্যের/দ্বিগুণ টাকার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনায় এই বিভাগের সচিব বরাবরে আবেদন করতে পারবেন এবং তিনি বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।

## ৬.২১ সোলার সিস্টেম স্থাপন/বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার(টিআর/কাবিখা/খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/ মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।

### ৬.২১.১ ভূমিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)/গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় ৫০% খাদ্যশস্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫০% নগদ টাকা স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, কমিউনিটি ক্লিনিক, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানে সোলারপ্যানেল স্থাপন এবং পরিবার, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীয় কার্যালয়ের ২১.০৭.২০১৪ খ্রি. তারিখের ১৬৯(৪) নং স্মারকে নির্দেশনা জারি করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) বিষয়ে জারিকৃত ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০২.১৩-২২৭ ও ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০২.১৩-২২৮ নং নির্দেশিকায় উক্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি টিআর/কাবিখার প্রচলিত প্রকল্প হতে ভিন্ন। তাই গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

### ৬.২১.২ প্রকল্পের প্রকারভেদ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত প্রকারের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে–

ক) সোলার হোম সিস্টেম

খ) সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড

গ) সোলার সেচ পাম্প

ঘ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

ঙ) উন্নত চুলা

চ) সোলার স্ট্রিট লাইট

### ৬.২১.৩ এ কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্লান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপন

ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাট-বাজার ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানসমূহ এবং দুঃস্থ পরিবারপর্যায়ে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

খ) সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন অঞ্চল এবং আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

### ৬.২১.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা

দেশব্যাপী উন্নত মানের সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপন করাসহ এর বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)-এর নবায়নযোগ্য শক্তি সময়সূচির অধীনে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্য হতে সক্ষমতা বিবেচনায় ইডকল কর্তৃক উপজেলা/পৌরসভাভিত্তিক একটি করে সহযোগী সংস্থাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে। ইডকল মনোনীত উক্ত সংস্থার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপজেলা/পৌরসভা ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্প যাচাই-বাছাই করার নিমিত্তে গঠিত কমিটির সদস্য হবে এবং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহসহ কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত খসড়া অনুযায়ী একটি সমঝোতা চুক্তি/অঙ্গীকার নামা স্বাক্ষরিত হবে (পরিশিষ্ট-১)। যে সকল উপজেলা, পৌরসভা এবং জেলায় অদ্যাবধি ইডকলের সহযোগী সংস্থা মনোয়ন দেওয়া হয়নি সে সকল উপজেলা, জেলা এবং পৌরসভার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সরবরাহকারী সংস্থা মনোনয়ন প্রদান করবেন।

### ৬.২১.৫ অর্থায়ন পদ্ধতি

প্রকল্প প্রণয়নের সময় ৫ বছরের ফ্রি সার্ভিসসহ প্রকল্প ব্যয় নিরূপণ করা হবে। এ ধরনের প্রকল্পটি টিআর/কাবিখা কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প ব্যয় পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করবে–

ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থার অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% অগ্রিম হিসেবে প্রদান করবে;

খ) প্রকল্পের সন্তোষজনক বাস্তবায়নক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩০% (ত্রিশ) পরিশোধ করবে;

গ) অবশিষ্ট ২০% (বিশ) অর্থ পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত একটি ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। সিটি করপোরেশন এলাকায় জামানতের টাকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও জেলা ত্রাণও পুনর্বাসন কর্মকর্তার যৌথভাবে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে থাকবে। সন্তোষজনক বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করা সাপেক্ষে উক্ত সংরক্ষিত অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্নের তারিখ হতে প্রতি ১ (এক) বছর পর পর মোট সংরক্ষিত অর্থের ২০% (বিশ) হারে ছাড় করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ওনং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০৪০.১৪/২১৫(৪), তারিখ: ০৯/০৫/২০১৫ খ্রি. মোতাবেক কাবিখা ও টিআর কর্মসূচির অধীনে গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভ্যাট বা কোনো উৎসে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে জারিকৃত নির্দেশিকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ, বাছাই ও অনুমোদন করা হবে।

### ৬.২১.৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি

যে সকল প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার প্যানেল/ মিনি/ মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হবে সে সকল ক্ষেত্রে উপযোগী সিস্টেম ডিজাইন ও প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইডকল মনোনীত সংস্থা প্রকল্প যাচাই-বাছাই উপকমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ক) **সোলার হোম সিস্টেমঃ** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানে এবং দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে এধরনের সিস্টেম স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া গ্রামীণ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সোলারহোম সিস্টেম কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। একশটি পরিবারের জন্য এ ধরনের একটি সিস্টেম ১০-৩০ ওয়াট পিক পর্যন্ত হতে পারে। মসজিদ/ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানার-এর জন্য ৫০-১০০ ওয়াট পিক এবং মাদ্রাসা, ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি ক্লিনিক, স্কুল, কলেজের জন্য ১০০-১০০০ ওয়াট পিক পর্যন্ত সিস্টেম হতে পারে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী হবে। এ প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত প্রতিটি সোলার হোম সিস্টেমের দর্শনীয় স্থানে **"মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" স্লো**গানটি প্রদর্শন করতে হবে।

খ) **সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড সিস্টেম স্থাপনঃ** এ কর্মসূচির আওতায় কয়েকটি বাসা-বাড়ি, ছোট গ্রাম, হাট-বাজার ইত্যাদি স্থানে এ ধরনের সিস্টেম স্থাপন করা হবে। এ ধরনের সিস্টেম সাধারণত ১ কিলোওয়াট হতে ১০ কিলোওয়াট রেঞ্জের মধ্যে হতে পারে। কাবিখা কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎহীন এলাকা/গ্রামে এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি সিস্টেমের সমুদয় মূল্য টিআর/কাবিখা কর্মসূচি হতে প্রদেয় হবে। এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছরের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে।

গ) **সোলার সেচ পাম্প স্থাপনঃ** কাবিখা কর্মসূচির আওতায় ডিজেলচালিত সেচ পাম্পের স্থলে সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা যেতে পারে। কমিউনিটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৌরচালিত সেচ পাম্প স্থাপন ও পরিচালন করা যেতে পারে। প্রকল্প সমুদয় মূল্যের অর্থ টিআর/কাবিখা কর্মসূচি হতে প্রদান করা হবে। স্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পর এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছর পর্যন্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী হবে।

ঘ) **বায়োগ্যাস ও জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপনঃ** টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় যে সকল পরিবারের ৪/৫টি বা এর অধিক সংখ্যক গবাদিপশু অথবা ২০০ বা তার অধিক লেয়ার মুরগি রয়েছে সে সকল পরিবারকে পারিবারিক পর্যায়ে রান্নার কাজে ব্যবহারসহ জৈবসার উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়েও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা যাবে। প্ল্যান্টের সমুদয় মূল্যের অর্থ টিআর/কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।মাদ্রাসা/এতিমখানা/স্কুল/কলেজের ছাত্রনিবাস থাকলে, উক্ত ছাত্রনিবাসের মনুষ্য বর্জ্য হতে বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে। এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছরের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-৫ অনুযায়ী হবে।

ঙ) **উন্নত চুলা স্থাপনঃ** গ্রামীণ মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো এবং বনজসম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নবিত্তের পরিবারকে টিআর কর্মসূচি হতে উন্নত চুলা সরবরাহ করা যেতে পারে। স্থাপিত চুলার সমুদয় মূল্য টিআর প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থা এ সকল চুলা স্থাপন ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট -৬ অনুযায়ী হবে।

স্ট্রিট লাইট: চারাবাড়ি বাজার, সদর, টাংগাইল

চ) **টিআর/কাবিখা প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন প্রযুক্তির আনুমানিক মূল্য (সার্ভিস চার্জসহ):** পরিশিষ্ট-৭-এ সংযুক্ত করা হলো। এ মূল্য সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (গ্রেডা) এবং ইডকল সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সময়ে সময়ে এ মূল্য সংশোধনপূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্টগণকে অবহিত করা হবে।

### ৬.২১.৭ ইডকল-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও)-কে কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণ

টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯/১২/২০১৪ তারিখে জারিকৃত নির্দেশিকার ০৮ (ক), ০৮ (ঙ), (ছ) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক জেলা কর্ণধার কমিটি, উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি, পৌরসভা এলাকা অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিয়ন কমিটিগুলোতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সোলার প্যানেল, বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা বিষয়ক ইডকল মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও)-এর প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকবেন। ইডকল তার মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও)-এর তালিকা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাসমূহে ইডকল মনোনীত সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

### ৬.২১.৮ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন

সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্টও উন্নত চুলা প্রকল্প গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন সঠিকভাবে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিবীক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি ইডকল-এর মাধ্যমেও এধরনের প্রকল্পগুলো পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজনে ইডকল যে কোনো প্রকল্প পরিদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও উপজেলা প্রশাসনকে অবহিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উপজেলা কাবিখা/টিআর কমিটির পাশাপাশি ইডকল নিজস্ব তদারকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সোলার, বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা স্থাপন কার্যক্রম, মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং বিক্রয়োত্তর সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।

### ৬.২১.৯ উপজেলা তদারকি কমিটি

উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সহযোগিতা নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এই সার্কুলারের আওতায় স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলাস্থাপন বিষয়ক অতিরিক্ত তদারকির ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। সে লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ একটি তদারকি কমিটি গঠন করা হয়।

**উপজেলা তদারকি কমিটি**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | - | আহবায়ক |
| ২। | উপজেলা প্রকৌশলী | - | সদস্য |
| ৩। | উপজেলা কৃষি অফিসার | - | সদস্য |
| ৪। | উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার | - | সদস্য |
| ৫। | উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার | - | সদস্য |
| ৬। | উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল | - | সদস্য |
| ৭। | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার | - | সদস্য-সচিব |

### ৬.২১.১০ তদারকি কমিটির কার্যপরিধি

১) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের তদারকি পর্যালোচনা করবে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে;

২) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করবে;

৩) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটিকে কাজের অগ্রগতি তদারকি বিষয়ে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

## ৬.২২ গৃহহীনদের জন্য নগদ টাকায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ

**ভুমিকা:** ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রপাত, ভুমিধস, খরা শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের মাত্রা প্রতি বছর আরও তীব্রতর হচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডসহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো দুর্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী গৃহহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। এক্ষেত্রে ঢেউটিন বরাদ্দ করা হলেও বরাদ্দ প্রাপকদের অনেকেরই বাস উপযোগী ঘর নির্মাণের সামর্থ্য থাকে না। গ্রামীণ এলাকায় এখনো অতিদরিদ্র (Hardcore poor) জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের সামান্য জমি বা ভিটা আছে; কিন্তু টেকসই গৃহ নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত টিআর/কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের অর্থ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য বাসস্থান নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন, এ লক্ষ্যে "গৃহহীনদের গৃহদান" কর্মসূচির অগ্রাধিকার প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার "আমার গ্রাম, আমার শহর" অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামান্য জমি বা ভিটা আছে; কিন্তু টেকসই ঘর নেই তাদের জন্য ৮০০ বর্গফুট জায়গায় (প্রায় দুই শতাংশ জমি) রান্নাঘর ও টয়লেটসহ একটি সেমিপাকা টিনশেড গৃহ (দুই কক্ষবিশিষ্ট) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক চুক্তিসমূহ যেমন সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (SFDRR) এবং এসডিজি (SDG) অর্জন সহজতর হবে। এ সকল গৃহে ভবিষ্যতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, সোলার প্যানেল সংযোজন ও গৃহসংলগ্ন টয়লেট থাকার ফলে রাত্রিকালে নারী-শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে দুর্যোগ সহনীয় ঘরের ত্রিমাত্রিক মডেল তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার এ নির্দেশিকা জারি করেছে।

### ৬.২২.১ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;
(খ) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য টেকসই গৃহ নির্মাণ;
(গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
(ঙ) নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
(চ) গ্রামীণ এলাকায় শহরের সুবিধা প্রদান;
(ছ) এসডিজি-এর ১৩ নং লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস।

### ৬.২২.২ কর্মসূচির উপকারভোগী:

গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও তাদের অনুকুলে গৃহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে।

(ক) দরিদ্র গৃহহীন পরিবার যাদের কমপক্ষে ৮০০ বর্গফুট (প্রায় দুই শতাংশ জমি) পরিমাণ জমি রয়েছে অথবা উক্ত পরিমাণ জমি দান/লিজ অথবা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রাপ্ত হয়ে থাকলে সে সকল পরিবার উক্ত কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন।
(খ) জমির সংস্থান সাপেক্ষে গৃহহীন হিজড়া,বেদে,বাউল,আদিবাসী/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতি সম্প্রদায় এ কর্মসূচির আওতায় আসবে।
(গ) গৃহহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন পরিবার, বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন পরিবার অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

### ৬.২২.৩ কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ এ নির্দেশিকার ১০ নং ক্রমিকে বর্ণিত ছক মোতাবেক সুবিধাভোগী/উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে নির্দেশিকার ২নং ক্রমিকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
(খ) উপজেলা কমিটি সরেজমিনে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকাটির যথার্থতা যাচাই করে অনুমোদন দেবে।
(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপকারভোগীদের অনুমোদিত তালিকার কপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।
(ঘ) পিআইসি গঠনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসকের নিকট সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
(চ) কাজ সম্পাদনান্তে জেলা প্রশাসকগণ বিস্তারিত পরিদর্শন করে সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজের সন্তোষজনক প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনার অফিসে প্রেরণ করবেন এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।
(ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের টি,আর/কাবিখা-কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের বরাদ্দকৃত নগদ টাকায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।
জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের অনুকুলে অর্থ ছাড় করা হবে। জেলা প্রশাসক এ অর্থ চাহিদা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারি উপবরাদ্দ প্রদান করবেন।
(ঝ) উপকারভোগী নির্বাচনের পর উপজেলা কমিটি ২০১৪ সালের টি,আর/কাবিটা নির্দেশিকা অনুসরণপুর্বক গৃহ নির্মাণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করবে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়/হিসাব সমন্বয় ও নিরীক্ষার জন্য বিল ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে।
(ঞ) নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের গৃহ নির্মাণ কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
(ট) ১৯৯৮ সালের বন্যার বিপদ সীমার উপর পর্যন্ত মাটি ভরাট করে নকশা মোতাবেক ঘরের ভিটি প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে।

### ৬.২২.৪ উপজেলা কমিটি

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | - | সভাপতি |
| (২) | সহকারী কমিশনার (ভূমি) | - | সদস্য |
| (৩) | উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা | - | সদস্য |
| (৪) | উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি | - | সদস্য |
| (৫) | উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | - | সদস্য |
| (৬) | উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা | - | সদস্য |
| (৭) | উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী | - | সদস্য |
| (৮) | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান | - | সদস্য |
| (৯) | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | - | সদস্য-সচিব। |

সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতি সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কোঅপ্ট) করতে পারবেন। তবে কমিটিতে কোনো মহিলা সদস্য না থাকলে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

**কমিটির কর্মপরিধি**

(ক) উপজেলা কমিটিতে সরেজমিনে যাচাই করে ইউনিয়নভিত্তিক উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(খ) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী মানসম্মত নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(গ) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে ০২ (দুই)টি সভা অনুষ্ঠান করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

### ৬.২২.৫ জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি: জেলা কর্ণধার কমিটি জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

**কমিটির কর্মপরিধি**

(ক) কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে।

(খ) কার্যক্রমের পরিদর্শন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোনো ত্রুটি/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিতপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

(ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শনে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আইনানূগ ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ প্রদান করবে।

(ঙ) কমিটি প্রতিমাসে অন্তত ০১(এক)টি সভা করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

### ৬.২২.৬ বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | বিভাগীয় কমিশনার | - | সভাপতি |
| (২) | পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ | - | সদস্য |
| (৩) | উপ-ভূমি সংস্কার কমশিনার | - | সদস্য |
| (৪) | সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক | - | সদস্য |
| (৫) | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার | - | সদস্য-সচিব। |

**কমিটির কর্মপরিধি**

(ক) কর্মসূচির অগ্রগতির মূল্যায়ন ও মাঠ পর্যায়ে কাজের তদারকি।

(খ) জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন।

(গ) কমিটি প্রতি ২(দুই) মাস অন্তর ০১(এক)টি সভা করবে।

### ৬.২২.৭ জাতীয় কমিটিঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | - | উপদেষ্টা |
| (২) | সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | - | সভাপতি |
| (৩) | মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর | - | সদস্য |
| (৪) | মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | - | সদস্য |
| (৫) | প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | - | সদস্য |
| (৬) | প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| (৭) | প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ | - | সদস্য |
| (৮) | প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | - | সদস্য |
| (৯) | অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | - | সদস্য-সচিব। |

**কমিটির কর্মপরিধি**

(ক) জাতীয় কমিটি গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নজনিত সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

### ৬.২২.৮ ঘরের নকশা/নমুনাঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তক অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করতে হবে।

দুই কক্ষবিশিষ্ট বেডরুম (প্রতি রুম-১০×১০ ফুট) রান্নাঘর ১টি- (৭×৬ ফুট )
টয়লেট ১টি- (৬×৬ ফুট)

### ৬.২২.৯ বাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহার্য উপকরণের বর্ণনাঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করতে হবে:

(১) ঘরের চালের ফ্রেমে মানসম্মত কাঠ ব্যবহার করতে হবে;

(২) ঘরের চালে গাঢ় নীল রংয়ের উন্নতমানের ঢেউটিন (কমপক্ষে ০.৪৬ মিমি পুরু) ব্যবহার করতে হবে;

(৩) ১ নং ইট ও উন্নতমানের বালি (এফএম ১.২) ব্যবহার করতে হবে;

(৪) নকশা অনুসারে ঘরের ২ (দুই ফুট) উঁচু পাকা ভিটি করতে হবে।

(৫) ভালো ব্যান্ডের সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে;

(৬) সংযুক্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী দরজা, জানালা ও বারান্দায় উন্নতমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করতে হবে।

**বিভাগওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য উন্নয়ন) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশ শিট।**

| ক্রম নং | বিভাগের নাম | জেলার সংখ্যা | বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মে. টন) | উত্তোলিত খাদ্যশস্য (মে. টন) | ব্যয়িত খাদ্যশস্য (মে. টন) | অব্যয়িত খাদ্যশস্য (মে. টন) | রাস্তা | | উপকারভোগীর সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | সংখ্যা | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | পুরুষ | মহিলা |
| ১ | ঢাকা | ১৩ | ৩৭৫৮ | ৩১৭৩৮.৩৯২৭ | ৩১৬২১.৭৬৪১ | ৩১৬২১.৭৬৪১ | ০ | ৩২০৩ | ২১৮৪০.৭৯৬২ | ৩০৪২৪০২ | ২৪১৭৪৩৪ |
| ২ | ময়মনসিংহ | ৪ | ১৪৪৫ | ১৫৩৬৪.৯২০১ | ১৫৩৬৪.৯২০১ | ১৫৩৬৪.৯২০১ | ০ | ১২৪৯ | ৮১২.৭৮৮ | ১১৪৪৭১৫ | ৫৮৫৯০৪ |
| ৩ | রাজশাহী | ৮ | ১৪৭৭৫ | ১৩৪৯৭৬.৭০০৩ | ১৩৪৬৫০.১৫২১ | ১৩৪৬৫২.১৫১১ | ০০ | ১২৯৮৭ | ৯৪৬১২২৭.২৬ | ৯০২২৬৮৫ | ৮৮৬৫৮৯০ |
| ৪ | রংপুর | ৮ | ৩৮০৩ | ২২৫২৬.৯৮৬ | ২২৫২৬.৯৮৬ | ২২৫২৬.৯৮৬ | ০০ | ২৯৮৭৭ | ৯৪৬৫৩৭৮.৫৬৪ | ১২৪৪৩৮৪৯ | ১১৮৩১০৭৮ |
| ৫ | সিলেট | ৪ | ৩৯২৬ | ৩৫১৬৯.৪২৮৫ | ৩৪৭৮৮.৮৪০৬ | ৩৪৭৮৮.৮৪০৬ | ০০ | ৩১৭২ | ৪৭৭৫.৫১৭ | ২০০৮৮০৮ | ৮৫৩৮০৫ |
| ৬ | খুলনা | ১০ | ২১৭৬ | ২২৪৫১.৫৬৯৪ | ২২২০৭.৫৮৪৯ | ২২২০৪.৪৩৪৯ | ৩.১৫ | ১৭৫৮ | ৮৩৯.৮৫০৪ | ৭৬৬৭৭৪ | ৪০২৩৩৮ |
| ৭ | বরিশাল | ৬ | ১২৩১ | ১২৩৪৪.১৯৩৩ | ১২২৯৭.৫৪৭৮ | ১২২৯৮.৫৪৭৩ | ০ | ১১৬২ | ৬৩৪.১৬৬৪ | ৫৯১৩৪২ | ৩৮৪২৬০ |
| ৮ | চট্টগ্রাম | ১১ | ৩৯২৬ | ৩৫১৬৯.৪২৮৫ | ৩৪৭০২.৭৩৫৬ | ৩৪৭০২.৭৩৫৬ | ০০ | ৩১৮২ | ১২৩৫৭.০০ | ২০০৮৮০৮ | ১১২৩৭৪৩ |
| **সর্বমোট** | | **৬৪** | **৩৫০৪০** | **৩০৯৭৪১.৬১৮৮** | **৩০৮১৬০.৫৩১২** | **৩০৮১৬০.৩৭৯৭** | **৩.১৫** | **৫৬৫৯০** | **১৮৯৬৭৮৬৫.৯৪২** | **৩১০২৯৩৮৩** | **২৬৪৬৪৪৫২** |

## জেলাওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য উন্নয়ন) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশ শিট

| ক্র নং | জেলার নাম | বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মে. টন) | উত্তোলিত খাদ্যশস্য (মে. টন) | ব্যয়িত খাদ্যশস্য (মে. টন) | অব্যয়িত খাদ্যশস্য (মে. টন) | রাস্তা | | উপকারভোগীর সংখ্যা | | কাজের অগ্রগতির হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | সংখ্যা | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | পুরুষ | মহিলা | |
| ০১. | ঢাকা | ৩০৭ | ২৫৩৯.৬৮২৪ | ২৫৩১.৬৭২৪ | ২৫৩১.৬৭২৪ | ০ | ২৫৪ | ৬৩.৪৫১ | ২২১৩৪৮ | ১১৪১২৯ | ১০০% |
| ০২. | গাজীপুর | ২৬৪ | ২০১৭.০০২২ | ২০১৩.০০২২ | ২০১৩.০০২২ | ০ | ১৯০ | ৫১.৩৭৭ | ৬২৭০৪৮ | ৪৯৪৮৭৪ | ১০০% |
| ০৩. | নারায়ণগঞ্জ | ১৮১ | ২২৭৪.৭৫৩৮ | ২২৩৩.৫০৩৮ | ২২৩৩.৫০৩৮ | ০ | ১৬১ | ৫৩.৫০১ | ২৬২৫৬ | ৬৫৬৪ | ১০০% |
| ০৪. | মানিকগঞ্জ | ২৪৯ | ১৬৮২.৯৬৮ | ১৬৭২.২৫৪ | ১৬৭২.২৫৪ | ০ | ২৩৩ | ৭২.৭৫ | ৮৯৪৫৫ | ৬৯০৪৬ | ১০০% |
| ০৫. | টাংগাইল | ৫১৫ | ৪৬৯২.৬৬৮৬ | ৪৬৯২.৬৬৮৬ | ৪৬৯২.৬৬৮৬ | ০ | ৪৬৭ | ৬৯.২৫৪ | ৫১৪৪৭৯ | ২৯৬৬৩৪ | ১০০% |
| ০৬. | কিশোরগঞ্জ | ৪১২ | ৩৬২৪.৬০৯ | ৩৬২৪.৬০৯ | ৩৬২৪.৬০৯ | ০ | ৩৪৫ | ১৮৭৫.৫৯ | ২৫৮১৭০ | ৩৬৭৩৪৫ | ১০০% |
| ০৭. | ফরিদপুর | ৩১৪ | ৩০০৪.২২৪ | ৩০০১.৭২৩ | ৩০০১.৭২৩ | ০ | ২৮৬ | ১১২.১৩৩ | ৯৩১৭০ | ৬৪৬৮২ | ১০০% |
| ০৮. | নরসিংদী | ২৭৮ | ২৪০২.৩৩৪৩ | ২৩৯৯.৭৭৯২ | ২৩৯৯.৭৭৯২ | ০ | ২৪১ | ৯১.৬৭৮ | ৩১১৯২৩ | ২০৫৬১৬ | ১০০% |
| ০৯. | মুন্সিগঞ্জ | ২৬০ | ১৮১১.৪৩১ | ১৭৬৩.৮৩২৫ | ১৭৬৩.৮৩২৫ | ০ | ২১৪ | ৩৩.০৬৫ | ১৬৮৪১৩ | ২৮১২৫ | ১০০% |
| ১০. | মাদারীপুর | ১৮৩ | ১৮১৫.৯৬ | ১৮১৫.৯৬ | ১৮১৫.৯৬ | ০ | ১৪৩ | ৪৩২৫.৩৯৭ | ১৪২৪৮৯ | ৮৪৪৭১ | ১০০% |
| ১১. | শরিয়তপুর | ২৪৯ | ২৪০১.৯৬ | ২৪০১.৯৬ | ২৪০১.৯৬ | ০ | ২১৪ | ১৩২৯.৪৭৫ | ৩৬১৮৯১ | ১১০২৯৯ | ১০০% |
| ১২. | গোপালগঞ্জ | ৩৭০ | ১৯৫১.০০৬৪ | ১৯৫১.০০৬৪ | ১৯৫১.০০৬৪ | ০ | ৩১১ | ১৩৬৪০.৬৭৫২ | ৯৩২৯০ | ৫৬৫৪৮ | ১০০% |
| ১৩. | রাজবাড়ী | ১৭৬ | ১৫১৯.৭৯৩ | ১৫১৯.৭৯৩ | ১৫১৯.৭৯৩ | ০ | ১৪৪ | ১২২.৪৫ | ১৩৪৪৭০ | ৫১৯১০১ | ১০০% |
| **মোট** | | **৩৭৫৮** | **৩১৭৩৮.৩৯২৭** | **৩১৬২১.৭৬৪১** | **৩১৬২১.৭৬৪১** | **০** | **৩২০৩** | **২১৮৪০.৭৯৬২** | **৩০৪২৪০২** | **২৪১৭৪৩৪** | |
| ১৪. | ময়মনসিংহ | ৬২৫ | ৬৪৮০.৪৯৭৯ | ৬৪৮০.৪৯৭৯ | ৬৪৮০.৪৯৭৯ | ০ | ৫৭৯ | ৩৩৬.৭৫৮ | ৪২৬৮২১ | ১৯৯০৪১ | ১০০% |
| ১৫. | নেত্রকোনা | ৩৭২ | ৩৩২৮.৫০২২ | ৩৩২৮.৫০২২ | ৩৩২৮.৫০২২ | ০ | ৩৩১ | ২৫৯.৮০ | ৩৪৫৮৯৭ | ২১৪৩২৬ | ১০০% |
| ১৬. | জামালপুর | ২৫৭ | ৩৬৯২.০৯ | ৩৬৯২.০৯ | ৩৬৯২.০৯ | ০ | ১৯৭ | ১১৮.৬২ | ৩২৩১৬০ | ১৩৮৪৫৪ | ১০০% |
| ১৭. | শেরপুর | ১৯১ | ১৮৬৩.৮৩ | ১৮৬৩.৮৩ | ১৮৬৩.৮৩ | ০ | ১৪২ | ৯৭.৬১ | ৪৮৮৩৭ | ৩৪০৮৩ | ১০০% |
| **মোট** | | **১৪৪৫** | **১৫৩৬৪.৯২০১** | **১৫৩৬৪.৯২০১** | **১৫৩৬৪.৯২০১** | **০** | **১২৪৯** | **৮১২.৭৮৮** | **১১৪৪৭১৫** | **৫৮৫৯০৪** | |
| ১৮. | বরিশাল | ৪১৩ | ১৯৭৮.৮৮২২ | ১৯৭৮.৮৮২২ | ১৯৭৮.৮৮২২ | ০০ | ৩৩২ | ১০৯.০৬৬ | ২৩২১১৯ | ১২১৯৯১ | ১০০% |
| ১৯. | পিরোজপুর | ২৩০ | ২১৪০.০৬১২ | ২১১২.০৬৫৭ | ২১১২.০৬৫৭ | ০০ | ১৮৩ | ৫৬.৪৮ | ৬৩৭৭০ | ৫২৯২০ | ১০০% |
| ২০. | ঝালকাঠি | ১৪১ | ১২০২.৩৮০৪ | ১১৮৩.৭৩০৪ | ১১৮৪.৭২৯৯ | ০০ | ১২৪ | ৪৭.১৯৩৪ | ৯৬৩৭১ | ৩৭০৯৫ | ৯৯% |
| ২১. | ভোলা | ১৭৩ | ২৬২৯.৩২৯৫ | ২৬২৯.৩২৯৫ | ২৬২৯.৩২৯৫ | ০০ | ১৬৯ | ৭৭.৬১৫ | ৯৪০০০ | ৬৪৮৭১ | ১০০% |
| ২২. | বরগুনা | ১৭৯ | ১৪২২.৫৪ | ১৪২২.৫৪ | ১৪২২.৫৪ | ০০ | ১৮৫ | ৮৪.০১২ | ৫৬২৪৫ | ৪২৫১২ | ১০০% |
| ২৩. | পটুয়াখালী | ৯৫ | ২৯৭১.০০০ | ২৯৭১.০০০ | ২৯৭১.০০০ | ০০ | ১৬৯ | ২৫৯.৮০ | ৪৮৮৩৭ | ৬৪৮৭১ | ১০০% |
| **মোট** | | **১২৩১** | **১২৩৪৪.১৯৩৩** | **১২২৯৭.৫৪৭৮** | **১২২৯৮.৫৪৭৩** | **০** | **১১৬২** | **৬৩৪.১৬৬৪** | **৫৯১৩৪২** | **৩৮৪২৬০** | |
| ২৪. | রাজশাহী | ২১২ | ২৯৩৭.৬০৭৮ | ২৯৩৭.৬০৭৮ | ২৯৩৭.৬০৭৮ | ০০ | ২১২ | ১৪৬.০১৪ | ৩৬৭৩০০ | ৩৬২৩০৪ | ১০০% |
| ২৫. | চাপাইনবাবগঞ্জ | ১৫২ | ১৮২৫.৯৫৬ | ১৮২৫.৯৫৬ | ১৮২৫.৯৫৬ | ০০ | ১৫২ | ৯৮০.০৩ | ৬৮৪৪৩ | ৫২১৬৬৫ | ১০০% |
| ২৬. | নওগাঁ | ৩৩০ | ৩৩৪৪.০৯৩১ | ৩৩৪৪.০৯৩১ | ৩৩৪৪.০৯৩১ | ০০ | ৩৩০ | ১৩৭.৮১১ | ৪১৭৪১৪ | ১৯৬৩৫১ | ১০০% |
| ২৭. | নাটোর | ২০৪ | ২৪৩২.৫৬০ | ২৪৩২.৫৬০ | ২৪৩২.৫৬০ | ০০ | ২০৪ | ৭৮.৫৩৬ | ১০৬০৫০ | ৮১২৮০ | ১০০% |
| ২৮. | পাবনা | ১৭৫ | ৩১৩৫.৫৭৬৪ | ৩১৩৫.৫৭৬৪ | ৩১৩৫.৫৭৬৪ | ০০ | ১৭৫ | ৭৫.৫২৪ | ৫০৯৩২৩ | ৩৭৩২১৪ | ১০০% |
| ২৯. | বগুড়া | ৩৭৩ | ৩৬৪৬.২২০৬ | ৩৬৪৬.২২০৬ | ৩৬৪৬.২২০৬ | ০০ | ৩৭৩ | ১৭২.২৭৪ | ২৪২০০৩ | ৩৫৪৩৬২ | ১০০% |
| ৩০. | জয়পুরহাট | ৭৮ | ১২০১.৯০৭২ | ১২০১.৯০৭২ | ১২০১.৯০৭২ | ০০ | ৭৮ | ৩০৭.৯৫১ | ৭৩৪৬২ | ১৩২২৫০ | ১০০% |
| ৩১. | সিরাজগঞ্জ | ৫৭৩ | ৩৪৯৯.৭৬৭ | ৩৪৯৯.৭৬৭ | ৩৪৯৯.৭৬৭ | ০০ | ৫৭৩ | ৮৫.১২ | ৫৯৩২৩৬ | ১৯৯০১০ | ১০০% |
| **মোট** | | **১৪৭৭৫** | **১৩৪৯৭৬.৭০০৩** | **১৩৪৬৫০.১৫২১** | **১৩৪৬৫২.১৫১১** | **০০** | **১২৯৮৭** | **৯৪৬১২২৭.২৬** | **৯০২২৬৮৫** | **৮৮৬৫৮৯০** | **৫১৯৮.০** |
| ৩২. | রংপুর | ১৩৪ | ৩৩৫৭.৩৪৮৮ | ৩৩৫৭.৩৪৮৮ | ৩৩৫৭.৩৪৮৮ | ০০ | ১৩৪ | ৯৯৫.২৬২ | ৮৩০৪১ | ৪১২৫০ | ১০০% |
| ৩৩. | দিনাজপুর | ২৪০২ | ৪০১৬.০৬৭৮ | ৪০১৬.০৬৭৮ | ৪০১৬.০৬৭৮ | ০০ | ২৪০২ | ২৩৫.৩৩৫ | ২৫৪৬৩ | ২৫৪৬৩ | ১০০% |
| ৩৪. | ঠাকুরগাঁও | ২৪৫ | ১৭৪১.৪০৭৮ | ১৭৪১.৪০৭৮ | ১৭৪১.৪০৭৮ | ০০ | ২৪৫ | ১৩৯.৬৬৮ | ১২০১৫১ | ১১৪১১৪ | ১০০% |
| ৩৫. | গাইবান্ধা | ২৪৯ | ৩০৬০.৪২৪ | ৩০৬০.৪২৪ | ৩০৬০.৪২৪ | ০০ | ২৪৯ | ১৭০.৭৭৩ | ২৬৪২২৩ | ১১৭৪১৭ | ১০০% |
| ৩৬. | পঞ্চগড় | ১৬৭ | ১২৮১.৫৩১২ | ১২৮১.৫৩১২ | ১২৮১.৫৩১২ | ০০ | ১৬৭ | ৮০.৯৩ | ৮১০৮৪ | ৫১৬৭২ | ১০০% |
| ৩৭. | লালমনিহাট | ২২৮ | ২২২৯.০৫১২ | ২২২৯.০৫১২ | ২২২৯.০৫১২ | ০০ | ২২৮ | ১৫৭.১১২ | ৮২৭৯৯ | ৫১৮৭৩ | ৯৯.৭৯% |
| ৩৮. | কুড়িগ্রাম | ২২৩ | ৩১০১.৪৭৫৪ | ৩১০১.৪৭৫৪ | ৩১০১.৪৭৫৪ | ০০ | ২২৩ | ৩০০.০২ | ১১০৪৫৪ | ২২১০৪২ | ১০০% |
| ৩৯. | নীলফামারী | ২৫৫ | ৩৭৩৯.৬৭৯৮ | ৩৭৩৯.৬৭৯৮ | ৩৭৩৯.৬৭৯৮ | ০০ | ২৫৫ | ৮৮.৯৪৪ | ২৭৬৭১৪ | ১১৬৯২১ | ১০০% |
| **মোট** | | **৩৮০৩** | **২২৫২৬.৯৮৬** | **২২৫২৬.৯৮৬** | **২২৫২৬.৯৮৬** | **০০** | **২৯৮৭৭** | **৯৪৬৫৩৭৮.৫৬৪** | **১২৪৪৩৮৪৯** | **১১৮৩১০৭৮** | **১৬৯৯.৭৯%** |
| ৪০. | চট্টগ্রাম | ৭৬৩ | ৬২৫৯.৫২ | ৬১৫৭.৫২ | ৬১৫৭.৫২ | ০০ | ৬২৮ | ১৫৯৩.০০ | ৪২০০৭৭ | ৩০০২৯ | ৯৮% |
| ৪১. | কক্সবাজার | ২৫৫ | ২৬৯০.২৫ | ২৬৯০.২৫ | ২৬৯০.২৫ | ০০ | ২০৮ | ৭৪.৭০১ | ১৪৪৫৯৬ | ৭৮৯২০ | ১০০% |
| ৪২. | রাঙামাটি | ১৬৫ | ১৮১১.৯৬৭৯ | ১৮১১.৯৬৭৯ | ১৮১১.৯৬৭৯ | ০০ | ১৬৫ | ১৯২.৫৯ | ৩৪৪৯৬ | ২২৯৯৬ | ১০০% |
| ৪৩. | খাগড়াছড়ি | ১৩১ | ১৩৮১.৯৬১২ | ১৩৭৮.৩২৩২ | ১৩৭৮.৩২৩২ | ০০ | ১২৯ | ১৫৭.৩৬৫ | ৪৪৪৩০ | ৩৪৯৬২ | ৯৯.৪৭% |
| ৪৪. | বান্দরবান | ১৩২ | ১৬৪২.৬৩১ | ১৬৪২.৬৩১ | ১৬৪২.৬৩১ | ০০ | ১০০ | ১৫৮.৮৪ | ২০৫০৭ | ১৭৩১৫ | ১০০% |
| ৪৫. | কুমিল্লা | ৮৫১ | ৬৫৪৮.৫১৪ | ৬৩৫৩.১৩২ | ৬৩৫৩.১৩২ | ০০ | ৬৬৮ | ২৬৪.৮২৬ | ৪৯৭৬৮৪ | ৩১২৩৯৮ | ৯৪.৮০% |
| ৪৬. | চাঁদপুর | ৩৮৬ | ৩০৭৩.২৫২৬ | ৩০৭৩.২৫২৬ | ৩০৭৩.২৫২৬ | ০০ | ৩০১ | ৬৮৩.১৭৬৫ | ১২০৭৬৬ | ৬৬১৭১ | ১০০% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৭. | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৩৮৬ | ৪২০১.৯২৫৪ | ৪১৯৯.৪২৫২ | ৪১৯৯.৪২৫২ | ০০ | ৩২৪ | ২৫৬২.৬৯৬০ | ১১৭১২৯ | ৪৪৯৮২ | ৯৯.৪০ |
| ৪৮. | নোয়াখালী | ৪০৯ | ৩৩৭৬.১৫১৮ | ৩৩৭৬.১৫১৮ | ৩৩৭৬.১৫১৮ | ০০ | ৩৪৫ | ৩৬৩.৮৩৮ | ৩৭৬৩৩৫ | ১২৬১৮৬ | ১০০ |
| ৪৯. | লক্ষ্মীপুর | ২৫১ | ২১১০.৪৫৭৪ | ১৯৫৮.৩৪২৭ | ১৯৫৮.৩৪২৭ | ০০ | ১৬৯ | ৯৮.০০ | ৯৩১৯৫ | ৫২৫৯৭ | ৭৯ |
| ৫০. | ফেনী | ১৯৭ | ২০৭২.৭৯৭২ | ২০৬১.৭৩৯২ | ২০৬১.৭৩৯২ | ০০ | ১৪৫ | ৫৯.৩৭৪ | ১৩৯৫৯৩ | ৬৭২৪৯ | ১০০ |
| মোট | | **৩৯২৬** | **৩৫১৬৯.৪২৮৫** | **৩৪৭০২.৭৩৫৬** | **৩৪৭০২.৭৩৫৬** | **০০** | **৫২০৪৬** | **৬২০৮.৪০৬৫** | **২০০৮৮০৮** | **৮৫৩৮০৫** | **৯৭.৩৩** |
| ৫১. | খুলনা | ৩১৪ | ৩৫২১.৯২৪১ | ৩৪৯৪.৪২৬৩ | ৩৪৯২.৪২৬৩ | ২.০০ | ২০৩ | ৮৬.৮৪১ | ৬৩৩২৩ | ৩২৬২৯ | ৯৯.৯২% |
| ৫২. | যশোর | ২১৭ | ৩৪০৭.৯০৮ | ৩৩৯৯.৯৫৩৮ | ৩৩৯৮.৮০৩৮ | ১.১৫ | ১৯০ | ৮৭.০৫০ | ৫৯০০০ | ৪৫০০ | ৯৯.৮৪% |
| ৫৩. | মেহেরপুর | ৬২ | ৯৫১.৮৫৬৮ | ৯৫১.৮৫৬৮ | ৯৫১.৮৫৬৮ | ০০০ | ১০৪ | ৩৫.০০০ | ৮০৭২০ | ৫৯৭৪৫ | ১০০% |
| ৫৪. | ঝিনাইদহ | ২৫৩ | ২২৭২.৭৬৫৬ | ২২৭২.৭৬৫৬ | ২২৭২.৭৬৫৬ | ০০০ | ২৫৩ | ১৩৬.২৭৮৪ | ১২৩২৭৫ | ৬৬০০০ | ১০০% |
| ৫৫. | মাগুরা | ১৫১ | ১৩২৩.৪০৪৩ | ১৩২৩.৪০৪৩ | ১৩২৩.৪০৪৩ | ০০ | ১৪৫ | ৪৮.০০০ | ৪৩৩৭৩ | ১৫১২৬ | ১০০% |
| ৫৬ | নড়াইল | ১৫৬ | ১০২৭.২২২৪ | ১০২৭.২২২৪ | ১০২৭.২২২৪ | ০০ | ১১০ | ৯০.০০০ | ১৮৮৪৫ | ১৫২৩৫ | ১০০% |
| ৫৭ | সাতক্ষীরা | ২৯২ | ৩৩০৮.৯৫৭৪ | ৩১০০.৪২৪৯ | ৩১০০.৪২৪৯ | ০০ | ২২৩ | ৯০.১৩৪ | ৪৭৭১৮ | ২০৯৭২ | ১০০% |
| ৫৮ | বাগেরহাট | ৩১৭ | ২৯৬৭.২৫৪৪ | ২৯৬৭.২৫৪৪ | ২৯৬৭.২৫৪৪ | ০০ | ১৯৮ | ৮১.৯৩৫ | ২১২৮৪৮ | ১৩৯৬৭৮ | ১০০% |
| ৫৯. | কুষ্টিয়া | ২৭০ | ২০৫৪.০৪৭ | ২০৫৪.০৪৭ | ২০৫৪.০৪৭ | ০০ | ১৯২ | ৬৪.০১৯ | ৭১৫৯৭ | ২৪৭৫৩ | ১০০% |
| ৬০. | চুয়াডাংগা | ১৪৪ | ১৬১৬.২২৯৪ | ১৬১৬.২২৯৪ | ১৬১৬.২২৯৪ | ০০ | ১৪০ | ১২০.৫৯৩ | ৪৬০৭৫ | ২৩৭০০ | ১০০% |
| মোট | | **২১৭৬** | **২২৪৫১.৫৬৯৪** | **২২২০৭.৫৮৪৯** | **২২২০৪.৪৩৪৯** | **৩.১৫** | **১৭৫৮** | **৮৩৯.৮৫০৪** | **৭৬৬৭৭৪** | **৪০২৩৩৮** | **৯৯.৯৮%** |
| ৬১. | সিলেট | ৩৬০ | ৩৫৩২.৭১৯৯ | ৩৪৪৭.৯৫৯১ | ৩৪৪৭.৯৫৯১ | ০০০ | ৩৬০ | ৯৪.২৫৬ | ১৭২৪৫৩ | ১০৪৬৭০ | ৯৭.৮১% |
| ৬২. | সুনামগঞ্জ | ২৯৫ | ৩২৯৭.৫৬০ | ৩২৯৭.৫৬০ | ৩২৯৭.৫৬০ | ০০ | ২৯৫ | ৮২.৮৫ | ৯৪০০ | ৯৪০০ | ১০০% |
| ৬৩. | মৌলভীবাজার | ২৫৯ | ২৫২৪.৪২৬ | ২৫২৪.৪২৬ | ২৫২৪.৪২৬ | ০০ | ২৫৯ | ১০৩.৩৩৩ | ৭৫০৪৮৬ | ৮৩৪৩২৯ | ১০০% |
| ৬৪. | হবিগঞ্জ | ২৬৩ | ২৪৯৪.৮৯৫ | ২৪৪২.২৬০১ | ২৪৪২.২৬০১ | ০০ | ২৬৩ | ১০১.২ | ৩১৭৮৫৫ | ১৬৪১৫২ | ৯৯.৬০% |
| মোট | | **১১৭৭** | **১১৮৪৯.৬০০৯** | **১১৭১২.২০৫২** | **১১৭১২.২০৫২** | **০০** | **১১৭৭** | **৩৮১.৬৩৯** | **১২৫০১৯৪** | **১১১২৫৫১** | **১০০%** |

## বিভাগওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্পের সারাংশ শিট

| ক্র নং | বিভাগের নাম | জেলার সংখ্যা | বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা | | বরাদ্দকৃত টাকা | উত্তোলিত টাকা | ব্যয়িত টাকা | অব্যয়িত টাকা | উপকারভোগীর সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | স্ট্রিট সোলার | হোম সিস্টেম | | | | | পুরুষ | মহিলা |
| ১ | ঢাকা | ১৩ | ৯৩৫১ | ১০৭৫১ | ৮৩২৮৪৯৪৮৭.১১ | ৮৩১১২২২৪৬.১১ | ৮৩১১২২২৪৬.১১ | ০ | ২৭২৪৮৬৪ | ২৩২৫৯৭২ |
| ২ | ময়মনসিংহ | ৪ | ১৫৯৯ | ১০৩১১ | ৪৩০৪২৩৯৯৯.৩ | ৪৩০৪২৩৯৯৯.৩ | ৪৩০৪২৩৯৯৯.৩ | ০ | ১০০০০৮৩ | ৪৮৫৯০৪ |
| ৩ | রাজশাহী | ৮ | ৫৬৪৩ | ৫৬৮৫ | ৬৩৫২৬২৪৭৭.৭ | ৬৩৫২৬২৪৭৭.৭ | ৬৩৫২৬২৪৭৭.৭ | ০ | ২১৪৮৩৩০ | ১৩৯০১৮২ |
| ৪ | রংপুর | ৮ | ১৪২৫৭ | ৯৮৭৭ | ৮৭৮৮১৭২৪২.৬২ | ৮৭৮৫৯৬৪১৫.৮৭ | ৮৭৮৫৯৬৪১৫.৮৭ | ০ | ৮২৭৮৩৮ | ৮০৬৬৫০ |
| ৫ | সিলেট | ৪ | ২৮৮৫ | ১১২০৪ | ২৫১০২০৭২১.৭৩ | ২৫১০২০৭২১.৭৩ | ২৫১০২০৭২১.৭৩ | ০ | ১২৫০১৯৪ | ১১১২৫৫১ |
| ৬ | খুলনা | ১০ | ৪৯১৫ | ৯৬০১ | ৬১৭৯৩৮৬৮৯.৯ | ৬১৭৫১৭৩৮২.৫ | ৬১৭৫১৭৩৮২.৫ | ০ | ৬২৬৪৫৩ | ৪০৮৪৩৫ |
| ৭ | বরিশাল | ৬ | ৪৪১৯ | ৮৫০৪ | ৩৩৭৯০৬৫০২.৩১ | ৩৩৭৯০৬৫০২.৩১ | ৩৩৭৯০৬৫০২.৩১ | ০ | ৬৪৭২৭৪ | ৩৯৬৩৩৭ |
| ৮ | চট্টগ্রাম | ১১ | ৭৫১৫ | ১২৮২৬ | ৯৭৬৪৫৮৩৮২.১ | ৯৬৯২২৫০৩৪.৮ | ৯৬৯২২৫০৩৪.৮ | ০ | ১৮০৮৫৬৮ | ১০৮৩৫৪৩ |
| সর্বমোট | | **৬৪** | **৫০৫৮৪** | **৭৮৭৫৯** | **৪৯৬০৬৭৭৫০২.৭৭** | **৪৯৫১০৭৪৭৮০.৩২** | **৪৯৫১০৭৪৭৮০.৩২** | **০** | **১১০৩৩৬০৪** | **৮০০৯৫৭৪** |

## জেলাওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্পের সারাংশ শিট

| ক্র নং | জেলার নাম | বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা | | বরাদ্দকৃত টাকা | উত্তোলিত টাকা | ব্যয়িত টাকা | অব্যয়িত টাকা | উপকারভোগীর সংখ্যা | | কাজের অগ্রগতির হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | স্ট্রিট সোলার | হোম সিস্টেম | | | | | পুরুষ | মহিলা | |
| ০১. | ঢাকা | ৭৯৯ | ৩৪৩ | ৫৫৭১৮০৪৩.৮২ | ৫৫৭১৮০৪৩.৮২ | ৫৫৭১৮০৪৩.৮২ | ০ | ১৯৮৪১২ | ১০৩১৫১ | ১০০ |
| ০২. | গাজীপুর | ৬৪৭ | ৪৫৮ | ৬০৫০৯৬১.০২ | ৬০৫০৯৬১.০২ | ৬০৫০৯৬১.০২ | ০ | ৫৮১৪১১ | ৫০১৫৮০ | ১০০ |
| ০৩. | নারায়ণগঞ্জ | ৮১৬ | ৯৮ | ৬৪৫৩৮৮৭৫.৯০ | ৬৪৫৩৮৮৭৫.৯০ | ৬৪৫৩৮৮৭৫.৯০ | ০ | ৩১৪১৮ | ৮৭৪১ | ১০০ |
| ০৪. | মানিকগঞ্জ | ৫৫৭ | ৭৬২ | ৪৮৪১৬০০১.০০ | ৪৮৪১৬০০১.০০ | ৪৮৪১৬০০১.০০ | ০ | ৭৭৪৮৭ | ৭৯১২৩ | ১০০ |
| ০৫. | টাংগাইল | ১১১৫ | ৩৮১৯ | ১৩৫৫৪৬৩২৯.৬৮ | ১৩৫৫৪৬৩২৯.৬৮ | ১৩৫৫৪৬৩২৯.৬৮ | ০ | ৬০৩২৩১ | ৩১৪৫১২ | ১০০ |
| ০৬. | কিশোরগঞ্জ | ১১২২ | ১৮৮৮ | ১০৪৭৪১৪৫২.০০ | ১০৪৭৪১৪৫২.০০ | ১০৪৭৪১৪৫২.০০ | ০ | ১৯৭১৫৪ | ২৮৭১২৫ | ১০০ |
| ০৭. | ফরিদপুর | ৬৩৩ | ১০৯৭ | ৭৫৫৫৬০৮৩.০২ | ৭৫৩৭৬৯২২.০২ | ৭৫৩৭৬৯২২.০২ | ০ | ৮২৭৮৪ | ৭১২৪৫ | ১০০ |

| ০৮. | নরসিংদী | ৮৯৬ | ৪৮৭ | ৬৮৪২৯৯২৪.৪৪ | ৬৮৪২৯৯২৪.৪৪ | ৬৮৪২৯৯২৪.৪৪ | ০ | ৩১১৯২৩ | ২২৩৮৪৭ | ১০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০৯. | মুন্সিগঞ্জ | ৪৯৯ | ১৬৯ | ৫৩২০৪৫১৭.৩৮ | ৫৩২০৪৫১৭.৩৮ | ৫৩২০৪৫১৭.৩৮ | ০ | ১৮৬৩০ | ২১৪৫৭ | ১০০ |
| ১০. | মাদারীপুর | ৫৬৫ | ১৯২ | ৫৪২০৩২৯৬.৬০ | ৫৪২০৩২৯৬.৬০ | ৫৪২০৩২৯৬.৬০ | ০ | ১৪২৪৮৯ | ৭৯৮৫৪ | ১০০ |
| ১১ | শরিয়তপুর | ৫৫৭ | ৭৮৯ | ৬৭৬৮৯৬৭৪.০০ | ৬৬১৪১৫৯৪.০০ | ৬৬১৪১৫৯৪.০০ | ০ | ৩১২৪৬৫ | ১৩১২৫৪ | ১০০ |
| ১২ | গোপালগঞ্জ | ৬১১ | ২৫৮ | ৫১৪৭৫৮৯৮.২৫ | ৫১৪৭৫৮৯৮.২৫ | ৫১৪৭৫৮৯৮.২৫ | ০ | ৮৫২৯০ | ৪৫১২৫ | ১০০ |
| ১৩ | রাজবাড়ী | ৫৩৪ | ৩৯১ | ৪৭২৭৮৪৩০.০০ | ৪৭২৭৮৪৩০.০০ | ৪৭২৭৮৪৩০.০০ | ০ | ৮২১৭০ | ৪৫৮৯৫৮ | ১০০ |
| **মোট** | | **৯৩৫১** | **১০৭৫১** | **৮৩২৮৪৯৪৮৭.১১** | **৮৩১১২২২৪৬.১১** | **৮৩১১২২২৪৬.১১** | **০** | **২৭২৪৮৬৪** | **২৩২৫৯৭২** | |
| ১৪ | ময়মনসিংহ | ৫৬১ | ৬৩২৫ | ১৮৭৮৭৪২৪৪.০০ | ১৮৭৮৭৪২৪৪.০০ | ১৮৭৮৭৪২৪৪.০০ | ০ | ২৮২১৮৯ | ৯৯০৪১ | ১০০ |
| ১৫ | নেত্রকোনা | ৭৫ | ২৬৫ | ৯৮২৭৯০৮১.০০ | ৯৮২৭৯০৮১.০০ | ৯৮২৭৯০৮১.০০ | ০ | ৩৪৫৮৯৭ | ২১৪৩২৬ | ১০০ |
| ১৬ | জামালপুর | ৭৫১ | ১৫৭৮ | ৯০৩২৮৩১৪.৩০ | ৯০৩২৮৩১৪.৩০ | ৯০৩২৮৩১৪.৩০ | ০ | ৩২৩১৬০ | ১৩৮৪৫৪ | ১০০ |
| ১৭ | শেরপুর | ২১২ | ২১৪৩ | ৫৩৯৪২৩৬০.০০ | ৫৩৯৪২৩৬০.০০ | ৫৩৯৪২৩৬০.০০ | ০ | ৪৮৮৩৭ | ৩৪০৮৩ | ১০০ |
| **মোট** | | **১৫৯৯** | **১০৩১১** | **৪৩০৪২৩৯৯৯.৩** | **৪৩০৪২৩৯৯৯.৩** | **৪৩০৪২৩৯৯৯.৩** | **০** | **১০০০০৮৩** | **৪৮৫৯০৪** | |
| ১৮ | বরিশাল | ১১১৪ | ২৫৯৭ | ১১৭৪২৭৬১৪.০০ | ১১৭৪২৭৬১৪.০০ | ১১৭৪২৭৬১৪.০০ | ০ | ২৩২১১৯ | ১২১৯৯১ | ১০০ |
| ১৯ | পিরোজপুর | ৫৬২ | ১৭০৮ | ৬০৮৭১১৪৪.৩১ | ৬০৮৭১১৪৪.৩১ | ৬০৮৭১১৪৪.৩১ | ০ | ৬৩৭৭০ | ৫২৯২০ | ১০০ |
| ২০ | ঝালকাঠি | ৪৭২ | ৪৩২ | ৩৪৬৫৭৬৯০.০০ | ৩৪৬৫৭৬৯০.০০ | ৩৪৬৫৭৬৯০.০০ | | ৯৬৩৭১ | ৩৭০৯৫ | ১০০ |
| ২১ | ভোলা | ৬৯১ | ৬৯৯ | ৭৭২২৫৮৬.০০ | ৭৭২২৫৮৬.০০ | ৭৭২২৫৮৬.০০ | ০ | ৯৪০০০ | ৬৪৮৭১ | ১০০ |
| ২২ | বরগুনা | ৮৯৫ | ৯১৮ | ৪২৩০০৮৬৪.০০ | ৪২৩০০৮৬৪.০০ | ৪২৩০০৮৬৪.০০ | ০ | ৮৫৪৮৯ | ৬৮৭৫৪ | ১০০ |
| ২৩ | পটুয়াখালী | ৬৮৫ | ২১৫০ | ৭৪৯২৬৬০৪.০০ | ৭৪৯২৬৬০৪.০০ | ৭৪৯২৬৬০৪.০০ | ০ | ৭৫৫২৫ | ৫০৭০৬ | ১০০ |
| মোট | | ৪৪১৯ | ৮৫০৪ | ৩৩৭৯০৬৫০২.৩১ | ৩৩৭৯০৬৫০২.৩১ | ৩৩৭৯০৬৫০২.৩১ | ০ | ৬৪৭২৭৪ | ৩৯৬৩৩৭ | |
| ২৪ | রাজশাহী | ৩৬৫ | ২৪৭ | ৮৫৬১৬৩৮৬.৯২ | ৮৫৬১৬৩৮৬.৯২ | ৮৫৬১৬৩৮৬.৯২ | ০০ | ৩৬৭৩০৪ | ২৫৪৩১৬ | ১০০% |
| ২৫ | চাপাইনবাবগঞ্জ | ৬১২ | ৫৩৬ | ৫৩৬৪৭৫৯০.৮৮ | ৫৩৬৪৭৫৯০.৮৮ | ৫৩৬৪৭৫৯০.৮৮ | ০০ | ৬৮৪৪৩ | ৫২১৬৫ | ১০০% |
| ২৬ | নওগাঁ | ৯০৫ | ৫৭৪ | ৯৬১৮৫৮৫৭.৩২ | ৯৬১৮৫৮৫৭.৩২ | ৯৬১৮৫৮৫৭.৩২ | ০০ | ৪১৭৪১৪ | ১৯৬৩৫ | ১০০% |
| ২৭ | নাটোর | ১৪৯ | ১৮৯ | ৭১১৮০৮৮৩.৪৪ | ৭১১৮০৮৮৩.৪৪ | ৭১১৮০৮৮৩.৪৪ | ০০ | ১০৬০৫০ | ৮১২৮০ | ১০০% |
| ২৮ | পাবনা | ৩১০ | ৬৮৯ | ৮৮৫৪৩৫৩১.৩৪ | ৮৮৫৪৩৫৩১.৩৪ | ৮৮৫৪৩৫৩১.৩৪ | ০০ | ৫০৯৩২৩ | ৩৭৩২১৪ | ১০০% |
| ২৯ | বগুড়া | ২১৮৩ | ৪৯৫ | ১০৪৪৩২৯৫৩.৯৮ | ১০৪৪৩২৯৫৩.৯৮ | ১০৪৪৩২৯৫৩.৯৮ | ০০ | ২৪২০০৩ | ৩৫৪৩৬২ | ১০০% |
| ৩০ | জয়পুরহাট | ২৫২ | ২৭২ | ৩৪৭২১৭২৯.৮০ | ৩৪৭২১৭২৯.৮০ | ৩৪৭২১৭২৯.৮০ | ০০ | ৩৫৪০০ | ৫৭২০০ | ১০০% |
| ৩১ | সিরাজগঞ্জ | ৮৬৭ | ২৬৮৩ | ১০০৯৩৩৫৪৪.০২ | ১০০৯৩৩৫৪৪.০২ | ১০০৯৩৩৫৪৪.০২ | ০০ | ৪০২৩৯৩ | ১৯৮০১০ | ১০০% |
| **মোট** | | **৫৬৪৩** | **৫৬৮৫** | **৬৩৫২৬২৪৭৭.৭** | **৬৩৫২৬২৪৭৭.৭** | **৬৩৫২৬২৪৭৭.৭** | **০** | **২১৪৮৩৩০** | **১৩৯০১৮২** | |
| ৩২ | রংপুর | ২৩৪৯ | ৮৯৯ | ৯৭৪৭৯৮১৮ | ৯৭৪৭৯৮১৮ | ৯৭৪৭৯৮১৮ | ০০ | ৮৩০৪১ | ৮৩০৪১ | ১০০% |
| ৩৩ | দিনাজপুর | ২৪০২ | ২৬৮৩ | ৩৫৮৭৫৬৩৫৬.৪৪ | ৩৫৮৭৫৬৩৫৬.৪৪ | ৩৫৮৭৫৬৩৫৬.৪৪ | ০০ | ২৫৪৬৩ | ২৫৪৬৩ | ১০০% |
| ৩৪ | ঠাকুরগাঁও | ১৮৭০ | ৩১৯ | ২৭০৮৯৮৭৭.৮৮ | ২৭০৮৯৮৭৭.৮৮ | ২৭০৮৯৮৭৭.৮৮ | ০০ | ২২৭১০০ | ২২৭১০০ | ১০০% |
| ৩৫ | পঞ্চগড় | ১০০০ | ৩১৩ | ১১৩৬৪২২৮১.৪৬ | ১১৩৬৪২২৮১.৪৬ | ১১৩৬৪২২৮১.৪৬ | ০০ | ৮১০৮৪ | ৮১০৮৪ | ১০০% |
| ৩৬ | লালমনিরহাট | ১৭৯ | ৩৭১১ | ৬২২৯৮০৮১.৯৪ | ৬২০৭৭২৫৫.১৯ | ৬২০৭৭২৫৫.১৯ | ০০ | ২৮৩৮৩ | ২৮৩৮৩ | ৯৯.৭৬% |
| ৩৭ | গাইবান্ধা | ১২৯৮ | ৭৫৩ | ৮৮৮৮০২৩৫.৬৯ | ৮৮৮৮০২৩৫.৬৯ | ৮৮৮৮০২৩৫.৬৯ | ০০ | ৪৫২১৩ | ২৬৪২৩ | ১০০% |
| ৩৮ | কুড়িগ্রাম | ৩৮৬৫ | ৩২৬ | ৯০৭২২৩৯৪.৭৭ | ৯০৭২২৩৯৪.৭৭ | ৯০৭২২৩৯৪.৭৭ | ০০ | ১১০৪৫৪ | ২২১০৪২ | ১০০% |
| ৩৯ | নীলফামারী | ১২৯৪ | ৮৭৩ | ৩৯৯৪৮১৯৬.৪৪ | ৩৯৯৪৮১৯৬.৪৪ | ৩৯৯৪৮১৯৬.৪৪ | ০০ | ২২৭১০০ | ১১৪১১৪ | ১০০% |
| **মোট** | | **১৪২৫৭** | **৯৮৭৭** | **৮৭৮৮১৭২৪২.৬২** | **৮৭৮৫৯৬৪১৫.৮৭** | **৮৭৮৫৯৬৪১৫.৮৭** | **০** | **৮২৭৮৩৮** | **৮০৬৬৫০** | |
| ৪০ | চট্টগ্রাম | ১৩৭৩ | ৭৯৮ | ১৮২৬৬৭১৫৬.৯৮ | ১৮২৬৬৭১৫৬.৯৮ | ১৮২৬৬৭১৫৬.৯৮ | ০ | ৩০৭০৪৯ | ২১৫৯৮৪ | ১০০ |
| ৪১ | কক্সবাজার | ৮৬০ | ৯৩৫ | ৭৯০৪৮৫১১ | ৭৯০৪৮৫১১ | ৭৯০৪৮৫১১ | ০ | ১৫৯২৮১ | ৮৪৩৫১ | ১০০ |
| ৪২ | রাঙামাটি | ১২ | ১৭৬ | ৫৪২৭৭২৬৭.৮ | ৫৪২৭৭২৬৭.৮ | ৫৪২৭৭২৬৭.৮ | ০ | ১২০৬৯ | ১৪৮৫৪ | ১০০ |
| ৪৩ | খাগড়াছড়ি | ২১৬ | ১৯২২ | ৪২০৪২২৪৩.৮২ | ৪২০৪২২৪৩.৮২ | ৪২০৪২২৪৩.৮২ | ০ | ৪২৩০১ | ৩৮৬৭৬ | ১০০ |
| ৪৪ | বান্দরবান | ১৭১ | ২১২১ | ৪৯১৩১৬২৬.৫৮ | ৪৯১৩১৬২৬.৫৮ | ৪৯১৩১৬২৬.৫৮ | ০ | ২০৫৮৯ | ১৬৫৫৪ | ১০০ |
| ৪৫ | কুমিল্লা | ৯৮৪ | ৯৪৫ | ১৯১৪৮৪৮৩২ | ১৮৪২৫১৪৯৩.১ | ১৮৪২৫১৪৯৩.১ | ০ | ৫০৯৫১৪ | ৩৫২৭৫৮ | ১০০ |
| ৪৬ | চাঁদপুর | ৮৪ | ৩১৬ | ৮৮৮৯৩২৭২.৮৮ | ৮৮৮৯৩২৭২.৮৮ | ৮৮৮৯৩২৭২.৮৮ | ০ | ১০১৫২৫ | ৫৯৯০০ | ১০০ |
| ৪৭ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১০৬৬ | ১২৫৪ | ৮০৭২৭২৭৪.৭১ | ৮০৭২৭২৭৪.৩৬ | ৮০৭২৭২৭৪.৩৬ | ০ | ১১২৭১৯ | ৪৯৪৮৮ | ৯৯.৪ |
| ৪৮ | নোয়াখালী | ৪৯৫ | ১০০২ | ৯৮৩৩১৪৪৬ | ৯৮৩৩১৪৪৬ | ৯৮৩৩১৪৪৬ | ০ | ২৯৬৩৭২ | ১২৭০১৯ | ১০০ |
| ৪৯. | লক্ষ্মীপুর | ১৮৩৩ | ৩১৬৭ | ৬১৭৩৯৬৫০.৩২ | ৬১৭৩৯৬৫০.৩২ | ৬১৭৩৯৬৫০.৩২ | ০ | ৯৭৩৯৯ | ৪৮৬৩৮ | ১০০ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫০ | ফেনী | ৪২১ | ১৯০ | ৪৮১১৫১০০ | ৪৮১১৫০৯২ | ৪৮১১৫০৯২ | ০ | ১৪৯৭৫০ | ৭৫৩২১ | ১০০ |
| **মোট** | | **৭৫১৫** | **১২৮২৬** | **৯৭৬৪৫৮৩৮২.১** | **৯৬৯২২৫০৩৪.৮** | **৯৬৯২২৫০৩৪.৮** | **০** | **১৮০৮৫৬৮** | **১০৮৩৫৪৩** | |
| ৫১ | সিলেট | ৯৭১ | ৩৬১০ | ৫৬৫১৩৭৩৭.৫২ | ৫৬৫১৩৭৩৭.৫২ | ৫৬৫১৩৭৩৭.৫২ | ০ | ১৭২৪৫৩ | ১০৪৬৭০ | ৯৭.৮১% |
| ৫২ | সুনামগঞ্জ | ৭৭৬ | ২৪৯০ | ৪৮২৯৩০৫৮.০৭ | ৪৮২৯৩০৫৮.০৭ | ৪৮২৯৩০৫৮.০৭ | ০ | ৯৪০০ | ৯৪০০ | ১০০% |
| ৫৩ | মৌলভীবাজার | ৪৫৪ | ৩৮৭৪ | ৭৪৪০৫৮৬৫.৬০ | ৭৪৪০৫৮৬৫.৬০ | ৭৪৪০৫৮৬৫.৬০ | ০ | ৭৫০৪৮৬ | ৮৩৪৩২৯ | ১০০% |
| ৫৪ | হবিগঞ্জ | ৬৮৪ | ১২৩০ | ৭১৮০৮০৬০.৫৪ | ৭১৮০৮০৬০.৫৪ | ৭১৮০৮০৬০.৫৪ | ০ | ৩১৭৮৫৫ | ১৬৪১৫২ | ৯৯.৬০% |
| **মোট** | | **২৮৮৫** | **১১২০৪** | **২৫১০২০৭২১.৭৩** | **২৫১০২০৭২১.৭৩** | **২৫১০২০৭২১.৭৩** | **০** | **১২৫০১৯৪** | **১১১২৫৫১** | |
| ৫৫ | খুলনা | ৮৭৮ | ২৪৮০ | ৯৫৮৭৮১১৪.০৬ | ৯৫৪৫৬৮০৬.৭৩ | ৯৫৪৫৬৮০৬.৭৩ | ০ | ৫৮০০০ | ৫৭৫৩৫ | ৯৯.৭৯% |
| ৫৬ | যশোর | ২৪৮ | ১৩৫ | ৯৮১৩১৮৮১.৬৪ | ৯৮১৩১৮৮১.৬৪ | ৯৮১৩১৮৮১.৬৪ | ০ | ৫৫০০০ | ৪০০০ | ১০০% |
| ৫৭ | মেহেরপুর | ৩২০ | ৪৬১ | ২৭০৯৫১৯৩.১৪ | ২৭০৯৫১৯৩.১৪ | ২৭০৯৫১৯৩.১৪ | ০ | ৭২৪১২ | ৪৫৪৩৭ | ১০০% |
| ৫৮ | ঝিনাইদহ | ২৪৫ | ৪০১ | ৬৬৩০৭৩৮৭.১২ | ৬৬৩০৭৩৮৭.১২ | ৬৬৩০৭৩৮৭.১২ | ০ | ১৯৭০১ | ৬৮০২০ | ১০০% |
| ৫৯ | মাগুরা | ২২৯ | ১৪৭২ | ৩৮৪২৫২৪৩.২৪ | ৩৮৪২৫২৪৩.২৪ | ৩৮৪২৫২৪৩.২৪ | ০ | ২৩৮৫৩ | ১২২৫২ | ১০০% |
| ৬০ | নড়াইল | ১৭৩ | ৩৬০ | ২৯৩৯৩৮৬৫.৫৪ | ২৯৩৯৩৮৬৫.৫৪ | ২৯৩৯৩৮৬৫.৫৪ | ০ | ১৮৫৯০ | ১৫২১০ | ১০০% |
| ৬১ | সাতক্ষীরা | ৭৭৩ | ২৬৫৩ | ৮৪৮৫০৫৬৩.৫ | ৮৪৮৫০৫৬৩.৫ | ৮৪৮৫০৫৬৩.৫ | ০ | ৩৪৪২৯ | ২১৫০৩ | ১০০% |
| ৬২ | বাগেরহাট | ১০৩২ | ১০০৭ | ৮৭০৩৩২৪৪.৫১ | ৮৭০৩৩২৪৪.৫১ | ৮৭০৩৩২৪৪.৫১ | ০ | ২০৩২৮৩ | ১১৪৫৪১ | ১০০% |
| ৬৩ | কুষ্টিয়া | ৪৭৫ | ৪৯০ | ৫৫৬৬৪৫৭৭.০৪ | ৫৫৬৬৪৫৭৭.০৪ | ৫৫৬৬৪৫৭৭.০৪ | ০ | ৬৪১৫২ | ২৮৬৩৭ | ১১০% |
| ৬৪ | চুয়াডাংগা | ৫৪২ | ১৪২ | ৩৫১৫৮৬২০.০৬ | ৩৫১৫৮৬২০.০৬ | ৩৫১৫৮৬২০.০৬ | ০ | ৭৭০৩৩ | ৪১৩০০ | ১০০% |
| **মোট** | | **৪৯১৫** | **৯৬০১** | **৬১৭৯৩৮৬৮৯.৯** | **৬১৭৫১৭৩৮২.৫** | **৬১৭৫১৭৩৮২.৫** | **০** | **৬২৬৪৫৩** | **৪০৮৪৩৫** | |

## বিভাগওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশ শিট

| ক্র নং | জেলার নাম | জেলার সংখ্যা | বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দকৃত টাকা | উত্তোলিত টাকা | ব্যয়িত টাকা | অব্যয়িত টাকা | রাস্তা | | উপকারভোগীর সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | সংখ্যা | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | পুরুষ | মহিলা |
| ১ | ঢাকা | ১৩ | ৮১৬০ | ১২১৭৫৭৬৮৯১.৫৫৮ | ১২১০৯০২৩৭৮.৪০৮ | ১২১০৭৯৪৭০৮.১৩৮ | ১০৭৬৭০.২৭ | ৬৩৫৩ | ৩৩৬৫৭.৩৪৯০২ | ৩৩০৮৬৮১ | ২১৬৯৭৫৯ |
| ২ | ময়মনসিংহ | ৪ | ৪১০৪ | ৫৩৮৪৪৪৪১৮.৬২ | ৫৩৮৪৪৪৪১৮.৬২ | ৫৩৮৪৪৪৪১৮.৬২ | ০০ | ৩৬৩২ | ১৩২৯.৪৪৯ | ৬০৫২০৯ | ২৬৮৬৬৪ |
| ৩ | বরিশাল | ৬ | ১৬৯৯৪ | ২৩৩৭১৬৭৭৩৯ | ২৩৩৬৮১১৭৪১ | ২৩৩৬৮১১৭৪১ | ০০ | ১৩১৫৭ | ৩৬৩০২.৭ | ৪৭৮৬১৯৬ | ২৬৮৩০৪৫ |
| ৪ | চট্টগ্রাম | ১১ | ৭৯৯১ | ২২২২০৭৭৮৮৯.০৮৮ | ২২১৮৭২১৮৮৯.০৮৮ | ২২১৮৭২১৮৮৯.০৮৮ | ০০ | ৬৬৩১ | ৪৪২৫.১৪১ | ১৯১৪৩৬৩ | ১০২৬৪৩২ |
| ৫ | রাজশাহী | ৮ | ৩৭৮০ | ৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬ | ৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬ | ৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬ | ০০ | ৩১৮২ | ১২১৩.০৫২ | ২৮২১২৬৮ | ১৯৪৮৬০৬ |
| ৬ | রংপুর | ৮ | ৭৩২৬ | ৮৮২৬৯৪৭৪০.৩৯২ | ৮৮২৩৫১০৭৯.৩৯২ | ৮৮২৩৫১০৭৯.৩৯ | ০০ | ৬৭১২ | ৯৯৬.১০৬ | ১১৯৮১৬৭ | ৪৫৫৪১২ |
| ৭ | খুলনা | ১০ | ৪০৭৭ | ১০৬৭৮৬৪২৭৭ | ১০৬৭১৯১৪৭৯ | ১০৬৭০৯১৪৭৯ | ১০০০০০ | ৩০৫৮ | ১১১৩.০৬৯ | ৮৯৫৯৭৫ | ৪০৭৬৫৮ |
| ৮ | সিলেট | ৪ | ২৪৪২ | ৩৭৫১৯৩৬২০.১১ | ৩৭৪৮২৮১৭৫.৯৩ | ৩৭৪৮২৮১৭৫.৯৩ | ০০ | ২৪৪২ | ৩২৭৬.৩২০২ | ১৩৩৭.০৯৩ | ৬৪৮১০৬ |
| সর্বমোট | | ৬৪ | ৫৪৯৭০ | ৮৬৫৫৮১১৫৯৮.৭২৬ | ৮৬৩৭৩৬৮৬৭০.৩৯৬ | ৮৬৩৭০৫৩৩৩০.১২৬ | ৩১৫৩৪০.৫৪ | ৪৫১৬৭ | ৮২৩১৩.১৮৬২২ | ১৫৫৩১১৯৬.০৯৩ | ৯৬০৭৬৮২ |

## জেলাওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশ শিট

| ক্র নং | জেলার নাম | বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দকৃত টাকা | উত্তোলিত টাকা | ব্যয়িত টাকা | অব্যয়িত টাকা | রাস্তা | | উপকারভোগীর সংখ্যা | | কাজের অগ্রগতির হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | সংখ্যা | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | পুরুষ | মহিলা | |
| ০১. | ঢাকা | ৬০৯ | ২৬৫৬২১২৫৫.০৭ | ২৬০৬৬২৯৫২.২৯ | ২৬০৬৬২৯৫২.২৯ | ০ | ৫৮৪ | ৭৩৮.০৬৫ | ৪৯৪২৫৪ | ২৬৬৮৫৩ | ১০০ |
| ০২. | গাজীপুর | ৪০০ | ৪৩৩৪৪০৬৭.৯৫ | ৪৩৩৪৪০৬৭.৯৫ | ৪৩৩৪৪০৬৭.৯৫ | ০ | ১৯২ | ৬৫৯৫.৮৪৬ | ৭৫৫৮৮১ | ৫৭০২১৮ | ৯৯.৬৭৫ |
| ০৩. | নারায়ণগঞ্জ | ৩১৬ | ৩৭০৭৬০০২.২১ | ৩৭০৭৬০০২.২১ | ৩৭০৭৬০০২.২১ | ০ | ৪৭৪ | ৪৬.৬৬৭০২ | ৬২৬৪৮ | ১৬৮০৪ | ১০০ |
| ০৪. | মানিকগঞ্জ | ৪৯৩ | ৫৩১৩৭৫৯০ | ৫২৪৭৪৪২৪ | ৫২৪৭৪৪২৪ | ০ | ৪৬১ | ১০২.০৯ | ২৮৯৬২ | ৩৩৪২৯ | ১০০ |
| ০৫. | টাংগাইল | ১৮১৯ | ১৪৬৪৯৯২২৩.৪৮৮ | ১৪৬৪৯৯২২৩.৪৮৮ | ১৪৬৪৯৯২২৩.৪৮৮ | ০ | ৫৭৮ | ১৪৮.০৯ | ৭০৯৫১১ | ৩৮৫১৬৪ | ১০০ |
| ০৬ | কিশোরগঞ্জ | ১২২৪ | ১১৩৭৬০৫৫০ | ১১৩৭৬০৫৫০ | ১১৩৭৬০৫৫০ | ০ | ১১২৪ | ৪৮৪১.১০৬ | ৪৭৮২৩০ | ৩৩৪৯৪০ | ১০০ |
| ০৭. | ফরিদপুর | ৬৩৪ | ৮২৪৪৫২৬৮.৭৪ | ৮১৬৭২২৬৯.৩৭ | ৮১৬৭২২৬৯.৩৭ | ০ | ৫৭৬ | ৯৫.৯৯ | ১০৬০৬৪ | ৮১৩৩১ | ১০০ |
| ০৮. | নরসিংদী | ৭৬৮ | ৭৭২৭৫৭৪৫.৮ | ৭৬৯৯৫৭৪৫.৮০ | ৭৬৯৯৫৭৪৫.৮০ | ০ | ৫৯১ | ১১৬.৫৮২ | ৩১০৯৪২ | ১৯৮২৮২ | ১০০ |

| ০৯. | মুন্সিগঞ্জ | ২৫০ | ৫৭৭৭৪১৩৫.৮৬ | ৫৭৭৭৪১৩৫.৮৬ | ৫৭৬৬৪৬৫.৫৯ | ১০৭৬৭০.২৭ | ২১৪ | ৩৪.৭১৭ | ৬৯৮৭৩ | ১৪৩৯২ | ৯৩.০৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০. | মাদারীপুর | ৫২৮ | ৯২৭৬৮২৪২.৪২ | ৯২৭৬৮১৯৭.৪২ | ৯২৭৬৮১৯৭.৪২ | ০ | ৪৭৪ | ২৫০.৭২ | ৫২৫৮৯ | ৪৫৮২৯ | ১০০ |
| ১১ | শরিয়তপুর | ৩৮২ | ১৪০১১৫৭২০ | ১৪০১১৫৭২০ | ১৪০১১৫৭২০ | ০ | ৩৫২ | ১২৭৯৫.৯০৬ | ১০৮৪৮৮ | ৯৯২৭৫ | ১০০ |
| ১২ | রাজবাড়ী | ৩৮৯ | ৪৯৩৮১৬৩৭ | ৪৯৩৮১৬৩৭ | ৪৯৩৮১৬৩৭ | ০ | ৪৫৯ | ৪৯৮.৫৭ | ৮৯৫৮৭ | ৮৭২৫৪ | ১০০ |
| ১৩ | গোপালগঞ্জ | ৩৪৮ | ৫৮৩৭৭৪৫৩.০২ | ৫৮৩৭৭৪৫৩.০২ | ৫৮৩৭৭৪৫৩.০২ | ০ | ২৭৪ | ৭৩৯৩ | ৪১৬৫২ | ৩৫৯৮৮ | ১০০ |
| **মোট=** | | **৮১৬০** | **১২১৭৫৭৬৮৯১.৫৫৮** | **১২১০৯০২৩৭৮.৪০৮** | **১২১০৭৯৪৭০৮.১৩৮** | **১০৭৬৭০.২৭** | **৬৩৫৩** | **৩৩৬৫৭.৩৪৯০২** | **৩৩০৮৬৮১** | **২১৬৯৭৫৯** | |
| ১৪ | ময়মনসিংহ | ১১২৮ | ২৭৮৫৪৫৩১২ | ২৭৮৫৪৫৩১২ | ২৭৮৫৪৫৩১২ | ০ | ১০৮০ | ৪৭৭.৫০৯ | ১৬৩০১৮ | ৭২১৮৪ | ১০০ |
| ১৫ | নেত্রকোনা | ১০০৩ | ১০১৪১১৭৬২ | ১০১৪১১৭৬২ | ১০১৪১১৭৬২ | ০ | ৮৩৮ | ৪৬৮.৮ | ১২৫৭১৯ | ৭১৯৯৩ | ১০০ |
| ১৬ | জামালপুর | ১৫২৫ | ৯৮৯৮৩৪৫০.৬২ | ৯৮৯৮৩৪৫০.৬২ | ৯৮৯৮৩৪৫০.৬২ | ০ | ১৪৭৪ | ১৫৮.৯৪ | ২৮০৬৭১ | ১০২২৯২ | ১০০ |
| ১৭ | শেরপুর | ৪৪৮ | ৫৯৫০৩৮৯৪ | ৫৯৫০৩৮৯৪ | ৫৯৫০৩৮৯৪ | ০ | ২৪০ | ২২৪.২ | ৩৫৮০১ | ২২১৯৫ | ১০০ |
| **মোট=** | | **৪১০৪** | **৫৩৮৪৪৪১৮.৬২** | **৫৩৮৪৪৪১৮.৬২** | **৫৩৮৪৪৪১৮.৬২** | **০** | **৩৬৩২** | **১৩২৯.৪৪৯** | **৬০৫২০৯** | **২৬৮৬৬৪** | |
| ১৮ | বরিশাল | ১১৯৫ | ১২৬৫৫৪৪৭৬ | ১২৬৫৫৪৪৭৬ | ১২৬৫৫৪৪৭৬ | ০ | ১০৮৭ | ১৮৩.৪৪৭ | ১৪৬৭২৩ | ৫১৫৬৭ | ১০০ |
| ১৯ | পিরোজপুর | ৩৮৩ | ১৫০৬৪৯৯৩৯.৪০ | ১৫০৬৪৯৯৩৯.৪০ | ১৫০৬৪৯৯৩৯.৪০ | ০ | ৩৩৬ | ৭৫.৭০ | ৫১০৪৭০ | ৪১১৮০ | ১০০ |
| ২০ | ঝালকাঠি | ৬৩০ | ৪০০৫০৮৩৭ | ৩৯৬৯৪৮৩৯ | ৩৯৬৯৪৮৩৯ | ০ | ৪৯১ | ৮২.৪৭৫ | ৪০২০৬ | ২১৪৬২ | ১০০ |
| ২১ | ভোলা | ৫০৪ | ৭৭২৭৭৮৫১ | ৭৭২৭৭৮৫১ | ৭৭২৭৭৮৫১ | ০ | ৩০৭ | ৪১১.৪৭ | ৪৪৮১৭ | ৩০৬৫৪ | ১০০ |
| ২২ | বরগুনা | ৭৮০ | ১৭৬৩৩৬৮২ | ১৭৬৩৩৬৮২ | ১৭৬৩৩৬৮২ | ০ | ৫৮১ | ১১৪.৫৫৮ | ২৫৭৭৫ | ৩২৫৫৭ | ১০০ |
| ২৩ | পটুয়াখালী | ১২৩৮ | ১৬৮৯৭৯৬৪৩ | ১৬৮৯৭৯৬৪৩ | ১৬৮৯৭৯৬৪৩ | ০ | ৩৭০ | ৪৪৮.২৮ | ১০৪৩১৫ | ৬৭২০২ | ১০০ |
| **মোট=** | | **১৬৯৯৪** | **২৩৩৭১৬৭৭৩৯** | **২৩৩০১৩৭২২৭** | **২৩৩০০২৯৫৫৭** | **১০৭৬৭০.২৭** | **১৩১৫৭** | **৩৬৩০২.৭** | **৪৭৮৬১৯৬** | **২৬৮৩০৪৫** | |
| ২৪ | চট্টগ্রাম | ১৫৬৪ | ২৩৪৯৬৮৭১০.১৪ | ২৩১৬৩২৭১০.১৪ | ২৩১৬৩২৭১০.১৪ | ০০ | ১৩৬৩ | ১৭.৯৯ | ৪৫২৭৮৩ | ২৮৮৬৮৯ | ৯৮.৫৮ |
| ২৫ | কক্সবাজার | ৩৭১ | ৮২১৭৭১১৩.০০ | ৮২১৭৭১১৩.০০ | ৮২১৭৭১১৩.০০ | ০০ | ৩২৩ | ৭০.৯২৫ | ১৩১৮২৮ | ৭০১৩৮ | ১০০ |
| ২৬ | রাঙামাটি | ৪৭৭ | ১২১৫০৬৮৩৭.১৪ | ১২১৫০৬৮৩৭.১৪ | ১২১৫০৬৮৩৭.১৪ | ০০ | ৪৭৭ | ৪৬১.০৫ | ১১১৭৫ | ১৫৭৬৭ | ১০০ |
| ২৭ | খাগড়াছড়ি | ১০৫ | ১৩৭৩৫১৯৩৯.০৯ | ১৩৭৩৫১৯৩৯.০৯ | ১৩৭৩৫১৯৩৯.০৯ | ০০ | ৯৯ | ৬৭.৭২ | ৬৮৯৯৪ | ৫১২০০ | ১০০ |
| ২৮ | বান্দরবান | ৭১ | ৬১৪১১৯২৩.৯৭ | ৬১৪১১৯২৩.৯৭ | ৬১৪১১৯২৩.৯৭ | ০০ | ৬৫ | ৬১৬.৫৩৪ | ২২২৪৮ | ২০১৫৮ | ১০০ |
| ২৯ | কুমিল্লা | ১৫৮১ | ১১৫২৩৭৯৮৯৭.৭০ | ১১৫২৩৭৯৮৯৭.৭০ | ১১৫২৩৭৯৮৯৭.৭০ | ০০ | ১৩২৮ | ১৩৭২.৭৪৮ | ৫৭২৩০৮ | ২৭১৮২১ | ১০০ |
| ৩০ | চাঁদপুর | ১২৯৫ | ৯৯৪৬৬২৮০.৮৬ | ৯৯৪৬৬২৮০.৮৬ | ৯৯৪৬৬২৮০.৮৬ | ০০ | ১০৪৪ | ২১৯.৩৬৮ | ১১৫৩৪৪ | ৬৮৫৮১ | ১০০ |
| ৩১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৯১১ | ১০৭৪২৫৬৭৩.৯৯৮ | ১০৭৪০৫৬৭৩.৯৯৮ | ১০৭৪০৫৬৭৩.৯৯৮ | ০০ | ৭৩৬ | ১১২৭.৮৪৭ | ৯৪৬০৫ | ৪৯৪২৫ | ৯৯.৫৪ |
| ৩২ | নোয়াখালী | ১১৯৬ | ১০১৬৯৬১৭৮.৮৫ | ১০১৬৯৬১৭৮.৮৫ | ১০১৬৯৬১৭৮.৮৫ | ০০ | ৮১০ | ১৮৮.৯২৯ | ২৪৬১২২ | ৮২০৩৯ | ১০০ |
| ৩৩ | লক্ষ্মীপুর | ৮৫ | ৬৭৪৪৬৯৬৭.২৭ | ৬৭৪৪৬৯৬৭.২৭ | ৬৭৪৪৬৯৬৭.২৭ | ০০ | ৮৪ | ৪২.০০ | ৫৯৬৩২ | ২৭৭১৯ | ১০০ |
| ৩৪ | ফেনী | ৩৩৫ | ৫৬২৪৬৩৬৭.০৭ | ৫৬২৪৬৩৬৭.০৭ | ৫৬২৪৬৩৬৭.০৭ | ০০ | ৩০২ | ২৪০.০৩ | ১৩৯৩২৪ | ৮০৮৯৫ | ১০০ |
| **মোট=** | | **৭৯৯১** | **২২২২০৭৭৮৮৯.০৮৮** | **২২১৮৭২১৮৮৯.০৮৮** | **২২১৮৭২১৮৮৯.০৮৮** | **০০** | **৬৬৩১** | **৪৪২৫.১৪১** | **১৯১৪৩৬৩** | **১০২৬৪৩২** | |
| ৩৫ | রাজশাহী | ২৮৫ | ১০৯৫৭২০৩২.৩৫২ | ১০৯৫৭২০৩২.৩৫২ | ১০৯৫৭২০৩২.৩৫২ | ০০ | ২৮৫ | ২৫৭.৪২৫ | ৪৯৬৭৭০ | ২৩২৫০৩ | ১০০% |
| ৩৬ | চাপাইনবাবগঞ্জ | ৯৭ | ৮৩৫৭৫১৩৬.০০ | ৮৩৫৭৫১৩৬.০০ | ৮৩৫৭৫১৩৬.০০ | ০০ | ৯৭ | ২৩৩.২১ | ১৭২০১৫ | ১৪৬৮০৮ | ১০০% |
| ৩৭ | নওগাঁ | ৯৮৪ | ১৭৪৮৯৫৯০৭.০০ | ১৭৪৮৯৫৯০৭.০০ | ১৭৪৮৯৫৯০৭.০০ | ০০ | ৩৮৬ | ১০১.৫৬৭ | ২৬৭৮০৪ | ৩৯৯৫০০ | ১০০% |
| ৩৮ | নাটোর | ৯৭৫ | ১৩৪০৮৫০১৮.১০ | ১৩৪০৮৫০১৮.১০ | ১৩৪০৮৫০১৮.১০ | ০০ | ৯৭৫ | ৮১.৬৪ | ১১৭৫৯৫ | ৮১১২০ | ১০০% |
| ৩৯ | পাবনা | ৩১৫ | ৯০২৮৮৬৯১.০৩ | ৯০২৮৮৬৯১.০৩ | ৯০২৮৮৬৯১.০৩ | ০০ | ৩১৫ | ১৪৯.৫১৮ | ৪৬০৫০৬ | ৪৫৯১৯৭ | ১০০% |
| ৪০ | বগুড়া | ৩৬৫ | ২০২২৪০৯৫০.০৮৪ | ২০২২৪০৯৫০.০৮৪ | ২০২২৪০৯৫০.০৮৪ | ০০ | ৩৬৫ | ৭৮.৭২২ | ২৪২৬১০ | ৩৪০৬১৮ | ১০০% |
| ৪১ | জয়পুরহাট | ১৬৮ | ৫০৩৭৬৪৮০.০০ | ৫০৩৭৬৪৮০.০০ | ৫০৩৭৬৪৮০.০০ | ০০ | ১৬৮ | ১৫৫.৪৮৫ | ৫৩১৯৮৪ | ১৪৪৪৩০ | ১০০% |
| ৪২ | সিরাজগঞ্জ | ৫৯১ | ১১৩৮২২৪৭৫.৪৮ | ১১৩৮২২৪৭৫.৪৮ | ১১৩৮২২৪৭৫.৪৮ | ০০ | ৫৯১ | ১৫৫.৪৮৫ | ৫৩১৯৮৪ | ১৪৪৪৩০ | ১০০% |
| **মোট=** | | **৩৭৮০** | **৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬** | **৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬** | **৯৫৮৮৫৬৬৯০.০৪৬** | **০০** | **৩১৮২** | **১২১৩.০৫২** | **২৮২১২৬৮** | **১৯৪৮৬০৬** | |
| ৪৩ | রংপুর | ১০৯৪ | ২১৩৬১৩০২৩.০০ | ২১৩৬১৩০২৩.০০ | ২১৩৬১৩০২৩.০০ | ০০ | ১০৯৪ | ৫৫.৫৩০ | ৭১৬৯৬ | ১৫৯৬১ | ১০০% |
| ৪৪ | দিনাজপুর | ১৪২৮ | ৯৩৮০৪৬৯১.৭৬ | ৯৩৮০৪৬৯১.৭৬ | ৯৩৮০৪৬৯১.৭৬ | ০০ | ৩৩৯৯ | ৩৩.৯৭ | ৫৩১৯৮৪ | ১৪৪৪৩০ | ১০০% |
| ৪৫ | ঠাকুরগাঁও | ২২৪৯ | ৫৪৬৬০৬১৮.৩৪ | ৫৪৬৬০৬১৮.৩৪ | ৫৪৬৬০৬১৮.৩৪ | ০০ | ১১৮ | ৬০.১০ | ৮৪৩০৮ | ৪১৪৭৬ | ১০০% |
| ৪৬ | পঞ্চগড় | ১০৮ | ১০২৭৭২৮৬৮.০০ | ১০২৭৭২৮৬৮.০০ | ১০২৭৭২৮৬৮.০০ | ০০ | ১০৮ | ৫৭.২৮ | ৫৭৭৯০ | ৪০১৭৯ | ১০০% |

| ক্র নং | জেলার নাম | বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দকৃত টাকা | উত্তোলিত টাকা | ব্যয়িত টাকা | অব্যয়িত টাকা | রাস্তা (কি.মি.) | | উপকারভোগীর সংখ্যা | | কাজের অগ্রগতির হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | সংখ্যা | দৈর্ঘ্য | পুরুষ | মহিলা | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৭ | লালমনিরহাট | ১০০৬ | ১১৫৪২৬৮২২.১৭ | ১১৫২৫৪৫২২.১৭ | ১১৫২৫৪৫২২.১৭ | ০০ | ১০০৬ | ১৯৬.৭০১ | ৭৫১৭৯ | ৪৪১৩০ | ৯৯.৯৫% |
| ৪৮ | গাইবান্ধা | ৪৩৯ | ১৭২৮৬৫৫৫৩.৬০ | ১৭২৮৬৫৫৫৩.৬০ | ১৭২৮৬৫৫৫৩.৬০ | ০০ | ৪৩৯ | ১৯৭.৯১২ | ১৬১৫৩৪ | ৭৫৪৩৮ | ১০০% |
| ৪৯ | কুড়িগ্রাম | ৮৪৬ | ৭২৫৯৪৬০৯.২৯২ | ৭২৫৯৪৬০৯.২৯২ | ৭২৫৯৪৬০৯.২৯২ | ০০ | ৩৯২ | ১৯৬.৭০১ | ১৮৪৪৬৪ | ৭৫৪৭০ | ১০০% |
| ৫০ | নীলফামারী | ১৫৬ | ৫৬৯৫৬৫৫৪.২৩ | ৫৬৭৮৫১৯৩.২৩ | ৫৬৭৮৫১৯৩.২৩ | ০০ | ১৫৬ | ১৯৭.৯১২ | ৩১২১২ | ১৮৩২৮ | ১০০% |
| **মোট=** | | **৭৩২৬** | **৮৮২৬৯৪৭৪০.৩৯২** | **৮৮২৩৫১০৭৯.৩৯২** | **৮৮২৩৫১০৭৯.৩৯২** | **০০** | **৬৭১২** | **৯৯৬.১০৬** | **১১৯৮১৬** | **৪৫৫৪১২** | |
| ৫১ | খুলনা | ২০৪ | ১৮৮৩২৫১২৭.৯৮ | ১৮৭৯৫৫৭২৬.৫৬ | ১৮৭৯৫৫৭২৬.৫৬ | ০০ | ১১২ | ২৩.৮৬ | ৮৩০৭৩ | ৭৪৭৭৩ | ১০০% |
| ৫২ | যশোর | ৪২৮ | ১২১৮৩২১০৬.৮৩ | ১২১৮৩২১০৬.৮৩ | ১২১৭৩২১০৬.৮৩ | ১০০০০ | ৪০২ | ১০১.৫ | ৬৮৫০০ | ৪৭৪৬ | ১০০% |
| ৫৩ | মেহেরপুর | ৩৪০ | ৩২৬৮৬৫৬৩.৯১ | ৩২৬৮৬৫৬৩.৯১ | ৩২৬৮৬৫৬৩.৯১ | ০০ | ১৮৯ | ১০২.০০০ | ৬৭৮৫০ | ৩৪০৫৩ | ১০০% |
| ৫৪ | ঝিনাইদহ | ১৮৫ | ৭৩২৮৭০৮৯.৯৮৮ | ৭৩২৮৭০৮৯.৯৮৮ | ৭৩২৮৭০৮৯.৯৮৮ | ০০ | ১৮৫ | ৯৮.৩৭১ | ১০৯৬৯৫ | ৩২০০০ | ১০০% |
| ৫৫ | মাগুরা | ৪০১ | ৯৯৫৫৩৯৮৮.৫১২ | ৯৯৫৫৩৯৮৮.৫১২ | ৯৯৫৫৩৯৮৮.৫১২ | ০০ | ৩৯৭ | ৪৫.০০০ | ১২৮৬৫০ | ৪৬১২৫ | ১০০% |
| ৫৬ | নড়াইল | ৫২০ | ৮৯১২০৮২১.১৬ | ৮৯১২০৮২১.১৬ | ৮৯১২০৮২১.১৬ | ০০ | ৩৯৬ | ৩৯৬ | ৩২৮৯৫ | ২২৩৩০ | ১০০% |
| ৫৭ | সাতক্ষীরা | ৮০৪ | ৮৫০৪১৬২৮.০৬৮ | ৮৫০৪১৬২৮.০৬৮ | ৮৫০৪১৬২৮.০৬৮ | ০০ | ৫০৫ | ১৭৬.৭০৭ | ৫৩৩৮৪ | ১২৬১৪ | ১০০% |
| ৫৮ | বাগেরহাট | ৬০৮ | ১৬৭৮২২৭৪৭.৩৪ | ১৬৭৫১৯৩৫০.৭২ | ১৬৭৫১৯৩৫০.৭২ | ০০ | ৫১৭ | ৬৬.৮২১ | ২১৮৪০১ | ১০৮৬২০ | ১০০% |
| ৫৯ | কুষ্টিয়া | ৪৩৩ | ১১০৭১৮৩৮১.৫৭ | ১১০৭১৮৩৮১.৫৭ | ১১০৭১৮৩৮১.৫৭ | ০০ | ২৩২ | ৫৮.৭৮ | ৯৬৭২৭ | ৩০২২৭ | ১০০% |
| ৬০ | চুয়াডাংগা | ১৫৪ | ৯৯৪৭৫৮২১.৩৮ | ৯৯৪৭৫৮২১.৩৮ | ৯৯৪৭৫৮২১.৩৮ | ০ | ১২৩ | ৪৪.০৩ | ৩৬৮০০ | ৪২১৭০ | ১০০% |
| **মোট=** | | **৪০৭৭** | **১০৬৭৮৬৪২৭৭** | **১০৬৭১৯১৪৭৯** | **১০৬৭০৯১৪৭৯** | **১০০০০** | **৩০৫** | **১১১৩.০৬৯** | **৮৯৫৯৭৫** | **৪০৭৬৫৮** | **১০০%** |
| ৬১ | সিলেট | ১৩০১ | ১১১১৮৫৩৫৪.১৯ | ১১০৮১৯৯১০.৮১ | ১১০৮১৯৯১০.৮১ | ০ | ১৩০১ | ১২১.৬৯১ | ১৯৬৭৩৯ | ১১৯১৭৬ | ১০০% |
| ৬২ | সুনামগঞ্জ | ৪৫৫ | ১১২৫২৫৭৩০.৫৭ | ১১২৫২৫৭৩০.৫৭ | ১১২৫২৫৭৩০.৫৭ | ০ | ৪৫৫ | ০ | ৫৮১০ | ৫৮১০ | ১০০% |
| ৬৩ | মৌলভীবাজার | ২৬৭ | ৭৬৯৫২৪২২.১৪ | ৭৬৯৫২৪২২.১৪ | ৭৬৯৫২৪২২.১৪ | ০ | ২৬৭ | ৩০৬৭.২১৪ | ৭৮৪৮৭৫ | ৩১৮২০৯ | ১০০% |
| ৬৪ | হবিগঞ্জ | ৪১৯ | ৭৪৫৩০১১২.৪১ | ৭৪৫৩০১১২.৪১ | ৭৪৫৩০১১২.৪১ | ০ | ৪১৯ | ৮৭.৪১৫২ | ৩৪৯৬৬৯ | ২০৪৯১১ | ১০০% |
| **মোট=** | | **২৪৪২** | **৩৭৫১৯৩৬২০.১১** | **৩৭৪৮২৮১৭৫.৯৩** | **৩৭৪৮২৮১৭৫.৯৩** | **০** | **২৪৪২** | **৩২৭৬.৩২০২** | **১৩৩৭.০৯৩** | **৬৪৮১০৬** | |

## বিভাগওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্পের সারাংশ শিট

| ক্র নং | জেলার নাম | জেলার সংখ্যা | বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা | | বরাদ্দকৃত টাকা | উত্তোলিত টাকা | ব্যয়িত টাকা | অব্যয়িত টাকা | উপকারভোগীর সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | স্ট্রিট সোলার | হোম সিস্টেম | | | | | পুরুষ | মহিলা |
| ১ | ঢাকা | ১৩ | ৮৮৩৪ | ১৪২০৭ | ১৪৮০৫২৭৪১১.২৭ | ৮২৩১৭৭৬৯৮.৯২ | ৮২৩১৭৭৬৯৮.৯২ | ০ | ৩২৯৮৮২৫ | ২০৯৭৮১৭ |
| ২ | ময়মনসিংহ | ৪ | ২৩৪৩ | ৯৯২৭ | ৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪ | ৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪ | ৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪ | ০ | ৫৪৬২০৯ | ২৯৯৩৬৪ |
| ৩ | বরিশাল | ৬ | ৩৮৪১ | ৮৫৬৫ | ৩৫২৩২৯৩৭৪.৬২ | ৩৬৭৭৭৩৮৭৩.৬২ | ৩৬৭৭৭৩৮৭৩.৬২ | ০ | ০ | ২৫৪৬৭৭ |
| ৪ | রাজশাহী | ৮ | ৬২২৩ | ৪৯৪৩ | ৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪ | ৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪ | ৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪ | ০ | ২৪৬১৯৫০ | ১৬৩৩৫৭৬ |
| ৫ | রংপুর | ৮ | ১১৭৪৮ | ৮৮২৬ | ৬৬২৩৭১৯৮৫.৮৩৮ | ৬৬২১৪৩৮৭১.৭৩৮ | ৬৬২১৪৩৮৭১.৭৩৮ | ০ | ১১৬৪০৬০ | ৭৬১৬৩৮ |
| ৬ | চট্টগ্রাম | ১১ | ৭৪৫৬ | ১৪৩২৩ | ৯৫৬৪৭০০৭৪.৮০ | ৯৫২৭১৭০১৫.২৪ | ৯৫২৭১৭০১৫.২৪ | ০ | ১৮০৬৭২৩ | ১০৩১২৯২ |
| ৭ | খুলনা | ১০ | ৪৪২১ | ১০০৩৬ | ১৭৬৬২৭০০০৮৪ | ১৭৬৬২৭০০০৮৪ | ১৭৬৬২৭০০০৮৪ | ০ | ৬১৩৫৪৬ | ৩৬২৮৩৭ |
| ৮ | সিলেট | ৪ | ৫৯৭০ | ৭০৬৬ | ৩১৯৪০৮৯১১.০৪ | ৩১৯৪০৮৯১১.০৪ | ৩১৯৪০৮৯১১.০৪ | ০ | ১৩৩৭০৯৩ | ৬৪৮১০৬ |
| **সর্বমোট =** | | **৬৪** | **৫০৮৩৬** | **৭৭৮৯৩** | **৬৮৬৪২৬৫৮৬৫১.৪৫২** | **৬৭৯৯৬৭৭২২৬৪.৪৪২** | **৬৭৯৯৬৭৭২২৬৪.৪৪২** | **০** | **১১২২৮৪০৬** | **৭০৮৯৩০৭** |

## জেলাওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সেলার প্রকল্পের সারাংশ শিট

| ক্র নং | জেলার নাম | বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা | | বরাদ্দকৃত টাকা | উত্তোলিত টাকা | ব্যয়িত টাকা | অব্যয়িত টাকা | উপকারভোগীর সংখ্যা | | কাজের অগ্রগতির হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | স্ট্রিট সোলার | হোম সিস্টেম | | | | | পুরুষ | মহিলা | |
| ০১ | ঢাকা | ১০৩২ | ৭১১ | ২১৩৯৮৭৭৯০.৩৯ | ১৩২৩৭৫৬১২.৭৪ | ১৩২৩৭৫৬১২.৭৪ | ০০ | ৪৯৪২৫৪ | ২৬৬৮৫৩ | ১০০ |
| ০২ | গাজীপুর | ৮৪৯ | ৩২৭ | ৭৩২৮০৮৪৫.০৭ | ৭৩২৮০৮৪৫.০৭ | ৭৩২৮০৮৪৫.০৭ | ০০ | ৭৫৫৮৮১ | ৫৭০২১৮ | ১০০ |
| ০৩ | নারায়ণগঞ্জ | ৬৯৪ | ১৮৮ | ৬৩৫৯৩৮৭২৩.৪৮ | ৬৩৫৩৮৭২৩.৪৮ | ৬৩৫৩৮৭২৩.৪৮ | ০০ | ৬২৬৪৮ | ১৬৮০৪ | ১০০ |
| ০৪ | মানিকগঞ্জ | ৪৯১ | ১২৬২ | ৪৬২২৯৫৫২ | ৪৩৪৪৬১৭৪ | ৪৩৪৪৬১৭৪ | ০০ | ২৮৯৬২ | ৩৩৪২৯ | ১০০ |
| ০৫ | টাংগাইল | ৬৪৩ | ৪২৮৩ | ৬৯৩৩৪৮৬৭.৮৮ | ৬৯৩৩৪৮৬৭.৮৮ | ৬৯৩৩৪৮৬৭.৮৮ | ০০ | ৭০৯৫১১ | ৩৮৫১৬৪ | ১০০ |
| ০৬ | কিশোরগঞ্জ | ৭৬৯ | ১৭৯৭ | ৯৬৯০২২৬২ | ৯৬৯০২২৬২ | ৯৬৯০২২৬২ | ০০ | ৪৭৮২৩০ | ৩৩৪৯৪০ | ১০০ |
| ০৭ | ফরিদপুর | ৭৭৪ | ১৬১৪ | ৭১২২৪০৫২.৮ | ৭১০৯৪৮২৭.৮ | ৭১০৯৪৮২৭.৮ | ০০ | ১০৬০৬৪ | ৮১৩৩১ | ১০০ |
| ০৮ | নরসিংদী | ৯০২ | ৩৬৮ | ২৭৪৭১০৪২.০১ | ২৭৪৭১০৪২.০১ | ২৭৪৭১০৪২.০১ | ০০ | ৩১০৯৪২ | ১৯৮২৮২ | ১০০ |
| ০৯. | মুন্সিগঞ্জ | ৪৯৬ | ২৬২ | ৫০১৮৬২৪০.৮২ | ৫০১৮৬২৪০.৮২ | ৫০১৮৬২৪০.৮২ | ০০ | ৭২১৩৯ | ১৪৮২৭ | ১০০ |
| ১০ | মাদারীপুর | ৬০৫ | ৮০০ | ৫২৩৮৬৮৩৭.০৭ | ৫১৯৬১৯০৫.৩৭ | ৫১৯৬১৯০৫.৩৭ | ০০ | ৫১১৩৯ | ৪৪৩২৮ | ১০০ |
| ১১ | শরিয়তপুর | ৫০৩ | ১৪৬৮ | ৫৮২০৪৬১৮ | ৫৮২০৪৬১৮ | ৫৮২০৪৬১৮ | ০০ | ১২৮৪৮৮ | ৯৫৭৭৫ | ১০০ |
| ১২ | রাজবাড়ী | ৪৮৭ | ৪৬৪ | ৫৬৪৭১৮০৮ | ৫৬৪৭১৮০৮ | ৫৬৪৭১৮০৮ | ০০ | ৫৮৪১৫ | ২৪৫৭৮ | ১০০ |
| ১৩ | গোপালগঞ্জ | ৫৮৯ | ৬৬৩ | ২৮৯০৮৭৭১.৭৫ | ২৮৯০৮৭৭১.৭৫ | ২৮৯০৮৭৭১.৭৫ | ০০ | ৪২১৫২ | ৩১২৮৮ | ১০০ |
| **মোট** | | **৮৮৩৪** | **১৪২০৭** | **১৪৮০৫২৭৪১১.২৭** | **৮২৩১৭৭৬৯৮.৯২** | **৮২৩১৭৭৬৯৮.৯২** | **০০** | **৩২৯৮৮২৫** | **২০৯৭৮১৭** | |
| ১৪ | ময়মনসিংহ | ৭৬৮ | ৬৫৪৭ | ১৬৯২৯৭৭৮৯ | ১৬৯২৯৭৭৮৯ | ১৬৯২৯৭৭৮৯ | ০০ | ১৬১০১৮ | ৭২১৮৪ | ১০০ |
| ১৫ | নেত্রকোনা | ১৫২ | ৬২৬ | ১১৩৯৮৮১২১ | ১১৩৯৮৮১২১ | ১১৩৯৮৮১২১ | ০০ | ১৪২৭১৯ | ৮৯৯৯৩ | ১০০ |
| ১৬ | জামালপুর | ১১২৫ | ৯১৪ | ৮৬৮৪৯২৩৮.৯৪ | ৮৬৮৪৯২৩৮.৯৪ | ৮৬৮৪৯২৩৮.৯৪ | ০০ | ২১০৬৭১ | ১১১২৯২ | ১০০ |
| ১৭ | শেরপুর | ২৯৮ | ১৮৪০ | ৫১৮২৭৯৯০ | ৫১৮২৭৯৯০ | ৫১৮২৭৯৯০ | ০০ | ৩১৮০১ | ২৫৮৯৫ | ১০০ |
| **মোট** | | **২৩৪৩** | **৯৯২৭** | **৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪** | **৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪** | **৪২১৯৬৩১৩৮.৯৪** | **০০** | **৫৪৬২০৯** | **২৯৯৩৬৪** | |
| ১৮ | বরিশাল | ৮৫০ | ২৮৩৫ | ১০৯০৩৭০৫৮ | ১০৯০৩৭০৫৮ | ১০৯০৩৭০৫৮ | ০০ | ১৩৬৭২৩ | ৭৮৫৬৭ | ১০০ |
| ১৯ | পিরোজপুর | ৫৮০ | ১৮৭৮ | ৫৮৪৮৯২২৪.৬২ | ৫৮৪৮৯২২৪.৬২ | ৫৮৪৮৯২২৪.৬২ | ০০ | ৫০৪৭০ | ৪১১৮০ | ১০০ |
| ২০ | ঝালকাঠি | ৪৯৬ | ২৮১ | ১৮৭১৪৩৩৭ | ৩৪১৫৮৮৩৬ | ৩৪১৫৮৮৩৬ | ০০ | ৫০২০৬ | ১৯৪৬২ | ১০০ |
| ২১ | ভোলা | ৪৫৯ | ৭২৫ | ৭৩৯৭২৪৪৯ | ৭৩৯৭২৪৪৯ | ৭৩৯৭২৪৪৯ | ০০ | ৪২৮১৭ | ৩২৬৫৪ | ১০০ |
| ২২ | বরগুনা | ৮৮৫ | ৭৩৮ | ১৫১৮৬১৪০ | ১৫১৮৬১৪০ | ১৫১৮৬১৪০ | ০০ | ৪১৫৭৭১ | ২৩২৬৮ | ১০০ |
| ২৩ | পটুয়াখালী | ৫৭১ | ২১০৮ | ৭৬৯৩০১৬৬ | ৭৬৯৩০১৬৬ | ৭৬৯৩০১৬৬ | ০০ | ৯৮৯৫৪ | ৫৯৫৪৬ | ১০০ |
| **মোট** | | **৩৮৪১** | **৮৫৬৫** | **৩৫২৩২৯৩৭৪.৬২** | **৩৬৭৭৭৩৮৭৩.৬২** | **৩৬৭৭৭৩৮৭৩.৬২** | **০** | **০০** | **২৫৪৬৭৭** | |
| ২৪ | রাজশহী | ৪১৪ | ১৮৯ | ৪৬২৬৭৫৮৩৬৫২.০৪৮ | ৪৬২৬৭৫৮৩৬৫২.০৪৮ | ৪৬২৬৭৫৮৩৬৫২.০৪৮ | ০০ | ৪৯৬৭৭০ | ২৩২৫০৩ | ১০০ |
| ২৫ | চাপাইনবাবগঞ্জ | ৫৮৮ | ৮৭ | ৫১৭০০৪৯১.৪৮ | ৫১৭০০৪৯১.৪৮ | ৫১৭০০৪৯১.৪৮ | ০০ | ১৭২০১৫ | ১৪৬৮০৮ | ১০০ |
| ২৬ | নাটোর | ২৯৬ | ১৯১ | ৬৬৮২১০৬৪.৯৩ | ৬৬৮২১০৬৪.৯৩ | ৬৬৮২১০৬৪.৯৩ | ০০ | ১১৭৫৯৫ | ৮১১২০ | ১০০ |
| ২৭ | নওগাঁ | ৬১০ | ৭৩৭ | ৮৫৮৬৫৯৯৭.০০ | ৮৫৮৬৫৯৯৭.০০ | ৮৫৮৬৫৯৯৭.০০ | ০০ | ৪০৩০৪০ | ১৯৩৬৬১ | ১০০ |
| ২৮ | জয়পুরহাট | ২৬৪ | ৪২৯ | ৩৫২০৬৪৬৫.০০৬ | ৩৫২০৬৪৬৫.০০৬ | ৩৫২০৬৪৬৫.০০৬ | ০০ | ৩৭৪৩০ | ৩৫২৩৯ | ১০০ |
| ২৯ | বগুড়া | ২১৪৭ | ৪৪৬ | ১০০৩৯৩৪৮২.৮ | ১০০৩৯৩৪৮২.৮ | ১০০৩৯৩৪৮২.৮ | ০০ | ২৪২৬১০ | ৩৪০৬১৮ | ১০০ |
| ৩০ | পাবনা | ১১৪৫ | ৮৪৪ | ৮৩৬১৯২১৩.৫৬ | ৮৩৬১৯২১৩.৫৬ | ৮৩৬১৯২১৩.৫৬ | ০০ | ৪৬০৫০৬ | ৪৫৯১৯৭ | ১০০ |
| ৩১ | সিরাজগঞ্জ | ৭৫৯ | ২০২০ | ৯৫৬৯৭৩০৪.১২ | ৯৫৬৯৭৩০৪.১২ | ৯৫৬৯৭৩০৪.১২ | ০০ | ৫৩১৯৮৪ | ১৪৪৪৩০ | ১০০ |
| **মোট** | | **৬২২৩** | **৪৯৪৩** | **৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪** | **৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪** | **৪৬৭৮৬৮৮৭৬৭০.৯৪৪** | **০০** | **২৪৬১৯৫০** | **১৬৩৩৫৭৬** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | রংপুর | ২৫৩৯ | ৮৪৩ | ৯৩৭৬৯৬৫৭.০০ | ৯৩৭৬৯৬৫৭.০০ | ৯৩৭৬৯৬৫৭.০০ | ০০ | ৩১৬৯৬ | ১৫৯৬২ | ১০০ |
| ৩৩ | দিনাজপুর | ৭৫৯ | ২০২০ | ২১০৩৪৪১০১.২৭৬ | ২১০৩৪৪১০১.২৭৬ | ২১০৩৪৪১০১.২৭৬ | ০০ | ৫৩১৯৮৪ | ১৪৪৪৩০ | ১০০ |
| ৩৪ | ঠাকুরগাঁও | ১৫১৪ | ৭৩৫ | ৪৭৬১০৮৪৯.৪৪ | ৪৭৬১০৮৪৯.৪৪ | ৪৭৬১০৮৪৯.৪৪ | ০০ | ৮৪৩০৮ | ৪১৪৭৬ | ১০০ |
| ৩৫ | লালমনিরহাট | ১৭৯ | ৩৭১১ | ৬২২৯৮০৮১.৯৪ | ৬২০৭৭২৫৫.১৯ | ৬২০৭৭২৫৫.১৯ | ০০ | ৭৫১৭৯ | ৪৪১৩০ | ১০০ |
| ৩৬ | গাইবান্ধা | ২৯৮ | ৫৮৭ | ৪০০১৭১৫৬.৭৪ | ৪০০০৯৮৬৯.৩৯ | ৪০০০৯৮৬৯.৩৯ | ০০ | ৯৬০৭১ | ৩২১৯১০ | ১০০ |
| ৩৭ | পঞ্চগড় | ৯৯৬ | ৩২৫ | ৫৩২৮৮৩৫৩.২৭ | ৫৩২৮৮৩৫৩.২৭ | ৫৩২৮৮৩৫৩.২৭ | ০০ | ৭৫১৭৯ | ৪৪১৩০ | ১০০ |
| ৩৮ | নীলফামারী | ৮৪৬ | ৩৯২ | ৭২৫৯৪৬০৯.২৯২ | ৭২৫৯৪৬০৯.২৯২ | ৭২৫৯৪৬০৯.২৯২ | ০০ | ৮৫১৭৯ | ৭৪১৩০ | ১০০ |
| ৩৯ | কুড়িগ্রাম | ৪৬১৭ | ২১৩ | ৮২৪৪৯১৭৬.৮৮ | ৮২৪৪৯১৭৬.৮৮ | ৮২৪৪৯১৭৬.৮৮ | ০০ | ১৮৪৪৬৪ | ৭৫৪৭০ | ১০০ |
| **মোট** | | **১১৭৪৮** | **৮৮২৬** | **৬৬২৩৭১৯৮৫.৮৩৮** | **৬৬২১৪৩৮৭১.৭৩৮** | **৬৬২১৪৩৮৭১.৭৩৮** | **০০** | **১১৬৪০৬০** | **৭৬১৬৩৮** | |
| ৪০ | চট্টগ্রাম | ১৩৯৬ | ১৩১৭ | ২০৩৩২২৬১২.০৭ | ২০০৩৩৪৩৯৭.০৭ | ২০০৩৩৪৩৯৭.০৭ | ০০ | ৪৩২৪৩৮ | ২৯৪৭৮১ | ৯৮ |
| ৪১ | কক্সবাজার | ৬৪৫ | ১১৮৪ | ৬৯৩৫৯১০৬ | ৬৯৩৫৯১০৬ | ৬৯৩৫৯১০৬ | ০০ | ১২৬৮২৭ | ৬৬২৩১ | ১০০ |
| ৪২ | রাঙামাটি | ৬৫ | ৩৬৮ | ৪২২৮৫৪৮৬.৩২ | ৪২২৮৫৪৮৬.৩২ | ৪২২৮৫৪৮৬.৩২ | ০০ | ৮০৮৩ | ১০০১৪ | ১০০ |
| ৪৩ | খাগড়াছড়ি | ১৩৯ | ১৬৪৬ | ৩৬৫১৫৭৭০.৩ | ৩৬৫১৫৭৭০.৩ | ৩৬৫১৫৭৭০.৩ | ০০ | ৬০২১৫ | ৫০৭৬১ | ১০০ |
| ৪৪ | বান্দরবান | ১২৭ | ১৭৭৮ | ৩৯৮১৬৪৮৩.১৪ | ৩৯৮১৬৪৮৩.১৪ | ৩৯৮১৬৪৮৩.১৪ | ০০ | ২২৬০৮ | ২১৪৯৩ | ১০০ |
| ৪৫ | কুমিল্লা | ১৮২৫ | ১১৮৪ | ১৯২১১৭৯৭৯.১১ | ১৯২০৯২৬২১.৬০ | ১৯২০৯২৬২১.৬০ | ০০ | ৫০৯৫৩৪ | ২৭৭৫৬৫ | ১০০ |
| ৪৬ | চাঁদপুর | ৬২৯ | ৩৩৭ | ৮৫৭১৪৮০৯.৫৮ | ৮৫৭১৪৮০৯.৫৮ | ৮৫৭১৪৮০৯.৫৮ | ০০ | ১০৮৭০১ | ৬৫৫৯৮ | ১০০ |
| ৪৭ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৬৯৫ | ২০০৩ | ৯২৫২৮৫৯০.৬৯০ | ৯২৫০৭৯০৭.১৪৪ | ৯২৫০৭৯০৭.১৪৪ | ০০ | ৬৪২৪৩ | ৫৬৭৪৬ | ৯৯.৯৭ |
| ৪৮ | নোয়াখালী | ৪৪০ | ১২২৭ | ৮৭৫৩৮২২৯.৬৬ | ৮৭৫৩৮২২৯.৬৬ | ৮৭৫৩৮২২৯.৬৬ | ০০ | ২৪৪৭০৭ | ৮১৯৬৬ | ১০০ |
| ৪৯ | লক্ষ্মীপুর | ৯৫৯ | ২৯৮১ | ৫৮৬০৯৮৯৬.১৬ | ৫৭৮৯১০৯২.৬৬ | ৫৭৮৯১০৯২.৬৬ | ০০ | ৬২৪৭৮ | ২৮০২৪ | ৯২ |
| ৫০ | ফেনী | ৫৩৬ | ২৯৮ | ৪৮৬৬১১১১.৭৭ | ৪৮৬৬১১১১.৭৭ | ৪৮৬৬১১১১.৭৭ | ০০ | ১৬৬৮৮৯ | ৭৮১১৩ | ১০০ |
| **মোট** | | **৭৪৫৬** | **১৪৩২৩** | **৯৫৬৪৭০০৭৪.৮০** | **৯৫২৭১৭০১৫.২৪** | **৯৫২৭১৭০১৫.২৪** | **০০** | **১৮০৬৭২৩** | **১০৩১২৯২** | |
| ৫১ | খুলনা | ৮৬২ | ২৪৪১ | ৯৫৯৪৭১১১.৮৯ | ৯৫৮১৯১১১.৮৯ | ৯৫৮১৯১১১.৮৯ | ০০ | ৫৭৯০৩ | ৫৬৪৩৩ | ৯৯.৯১ |
| ৫২ | যশোর | ৩৮৯ | ৪৪৫ | ৯১৮৯৪৯৭০.১৫ | ৯১৮৯৪৯৭০.১৫ | ৯১৮৯৪৯৭০.১৫ | ০০ | ৫৫৯৫০ | ৩৫৫০ | ১০০ |
| ৫৩ | মেহেরপুর | ৩৬০ | ২৬৬ | ২৭৯৮১৩০৩.৫৪ | ২৭৯৮১৩০৩.৫৪ | ২৭৯৮১৩০৩.৫৪ | ০০ | ৬০৪৮০ | ৩৪৭১১ | ১০০ |
| ৫৪ | ঝিনাইদহ | ৩৭৫ | ৮৫৩ | ৬৩১১১৮৬৪.২৬৪ | ৬৩১১১৮৬৪.২৬৪ | ৬৩১১১৮৬৪.২৬৪ | ০০ | ১১৭৫০ | ৩২০০০ | ১০০ |
| ৫৫ | মাগুরা | ৪৫৭ | ১১৭৪ | ৪০২৪৮১০৩.৫৮২ | ৪০২৪৮১০৩.৫৮২ | ৪০২৪৮১০৩.৫৮২ | ০০ | ৩৫৩৮১ | ১৬১২৬ | ১০০ |
| ৫৬ | নড়াইল | ১৭৮ | ৩১৭ | ২৯০২০৪০৭.৫৪ | ২৯০২০৪০৭.৫৪ | ২৯০২০৪০৭.৫৪ | ০০ | ৩০৮১০ | ২৫৪৯০ | ১০০ |
| ৫৭ | সাতক্ষীরা | ৬১২ | ২২৬৩ | ১৭১৪৮১০৬৩৬০.৪ | ১৭১৪৮১০৬৩৬০.৪ | ১৭১৪৮১০৬৩৬০.৪ | ০০ | ৩৬৬৯৫ | ২৩৬১৭ | ১০০ |
| ৫৮ | বাগেরহাট | ৭৪১ | ১৩৬৩ | ৭৬২৪৩০০৫.৩৭ | ৭৬০২৪৫৯০.৬৯ | ৭৬০২৪৫৯০.৬৯ | ০০ | ১৯৫৬৩৮ | ৮৭৫৭২ | ১০০ |
| ৫৯ | কুষ্টিয়া | ৪৪৩ | ৭৮৭ | ৫৪৭৯৯৬৪৫.২৩ | ৫৪৭৯৯৬৪৫.২৩ | ৫৪৭৯৯৬৪৫.২৩ | ০০ | ৯৪৯৫৩ | ৬৩২৯৭ | ১০০ |
| ৬০ | চুয়াডাংগা | ৫৮০ | ১২৭ | ৩৫৩৪৭৩১২.৩২ | ৩৫৩৪৭৩১২.৩২ | ৩৫৩৪৭৩১২.৩২ | ০০ | ৩৩৯৮৬ | ২০০৪১ | ১০০ |
| **মোট** | | **৪৪২১** | **১০০৩৬** | **১৭৬৬২৭০০০৮৪** | **১৭৬৬২৭০০০৮৪** | **১৭৬৬২৭০০০৮৪** | **০০** | **৬১৩৫৪৬** | **৩৬২৮৩৭** | |
| ৬১ | সিলেট | ৯১১ | ৩২০৩ | ৯৫৮০৫২২৫.৮১ | ৯৫৮০৫২২৫.৮১ | ৯৫৮০৫২২৫.৮১ | ০০ | ১৯৬৭৩৯ | ১১৯১৭৬ | ৯৯.৩২ |
| ৬২ | সুনামগঞ্জ | ৬১৪ | ২৪১৯ | ৯২৮৬৯৪৭২.৬৫ | ৯২৮৬৯৪৭২.৬৫ | ৯২৮৬৯৪৭২.৬৫ | ০০ | ৫৮১০ | ৫৮১০ | ১০০ |
| ৬৩ | মৌলভীবাজার | ৩৭৫৬ | ৪৯২ | ৬৬২৮৭৭৫২.৯৯ | ৬৬২৮৭৭৫২.৯৯ | ৬৬২৮৭৭৫২.৯৯ | ০০ | ৭৮৪৮৭৫ | ৩১৮২০৯ | ১০০ |
| ৬৪ | হবিগঞ্জ | ৬৮৯ | ৯৫২ | ৬৪৪৪৬৪৫৯.৬৩ | ৬৪৪৪৬৪৫৯.৬৩ | ৬৪৪৪৬৪৫৯.৬৩ | ০০ | ৩৪৯৬৬৯ | ২০৪৯১১ | ১০০ |
| **মোট** | | **৫৯৭০** | **৭০৬৬** | **৩১৯৪০৮৯১১.০৪** | **৩১৯৪০৮৯১১.০৪** | **৩১৯৪০৮৯১১.০৪** | **০০** | **১৩৩৭০৯৩** | **৬৪৮১০৬** | |

# টিআর ও কাবিটা কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

| ক্র: নং | বিভাগ | জেলার নাম | খাত (টিআর/কাবিখা) | বরাদ্দের পরিমাণ | বাসগৃহের সংখ্যা | | বাসগৃহের সংখ্যা | নির্মিত বাসগৃহের সংখ্যা | উপকারভোগীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | সাধারণ | বিশেষ | | | |
| ১ | ঢাকা বিভাগ | নরসিংদী | কাবিটা/টিআর | ৫০০৭৬৬২০ | ১৬৪ | ৩ | ১৬৭ | ১৬৪ | ৮২০ |
| ২ | | গাজীপুর | কাবিটা | ৩৫৯৮৩২০০ | ১২০ | ০ | ১২০ | ১২০ | ৬০০ |
| ৩ | | শরীয়তপুর | কাবিটা/টিআর | ১৫৮৩২৬০৮০ | ২৫৮ | ২৭০ | ৫২৮ | ৩৪৬ | ১২৯০ |
| ৪ | | নারায়ণগঞ্জ | কাবিটা/টিআর | ৩৮৯৮১৮০০ | ১২০ | ১০ | ১৩০ | ১২৯ | ৬০০ |
| ৫ | | টাঙ্গাইল | কাবিটা | ১০৬১৫০৪৪০ | ৩৫৪ | | ৩৫৪ | ৩১৫ | ১৭৭০ |
| ৬ | | কিশোরগঞ্জ | কাবিটা/টিআর | ১৫৬২২৭০৬০ | ৫১৬ | ৫ | ৫২১ | ৫০৫ | ২৫৮০ |
| ৭ | | মানিকগঞ্জ | কাবিটা | ৮৭২৫৯২৬০ | ২৯১ | ০ | ২৯১ | ২৮৯ | ১৪৫৫ |
| ৮ | | ঢাকা | কাবিটা | ৫৫৭৭৩৯৬০ | ১৮৬ | ০ | ১৮৬ | ১৫৪ | ৯৩০ |
| ৯ | | মুন্সিগঞ্জ | কাবিটা | ৪৩১৭৯৮৪০ | ১৪৪ | ০ | ১৪৪ | ১৪৪ | ১৪৫৫ |
| ১০ | | রাজবাড়ী | কাবিটা | ৭৯১৬৩০৪০ | ২৬৪ | ০ | ২৬৪ | ২৬৪ | ১৩২০ |
| ১১ | | মাদারীপুর | কাবিটা/টিআর | ৬৯৫৬৭৫২০ | ১৩২ | ১০০ | ২৩২ | ১২৫ | ৬৬০ |
| ১২ | | গোপালগঞ্জ | কাবিটা | ১০৩১৫১৮৪০ | ৩৪৪ | | ৩৪৪ | ৩৪২ | ১৭২০ |
| ১৩ | | ফরিদপুর | কাবিটা/টিআর | ১০০৪৫৩১০০ | ২৩৫ | ১০০ | ৩৩৫ | ২৩৫ | ১১৭৫ |
| | | | | | **৩১২৮** | **৪৮৮** | **৩৬১৬** | **৩১৩২** | **১৬৩৭৫** |
| ১৪ | ময়মনসিংহ বিভাগ | শেরপুর | টিআর | ৯৭১৫৪৬৪০ | ৩২৪ | ০ | ৩২৪ | ৩২৪ | ১৬২০ |
| ১৫ | | ময়মনসিংহ | টিআর | ১০১৬৫২৫৪০ | ২৬৯ | ৭০ | ৩৩৯ | ২৮৯ | ১৩৪৫ |
| ১৬ | | জামালপুর | টিআর | ১২৫৩৪১৪৮০ | ৪১৮ | ০ | ৪১৮ | ৪১৮ | ২০৯০ |
| ১৭ | | নেত্রকোণা | টিআর | ১০২৫৫২১২০ | ৩৪২ | ০ | ৩৪২ | ৩৪২ | ১৭১০ |
| | | | | **৪২৬৭০০৭৮০** | **১৩৫৩** | **৭০** | **১৪২৩** | **১৩৭৩** | **৬৭৬৫** |
| ১৮ | চট্টগ্রাম বিভাগ | কুমিল্লা | টিআর | ৯৫৯৫৫২০০ | ৩২০ | ০ | ৩২০ | ৩২০ | ১৬০০ |
| ১৯ | | ফেনী | কাবিটা | ৪৩১৭৯৮৪০ | ১৪৪ | ০ | ১৪৪ | ১৪৪ | ৭২০ |
| ২০ | | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | টিআর | ৬৫৯৬৯২০০ | ২১০ | ১০ | ২২০ | ২২০ | ১০৫০ |
| ২১ | | রাঙ্গামাটি | টিআর | ৭৩৭৬৫৫৬০ | ২৪৬ | ০ | ২৪৬ | ২৪৬ | ১২৩০ |
| ২২ | | নোয়াখালী | কাবিটা | ৯৫৩৫৫৪৮০ | ৩১৮ | ০ | ৩১৮ | ৩১৮ | ১৫৯০ |
| ২৩ | | চাঁদপুর | কাবিটা | ১১৭২৪৫২৬০ | ৩৯১ | ০ | ৩৯১ | ৩৯১ | ১৯৫৫ |
| ২৪ | | লক্ষ্মীপুর | কাবিটা | ৭৪৯৬৫০০০ | ২৫০ | ০ | ২৫০ | ২৫০ | ১২৫০ |
| ২৫ | | চট্টগ্রাম | কাবিটা | ৯৩৫৫৬৩২০ | ৩১২ | ০ | ৩১২ | ২৮৮ | ১৫৬০ |
| ২৬ | | কক্সবাজার | টিআর | ৬৬৫৬৮৯২০ | ২২২ | ০ | ২২২ | ২২২ | ১১১০ |
| ২৭ | | খাগড়াছড়ি | টিআর | ৯৬২৫৫০৬০ | ৩২১ | ০ | ৩২১ | ৩২১ | ১৬০৫ |
| ২৮ | | বান্দরবান | টিআর | ১৫২৯২৮৬০ | ৫১ | ০ | ৫১ | ৫১ | ২২৫ |
| | | | | **৮৩৮১০৮৭০০** | **২৭৮৫** | **১০** | **২৭৯৫** | **২৭৭১** | **১৩৮৯৫** |
| ২৯ | রাজশাহী বিভাগ | সিরাজগঞ্জ | কাবিটা/টিআর | ১০০১৫৩২৪০ | ৩২৪ | ১০ | ৩৩৪ | ৩৩৪ | ১৬২০ |
| ৩০ | | পাবনা | টিআর | ৮০৯৬২২০০ | ২৭০ | ০ | ২৭০ | ২৭০ | ১৩৫০ |
| ৩১ | | বগুড়া | টিআর | ৮৬৬৫৯৫৪০ | ২৮৮ | ১ | ২৮৯ | ২৮৯ | ১৪৪০ |
| ৩২ | | রাজশাহী | টিআর | ৫৩০৭৫২২০ | ১৫৭ | ২০ | ১৭৭ | ১৭৭ | ৭৮৫ |
| ৩৩ | | নাটোর | টিআর | ৫৬৬৭৩৫৪০ | ১৮৯ | ০ | ১৮৯ | ১৮৯ | ৯৪৫ |
| ৩৪ | | জয়পুরহাট | টিআর | ৫০৩৭৬৪৮০ | ১৬৮ | ০ | ১৬৮ | ১৬৮ | ৮৪০ |
| ৩৫ | | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | টিআর | ৫৯৯৭২০০০ | ১৮০ | ২০ | ২০০ | ২০০ | ৯০০ |
| ৩৬ | | নওগাঁ | টিআর | ৭৫৮৬৪৫৮০ | ২৫৩ | ০ | ২৫৩ | ২৫৩ | ১২২৫ |
| | | | | **৫৬৩৭৬৮০০** | **১৮২৯** | **৫১** | **১৮৮০** | **১৮৮০** | **৯১০৫** |

| ক্রঃ নং | বিভাগ | জেলার নাম | খাত (টিআর/কাবিখা) | বরাদ্দের পরিমাণ | বাসগৃহের সংখ্যা | | বাসগৃহের সংখ্যা | নির্মিত বাসগৃহের সংখ্যা | উপকারভোগীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | সাধারণ | বিশেষ | | | |
| ৩৭ | রংপুর বিভাগ | পঞ্চগড় | টিআর | ৬১৭৭১১৬০ | ২০৬ | ০ | ২০৬ | ২০৬ | ৩০১০ |
| ৩৮ | | দিনাজপুর | টিআর | ১৫২০২৯০২০ | ৫০৭ | ০ | ৫০৭ | ৫০৭ | ২৫২৩ |
| ৩৯ | | লালমনিরহাট | টিআর | ৯৮৯৫৩৮০০ | ৩৩০ | ০ | ৩৩০ | ৩৩০ | ১৬৫০ |
| ৪০ | | নীলফামারী | টিআর | ৭৬৪৬৪৩০০ | ২৫৫ | ০ | ২৫৫ | ২৫৫ | ১২৭৫ |
| ৪১ | | গাইবান্ধা | টিআর | ১২৫৯৪১২০০ | ৪২০ | ০ | ৪২০ | ৪২০ | ২১০০ |
| ৪২ | | ঠাকুরগাঁও | টিআর | ৫৫১৭৪২৪০ | ১৮৪ | ০ | ১৮৪ | ১৮৪ | ৯২০ |
| ৪৩ | | রংপুর | টিআর | ১০৩৪৫১৭০০ | ৩৪৫ | ০ | ৩৪৫ | ২৯২ | ১৭২৫ |
| ৪৪ | | কুড়িগ্রাম | টিআর | ২১৬১৯৯০৬০ | ৬২১ | ১০০ | ৭২১ | ৫৮২ | ৩১০৫ |
| | | | | **৮৮৯৯৮৪৪৮০** | **২৮৬৮** | **১০০** | **২৯৬৮** | **২৭৭৬** | **১৬৩০৮** |
| ৪৫ | খুলনা বিভাগ | যশোর | টিআর | ৬৩৫৭০৩২০ | ২১২ | ০ | ২১২ | ২১২ | ১০৬০ |
| ৪৬ | | সাতক্ষীরা | টিআর | ৫০৯৭৬২০০ | ১৭০ | ০ | ১৭০ | ১৭০ | ১২২৫ |
| ৪৭ | | মেহেরপুর | টিআর | ৭৪০৬৫৪২০ | ২৪৭ | ০ | ২৪৭ | ২৪৭ | ১২৩৫ |
| ৪৮ | | নড়াইল | টিআর | ৫৪২৭৪৬৬০ | ১৩১ | ৫০ | ১৮১ | ১৮১ | ৬৫৫ |
| ৪৯ | | চুয়াডাঙ্গা | টিআর | ৫৮৭৭২৫৬০ | ১৯৬ | ০ | ১৯৬ | ১৯৬ | ৯৮০ |
| ৫০ | | কুষ্টিয়া | টিআর | ৫০৬৭৬৩৪০ | ১৬৪ | ৫ | ১৬৯ | ১৬৯ | ৮২০ |
| ৫১ | | মাগুরা | টিআর | ৫৬৬৭৩৫৪০ | ১৭৯ | ১০ | ১৮৯ | ১৮৯ | ৮৯৫ |
| ৫২ | | খুলনা | টিআর | ৭৫২৬৪৮৬০ | ২৫১ | ০ | ২৫১ | ২৫১ | ১২২৫ |
| ৫৩ | | বাগেরহাট | টিআর | ৮০০৬২৬২০ | ২৪৫ | ২২ | ২৬৭ | ২৬৭ | ১২২৫ |
| ৫৪ | | ঝিনাইদহ | টিআর | ৬২৯৭০৬০০ | ২১০ | ০ | ২১০ | ২০৫ | ১০৫০ |
| | | | | **৬২৭৩০৭১২০** | **২০০৫** | **৮৭** | **২০৯২** | **২০৮৭** | **১০৩৭০** |
| ৫৫ | বরিশাল বিভাগ | ঝালকাঠি | টিআর | ৫০৯৭৬৩৪০ | ১৬৯ | ১ | ১৭০ | ১৭০ | ৮৪৫ |
| ৫৬ | | পটুয়াখালী | টিআর | ৮৭২৫৯২৬০ | ২৯১ | ০ | ২৯১ | ২৯১ | ১৪৫৫ |
| ৫৭ | | পিরোজপুর | টিআর | ৮২১৬১৬৪০ | ২৫৪ | ২০ | ২৭৪ | ২৭৪ | ১২৭০ |
| ৫৮ | | বরিশাল | টিআর | ৬৪৭৬৯৭৬০ | ২১৬ | | ২১৬ | ২১৬ | ১০৮০ |
| ৫৯ | | ভোলা | টিআর | ৫৪৫৭৪৫২০ | ১৬২ | ২০ | ১৮২ | ১৮২ | ৮১০ |
| ৬০ | | বরগুনা | টিআর | ৬১৪৭১৩০০ | ২০৫ | ০ | ২০৫ | ২০৫ | ১০২৫ |
| | | | | **৪০১২১২৮২০** | **১২৯৭** | **৪১** | **১৩৩৮** | **১৩৩৮** | **৬৪৮৫** |
| ৬১ | সিলেট বিভাগ | সিলেট | টিআর | ৬১১৭১৪৪০ | ২০৪ | ০ | ২০৪ | ২০৪ | ১০২০ |
| ৬২ | | মৌলভীবাজার | | ৪৮৮৭৭১৮০ | ১৬২ | ১ | ১৬৩ | ১৬৩ | ১৫৯০ |
| ৬৩ | | হবিগঞ্জ | টিআর | ৫৯৩৭২২৮০ | ১৯৮ | ০ | ১৯৮ | ১৯৮ | ৯৯০ |
| ৬৪ | | সুনামগঞ্জ | টিআর | ৯৮৩৫৪০৮০ | ৩১৮ | ১০ | ৩২৮ | ৩১৩ | ১৫৯০ |
| | | | **মোট-** | **২৬৭৭৭৪৯৮০** | **৮৮২** | **১১** | **৮৯৩** | **৮৭৮** | **৫১৯০** |
| | | | **সর্বমোট** | **৫০৯৯১১৯৪৪০** | **১৬১৪৭** | **৮৫৮** | **১৭০০৫** | **১৬২৩৫** | **৮৪৪৯৩** |

দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় নির্মিত দুর্যোগ সহনশীল বাসগৃহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম এনডিসি সহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা।

# মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ

## ৭.০ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সেচ উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, পুকুর খনন/পুনর্খননের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান এবং শিক্ষা, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাও এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি সামনে রেখে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা, বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা হলে তা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া, বরাদ্দকৃত সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা, তা পরিবীক্ষণ করা এবং কর্মসূচির গুণগতমান নিরূপণ করা, কর্মসূচির সাফল্য, ব্যর্থতা এবং ভবিষ্যতে অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা তুলে ধরাই মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের মূল উদ্দেশ্য।

## ৭.১ প্রাক-জরিপ যাচাই

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রণীত ও জারিকৃত গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প ছক প্রণয়নপূর্বক প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারণপূর্বক তা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ করে থাকেন। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় প্রকল্পসমূহ সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করে থাকে এবং জেলা কর্ণধার কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর প্রকল্পভিত্তিক জেলা কার্যালয় হতে বরাদ্দপত্র জারি করা হয়। প্রকল্প প্রণয়ন কালে উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের প্রাক-জরিপ গ্রহণ করা হয়। গৃহীত প্রাক-জরিপে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রকল্প সঠিকভাবে গ্রহণ বা প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, বাস্তবায়নের পূর্ব অবস্থা, পার্শ্ব ভরাট এবং গর্ত ভরাট ইত্যাদি কী পরিমাণ প্রয়োজন তা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের প্রাক-জরিপ সঠিকতা এবং প্রকল্প প্রণয়ন যথাযথভাবে হয়েছে কিনা ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য অধিদপ্তরের মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ হতে প্রাক-জরিপ যাচাইয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

## ৭.২ পরিবীক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে কাজ চলাকালীন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বাস্তবায়নের মান যাচাই করা, পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা প্রকল্প পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অপরিহার্য। প্রকল্পের কাজ চলাকালে পরিবীক্ষণকালীন পরিলক্ষিত ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিত করে তা সমাধান কালে পরিপত্র মোতাবেক সহায়তা প্রদান এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাস্তবায়নের মান ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তা নি:সন্দেহে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এজন্য অত্র অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

## ৭.৩ কর্মোত্তর জরিপ যাচাই

কর্মসূচির পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা, বরাদ্দকৃত সম্পদ দ্বারা মাটির কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য কর্মোত্তর জরিপ করা হয়ে থাকে। প্রথমত প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্মোত্তর জরিপ গ্রহণক্রমে ব্যয়িত খাদ্যশস্য সমন্বয় করেন, অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্মোত্তর জরিপে যে পরিমাণ মাটির কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের হিসাব পান ঠিক সে পরিমাণ খাদ্যশস্যই প্রকল্পের অনুকূলে সর্বশেষ কিস্তিতে ছাড় করেন। কাজেই ১০০% সম্পাদিত প্রকল্পের কোনো খাদ্যশস্য/অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের

নিকট অব্যয়িত থাকার অবকাশ নেই। যে সমস্ত প্রকল্পের আংশিক কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে সে সকল প্রকল্পের কর্মোত্তর জরিপ গ্রহণ করে যে পরিমাণ কাজ পাওয়া যায় সে অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ উত্তোলন করা হয়ে থাকে। তবু যদি কোনো প্রকল্পের খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ অব্যয়িত থাকে পরিপত্র অনুযায়ী অব্যয়িত সম্পদের মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সঠিকভাবে প্রকল্পের সম্পদ সমন্বয় করেছেন কিনা, কাজ যথাযথভাবে বুঝে নিয়েছেন কিনা তা যাচাই করার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং জেলা পর্যায়ের সকল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সকল প্রকল্পের কর্মোত্তর জরিপ যাচাই করা হয়।

## ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কার্যক্রম

### ভিজিএফ অনুবিভাগের কার্যক্রম:

(১) পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ৬৪টি জেলা এবং ৩২৮টি পৌরসভায় ভিজিএফ খদ্যশস্য বরাদ্দ।

(২) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক জেলা প্রশাসকগণের চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান:

(৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্পের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দ।

(৪) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের অর্থ বরাদ্দ প্রদান;

(৫) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি এবং সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিল কর্মসূচির বিতরণকৃত ঋণের টাকা আদায়ের হিসাব সংরক্ষণ।

### ভিজিএফ কার্যক্রম:

ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি, যার মাধ্যমে সরকার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহার মতো ধর্মীয় উৎসবের সময় খাদ্য বিতরণ করে থাকে। ভিজিএফ কর্মসূচিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়।

### এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

(১) দুঃস্থ ও গরিব জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(২) পীড়িত জনগণ এবং শিশুদের রোগ প্রতিরোধ করা;

(৩) বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখা;

(৪) মন্দার সময়ে কর্মহীন জনগণের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করা;

(৫) উপকারভোগীদের সাময়িক সাহায্যের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখা, বিশেষ করে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

### উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতিঃ

০১) যার বসতভিটা ব্যতীত অন্য কোনো জমি নেই এরূপ ভূমিহীন ব্যক্তি;

০২) দরিদ্র ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার, যারা সাধারণত দৈনিক দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না;

০৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবার, যারা তীব্র খাদ্য ও অর্থ সঙ্কটাপন্ন;

০৪) ব্যক্তি/পরিবার যারা বেকারত্বের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন না;

০৫) অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার, যারা বিশেষ পেশায় নিয়োজিত এবং জনস্বার্থে তাদের পেশা থেকে নিবৃত রাখা প্রয়োজন;

০৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশু, যারা অপুষ্টিতে ভুগছে।

## ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দের বিবরণ

| ক্রঃনং | উপলক্ষ্য | মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ও তারিখ | জেলার সংখ্যা | অধিদপ্তরের স্মারক নং ও তারিখ | কার্ড প্রতি খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ | মোট বরাদ্দকৃত খাদ্যসশ্য (মে. টন) | উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | | ৪ | | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১. | ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ | ১৯৮ ১৫.০৭.২০১৯ | ৬৪ টি জেলা ৩২৮টি পৌরসভা | ১২৪ ১৬.০৭.২০১৯ | ১৫ কেজি | ১৪৯৯১৮.২০৫ | ৯৯,৯৪,৫৪৭ | |
| ২. | আশ্রয়ন প্রকল্প-২ পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ চাল বরাদ্দ। | ৪২৯ ২৭/১১/২০১৯ | ১৩টি জেলা | ১৫৩ ২৭/১১/২০১৯ | ১০ কেজি ০৩ মাস | ৬২.৭০০ | ২০৯০ | |
| ৩. | দুর্যোগ সহনীয় ঘর তৈরি (ভিজিএফ চাল হতে বরাদ্দ) | | ৬৪টি জেলা | | | ১৪৫০০০.০০০ | | |
| ৪. | করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ত্রাণকার্য (ভিজিএফ চাল) বরাদ্দ | ২০১ ২১/০৫/২০২০ | ৬৪টি জেলা | ৪৮৯ ২১/০৫./২০২০ | ১০ কেজি ০১ মাস | ৯,৬০০ | ৯,৬০,০০০ | |
| ৫. | করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ত্রাণকার্য (ভিজিএফ চাল) বরাদ্দ | ২০৪ ২৮/০৫/২০২০ | ৬৪টি জেলা | ৪৯১ ২৮/০৫/২০২০ | ২০ কেজি ০১ মাস | ৯,৭৫০ | ৪,৮৭,৫০০ | |
| | | | | | মোট= | ৩,১৪,৩৩০.৯০৫ মে. টন | ১,১৪,৪৪,১৩৭ জন | |

# ত্রাণ অনুবিভাগ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি ত্রাণের ঢেউটিন বিতরণ করছেন

## ৮.১ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ত্রাণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। এদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দুর্যোগ হয়ে থাকে। কালবৈশাখী ঝড়, ভূমিকম্প, ভবন ধস, পাহাড় ধস, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, খরা, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয়। সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও গৃহহারা মানুষের ঘরবাড়ি নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময় এবং কৃষি ক্ষেত্রে কর্মহীন সময় (Lean period)-এ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে তাদের জীবন ও জীবিকা সংরক্ষণের জন্য সরকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন প্রকার মানবিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা পরিপত্র জারি করেছে। এই নির্দেশিকাটি বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত পরিপত্রসমূহের একটি সমন্বিত, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ যা সরকারের জারিকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি বা Standing Order on Disaster (SOD)-এর আদেশাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর জেলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জিআর চাল, জিআর ক্যাশ, গৃহ নির্মাণবাবদ নগদ মঞ্জুরি, ঢেউটিন, কম্বল, শীতবস্ত্রসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রীর বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং স্থানীয় প্রশাসন/ জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিদ্যমান 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' ২০১২-২০১৩ মোতাবেক বিতরণ করা হয়ে থাকে।

## ৮.২ মানবিক সহায়তার ধরন

এ নির্দেশিকায় মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে চলমান নিম্নলিখিত সহায়তাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিএফ) | (খ) | নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর) |
| (গ) | খাদ্যশস্য সহায়তা (জিআর) | (ঘ) | শীতবস্ত্র সহায়তা (জিআর) |
| (ঙ) | ঢেউটিন সহায়তা (জিআর) | (চ) | গৃহ নির্মাণবাবদ নগদ মঞ্জুরি সহায়তা (টাকা) |

উল্লেখ্য, সরকার যদি প্রয়োজনের নিরিখে অন্য কোনোরূপ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার জন্য যদি পৃথক কোনো নির্দেশমালা জারি করা না হয়, সেক্ষেত্রেও এ নির্দেশিকাই প্রযোজ্য হবে।

## ৮.৩ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োগ এলাকা

নির্দেশিকায় অন্য কোনোরূপ নির্দেশনা না থাকলে বাংলাদেশের সকল জেলা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

## ৮.৪ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিসমূহ

এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত জাতীয় পর্যায়, জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নির্দেশনায় বর্ণিত নিয়মনীতি অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

## ৮.৫ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ

এ কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে:

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারসমূহ;
(খ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্দশাগ্রস্ত ও অসচ্ছল ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানসমূহ;
(গ) সাময়িক খাদ্য সংকটে পতিত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত দরিদ্র সম্প্রদায়;
(ঘ) অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দ;
(ঙ) ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আহার্য বিষয়াদি।

এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে/বিশেষ বিবেচনায় সরকার সহায়তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে অন্য যে কোনো ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/ জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়কে এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

## ৮.৬ দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার

নিম্নোক্ত শর্তাবলির মধ্যে কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণকারী ব্যক্তি/পরিবার এ মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহের আওতায় দুঃস্থ/অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার হিসেবে গণ্য হবে:

১. যে পরিবারের মালিকানায় কোনো জমি নেই বা ভিটাবাড়ি ছাড়া কোনো জমি নেই;
২. যে পরিবার দিনমজুরের আয়ের ওপর নির্ভরশীল;
৩. যে পরিবার মহিলা শ্রমিকের আয় বা ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল;
৪. যে পরিবারে উপার্জনক্ষম পূর্ণবয়স্ক কোনো পুরুষ সদস্য নেই এবং পরিবারটি অসচ্ছল;
৫. যে পরিবারে স্কুলগামী শিশুকে উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়;
৬. যে পরিবারে উপার্জনশীল কোনো সম্পদ নেই;

৭. যে পরিবারের প্রধান স্বামী পরিত্যক্তা, বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং পরিবারটি অসচ্ছল;
৮. যে পরিবারের প্রধান অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা;
৯. যে পরিবারের প্রধান অসচ্ছল ও অক্ষম প্রতিবন্ধী;
১০. যে পরিবার কোনো ক্ষুদ্র ঋণ পায়নি;
১১. যে পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে চরম খাদ্য/অর্থ সংকটে পড়েছে;
১২. যে পরিবারের সদস্যরা বছরের অধিকাংশ সময় দুবেলা খাবার পায় না।

## ৮.৭ ক্রয় কার্যক্রম ও বরাদ্দ কার্যক্রম

(ক) শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয় : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৫.০০ কোটি টাকায় ২,২৭,৪৩৬ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত শুকনা অন্যান্য খাবারের ত্রাণসামগ্রীর বিবরণ:

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | বাজেট বরাদ্দ (টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ক্রয়কৃত শুকনা খাবারের পরিমাণ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২০১৯-২০২০ | ২৫,০০,০০,০০০ | ২৫,০০,০০,০০০ | ২,২৭,৪৩৬ প্যাকেট | ১০০% |

(খ) শুকনা ও অন্যান্য খাবার বিতরণ

**২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রয়কৃত শুকনা ও অন্যান্য খাবারের ত্রাণসামগ্রীর জেলায় বরাদ্দের বিবরণ**

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ | ঢাকা | ৪০০০ |
| ২ | ফরিদপুর | ৪০০০ |
| ৩ | গাজীপুর | - |
| ৪ | গোপালগঞ্জ | ২০০০ |
| ৫ | জামালপুর | ৬০০০ |
| ৬ | কিশোরগঞ্জ | ২০০০ |
| ৭ | মাদারীপুর | ৮০০০ |
| ৮ | মানিকগঞ্জ | ২০০০ |
| ৯ | মুন্সিগঞ্জ | ২০০০ |
| ১০ | ময়মনসিংহ | - |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | - |
| ১২ | নরসিংদী | - |
| ১৩ | নেত্রকোনা | ৪০০০ |
| ১৪ | রাজবাড়ী | ২০০০ |
| ১৫ | শরিয়তপুর | ৪০০০ |
| ১৬ | শেরপুর | - |
| ১৭ | টাংগাইল | ৪০০০ |
| ১৮ | বগুড়া | ৩০০০ |
| ১৯ | জয়পুরহাট | - |
| ২০ | রাজশাহী | ৩৬০০ |
| ২১ | নওগাঁ | ২০০০ |
| ২২ | নাটোর | ২০০০ |
| ২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২০০০ |
| ২৪ | পাবনা | ৪০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট) |
|---|---|---|
| ২৫ | সিরাজগঞ্জ | ৪০০০ |
| ২৬ | দিনাজপুর | ২০০০ |
| ২৭ | ঠাকুরগাঁও | ৪০০০ |
| ২৮ | পঞ্চগড় | ৪০০০ |
| ২৯ | রংপুর | ৪০০০ |
| ৩০ | লালমনিরহাট | ৮০০০ |
| ৩১ | নীলফামারী | ৬০০০ |
| ৩২ | কুড়িগ্রাম | ১৪০০০ |
| ৩৩ | গাইবান্ধা | ৮০০০ |
| ৩৪ | বান্দরবান | ২০০০ |
| ৩৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | - |
| ৩৬ | চাঁদপুর | ৪০০০ |
| ৩৭ | চট্টগ্রাম | ৭০০০ |
| ৩৮ | কুমিল্লা | - |
| ৩৯ | কক্সবাজার | ৬০০০ |
| ৪০ | ফেনী | ৬০০০ |
| ৪১ | খাগড়াছড়ি | - |
| ৪২ | লক্ষ্মীপুর | ২০০০ |
| ৪৩ | নোয়াখালী | ৭০০০ |
| ৪৪ | রাঙামাটি | ২০০০ |
| ৪৫ | সিলেট | ৩০০০ |
| ৪৬ | হবিগঞ্জ | ১০০০ |
| ৪৭ | মৌলভীবাজার | ৩০০০ |
| ৪৮ | সুনামগঞ্জ | ৯০০০ |
| ৪৯ | খুলনা | ৪০০০ |
| ৫০ | কুষ্টিয়া | ৭০০০ |
| ৫১ | মাগুরা | - |
| ৫২ | মেহেরপুর | - |
| ৫৩ | যশোর | - |
| ৫৪ | ঝিনাইদহ | - |
| ৫৫ | নড়াইল | - |
| ৫৬ | সাতক্ষীরা | ৪০০০ |
| ৫৭ | বাগেরহাট | ৪০০০ |
| ৫৮ | চুয়াডাংগা | - |
| ৫৯ | বরগুনা | ৪০০০ |
| ৬০ | বরিশাল | ৪০০০ |
| ৬১ | ভোলা | ৫০০০ |
| ৬২ | ঝালকাঠি | ২০০০ |
| ৬৩ | পটুয়াখালী | ৫০০০ |
| ৬৪ | পিরোজপুর | ৪০০০ |
| | **সর্বমোট =** | ২০৯৬০০ |

## ৮.৮ (ক) কম্বল ক্রয়: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রয়কৃত কম্বলের বিবরণ:

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | বাজেট বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | ক্রয়কৃত কম্বলের পরিমাণ | অগ্রগতি (%) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২০১৯-২০২০ | ৫৫,০০,০০,০০০/- | - | - | - | e-GP টেন্ডারের সকল দরপত্র ননরেসপনসিভ হওয়ায় এবং অর্থবছর শেষ হয়ে যাওয়ায় কম্বল ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। |
| ২ | ২০১৯-২০২০ | বিশেষ বরাদ্দ ২৫,০০,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০,০০০/- | ৭৭,৬৩০ পিস | ১০০% | |

**(খ) কম্বল বিতরণ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রয়কৃত কম্বল ৬৪ জেলায় বরাদ্দের বিবরণ:**

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দের পরিমাণ | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ | অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | ঢাকা | ২৬৭০০ | ৮৯৩০০ | ১১৬০০০ |
| ২ | ফরিদপুর | ১১১০০ | ৪০১০০ | ৫১২০০ |
| ৩ | গাজীপুর | ৫৯০০ | ৪৫৬০০ | ৫১৫০০ |
| ৪ | গোপালগঞ্জ | ৯৬০০ | ৩২৭০০ | ৪২৩০০ |
| ৫ | জামালপুর | ১৬০০০ | ৩৫০০০ | ৫১০০০ |
| ৬ | কিশোরগঞ্জ | ১৭৫০০ | ৫৩৪০০ | ৭০৯০০ |
| ৭ | মাদারীপুর | ৬৪০০ | ২৯৫০০ | ৩৫৯০০ |
| ৮ | মানিকগঞ্জ | ৬০০০ | ৩০৯০০ | ৩৬৯০০ |
| ৯ | মুন্সিগঞ্জ | ৬৩০০ | ৩২২০০ | ৩৮৫০০ |
| ১০ | ময়মনসিংহ | ২৮৩০০ | ৮৬৫০০ | ১১৪৮০০ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | ৬০০০ | ৩২৭০০ | ৩৮৭০০ |
| ১২ | নরসিংদী | ১৪৫০০ | ৩৫৫০০ | ৫০০০০ |
| ১৩ | নেত্রকোনা | ১৪৫০০ | ৪১৯০০ | ৫৬৪০০ |
| ১৪ | রাজবাড়ী | ৭৫০০ | ২০৭০০ | ২৮২০০ |
| ১৫ | শরিয়তপুর | ১৫০০০ | ৩২৭০০ | ৪৭৭০০ |
| ১৬ | শেরপুর | ৯৫০০ | ২৫৮০০ | ৩৫৩০০ |
| ১৭ | টাংগাইল | ২০০০০ | ৫৯৪০০ | ৭৯৪০০ |
| ১৮ | বগুড়া | ১৩০০০ | ৫৫২০০ | ৬৮২০০ |
| ১৯ | জয়পুরহাট | ৬৫০০ | ১৭১০০ | ২৩৬০০ |
| ২০ | রাজশাহী | ২০৫৫০ | ৫৩৪০০ | ৭৩৯৫০ |
| ২১ | নওগাঁ | ১০৭০৭ | ৪৭০০০ | ৫৭৭০৭ |
| ২২ | নাটোর | ৯৭৫০ | ২৭৬০০ | ৩৭৩৫০ |
| ২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৯৫০০ | ২২৬০০ | ৩২১০০ |
| ২৪ | পাবনা | ১৩৫০০ | ৩৮২০০ | ৫১৭০০ |
| ২৫ | সিরাজগঞ্জ | ১৬৫০০ | ৪১৪০০ | ৫৭৯০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দের পরিমাণ | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ | অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ২৬ | দিনাজপুর | ৩০৫২০ | ৫১৬০০ | ৮২১২০ |
| ২৭ | ঠাকুরগাঁও | ১৩৮০০ | ২৫৮০০ | ৩৯৬০০ |
| ২৮ | পঞ্চগড় | ১৭২০৯ | ২১২০০ | ৩৮৪০৯ |
| ২৯ | রংপুর | ১৯৭৫০ | ৫১৬০০ | ৭১৩৫০ |
| ৩০ | লালমনিরহাট | ১৯০০০ | ২১৭০০ | ৪০৭০০ |
| ৩১ | নীলফামারী | ৪৩৫০০ | ২৯৫০০ | ৭৩০০০ |
| ৩২ | কুড়িগ্রাম | ২৬০১৪ | ৩৫০০০ | ৬১০১৪ |
| ৩৩ | গাইবান্ধা | ২১৭০০ | ৩৯১০০ | ৬০৮০০ |
| ৩৪ | বান্দরবান | ৬০০০ | ১৬১০০ | ২২১০০ |
| ৩৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১৩০০০ | ৪৮৩০০ | ৬১৩০০ |
| ৩৬ | চাঁদপুর | ২৪০০০ | ৪৪৭০০ | ৬৮৭০০ |
| ৩৭ | চট্টগ্রাম | ১১৫০০ | ১১৩৭০০ | ১২৫২০০ |
| ৩৮ | কুমিল্লা | ২১০০০ | ১০৪৯০০ | ১২৫৯০০ |
| ৩৯ | কক্সবাজার | ১০৫০০ | ৩৪৫০০ | ৪৫০০০ |
| ৪০ | ফেনী | ৬০০০ | ২২১০০ | ২৮১০০ |
| ৪১ | খাগড়াছড়ি | ৪৮০০ | ১৮৯০০ | ২৩৭০০ |
| ৪২ | লক্ষ্মীপুর | ৬০০০ | ২৮৬০০ | ৩৪৬০০ |
| ৪৩ | নোয়াখালী | ১২৫০০ | ৪৬০০০ | ৫৮৫০০ |
| ৪৪ | রাঙামাটি | ৫৫০০ | ২৪০০০ | ২৯৫০০ |
| ৪৫ | সিলেট | ১২০০০ | ৬২৬০০ | ৭৪৬০০ |
| ৪৬ | হবিগঞ্জ | ১০০০০ | ৩৮৭০০ | ৪৮৭০০ |
| ৪৭ | মৌলভীবাজার | ১১০০০ | ৩৩২০০ | ৪৪২০০ |
| ৪৮ | সুনামগঞ্জ | ১৫০০০ | ৪২৪০০ | ৫৭৪০০ |
| ৪৯ | খুলনা | ১১৭০০ | ৪৬৫০০ | ৫৮২০০ |
| ৫০ | কুষ্টিয়া | ৬৭০০ | ৩২৭০০ | ৩৯৪০০ |
| ৫১ | মাগুরা | ৬২০০ | ১৭১০০ | ২৩৩০০ |
| ৫২ | মেহেরপুর | ৬৬০০ | ৯২০০ | ১৫৮০০ |
| ৫৩ | যশোর | ১৫০০০ | ৪৬৫০০ | ৬১৫০০ |
| ৫৪ | ঝিনাইদহ | ৯৬০০ | ৩৩৬০০ | ৪৩২০০ |
| ৫৫ | নড়াইল | ৪৭০০ | ১৯৪০০ | ২৪১০০ |
| ৫৬ | সাতক্ষীরা | ১২২০০ | ৩৬৮০০ | ৪৯০০০ |
| ৫৭ | বাগেরহাট | ১০০০০ | ৩৫৯০০ | ৪৫৯০০ |
| ৫৮ | চুয়াডাংগা | ৭০০০ | ২০৭০০ | ২৭৭০০ |
| ৫৯ | বরগুনা | ৭৫০০ | ২১২০০ | ২৮৭০০ |
| ৬০ | বরিশাল | ১৪১০০ | ৫৬৬০০ | ৭০৭০০ |
| ৬১ | ভোলা | ১০৫০০ | ৩৪৫০০ | ৪৫০০০ |
| ৬২ | ঝালকাঠি | ৫৪০০ | ১৫৭০০ | ২১১০০ |
| ৬৩ | পটুয়াখালী | ৯৫০০ | ৩৬৮০০ | ৪৬৩০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দের পরিমাণ | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ | অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ৬৪ | পিরোজপুর | ৮০০০ | ২৫৩০০ | ৩৩৩০০ |
| | মুক্তিযোদ্ধা সংসদ | ৩০০ | - | ৩০০০ |
| | **সর্বমোট =** | **৮২৬১০০** | **২৪৬৯১০০** | **৩২৯৫২০০** |

## ৮.৯ (ক) ঢেউটিন ক্রয়: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রয়কৃত ঢেউটিনের বিবরণ:

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | বাজেট বরাদ্দ (টাকা) | প্রকৃত ব্যয় | ক্রয়কৃত ঢেউটিনের পরিমাণ (বান্ডিল) | অগ্রগতি (%) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২০১৯-২০২০ | ৭৫,০০,০০,০০০/- | - | - | | (ক) দরপত্র আহবানপূর্বক সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর অর্থবছর শেষ হয়ে যাওয়ায় ঢেউটিন ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।<br>(খ) পূর্ববর্তী অর্থবছরের মজুদ হতে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে। |

(খ) ঢেউটিন ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি বরাদ্দ ও বিতরণ:

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ঢেউটিন বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল) | গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি বরাদ্দ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১ | ঢাকা | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ২ | ফরিদপুর | ১১০০ | ৩৩০০০০০ |
| ৩ | গাজীপুর | ৫০৭ | ১৫২১০০০ |
| ৪ | গোপালগঞ্জ | ৭০০ | ২১০০০০০ |
| ৫ | জামালপুর | ১৭০০ | ৫১০০০০০ |
| ৬ | কিশোরগঞ্জ | ১০১৩ | ৩০৩৯০০০ |
| ৭ | মাদারীপুর | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ৮ | মানিকগঞ্জ | ৪০০ | ১২০০০০০ |
| ৯ | মুন্সিগঞ্জ | ৫৭৬ | ১৭২৮০০০ |
| ১০ | ময়মনসিংহ | ২০০০ | ৬০০০০০০ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ১২ | নরসিংদী | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ১৩ | নেত্রকোনা | ১০০০ | ৩০০০০০০ |
| ১৪ | রাজবাড়ী | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ১৫ | শরিয়তপুর | ২৫০০ | ৬৯০০০০০ |
| ১৬ | শেরপুর | ৮০০ | ২৪০০০০০ |
| ১৭ | টাংগাইল | ১২৮০ | ৩৮৪০০০০ |
| ১৮ | বগুড়া | ১২৬০ | ৩৭৮০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ঢেউটিন বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল) | গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি বরাদ্দ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১৯ | জয়পুরহাট | ৪৫০ | ১৩৫০০০০ |
| ২০ | রাজশাহী | ১১৭০ | ৩৫১০০০০ |
| ২১ | নওগাঁ | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ২২ | নাটোর | ৯৮০ | ২৩৪০০০০ |
| ২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৪৮৪ | ১৪৫২০০০ |
| ২৪ | পাবনা | ৯১০ | ২৭৩০০০০ |
| ২৫ | সিরাজগঞ্জ | ১৫৭০ | ৪৭১০০০০ |
| ২৬ | দিনাজপুর | ১৩০০ | ৩৯০০০০০ |
| ২৭ | ঠাকুরগাঁও | ৪৩০ | ১২৯০০০০ |
| ২৮ | পঞ্চগড় | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ২৯ | রংপুর | ১৭০০ | ৫১০০০০০ |
| ৩০ | লালমনিরহাট | ১১০০ | ৩৩০০০০০ |
| ৩১ | নীলফামারী | ৮৩০ | ২৪৯০০০০ |
| ৩২ | কুড়িগ্রাম | ২০০০ | ৬০০০০০০ |
| ৩৩ | গাইবান্ধা | ১৮০০ | ৫৪০০০০০ |
| ৩৪ | বান্দরবান | ৩৫০ | ১০৫০০০০ |
| ৩৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১৩০০ | ৩৯০০০০০ |
| ৩৬ | চাঁদপুর | ২০৫০ | ৬১৫০০০০ |
| ৩৭ | চট্টগ্রাম | ১১৫০ | ৪০৫০০০০ |
| ৩৮ | কুমিল্লা | ১৯৯০ | ৫৯৭০০০০ |
| ৩৯ | কক্সবাজার | ৯০০ | ২৭০০০০০ |
| ৪০ | ফেনী | ৪২৮ | ১২৮৪০০০ |
| ৪১ | খাগড়াছড়ি | ৩০০ | ৯০০০০০ |
| ৪২ | লক্ষ্মীপুর | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ৪৩ | নোয়াখালী | ৪০০ | ১২০০০০০ |
| ৪৪ | রাঙামাটি | ৩৫০ | ১০৫০০০০ |
| ৪৫ | সিলেট | ৯৫০ | ২৮৫০০০০ |
| ৪৬ | হবিগঞ্জ | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ৪৭ | মৌলভীবাজার | ৫৯০ | ১৭৭০০০০ |
| ৪৮ | সুনামগঞ্জ | ১০৮০ | ৩২৪০০০০ |
| ৪৯ | খুলনা | ২২০০ | ৬৬০০০০০ |
| ৫০ | কুষ্টিয়া | ৩০০ | ৯০০০০০ |
| ৫১ | মাগুরা | ৮০০ | ২৪০০০০০ |
| ৫২ | মেহেরপুর | ১০০০ | ৩০০০০০০ |
| ৫৩ | যশোর | ১৬৮৩ | ৫০৪৯০০০ |
| ৫৪ | ঝিনাইদহ | ৭৫২ | ২২৫৬০০০ |
| ৫৫ | নড়াইল | ৬০০ | ১৮০০০০০ |
| ৫৬ | সাতক্ষীরা | ২৭০০ | ৮১০০০০০ |
| ৫৭ | বাগেরহাট | ২৪০০ | ৭২০০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ঢেউটিন বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল) | গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি বরাদ্দ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ৫৮ | চুয়াডাংগা | ৬০৯ | ১৮২৭০০০ |
| ৫৯ | বরগুনা | ২২৫০ | ৬৭৫০০০০ |
| ৬০ | বরিশাল | ১৯৫০ | ৫৮৫০০০০ |
| ৬১ | ভোলা | ১৯০০ | ৫৭০০০০০ |
| ৬২ | ঝালকাঠি | ১১২০ | ৩৩৬০০০০ |
| ৬৩ | পটুয়াখালী | ১৯৯৫ | ৫৯৮৫০০০ |
| ৬৪ | পিরোজপুর | ২২০০ | ৭২০০০০০ |
| | **সর্বমোট =** | ৭১২৫৭ | ২১৩৭৭১০০০ |

## ৮.১০ (ক) তাঁবু ক্রয়: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তাঁবু ক্রয় করা হয়নি

(খ) তাঁবু বরাদ্দ ও বিতরণ

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | জেলায় বরাদ্দের পরিমাণ (সেট) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ | জামালপুর | ৫০০ |
| ২ | নেত্রকোনা | ৫০০ |
| ৩ | শরিয়তপুর | ২০০ |
| ৪ | টাংগাইল | ৫০০ |
| ৫ | বগুড়া | ৫০০ |
| ৬ | সিরাজগঞ্জ | ৫০০ |
| ৭ | রংপুর | ৫০০ |
| ৮ | লালমনিরহাট | ৫০০ |
| ৯ | নীলফামারী | ৫০০ |
| ১০ | কুড়িগ্রাম | ১০০০ |
| ১১ | গাইবান্ধা | ৫০০ |
| ১২ | বান্দরবান | ৫০০ |
| ১৩ | চট্টগ্রাম | ৫০০ |
| ১৪ | কক্সবাজার | ৫০০ |
| ১৫ | রাঙামাটি | ৫০০ |
| ১৬ | সিলেট | ৫০০ |
| ১৭ | সুনামগঞ্জ | ৫০০ |
| | **সর্বমোট =** | **৮,৭০০** |

**বি: দ্রঃ** তাঁবু বরাদ্দ দেওয়া হয় না। তবে দুর্যোগের সময় তাঁবু ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং উক্ত তাঁবু তেজগাঁও সিএসডি ত্রাণ গুদাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, চট্টগ্রাম এবং খুলনা আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, খুলনায় মজুদ রাখা হয়েছে।

## ৮.১১ (ক) শিশুখাদ্য (টাকা): জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে

(খ) শিশুখাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ:

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ | ঢাকা | ৫৩০০০০০ |
| ২ | ফরিদপুর | ৫৪০০০০০ |
| ৩ | গাজীপুর | ৫১০০০০০ |
| ৪ | গোপালগঞ্জ | ৩৬০০০০০ |
| ৫ | জামালপুর | ৩৬০০০০০ |
| ৬ | কিশোরগঞ্জ | ৫১০০০০০ |
| ৭ | মাদারীপুর | ৩৪০০০০০ |
| ৮ | মানিকগঞ্জ | ৩৪০০০০০ |
| ৯ | মুন্সিগঞ্জ | ৩৪০০০০০ |
| ১০ | ময়মনসিংহ | ৫১০০০০০ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | ৩৪০০০০০ |
| ১২ | নরসিংদী | ৩৪০০০০০ |
| ১৩ | নেত্রকোনা | ৫১০০০০০ |
| ১৪ | রাজবাড়ী | ৩৪০০০০০ |
| ১৫ | শরিয়তপুর | ৩৫০০০০০ |
| ১৬ | শেরপুর | ৩৪০০০০০ |
| ১৭ | টাংগাইল | ৫২০০০০০ |
| ১৮ | বগুড়া | ৫৪০০০০০ |
| ১৯ | জয়পুরহাট | ৩৪০০০০০ |
| ২০ | রাজশাহী | ৫২০০০০০ |
| ২১ | নওগাঁ | ৫২০০০০০ |
| ২২ | নাটোর | ৩৫০০০০০ |
| ২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৩৪০০০০০ |
| ২৪ | পাবনা | ৫১০০০০০ |
| ২৫ | সিরাজগঞ্জ | ৫২০০০০০ |
| ২৬ | দিনাজপুর | ৫২০০০০০ |
| ২৭ | ঠাকুরগাঁও | ৩৫০০০০০ |
| ২৮ | পঞ্চগড় | ৩৫০০০০০ |
| ২৯ | রংপুর | ৫২০০০০০ |
| ৩০ | লালমনিরহাট | ৩৬০০০০০ |
| ৩১ | নীলফামারী | ৩৬০০০০০ |
| ৩২ | কুড়িগ্রাম | ৫৪০০০০০ |
| ৩৩ | গাইবান্ধা | ৩৭০০০০০ |
| ৩৪ | বান্দরবান | ৩৪০০০০০ |
| ৩৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৫১০০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ৩৬ | চাঁদপুর | ৫২০০০০০ |
| ৩৭ | চট্টগ্রাম | ৫৪০০০০০ |
| ৩৮ | কুমিল্লা | ৫১০০০০০ |
| ৩৯ | কক্সবাজার | ৫৩০০০০০ |
| ৪০ | ফেনী | ৩৫০০০০০ |
| ৪১ | খাগড়াছড়ি | ৫১০০০০০ |
| ৪২ | লক্ষ্মীপুর | ৩৫০০০০০ |
| ৪৩ | নোয়াখালী | ৫৩০০০০০ |
| ৪৪ | রাঙামাটি | ৫১০০০০০ |
| ৪৫ | সিলেট | ৫২০০০০০ |
| ৪৬ | হবিগঞ্জ | ৫২০০০০০ |
| ৪৭ | মৌলভীবাজার | ৩৫০০০০০ |
| ৪৮ | সুনামগঞ্জ | ৫৪০০০০০ |
| ৪৯ | খুলনা | ৫৪০০০০০ |
| ৫০ | কুষ্টিয়া | ৫২০০০০০ |
| ৫১ | মাগুরা | ৩৪০০০০০ |
| ৫২ | মেহেরপুর | ৩৪০০০০০ |
| ৫৩ | যশোর | ৫২০০০০০ |
| ৫৪ | ঝিনাইদহ | ৩৫০০০০০ |
| ৫৫ | নড়াইল | ৩৩০০০০০ |
| ৫৬ | সাতক্ষীরা | ৩৭০০০০০ |
| ৫৭ | বাগেরহাট | ৫৪০০০০০ |
| ৫৮ | চুয়াডাংগা | ৩৪০০০০০ |
| ৫৯ | বরগুনা | ৩৭০০০০০ |
| ৬০ | বরিশাল | ৫৪০০০০০ |
| ৬১ | ভোলা | ৩৭০০০০০ |
| ৬২ | ঝালকাঠি | ৩৫০০০০০ |
| ৬৩ | পটুয়াখালী | ৫৪০০০০০ |
| ৬৪ | পিরোজপুর | ৩৭০০০০০ |
| | **সর্বমোট =** | ২৭৯৫০০০০০ |

## ৮.১২ (ক) গো-খাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ: জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে

(খ) গো-খাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ:

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ | ঢাকা | - |
| ২ | ফরিদপুর | ১০০০০০ |
| ৩ | গাজীপুর | - |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ৪ | গোপালগঞ্জ | ১০০০০০ |
| ৫ | জামালপুর | ৪০০০০০ |
| ৬ | কিশোরগঞ্জ | - |
| ৭ | মাদারীপুর | ১০০০০০ |
| ৮ | মানিকগঞ্জ | - |
| ৯ | মুন্সিগঞ্জ | - |
| ১০ | ময়মনসিংহ | - |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | - |
| ১২ | নরসিংদী | - |
| ১৩ | নেত্রকোনা | - |
| ১৪ | রাজবাড়ী | - |
| ১৫ | শরিয়তপুর | ১০০০০০ |
| ১৬ | শেরপুর | - |
| ১৭ | টাংগাইল | ১০০০০০ |
| ১৮ | বগুড়া | ৩০০০০০ |
| ১৯ | জয়পুরহাট | - |
| ২০ | রাজশাহী | - |
| ২১ | নওগাঁ | - |
| ২২ | নাটোর | - |
| ২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | - |
| ২৪ | পাবনা | - |
| ২৫ | সিরাজগঞ্জ | ১০০০০০ |
| ২৬ | দিনাজপুর | - |
| ২৭ | ঠাকুরগাঁও | - |
| ২৮ | পঞ্চগড় | - |
| ২৯ | রংপুর | - |
| ৩০ | লালমনিরহাট | ১০০০০০ |
| ৩১ | নীলফামারী | ১০০০০০ |
| ৩২ | কুড়িগ্রাম | ৪০০০০০ |
| ৩৩ | গাইবান্ধা | ৪০০০০০ |
| ৩৪ | বান্দরবান | - |
| ৩৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | - |
| ৩৬ | চাঁদপুর | ১০০০০০ |
| ৩৭ | চট্টগ্রাম | ১০০০০০ |
| ৩৮ | কুমিল্লা | - |
| ৩৯ | কক্সবাজার | ২০০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ৪০ | ফেনী | ১০০০০০ |
| ৪১ | খাগড়াছড়ি | - |
| ৪২ | লক্ষ্মীপুর | ১০০০০০ |
| ৪৩ | নোয়াখালী | ২০০০০০ |
| ৪৪ | রাঙামাটি | - |
| ৪৫ | সিলেট | ১০০০০০ |
| ৪৬ | হবিগঞ্জ | ১০০০০০ |
| ৪৭ | মৌলভীবাজার | ১০০০০০ |
| ৪৮ | সুনামগঞ্জ | ২০০০০০ |
| ৪৯ | খুলনা | ৩০০০০০ |
| ৫০ | কুষ্টিয়া | - |
| ৫১ | মাগুরা | - |
| ৫২ | মেহেরপুর | - |
| ৫৩ | যশোর | - |
| ৫৪ | ঝিনাইদহ | - |
| ৫৫ | নড়াইল | - |
| ৫৬ | সাতক্ষীরা | ৩০০০০০ |
| ৫৭ | বাগেরহাট | ৩০০০০০ |
| ৫৮ | চুয়াডাংগা | - |
| ৫৯ | বরগুনা | ৩০০০০০ |
| ৬০ | বরিশাল | ২০০০০০ |
| ৬১ | ভোলা | ৩০০০০০ |
| ৬২ | ঝালকাঠি | ২০০০০০ |
| ৬৩ | পটুয়াখালী | ৩০০০০০ |
| ৬৪ | পিরোজপুর | ৩০০০০০ |
| | **সর্বমোট =** | **৬১০০০০০** |

## ৮.১৩ (ক) শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা): জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে

**(খ) শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ**

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ | ঢাকা | - |
| ২ | ফরিদপুর | ১৮০০০০০ |
| ৩ | গাজীপুর | - |
| ৪ | গোপালগঞ্জ | ১০০০০০০ |
| ৫ | জামালপুর | ১০০০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ৬ | কিশোরগঞ্জ | - |
| ৭ | মাদারীপুর | - |
| ৮ | মানিকগঞ্জ | - |
| ৯ | মুন্সিগঞ্জ | - |
| ১০ | ময়মনসিংহ | ১৭৫০০০০ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | - |
| ১২ | নরসিংদী | - |
| ১৩ | নেত্রকোনা | ১০০০০০০ |
| ১৪ | রাজবাড়ী | - |
| ১৫ | শরিয়তপুর | - |
| ১৬ | শেরপুর | ১০০০০০০ |
| ১৭ | টাংগাইল | ১৭৫০০০০ |
| ১৮ | বগুড়া | - |
| ১৯ | জয়পুরহাট | - |
| ২০ | রাজশাহী | ১০০০০০০ |
| ২১ | নওগাঁ | ৫৫০০০০ |
| ২২ | নাটোর | - |
| ২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | - |
| ২৪ | পাবনা | - |
| ২৫ | সিরাজগঞ্জ | - |
| ২৬ | দিনাজপুর | ১০০০০০০ |
| ২৭ | ঠাকুরগাঁও | ১০০০০০০ |
| ২৮ | পঞ্চগড় | ১০০০০০০ |
| ২৯ | রংপুর | ১০০০০০০ |
| ৩০ | লালমনিরহাট | ১০০০০০০ |
| ৩১ | নীলফামারী | ১০০০০০০ |
| ৩২ | কুড়িগ্রাম | ১০০০০০০ |
| ৩৩ | গাইবান্ধা | ১০০০০০০ |
| ৩৪ | বান্দরবান | ১০০০০০০ |
| ৩৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | - |
| ৩৬ | চাঁদপুর | - |
| ৩৭ | চট্টগ্রাম | - |
| ৩৮ | কুমিল্লা | - |
| ৩৯ | কক্সবাজার | - |
| ৪০ | ফেনী | - |
| ৪১ | খাগড়াছড়ি | ১০০০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ৪২ | লক্ষ্মীপুর | - |
| ৪৩ | নোয়াখালী | - |
| ৪৪ | রাঙামাটি | ১০০০০০০ |
| ৪৫ | সিলেট | ১০০০০০০ |
| ৪৬ | হবিগঞ্জ | ১০০০০০০ |
| ৪৭ | মৌলভীবাজার | ১০০০০০০ |
| ৪৮ | সুনামগঞ্জ | ১০০০০০০ |
| ৪৯ | খুলনা | - |
| ৫০ | কুষ্টিয়া | ১০০০০০০ |
| ৫১ | মাগুরা | ১০০০০০০ |
| ৫২ | মেহেরপুর | ১০০০০০০ |
| ৫৩ | যশোর | ১০০০০০০ |
| ৫৪ | ঝিনাইদহ | ১০০০০০০ |
| ৫৫ | নড়াইল | ১০০০০০০ |
| ৫৬ | সাতক্ষীরা | - |
| ৫৭ | বাগেরহাট | - |
| ৫৮ | চুয়াডাংগা | ১০০০০০০ |
| ৫৯ | বরগুনা | - |
| ৬০ | বরিশাল | - |
| ৬১ | ভোলা | - |
| ৬২ | ঝালকাঠি | - |
| ৬৩ | পটুয়াখালী | - |
| ৬৪ | পিরোজপুর | - |
| | **সর্বমোট =** | **৩২৮৫০০০০** |

## ৮.১৪ (ক) শিশু শীতবস্ত্র ক্রয় (টাকা): জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে

**(খ) শিশু শীতবস্ত্র ক্রয় (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ**

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ | ঢাকা | ৫০০০০০ |
| ২ | ফরিদপুর | ৩০০০০০ |
| ৩ | গাজীপুর | - |
| ৪ | গোপালগঞ্জ | ৩০০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ৫ | জামালপুর | ২০০০০০ |
| ৬ | কিশোরগঞ্জ | - |
| ৭ | মাদারীপুর | - |
| ৮ | মানিকগঞ্জ | - |
| ৯ | মুন্সিগঞ্জ | - |
| ১০ | ময়মনসিংহ | ২০০০০০ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | - |
| ১২ | নরসিংদী | - |
| ১৩ | নেত্রকোনা | ২০০০০০ |
| ১৪ | রাজবাড়ী | - |
| ১৫ | শরিয়তপুর | - |
| ১৬ | শেরপুর | ২০০০০০ |
| ১৭ | টাংগাইল | ২০০০০০ |
| ১৮ | বগুড়া | - |
| ১৯ | জয়পুরহাট | - |
| ২০ | রাজশাহী | ১০০০০০ |
| ২১ | নওগাঁ | ১০০০০০ |
| ২২ | নাটোর | ১০০০০০ |
| ২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | - |
| ২৪ | পাবনা | - |
| ২৫ | সিরাজগঞ্জ | - |
| ২৬ | দিনাজপুর | ৯০০০০০ |
| ২৭ | ঠাকুরগাঁও | ৩০০০০০ |
| ২৮ | পঞ্চগড় | ৩০০০০০ |
| ২৯ | রংপুর | ৩০০০০০ |
| ৩০ | লালমনিরহাট | ৩০০০০০ |
| ৩১ | নীলফামারী | ৩০০০০০ |
| ৩২ | কুড়িগ্রাম | ৩০০০০০ |
| ৩৩ | গাইবান্ধা | ৩০০০০০ |
| ৩৪ | বান্দরবান | ২০০০০০ |
| ৩৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | - |
| ৩৬ | চাঁদপুর | ২০০০০০ |
| ৩৭ | চট্টগ্রাম | - |
| ৩৮ | কুমিল্লা | - |
| ৩৯ | কক্সবাজার | - |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ৪০ | ফেনী | - |
| ৪১ | খাগড়াছড়ি | ২০০০০০ |
| ৪২ | লক্ষ্মীপুর | - |
| ৪৩ | নোয়াখালী | - |
| ৪৪ | রাংগামাটি | ২০০০০০ |
| ৪৫ | সিলেট | ২০০০০০ |
| ৪৬ | হবিগঞ্জ | ২০০০০০ |
| ৪৭ | মৌলভীবাজার | ২০০০০০ |
| ৪৮ | সুনামগঞ্জ | ৩০০০০০ |
| ৪৯ | খুলনা | - |
| ৫০ | কুষ্টিয়া | ৩০০০০০ |
| ৫১ | মাগুরা | ৩০০০০০ |
| ৫২ | মেহেরপুর | ৩০০০০০ |
| ৫৩ | যশোর | ৩০০০০০ |
| ৫৪ | ঝিনাইদহ | ১০০০০০ |
| ৫৫ | নড়াইল | ২০০০০০ |
| ৫৬ | সাতক্ষীরা | - |
| ৫৭ | বাগেরহাট | - |
| ৫৮ | চুয়াডাংগা | ৩০০০০০ |
| ৫৯ | বরগুনা | - |
| ৬০ | বরিশাল | - |
| ৬১ | ভোলা | - |
| ৬২ | ঝালকাঠি | - |
| ৬৩ | পটুয়াখালী | - |
| ৬৪ | পিরোজপুর | - |
| | **সর্বমোট =** | **৮৯০০০০০** |

## ৮.১৫ সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাকরণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ত্রাণ অনুবিভাগের ত্রাণ-২ শাখা হতে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় কম্বল ক্রয়ে সিডিউল বিক্রয়বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | গৃহীত কার্যক্রম | যে বিষয়ে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে | জমাকৃত কোড নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২০১৯-২০২০ | কম্বল ক্রয় | সিডিউল বিক্রয়বাবদ | ১-৪৯৩২-০০০০-২৩৬৬ | ১৬,০০০/ - (ষোল হাজার) টাকা |

## ৮.১৬ নৌযানের জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ এবং নৌযান চালকের অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি খাতে অর্থ বরাদ্দ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নৌযানের জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ এবং নৌযান চালকের অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি খাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

৫.৭ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশে বন্যা, নদীভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের ৬৪ জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণকার্য চাল ও ত্রাণকার্য নগদ জেলাওয়ারি বরাদ্দের হিসাব বিবরণী:

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ত্রাণকার্য চাল (মে. টন) | ত্রাণকার্য নগদ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ৯৯৫৪ | ৪৪৫০০০০০ |
| ২ | গাজীপুর | ৫৫৬৪ | ২০৭৫০০০০ |
| ৩ | ময়মনসিংহ | ৫৯৫৯ | ২১৩০০০০০ |
| ৪ | ফরিদপুর | ৪৬৪৪ | ১৮২০০০০০ |
| ৫ | কিশোরগঞ্জ | ৩৮৫৬ | ১৬৮০০০০০ |
| ৬ | নেত্রকোনা | ৪১৮১ | ১৬৯৫০০০০ |
| ৭ | টাংগাইল | ৫০০২ | ১৭৯০০০০০ |
| ৮ | নরসিংদী | ২৬২৬ | ১২২৫০০০০ |
| ৯ | মানিকগঞ্জ | ২৮৬০ | ১৩৭০০০০০ |
| ১০ | মুন্সিগঞ্জ | ২৭০৩ | ১২৯০০০০০ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | ৫৭০১ | ২০৪০০০০০ |
| ১২ | গোপালগঞ্জ | ৩২২৭ | ১৩৬০০০০০ |
| ১৩ | জামালপুর | ৬২৭৬ | ১৮০০০০০০ |
| ১৪ | শরিয়তপুর | ২৮৯৬ | ১৪৬০০০০০ |
| ১৫ | রাজবাড়ী | ২৭৬৫ | ১২৪০০০০০ |
| ১৬ | শেরপুর | ২৫৬৪ | ১২৫০০০০০ |
| ১৭ | মাদারীপুর | ৩২০৩ | ১০৬০০০০০ |
| ১৮ | চট্টগ্রাম | ৮৭৩২ | ২৩৫০০০০০ |
| ১৯ | কক্সবাজার | ৪৪৫৮ | ১৮১০০০০০ |
| ২০ | রাঙামাটি | ৪৩০১ | ১৭০০০০০০ |
| ২১ | খাগড়াছড়ি | ৩৮৯৫ | ১৬৮৫০০০০ |
| ২২ | কুমিল্লা | ৬৪১৫ | ২০৬৫০০০০ |
| ২৩ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৩৮৪৬ | ১৬৮৫০০০০ |
| ২৪ | চাঁদপুর | ৩৯০২ | ১৭৬০০০০০ |
| ২৫ | নোয়াখালী | ৪৩৮৭ | ১৮১০০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ত্রাণকার্য চাল (মে. টন) | ত্রাণকার্য নগদ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ২৬ | ফেনী | ৩০২৩ | ১৩৯৫০০০০ |
| ২৭ | লক্ষ্মীপুর | ৩০৪১ | ১৩৯৫০০০০ |
| ২৮ | বান্দরবান | ৩১৬৫ | ১৩০০০০০০ |
| ২৯ | রাজশাহী | ৫৭৬৩ | ২১৪০০০০০ |
| ৩০ | নওগাঁ | ৩৮৮৯ | ১৬৭০০০০০ |
| ৩১ | পাবনা | ৩৫৩৫ | ১৭০৫০০০০ |
| ৩২ | সিরাজগঞ্জ | ৪৩০৪ | ১৮০০০০০০ |
| ৩৩ | বগুড়া | ৪৯০৪ | ১৮৯৫০০০০ |
| ৩৪ | নাটোর | ২৭০৪ | ১২৫৫০০০০ |
| ৩৫ | নবাবগঞ্জ | ২৫৬১ | ১২৯৫০০০০ |
| ৩৬ | জয়পুরহাট | ২৬৪১ | ১২৬০০০০০ |
| ৩৭ | রংপুর | ৬১৮৮ | ২১২০০০০০ |
| ৩৮ | দিনাজপুর | ৪৪৬১ | ১৬৯৫০০০০ |
| ৩৯ | কুঁড়িগ্রাম | ৫৪২৯ | ২০০০০০০০ |
| ৪০ | ঠাকুরগাঁও | ২৭৫৮ | ১২৬৫০০০০ |
| ৪১ | পঞ্চগড় | ২৭৩১ | ১২৮০০০০০ |
| ৪২ | নীলফামারী | ৩৩০৭ | ১৩৯০০০০০ |
| ৪৩ | গাইবান্ধা | ৪২৫৬ | ১৫৫৫০০০০ |
| ৪৪ | লালমনিরহাট | ৩৩৮৬ | ১৪০০০০০০ |
| ৪৫ | খুলনা | ৬৪২৯ | ২১৮০০০০০ |
| ৪৬ | বাগেরহাট | ৪৫৯৯ | ১৮৬০০০০০ |
| ৪৭ | যশোর | ৩৯২২ | ১৬৪৫০০০০ |
| ৪৮ | কুষ্টিয়া | ৩৫৭৮ | ১৬৮০০০০০ |
| ৪৯ | সাতক্ষীরা | ৩৯২৫ | ১৪৩৫০০০০ |
| ৫০ | ঝিনাইদহ | ২৭২৮ | ১২৮৫০০০০ |
| ৫১ | মাগুরা | ২৬১৩ | ৮৬৫০০০০ |
| ৫২ | নড়াইল | ২৭১৪ | ৮৭৫০০০০ |
| ৫৩ | মেহেরপুর | ২৪৬২ | ৮৬০০০০০ |
| ৫৪ | চুয়াডাংগা | ২৪১৬ | ৮৫০০০০০ |
| ৫৫ | বরিশাল | ৬০৭২ | ২১৫০০০০০ |
| ৫৬ | পটুয়াখালী | ৪৫৬৬ | ১৮৯৫০০০০ |
| ৫৭ | পিরোজপুর | ৩৩২৩ | ১৪০৫০০০০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ত্রাণকার্য চাল (মে. টন) | ত্রাণকার্য নগদ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ৫৮ | ভোলা | ৩১০৫ | ১৪৪০০০০০ |
| ৫৯ | বরগুনা | ৩২৪৪ | ১৪৬০০০০০ |
| ৬০ | ঝালকাঠি | ২৬৬৬ | ৯৭৫০০০০ |
| ৬১ | সিলেট | ৫৯০৪ | ২১৮৫০০০০ |
| ৬২ | হবিগঞ্জ | ৩৯৮৯ | ১৭১০০০০০ |
| ৬৩ | সুনামগঞ্জ | ৪৩৫১ | ১৯২৫০০০০ |
| ৬৪ | মৌলভীবাজার | ৩৬০২ | ১২৯৫০০০০ |
| | **সর্বমোট =** | **২৬২১৫৬** | **১০৪৩৯০০০০০** |

## ২০২০-২০১৯ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করবাবদ বরাদ্দের হিসাব বিবরণী

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বরাদ্দে পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | চাঁদপুর | ১২০৭০ |
| ২ | নড়াইল | ৩১৭৩৪ |
| ৩ | সাতক্ষীরা | ৩৪২০০ |
| ৪ | চুয়াডাংগা | ১৮১৭৪ |
| ৫ | বরগুনা | ১৩০০ |
| ৬ | যশোর | ১১৫২৪৮১ |
| ৭ | গাজীপুর | ১০২৫৪০ |
| | **সর্বমোট =** | ১৩৫২৪৯৯ |

# গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ

## ৯.১ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি

## ৯.২ Foundation Training on Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH) ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি (১ম-২য় ব্যাচ):

**প্রশিক্ষণের নাম:** Foundation Training on Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH) প্রশিক্ষণ কোর্স।

**স্থান:** জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩ মহাখালী, ঢাকা।

**অংশগ্রহণকারী:** সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ।

| ক্রমিক নং | ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণের সময় | প্রশিক্ষণার্থী |
|---|---|---|---|
| ১ | ১ম | ১৯-২৩ নভেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| ২ | ২য় | ২৬-৩০ নভেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| **মোট=** | | | **৫০ জন** |

## ৯.৩ দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি (১ম-৬ষ্ঠ ব্যাচ):

**প্রশিক্ষণের নাম:** দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স।

**স্থান:** জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩ মহাখালী, ঢাকা।

**অংশগ্রহণকারী:** কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

| ক্রমিক নং | ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণের সময় | প্রশিক্ষণার্থী |
|---|---|---|---|
| ১ | ১ম | ০৯-১০ ডিসেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| ২ | ২য় | ১২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| ৩ | ৩য় | ১৭-১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| ৪ | ৪র্থ | ২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| ৫ | ৫ম | ১১-১২ জানুয়ারি ২০২০ | ২৫ জন |
| ৬ | ৬ষ্ঠ | ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০২০ | ২৫ জন |
| **মোট=** | | | **১৫০জন** |

দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

## ৯.৪ তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা)

বিধিমালা সম্পর্কিত ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম-৬ষ্ঠ ব্যাচ) :

**প্রশিক্ষণের নাম:** তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

**স্থান:** জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩ মহাখালী, ঢাকা।

**অংশগ্রহণকারীঃ** কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ

| ক্রমিক নং | ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণের সময় | মোট প্রশিক্ষণার্থী |
|---|---|---|---|
| ১ | ১ম | ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| ২ | ২য় | ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| ৩ | ৩য় | ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| ৪ | ৪র্থ | ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ | ২৫ জন |
| ৫ | ৫ম | ১৩ জানুয়ারি ২০২০ | ২৫ জন |
| ৬ | ৬ষ্ঠ | ২০ জানুয়ারি ২০২০ | ২৫ জন |
| | | মোট= | ১৫০ জন |

## ৯.৫ Training on Introduction Using ICT on Disaster Management & E-filing 02 (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম-২য় ব্যাচ)

**প্রশিক্ষণের নাম:** Training on Introduction Using ICT on Disaster Management & E-filing সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

**স্থান:** জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩ মহাখালী, ঢাকা।

**অংশগ্রহণকারী:** কর্মকর্তাগণ

| ক্রমিক নং | ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণের সময় | মোট প্রশিক্ষণার্থী |
|---|---|---|---|
| ১ | ১ম | ২৮-২৯ জানুয়ারি ২০২০ | ২০ জন |
| ২ | ২য় | ০৫-০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ২০ জন |
| | মোট = | | ৪০ জন |

## ৯.৬ বন্যা, বজ্রপাত ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধস বিষয়ে সচেতনতামূলক ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম-৩য় ব্যাচ)

**প্রশিক্ষণের নাম:** বন্যা, বজ্রপাত ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধস বিষয়ে সচেতনতামূলক ০২(দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

**স্থান:** জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩ মহাখালী, ঢাকা।

**অংশগ্রহণকারী:** কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ

| ক্রমিক নং | ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণের সময় | মোট প্রশিক্ষণার্থী |
|---|---|---|---|
| ১ | ১ম | ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ২৫ জন |
| ২ | ২য় | ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ২৫ জন |
| ৩ | ৩য় | ০২-০৩ মার্চ ২০২০ | ২৫ জন |
| | মোট = | | ৭৫ জন |

## ৯.৭ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও) এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি (১৪তম ও ১৫ তম ব্যাচ)

**প্রশিক্ষণের নাম:** ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স।

**স্থান:** জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩ মহাখালী, ঢাকা।

**অংশগ্রহণকারী:** ডিআরআরও এবং পিআইও

| ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণের সময় | ডিআরআরও | পিআইও | মোট প্রশিক্ষণার্থী |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ তম | ২৩/১১/২০১৯ হতে ২৩/০১/২০২০ | -- | ২৫ | ২৫ |
| ১৫ তম | ঐ | -- | ২৫ | ২৫ |
| | | -- | ৫০ জন | ৫০ জন |

## ৯.৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও অন্যান্য বিধিমালা (SOD) ০২(দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (১ম ব্যাচ)

**প্রশিক্ষণের নাম:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও অন্যান্য বিধিমালা (SOD) ০২(দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

**স্থান:** জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩ মহাখালী, ঢাকা।

**অংশগ্রহণকারী:** কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ

| ক্রমিক নং | ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণের সময় | মোট প্রশিক্ষণার্থী |
|---|---|---|---|
| ১ | ১ম | ১৬ এবং ১৮ মার্চ ২০২০ | ২৫ জন |
| | মোট = | | ২৫ জন |

# ১০.০ আইসিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম

**পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা (এমআইএম) অনুবিভাগঃ**

## ১০.১ দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রেরণে মোবাইল ফোনে IVR (Interactive Vioce Response) প্রযুক্তি ব্যবহার

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় দুর্যোগের আগাম বার্তা Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতিতে প্রচার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো মোবাইল থেকে টোল ফ্রি নম্বর ১০৯০ কোডে ডায়াল করে ১ চাপ দিয়ে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা, ২ চাপ দিয়ে নদ/নদীবন্দরসমূহের সতর্কতা বার্তা, ৩ চাপ দিয়ে দৈনিন্দন আবহাওয়া বার্তা, ৪ চাপ দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের বার্তা ও ৫ চাপ দিয়ে নদ/নদীর পানির পূর্বাভাস জানা যায়। IVR-এর মাধ্যমে দুর্যোগের পূর্বাভাস জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় IVR সিস্টেমের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## ১০.২ ওয়েব পোর্টাল (ddm.gov.bd)

২০১৪ সালে ডিডিএম ওয়েবসাইটটি ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কে স্থানান্তরিত হয়। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষায় নির্মিত এ ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। সকল অফিস আদেশ, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ, যোগাযোগ, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সকল বরাদ্দ আদেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা, নির্দেশিকা, ডিডিএম কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে ডিডিএম.বাংলা ডোমেনে এ পোর্টালটি চালু করা হয়।

## ১০.৩ ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজ (https://www.facebook.com/ddmbangladesh) এবং ফেসবুক গ্রুপ চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে Disaster Management-DDM গ্রুপের মেম্বার করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম এই গ্রুপে তুলে ধরা হয়।

## ১০.৪ ই-ফাইল

দুর্যোগ ব্যস্থাপনা অধিদপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম মার্চ, ২০১৭ সালে শুরু করা হয়। এ বিষয়ে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ই-নথির কার্যক্রম অধিদপ্তরের ০৮টি অনুবিভাগের অধীন সকল শাখায় চালু আছে। বর্তমানে ই-নথির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯০ জন। প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে ই-নথির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## ১০.৫ ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই সুবিধা

অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কম্পিউটার ও ল্যান ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ওয়াইফাই সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ ২৫ মে.বা. হতে ১০০ মে.বা. বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইন্টারনেট সেবা সার্বক্ষণিক নিশ্চিত করার জন্য বিটিসিএল-এর বিকল্প সংযোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কিং ও ওয়াইফাই ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

## ১০.৬ EGPP MIS Software

২০১৪ সালে ইজিপি প্রকল্পের অধীন অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য EGPP MIS Software তৈরি করা হয়েছে। এই সফটওয়ারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ইজিপিপি কর্মকাণ্ড যেমন: বাজেট বিভাজন এবং বরাদ্দ প্রদান, উপকারভোগী এবং প্রকল্পের সকল কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে এ সফটওয়ারের মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে উপকারভোগীদের পারিশ্রমিক পরিশোধের জন্য পেমেন্ট সিস্টেম পাইলটিংয়ের কাজ চলমান আছে।

## ১০.৭ ইজিপি (Electronic Government Procurement)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে ই-জিপি প্রক্রিয়ায় মে ২০১৭ তারিখ হতে অনলাইনে দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, SNSP প্রকল্প, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ প্রকল্প ই-জিপির মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে সকল কাজ সম্পাদন করছে। পর্যায়ক্রমে সকল অনুবিভাগ ও প্রকল্পে সকল ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপির মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।

## ১০.৮ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের GRS (Grievance Redress System) চালু আছে। এ ব্যবস্থায় যে কোনো স্থান হতে যেকোনো ব্যক্তি অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন এবং প্রতিকার সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

**জিআইএস সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**

**১০.৯** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত MRVA (Multi Hazard Risk Vulnerability Assessment Modeling and Mapping) Cell কর্তৃক জিআইএস-রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি ৬টি প্রাকৃতিক আপদের (সুনামি, ভূমিকম্প, পাহাড়ধস, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা) এবং স্বাস্থ্যগত ও প্রযুক্তিগত আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কিত তথ্য ও মানচিত্র বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দফতর, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ও এমএসসি গবেষকদের চাহিদামতো সরবরাহ করা হয়। এসকল তথ্য অনলাইন geodash পোর্টালে (www.geodash.gov.bd) সন্নিবেশ করা হয়েছে;

২. দুর্যোগ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ (Community Risk Assessment- CRA) নগর জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ (Urban Community Risk Assessment- UCRA/URA) কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;

৩. CRA ও URA কার্যক্রমের পরিসংখ্যান তৈরির লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;

৪. CRA গাইডলাইন হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিংগ্রুপের সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;

৫. URA গাইডলাইন হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিংগ্রুপের সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;

৬. CRA ও URA গাইডলাইন পরিমার্জনের লক্ষ্যে নিয়োজিত পরামর্শক কর্তৃক প্রেরিত পরিমার্জিত কপি দুটি এ সংক্রান্ত গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যগণের নিকট পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে;

৭. CRA ও URA কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে GIS and Web-based Data Sharing Platform তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান;

**১০.১০** শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ সহনশীল নগর গঠন প্রশিক্ষণ সহায়িকা (Child Centred Urban Disaster Resilience Facilitation Guideline)-এর ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;

**১০.১১** বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহায়তায় Emergency Operational Dashboard তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। তা তৈরি হলে 'এসওএস' ও 'ডি-ফরম'-এর তথ্য অনলাইনে আপলোড করা সম্ভব হবে এবং আশ্রয়কেন্দ্র, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ তথ্যসহ দুর্যোগের সার্বিক চিত্র প্রদর্শন করা যাবে।

**জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)**

১। জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহের ৭ দিনই ২৪ ঘণ্টা জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র খোলা রাখা হয়।

২। জেলা ও উপজেলা থেকে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হয়।

৩। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জেলার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ SOS এবং D-Form-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হয়।

৪। দুর্যোগ পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি এবং সংশ্লিষ্টদের প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৫। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংগঠিত ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাতসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অগ্নিকাণ্ডের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

## ১১.০ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে পরিকল্পনা ও প্রশমন নামে দুটি অধিশাখা রয়েছে। প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে আছেন একজন করে উপপরিচালক।

### ১১. ১ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম

১. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালনসহ এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার (জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সরকারি, বেসরকারি) সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করে থাকে।

সেতু-কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প

হেরিং বোন বন্ড প্রকল্প

বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ছবি

২. এ অনুবিভাগের উদ্যোগে প্রতি মাসে এডিপিভুক্ত/এডিপিবহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩. এ অনুবিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প হতে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় করে সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪. বর্তমানে ১৫১০৭.৭৩ লক্ষ (পনের হাজার একশত সাত কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা ব্যয়ে ১০(দশ)টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৫. চলমান এসকল প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি এ অনুবিভাগ হতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৬. এ অনুবিভাগ হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালায়ে প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিয়মিত ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। গত ২৮ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখে সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ২২ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণের এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন র্কমর্কতাগণের সাথে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন র্কমর্কতাগণের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

৭. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের জন্য বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির বিষয়ে ০১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে চুক্তি প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে (২০+২০) সর্বমোট ৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৮. দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা, সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

৯. ১০ মার্চ, ২০২০ তারিখে দেশব্যাপী জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক মহড়া, পোস্টার ছাপানো, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সড়কদ্বীপ সজ্জা, স্টল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জাতীয়ভাবে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে অফিসার্স ক্লাব, ঢাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১০. গত ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, মহড়ার আয়োজন, স্টল ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

১১. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে SOD-তে বর্ণিত বিভিন্ন কমিটির সভা এবং এসকল সভায় দুর্যোগ মোকাবিলায় ও প্রস্তুতি গ্রহণকল্পে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১২. এছাড়াও এ অনুবিভাগ হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চা সংক্রান্ত সভা আয়োজন ও এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়।

## ১২.০ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ত্রাণ কার্যক্রম

**২৪-০৩-২০২০ খ্রি. হতে ১১-০৬-২০২০ খ্রি. পর্যন্ত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত দেশের ৬৪টি জেলার পাশে উল্লিখিত পরিমাণ ত্রাণকার্য (চাল), ত্রাণকার্য (নগদ) এবং শিশুখাদ্য ক্রয়বাবদ অর্থ বিশেষ বরাদ্দঃ**

| ক্র. নং | জেলার নাম | ত্রাণকার্য (চাল) খাতে বরাদ্দ (মে. টন) | ত্রাণকার্য (নগদ) খাতে বরাদ্দ (টাকা) | শিশুখাদ্য ক্রয়বাবদ অর্থ বরাদ্দ (টাকা) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা (মহানগরীসহ) | ৯২০৩ | ৩৯৭৯৯৫০০ | ৫১০০০০০ |
| ২ | গাজীপুর (মহানগরীসহ) | ৪৯১৪ | ২০২৬২০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৩ | ময়মনসিংহ (মহানগরীসহ) | ৫০৫৬ | ১৯৮৯২৫০০ | ৫১০০০০০ |
| ৪ | ফরিদপুর | ৩২৫৭ | ১৬২৫৪০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৫ | কিশোরগঞ্জ | ৩৪৯৪ | ১৬৫০০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৬ | নেত্রকোনা | ৩৬৩৫ | ১৫৬৫০১০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৭ | টাংগাইল | ৩২৯৪ | ১৬২৫০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৮ | নরসিংদী | ২২২০ | ১২২০৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৯ | মানিকগঞ্জ | ২৩৪৭ | ১২১৭৭০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ১০ | মুন্সিগঞ্জ | ২৩৩৫ | ১২২৫৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ (মহানগরীসহ) | ৫৪৩৫ | ১৯৯৫৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ১২ | গোপালগঞ্জ | ২৪১২ | ১২৭৭৪০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ১৩ | জামালপুর | ৩৮৪৪ | ১২৩৬০০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ১৪ | শরীয়তপুর | ২৩৪৮ | ১২২৮৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ১৫ | রাজবাড়ী | ২৩০৭ | ১২৩৪৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ১৬ | শেরপুর | ২৩২৪ | ১২৪৩০০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ১৭ | মাদারীপুর | ২২৬৫ | ৮৪০০০০০ | ৩৩০০০০০ |
| ১৮ | চট্টগ্রাম (মহানগরীসহ) | ৬১৩২ | ২০৮৫০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ১৯ | কক্সবাজার | ৩২৪৫ | ১৬১৫২৫০০ | ৫১০০০০০ |
| ২০ | রাঙামাটি | ৩৫৬৩ | ১৬২৭০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ২১ | খাগড়াছড়ি | ৩২৬৫ | ১৬৩০৫০০০ | ৫১০০০০০ |
| ২২ | কুমিল্লা (মহানগরীসহ) | ৫৮১৩ | ২০১৫৫০০০ | ৫১০০০০০ |
| ২৩ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৩৩৫০ | ১৬৩০০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ২৪ | চাঁদপুর | ৩২৮৪ | ১৬২১০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ২৫ | নোয়াখালী | ৩৫২৬ | ১৬৩০০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ২৬ | ফেনী | ২৭৪৮ | ১৩৩৯৮২৬৪ | ৩৪০০০০০ |
| ২৭ | লক্ষ্মীপুর | ২৬৫০ | ১২৭১৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ২৮ | বান্দরবান | ২৩৫২ | ১২৪৪০০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ২৯ | রাজশাহী (মহানগরীসহ) | ৫১৯৮ | ২০০৩৭৫০০ | ৫১০০০০০ |
| ৩০ | নওগাঁ | ৩২৪২ | ১৬২৫৫০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৩১ | পাবনা | ৩২৩০ | ১৬৩১০০০০ | ৫১০০০০০ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৩২ | সিরাজগঞ্জ | ৩৪০৩ | ১৬০১০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৩৩ | বগুড়া | ৩৩৬৮ | ১৬৮৩০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৩৪ | নাটোর | ২২৫৫ | ১২২১৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৩৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২২৪৮ | ১২৫০৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৩৬ | জয়পুরহাট | ২২৯৬ | ১২২০০০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৩৭ | রংপুর (মহানগরীসহ) | ৫২৮৫ | ১৯৮৯৬৫০০ | ৫১০০০০০ |
| ৩৮ | দিনাজপুর | ৩৩২৬ | ১৬৩৯৪০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৩৯ | কুড়িগ্রাম | ৩৩০৮ | ১৬২৪০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৪০ | ঠাকুরগাঁও | ২৩৪৮ | ১২২৮৯০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৪১ | পঞ্চগড় | ২৪৭১ | ১২২৪৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৪২ | নীলফামারী | ২৩৮১ | ১২২০৬০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৪৩ | গাইবান্ধা | ২৩০৯ | ১২৩৩৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৪৪ | লালমনিরহাট | ২৩১২ | ১২২১২৫০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৪৫ | খুলনা (মহানগরীসহ) | ৫২৯০ | ১৯৮৫৭০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৪৬ | বাগেরহাট | ৩৬৪৩ | ১৬৩৫০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৪৭ | যশোর | ৩২৯৪ | ১৬২২৭০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৪৮ | কুষ্টিয়া | ৩১৭০ | ১৬২০০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৪৯ | সাতক্ষীরা | ২৫০০ | ১২২৫০০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৫০ | ঝিনাইদহ | ২৩২৮ | ১২২১৬০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৫১ | মাগুরা | ২১৩৫ | ৮৪৫৪৫০০ | ৩৩০০০০০ |
| ৫২ | নড়াইল | ২২১১ | ৮৪৪৬৫০০ | ৩৩০০০০০ |
| ৫৩ | মেহেরপুর | ২৩৪১ | ৮৩৭৫০০০ | ৩৩০০০০০ |
| ৫৪ | চুয়াডাংগা | ২২৮৩ | ৮৩৪৯৫০০ | ৩৩০০০০০ |
| ৫৫ | বরিশাল (মহানগরীসহ) | ৪৯৯৫ | ১৯৮৫৬০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৫৬ | পটুয়াখালী | ৩২৫৬ | ১৬৩০০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৫৭ | পিরোজপুর | ২৩৮৯ | ১২৬৭৪০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৫৮ | ভোলা | ২৩৭৭ | ১২০২৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৫৯ | বরগুনা | ২৩০৮ | ১২০৫০০০০ | ৩৪০০০০০ |
| ৬০ | ঝালকাঠি | ২২৩৩ | ৮২৯১৫০০ | ৩৩০০০০০ |
| ৬১ | সিলেট (মহানগরীসহ) | ৫১২১ | ১৯৯৬০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৬২ | হবিগঞ্জ | ৩৫২৫ | ১৬২২৪০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৬৩ | সুনামগঞ্জ | ৩৩৪৫ | ১৬২১০০০০ | ৫১০০০০০ |
| ৬৪ | মৌলভীবাজার | ২৬৭৫ | ১২৩৩৫০০০ | ৩৪০০০০০ |
| **মোট =** | | **২১১০১৭** | **৯৫৮৩৭২২৬৪** | **২৭১৪০০০০০** |

করোনাকালীন সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় দুঃস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ

করোনাকালীন সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় দুঃস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ

# ১৩.০ মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- মুজিববর্ষ যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দফতরসমূহে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- মুজিববর্ষকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- নথি, দাপ্তরিক আদেশ ও অন্যান্য অফিসিয়াল পত্রাদিতে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসহ তার কর্ম ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন বই ক্রয় করে মুজিব কর্নারে রাখা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও সংগ্রামী জীবনের ওপর আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত দিবসগুলো পালনের ক্ষেত্রে মুজিববর্ষকে সামনে রেখে আলোচনা সভাসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।
- মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে ৫,২৫২টি সেতু/কালভার্ট, ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ২৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রসহ গ্রামীণ রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি)করণ ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ২,৬৪০ কিলোমিটার এইচবিবি রাস্তা উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার উপকারভোগীদের বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধির সাথে মতবিনিময়

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

# ১৪.০ গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মি. দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প

১. মোট বরাদ্দ : ৬৫৭৮২০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
২. মেয়াদ কাল : জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২

## ১৪.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

১৯৮২ সাল হতে পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ ও টাইটেল-৩-এর আওতায় প্রদত্ত গমের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সীমিত আকারে গ্রামীণ সড়কে কেয়ার বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে অনূর্ধ্ব ৪০ ফুট (১২মিটার পর্যন্ত) দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শুরু করা হয়। এ পর্যন্ত অত্র অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সর্বমোট ২৪৯,৬৬৮মিটার (২৮৪৯৪টি) সেতু/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। চলমান প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৬৪ জেলার ৪৯২টি উপজেলায় ১৪'-০" হতে ১৮'-০" চওড়া ১৫৬০০০ মিটার (সম্ভাব্য ১৩০০০টি) সেতু/কালভার্ট নির্মিত হবে। তন্মধ্যে ৯৩৬০০ মিটার বক্সটাইপ (৭৮০০টি) এবং ৬২৪০০ মিটার গার্ডার টাইপ (৫২০০টি) সেতু/কালভার্ট নির্মিত হবে।

## ১৪.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) গ্রামীণ মাটির রাস্তার গ্যাপে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
(খ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দুর্যোগের সময় জনসাধরণকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের মাধ্যমে দুর্যোগজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ;
(গ) দেশের স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথসেন্টার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় নির্মিত রাস্তাসমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সহজভাবে পরিবহন ও বিপণনে সহায়তা প্রদানসহ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন;
(ঘ) অবকাঠামো নির্মাণকালে সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির করে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ।

**লক্ষ টাকা**

| ক্র নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | প্রকল্প সংখ্যা | | | এ যাবৎ ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা) | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | ক্রমপুঞ্জিত কাজের অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | মোট প্রকল্প সংখ্যা | গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা | বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ০১ | ৬৪ | ৪৯২ | ৬২৮৬৮০ | ১৩০০০টি | ৬২৬৯টি | ৫৯৫০টি | ৯৭০৬২ | ৫৭১৬১৮ | ৩৩% |

## অর্থবছর: ২০১৯-২০ (উপজেলাওয়ারি বিস্তারিত বিবরণ)

**লক্ষ টাকা**

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | কক্সবাজার | উখিয়া | ২২২.৮৬ | ৯ | ৮ | ১৯৪.৩৬ | ২৮.৫ | ৮৭% |
| ২ | কক্সবাজার | কক্সবাজার সদর | ২৭০.০৫ | ১০ | ০ | ৬১.৫ | ২০৮.৫৫ | ২৩% |
| ৩ | কক্সবাজার | কুতুবদিয়া | ২১৬.০৯ | ১৬ | ১১ | ১৪৬.১৬ | ৬৯.৯৩ | ৬৮% |
| ৪ | কক্সবাজার | চকোরিয়া | ৬২৬.৭৮ | ২৪ | ২০ | ৫৫২.৮৬ | ৭৩.৯২ | ৮৮% |
| ৫ | কক্সবাজার | টেকনাফ | ২০২.৭৩ | ৮ | ৮ | ১৯২.৫৯ | ১০.১৪ | ৯৫% |
| ৬ | কক্সবাজার | পেকুয়া | ২৪২.৪৫ | ১১ | ০ | ৫৬.৩ | ১৮৬.১৫ | ২৩% |
| ৭ | কক্সবাজার | মহেষখালী | ২৯৮.৬৭ | ১৫ | ০ | ৬৯ | ২২৯.৬৭ | ২৩% |
| ৮ | কক্সবাজার | রামু | ৩৬৭.৩৬ | ১৪ | ১২ | ৩০৫.৮৯ | ৬১.৪৭ | ৮৩% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৯ | কুড়িগ্রাম | উলিপুর | ৪৫৫.০২ | ১৪ | ০ | ১০৫ | ৩৫০.০২ | ২৩% |
| ১০ | কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর | ৩৩১.৫১ | ১২ | ১২ | ২৬৭.১৩ | ৬৪.৩৮ | ৮১% |
| ১১ | কুড়িগ্রাম | চররাজিবপুর | ৯৭.২৪ | ৩ | ২ | ৬১.৫ | ৩৫.৭৪ | ৬৩% |
| ১২ | কুড়িগ্রাম | চিলমারী | ১৯৯.১৭ | ১১ | ১ | ১৩৮.৮৯ | ৬০.২৮ | ৭০% |
| ১৩ | কুড়িগ্রাম | নাগেশ্বরী | ৩৫১.১৯ | ১৭ | ০ | ৮২ | ২৬৯.১৯ | ২৩% |
| ১৪ | কুড়িগ্রাম | ফুলবাড়ী | ২০০.২৭ | ১০ | ১০ | ১৯০.২১ | ১০.০৬ | ৯৫% |
| ১৫ | কুড়িগ্রাম | ভুরুঙ্গামারী | ৩৪১.২৬ | ১৪ | ০ | ৭৯.৫ | ২৬১.৭৬ | ২৩% |
| ১৬ | কুড়িগ্রাম | রাজারহাট | ১৪৮.০৭ | ৮ | ৭ | ১১৬.২৬ | ৩১.৮১ | ৭৯% |
| ১৭ | কুড়িগ্রাম | রৌমারী | ২১২.৭৬ | ৭ | ৫ | ১৫৫.৩৩ | ৫৭.৪৩ | ৭৩% |
| ১৮ | কুমিল্লা | আর্দশ সদর কুমিল্লা | ২৪৮.২৩ | ১৭ | ১২ | ১৭৮.৯৩ | ৬৯.৩ | ৭২% |
| ১৯ | কুমিল্লা | কুমিল্লা সদর দক্ষিণ | ৫১৬.৬ | ২৬ | ২০ | ৩৯৩.৭৮ | ১২২.৮২ | ৭৬% |
| ২০ | কুমিল্লা | চান্দিনা | ৪৬৪.৬২ | ২০ | ১৪ | ৩৫৩.৭ | ১১০.৯২ | ৭৬% |
| ২১ | কুমিল্লা | চৌদ্দগ্রাম | ৪৩০.৪৫ | ১৯ | ১৮ | ৩৯৮.৪৬ | ৩১.৯৯ | ৯৩% |
| ২২ | কুমিল্লা | তিতাস | ৩২৪.৫৯ | ১৩ | ১ | ৮৮.১৪ | ২৩৬.৪৫ | ২৭% |
| ২৩ | কুমিল্লা | দাউদকান্দি | ৫৩০.৩৮ | ১৯ | ১৯ | ২৭১.৬ | ২৫৮.৭৮ | ৫১% |
| ২৪ | কুমিল্লা | দেবীদ্বার | ৫২৫.৪৫ | ২১ | ১৭ | ৪৬২.৬৩ | ৬২.৮২ | ৮৮% |
| ২৫ | কুমিল্লা | নাঙ্গলকোট | ৪২৭.১১ | ২২ | ১৭ | ৩৩৯.৭৫ | ৮৭.৩৬ | ৮০% |
| ২৬ | কুমিল্লা | বুড়িচং | ৩০৪.৩৭ | ১৭ | ৭ | ১৫৭.৭৬ | ১৪৬.৬১ | ৫২% |
| ২৭ | কুমিল্লা | বরুড়া | ৫৩৪.৫৮ | ২৪ | ২২ | ৪৯৬.০৮ | ৩৮.৫ | ৯৩% |
| ২৮ | কুমিল্লা | ব্রাহ্মণপাড়া | ২৮৯.৮২ | ১১ | ৩ | ১১৫.৯৫ | ১৭৩.৮৭ | ৪০% |
| ২৯ | কুমিল্লা | মনোহরগঞ্জ | ৩৯৬.২১ | ১৭ | ১৩ | ৩২৬.২৮ | ৬৯.৯৩ | ৮২% |
| ৩০ | কুমিল্লা | মুরাদনগর | ৭৬০.৭৭ | ৩৩ | ১০ | ৩২৭.৭৭ | ৪৩৩ | ৪৩% |
| ৩১ | কুমিল্লা | মেঘনা | ৩০৭.১২ | ১১ | ৪ | ১৩৯.৭১ | ১৬৭.৪১ | ৪৫% |
| ৩২ | কুমিল্লা | লাকসাম | ২৮৩.৬১ | ১৬ | ৬ | ১২৯.২২ | ১৫৪.৩৯ | ৪৬% |
| ৩৩ | কুমিল্লা | লালমাই | ২২৪.৩৭ | ১৪ | ১৪ | ২২৪.৩৩ | ০.০৪ | ১০০% |
| ৩৪ | কুমিল্লা | হোমনা | ১৫৫.৫৩ | ৭ | ২ | ৫৯.৭৬ | ৯৫.৭৭ | ৩৮% |
| ৩৫ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | ৩৭৩.১৪ | ১৮ | ১২ | ২৬৩.১৩ | ১১০.০১ | ৭১% |
| ৩৬ | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া সদর | ৪৭৯.৮২ | ২০ | ২০ | ৪৪২.৯২ | ৩৬.৯ | ৯২% |
| ৩৭ | কুষ্টিয়া | খোকসা | ২৯৮.৯৯ | ১৩ | ১২ | ২৭৪.৭৪ | ২৪.২৫ | ৯২% |
| ৩৮ | কুষ্টিয়া | দৌলতপুর | ৪৪৭.৪৫ | ২০ | ২০ | ৪২৫.০৩ | ২২.৪২ | ৯৫% |
| ৩৯ | কুষ্টিয়া | ভেড়ামারা | ১৮৩.৩২ | ৬ | ৪ | ১১৯.৪১ | ৬৩.৯১ | ৬৫% |
| ৪০ | কুষ্টিয়া | মিরপুর |  | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% |
| ৪১ | কিশোরগঞ্জ | অষ্টগ্রাম | ২৭২.৩১ | ১১ | ৯ | ২০৭.৮৮ | ৬৪.৪৩ | ৭৬% |
| ৪২ | কিশোরগঞ্জ | ইটনা | ২৬৪.৪৫ | ৯ | ৯ | ২৫১.২২ | ১৩.২৩ | ৯৫% |
| ৪৩ | কিশোরগঞ্জ | কটিয়াদি | ৩০৩.৫৫ | ১৪ | ৮ | ১৯৫.৫৪ | ১০৮.০১ | ৬৪% |
| ৪৪ | কিশোরগঞ্জ | করিমগঞ্জ | ৩০৮.০৫ | ১২ | ৭ | ১৯০.১ | ১১৭.৯৫ | ৬২% |
| ৪৫ | কিশোরগঞ্জ | কুলিয়ারচর | ২০৪.২৬ | ১০ | ০ | ৪৬.৪ | ১৫৭.৮৬ | ২৩% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৪৬ | কিশোরগঞ্জ | কিশোরগঞ্জ সদর | ৩৯৫.০৮ | ২২ | ০ | ৮৬.৩ | ৩০৮.৭৮ | ২২% |
| ৪৭ | কিশোরগঞ্জ | তাড়াইল | ২৩৩.৯৮ | ১১ | ৪ | ১০৮ | ১২৫.৯৮ | ৪৬% |
| ৪৮ | কিশোরগঞ্জ | নিকলী | ১৫৯.২২ | ৬ | ০ | ৩৬.৫ | ১২২.৭২ | ২৩% |
| ৪৯ | কিশোরগঞ্জ | পাকুন্দিয়া | ২০৯.২২ | ১২ | ১২ | ১৯৮.৭৬ | ১০.৪৬ | ৯৫% |
| ৫০ | কিশোরগঞ্জ | বাজিতপুর | ২৮৫.১ | ১২ | ১২ | ২৭০.৮৫ | ১৪.২৫ | ৯৫% |
| ৫১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | ২৩২.৭৫ | ৮ | ৭ | ১৯৬.৬১ | ৩৬.১৪ | ৮৪% |
| ৫২ | কিশোরগঞ্জ | মিঠামইন | ২৫৯.৩১ | ১০ | ৮ | ১৯৬.০২ | ৬৩.২৯ | ৭৬% |
|  | কিশোরগঞ্জ | হোসেনপুর | ২৬০.৪৪ | ২০ | ৬ | ১১৫.১ | ১৪৫.৩৪ | ৪৪% |
| ৫৪ | খুলনা | কয়রা | ২৪৬.৯২ | ৮ | ৮ | ২৩৪.৫২ | ১২.৪ | ৯৫% |
| ৫৫ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ৪৮৫.৭ | ২৩ | ১৬ | ৩৭১.৭৪ | ১১৩.৯৬ | ৭৭% |
| ৫৬ | খুলনা | তেরখাদা | ২০৯.০১ | ৮ | ৮ | ১৯৮.৫৬ | ১০.৪৫ | ৯৫% |
| ৫৭ | খুলনা | দাকোপ | ৩০৮.৪ | ১৩ | ১৩ | ২৯২.৭৮ | ১৫.৬২ | ৯৫% |
| ৫৮ | খুলনা | দিঘলিয়া | ২১০.৫৯ | ৮ | ৬ | ১৪৫.৪৭ | ৬৫.১২ | ৬৯% |
| ৫৯ | খুলনা | পাইকগাছা | ৩২৬.৮৪ | ১২ | ৮ | ২২৫.৯৫ | ১০০.৮৯ | ৬৯% |
| ৬০ | খুলনা | ফুলতলা | ১৪১.৭ | ৭ | ৭ | ১৩৪.৬ | ৭.১ | ৯৫% |
| ৬১ | খুলনা | বটিয়াঘাটা | ২৪৪.৪৭ | ১১ | ০ | ৫৫.৬ | ১৮৮.৮৭ | ২৩% |
| ৬২ | খুলনা | রূপসা | ১৭৪.২৯ | ৮ | ৫ | ১০৬.৬৩ | ৬৭.৬৬ | ৬১% |
| ৬৩ | খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি সদর | ২০৭.৩৪ | ৬ | ৫ | ১৭০.৩১ | ৩৭.০৩ | ৮২% |
| ৬৪ | খাগড়াছড়ি | গুইমারা | ১০৯.৩৭ | ৩ | ০ | ২৪ | ৮৫.৩৭ | ২২% |
| ৬৫ | খাগড়াছড়ি | দিঘীনালা | ১৪৬.৯৯ | ৫ | ৫ | ১৪৬.৯৪ | ০.০৫ | ১০০% |
| ৬৬ | খাগড়াছড়ি | পানছড়ি | ১৮৩.৪৮ | ৮ | ৭ | ১৬৩.১৪ | ২০.৩৪ | ৮৯% |
| ৬৭ | খাগড়াছড়ি | মহালছড়ি | ১৪০.১২ | ৪ | ৩ | ১১৪.৬ | ২৫.৫২ | ৮২% |
| ৬৮ | খাগড়াছড়ি | মাটিরাঙা | ২৬৮.৮৫ | ৮ | ৮ | ২৬৮.৬৭ | ০.১৮ | ১০০% |
| ৬৯ | খাগড়াছড়ি | মানিকছড়ি | ১৪০.১২ | ৪ | ৪ | ১৪০.০৮ | ০.০৪ | ১০০% |
| ৭০ | খাগড়াছড়ি | রামগড় | ১০৯.৩৭ | ৩ | ১ | ৫১.১৭ | ৫৮.২ | ৪৭% |
| ৭১ | খাগড়াছড়ি | লক্ষ্মীছড়ি | ১০৩.৬৭ | ৩ | ২ | ৮২.১ | ২১.৫৭ | ৭৯% |
| ৭২ | গাইবান্ধা | গাইবান্ধা সদর | ৫৩১.৮২ | ২১ | ১৯ | ৪৫৬.১১ | ৭৫.৭১ | ৮৬% |
| ৭৩ | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | ৩৫৩.১৭ | ১৮ | ১৮ | ৩৩৫.৩৪ | ১৭.৮৩ | ৯৫% |
| ৭৪ | গাইবান্ধা | পলাশবাড়ী | ১৮৭.৮৩ | ১৩ | ১৩ | ১৭৭.৭৩ | ১০.১ | ৯৫% |
| ৭৫ | গাইবান্ধা | ফুলছড়ি |  | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% |
| ৭৬ | গাইবান্ধা | সুন্দরগঞ্জ | ৩১০.১ | ১২ | ১২ | ১৫৮.৭ | ১৫১.৪ | ৫১% |
| ৭৭ | গাইবান্ধা | সাঘাটা | ১৯৭.৪৪ | ৮ | ৮ | ১৮৭.২২ | ১০.২২ | ৯৫% |
| ৭৮ | গাইবান্ধা | সাদুল্লাপুর | ২২১.১ | ১১ | ১০ | ১৯২.৮৮ | ২৮.২২ | ৮৭% |
| ৭৯ | গাজীপুর | কাপাসিয়া | ৩৬৩.৬২ | ১৬ | ১০ | ২৩১.৭১ | ১৩১.৯১ | ৬৪% |
| ৮০ | গাজীপুর | কালীগঞ্জ | ২৩৩.৫২ | ১১ | ৪ | ১১১.৬৩ | ১২১.৮৯ | ৪৮% |
| ৮১ | গাজীপুর | কালিয়াকৈর | ৩২৭.৪ | ২১ | ১১ | ২০৬.৫৭ | ১২০.৮৩ | ৬৩% |
| ৮২ | গাজীপুর | গাজীপুর সদর | ১১২.০৫ | ৭ | ৫ | ৮৩.৫১ | ২৮.৫৪ | ৭৫% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৮৩ | গাজীপুর | শ্রীপুর | ২৬৮.৬৫ | ১২ | ৬ | ১৪২.৩৪ | ১২৬.৩১ | ৫৩% |
| ৮৪ | গোপালগঞ্জ | কাশিয়ানী | ৪৯১.৫২ | ২১ | ১৯ | ৪১০.৫২ | ৮১ | ৮৪% |
| ৮৫ | গোপালগঞ্জ | কোটালীপাড়া | ৪১৬.৭ | ১৬ | ১৬ | ৩৯৫.৫৮ | ২১.১২ | ৯৫% |
| ৮৬ | গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ সদর | ৭৩৯.০৩ | ৩০ | ২৭ | ৬২৯.৩ | ১০৯.৭৩ | ৮৫% |
| ৮৭ | গোপালগঞ্জ | টুঙ্গীপাড়া | ৯৫.৩১ | ৪ | ৪ | ৯০.৫১ | ৪.৮ | ৯৫% |
| ৮৮ | গোপালগঞ্জ | মুকসুদপুর | ৫৭১.১১ | ২৬ | ২০ | ৪১৮.৬৬ | ১৫২.৪৫ | ৭৩% |
| ৮৯ | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা | ২৬২.৫৫ | ১১ | ১০ | ২৩০.৩ | ৩২.২৫ | ৮৮% |
| ৯০ | চট্টগ্রাম | কর্ণফুলী | ১৫২.১৮ | ১০ | ৮ | ১০৫.৫৪ | ৪৬.৬৪ | ৬৯% |
| ৯১ | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ | ৩১৬.৯১ | ১৩ | ১৩ | ৩০২.২৯ | ১৪.৬২ | ৯৫% |
| ৯২ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | ৬৪০.৫২ | ৩৬ | ৩১ | ৫১৩.৪৭ | ১২৭.০৫ | ৮০% |
| ৯৩ | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | ৬৩৮.১৯ | ২৭ | ৯ | ২৮৪.১৮ | ৩৫৪.০১ | ৪৫% |
| ৯৪ | চট্টগ্রাম | বাঁশখালী | ৫৪৮.৪২ | ২৫ | ২২ | ৪৬৯.১৮ | ৭৯.২৪ | ৮৬% |
| ৯৫ | চট্টগ্রাম | বোয়ালখালী | ২৮০.৩৪ | ১২ | ১২ | ২০৭.৫৮ | ৭২.৭৬ | ৭৪% |
| ৯৬ | চট্টগ্রাম | মীরসরাই | ৫৬৯.২৯ | ২২ | ১৮ | ৪৫৭.০৮ | ১১২.২১ | ৮০% |
| ৯৭ | চট্টগ্রাম | রাঙ্গুনিয়া | ৫২৭.৩৫ | ২৩ | ১৫ | ৩৭৭.৬৮ | ১৪৯.৬৭ | ৭২% |
| ৯৮ | চট্টগ্রাম | রাউজান | ৪৫৩.৪৩ | ১৮ | ৫ | ১৯৩.১৩ | ২৬০.৩ | ৪৩% |
| ৯৯ | চট্টগ্রাম | লোহাগাড়া | ৩০৬.০৮ | ১৪ | ১২ | ২৫৫.৮৩ | ৫০.২৫ | ৮৪% |
| ১০০ | চট্টগ্রাম | সন্দ্বীপ |  | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ১০১ | চট্টগ্রাম | সাতকানিয়া | ৩৩৭.০৫ | ১৩ | ০ | ৭৭.৯ | ২৫৯.১৫ | ২৩% |
| ১০২ | চট্টগ্রাম | সীতাকুণ্ড | ৩৮১.২৫ | ২৬ | ৮ | ১৭৬.০৭ | ২০৫.১৮ | ৪৬% |
| ১০৩ | চট্টগ্রাম | হাটহাজারী | ৪৬৯.১৬ | ২২ | ৪ | ১৬১.৯ | ৩০৭.২৬ | ৩৫% |
| ১০৪ | চুয়াডাঙ্গা | আলমডাঙ্গা | ২৯০.৩৬ | ১৫ | ৯ | ১৮৮.০৬ | ১০২.৩ | ৬৫% |
| ১০৫ | চুয়াডাঙ্গা | চুয়াডাঙ্গা সদর | ১২৮.৮৮ | ৫ | ৫ | ১২২.৪৪ | ৬.৪৪ | ৯৫% |
| ১০৬ | চুয়াডাঙ্গা | জীবননগর | ১৬৫.১২ | ১০ | ০ | ৩৭.৪ | ১২৭.৭২ | ২৩% |
| ১০৭ | চুয়াডাঙ্গা | দামুরহুদা | ২৫৮.৫৮ | ১৮ | ০ | ৫৮.৮ | ১৯৯.৭৮ | ২৩% |
| ১০৮ | চাঁদপুর | কচুয়া | ৪২৯.১৩ | ২১ | ০ | ৯৯ | ৩৩০.১৩ | ২৩% |
| ১০৯ | চাঁদপুর | চাঁদপুর সদর | ৪৭৯.৪৩ | ২১ | ১৫ | ৩৪১.৪৮ | ১৩৭.৯৫ | ৭১% |
| ১১০ | চাঁদপুর | ফরিদগঞ্জ | ৫৩০.৮৮ | ২৮ | ২৭ | ৪৮৬.৯৭ | ৪৩.৯১ | ৯২% |
| ১১১ | চাঁদপুর | মতলব (উত্তর) | ৪৯৩.৪২ | ২৫ | ২৫ | ৪৯২.৫৭ | ০.৮৫ | ১০০% |
| ১১২ | চাঁদপুর | মতলব দক্ষিণ | ২২৬ | ১৩ | ১৩ | ২২৪.৬ | ১.৪ | ৯৯% |
| ১১৩ | চাঁদপুর | শাহরাস্তি | ৩৫৩.৭১ | ১৬ | ১৬ | ৩৩৬.০২ | ১৭.৬৯ | ৯৫% |
| ১১৪ | চাঁদপুর | হাইমচর | ৫৯৩.২৪ | ২১ | ১৯ | ৫৩৪.০১ | ৫৯.২৩ | ৯০% |
| ১১৫ | চাঁদপুর | হাজীগঞ্জ | ৪৬৩.৭৮ | ১৮ | ১৮ | ৪৬৩.৭১ | ০.০৭ | ১০০% |
| ১১৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | গোমস্তাপুর | ২৭৮.২৬ | ১৪ | ১৪ | ২৬৩.৪৩ | ১৪.৮৩ | ৯৫% |
| ১১৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ৪৬২.১২ | ১৭ | ১৭ | ৪৩৮.৫৭ | ২৩.৫৫ | ৯৫% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১১৮ | চাঁপাই নবাবগঞ্জ | নাচোল | ১৩৬.১১ | ৬ | ৬ | ১২৯.১৮ | ৬.৯৩ | ৯৫% |
| ১১৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ভোলাহাট | ১৫২.২৯ | ৫ | ০ | ৩৪.৪ | ১১৭.৮৯ | ২৩% |
| ১২০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | শিবগঞ্জ | ৫১০.৮৮ | ২৪ | ২৪ | ৪৯১.১১ | ১৯.৭৭ | ৯৬% |
| ১২১ | জয়পুরহাট | আক্কেলপুর | ১০৯ | ৬ | ৫ | ৮১ | ২৮ | ৭৪% |
| ১২২ | জয়পুরহাট | ক্ষেতলাল | ১১৭.৮ | ৮ | ৮ | ১১৬.৩৫ | ১.৪৫ | ৯৯% |
| ১২৩ | জয়পুরহাট | কালাই | ১০৩.০৯ | ৭ | ০ | ২২.৮ | ৮০.২৯ | ২২% |
| ১২৪ | জয়পুরহাট | জয়পুরহাট সদর | ১৯৪.৪৮ | ১৩ | ১৩ | ১৮১.৯৬ | ১২.৫২ | ৯৪% |
| ১২৫ | জয়পুরহাট | পাঁচবিবি | ১৭৮.০৯ | ৯ | ৭ | ১৩৭.১১ | ৪০.৯৮ | ৭৭% |
| ১২৬ | জামালপুর | ইসলামপুর | ৪২১.৩৯ | ১৩ | ১৩ | ৪০০.৩২ | ২১.০৭ | ৯৫% |
| ১২৭ | জামালপুর | জামালপুর সদর | ৫১৯.৩৪ | ২২ | ২০ | ৪৩৩.৪৫ | ৮৫.৮৯ | ৮৩% |
| ১২৮ | জামালপুর | দেওয়ানগঞ্জ | ২৮৫.১৬ | ৯ | ৭ | ২২৪.২৩ | ৬০.৯৩ | ৭৯% |
| ১২৯ | জামালপুর | বকশীগঞ্জ | ২৪৪.৬২ | ৮ | ৮ | ২৩২.৩৯ | ১২.২৩ | ৯৫% |
| ১৩০ | জামালপুর | মাদারগঞ্জ | ২১৭.৮৮ | ৮ | ৮ | ১৮৬.৯৯ | ৩০.৮৯ | ৮৬% |
| ১৩১ | জামালপুর | মেলান্দহ | ৩৪২.৬৫ | ১৩ | ৭ | ১৯৫.৩৭ | ১৪৭.২৮ | ৫৭% |
| ১৩২ | জামালপুর | সরিষাবাড়ি | ২৬৫.৩৯ | ৯ | ৯ | ২৬৫.০৪ | ০.৩৫ | ১০০% |
| ১৩৩ | ঝালকাঠি | কাঁঠালিয়া | ২০৬.৪৮ | ৯ | ৫ | ১০৭.৫৯ | ৯৮.৮৯ | ৫২% |
| ১৩৪ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি সদর | ৩৭৫.৪৫ | ১৯ | ০ | ৮৫.৮ | ২৮৯.৬৫ | ২৩% |
| ১৩৫ | ঝালকাঠি | নলছিটি | ৩৫৮.২৮ | ১৮ | ১৮ | ৩৫৭.৭৫ | ০.৫৩ | ১০০% |
| ১৩৬ | ঝালকাঠি | রাজাপুর | ২১৯.৮৩ | ১২ | ১০ | ১৯০.৯৫ | ২৮.৮৮ | ৮৭% |
| ১৩৭ | ঝিনাইদহ | কালীগঞ্জ | ২৫৯.০৭ | ১৩ | ৮ | ১৬৪.০৭ | ৯৫ | ৬৩% |
| ১৩৮ | ঝিনাইদহ | কোটচাঁদপুর | ১৮৫.৩৭ | ১১ | ১১ | ১৭৮.১৭ | ৭.২ | ৯৬% |
| ১৩৯ | ঝিনাইদহ | ঝিনাইদহ সদর | ৫৬৭.৯৪ | ৩৪ | ১৭ | ৪৪১.২৯ | ১২৬.৬৫ | ৭৮% |
| ১৪০ | ঝিনাইদহ | মহেষপুর | ৪১০.০৪ | ২২ | ২২ | ৩৯৭.৪ | ১২.৬৪ | ৯৭% |
| ১৪১ | ঝিনাইদহ | শৈলকুপা | ৪৮১.১৪ | ২১ | ১১ | ৪৭২.২৩ | ৮.৯১ | ৯৮% |
| ১৪২ | ঝিনাইদহ | হরিণাকুণ্ডু | ২৮৩.০৫ | ১৪ | ১০ | ২২৩.৬২ | ৫৯.৪৩ | ৭৯% |
| ১৪৩ | টাংগাইল | কালিহাতী | ৪৮৩.৫২ | ১৯ | ১০ | ২৯১.৭৫ | ১৯১.৭৭ | ৬০% |
| ১৪৪ | টাংগাইল | গোপালপুর | ২৫৩.৩৩ | ১২ | ৯ | ১৯০.৫৩ | ৬২.৮ | ৭৫% |
| ১৪৫ | টাংগাইল | ঘাটাইল | ৩৮১.৬১ | ১২ | ১১ | ৩৩৮.৬৫ | ৪২.৯৬ | ৮৯% |
| ১৪৬ | টাংগাইল | টাংগাইল সদর | ৪১১.৮৭ | ১৩ | ১১ | ২৮৫.১৬ | ১২৬.৭১ | ৬৯% |
| ১৪৭ | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২৭৭.৪ | ১০ | ১০ | ১৬৪.৪৬ | ১১২.৯৪ | ৫৯% |
| ১৪৮ | টাংগাইল | ধনবাড়ী | ২৪৯.১৩ | ১২ | ১২ | ১৫১.৬৭ | ৯৭.৪৬ | ৬১% |
| ১৪৯ | টাংগাইল | নাগরপুর | ৪০৪.৭১ | ১৫ | ১৩ | ২১৫.১৮ | ১৮৯.৫৩ | ৫৩% |
| ১৫০ | টাংগাইল | বাসাইল | ২০৫.২৫ | ৮ | ৭ | ১১৬.৪৪ | ৮৮.৮১ | ৫৭% |
| ১৫১ | টাংগাইল | ভূঞাপুর | ২০৬.৯৩ | ৭ | ৭ | ১৯৬.৫৮ | ১০.৩৫ | ৯৫% |
| ১৫২ | টাংগাইল | মধুপুর | ২১৩.৬৫ | ১০ | ১০ | ১৩২.৯১ | ৮০.৭৪ | ৬২% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১৫৩ | টাংগাইল | মির্জাপুর | ৫০১.৪৫ | ২৪ | ১০ | ২৪৭ | ২৫৪.৪৫ | ৪৯% |
| ১৫৪ | টাংগাইল | সখিপুর | ২৭৬.৩১ | ১১ | ১০ | ২৪৩.৩৪ | ৩২.৯৭ | ৮৮% |
| ১৫৫ | ঠাকুরগাঁও | ঠাকুরগাঁও সদর | ৩৭৫.২ | ১৬ | ০ | ৮৬.৭ | ২৮৮.৫ | ২৩% |
| ১৫৬ | ঠাকুরগাঁও | পীরগঞ্জ | ৩৩৫.৬৫ | ১৭ | ০ | ৭৭.৬ | ২৫৮.০৫ | ২৩% |
| ১৫৭ | ঠাকুরগাঁও | বালিয়াডাঙ্গী | ২৫৭.০৪ | ১০ | ০ | ৫৯.৫ | ১৯৭.৫৪ | ২৩% |
| ১৫৮ | ঠাকুরগাঁও | রাণীশংকৈল | ২৮৩.২ | ১০ | ৭ | ২০২.৪৮ | ৮০.৭২ | ৭১% |
| ১৫৯ | ঠাকুরগাঁও | হরিপুর | ১৯২.৮১ | ৭ | ৫ | ১৪৪.৩৪ | ৪৮.৪৭ | ৭৫% |
| ১৬০ | ঢাকা | কেরানীগঞ্জ | ৩৯৭.৯৬ | ১৫ | ১০ | ২৩৭.৯৮ | ১৫৯.৯৮ | ৬০% |
| ১৬১ | ঢাকা | দোহার | ২২৯.৫ | ১০ | ২ | ৮৭.৬৩ | ১৪১.৮৭ | ৩৮% |
| ১৬২ | ঢাকা | ধামরাই | ৫৪৪.০৬ | ২১ | ০ | ১২৫.৭ | ৪১৮.৩৬ | ২৩% |
| ১৬৩ | ঢাকা | নবাবগঞ্জ | ৫০৫.১ | ২৫ | ২৫ | ৫০৪.৯৩ | ০.১৭ | ১০০% |
| ১৬৪ | ঢাকা | সাভার | ২৮৭.১৬ | ১১ | ৭ | ২১৭.৪৭ | ৬৯.৬৯ | ৭৬% |
| ১৬৫ | দিনাজপুর | কাহারোল | ১৯৮.০৭ | ৭ | ০ | ৪৫.১ | ১৫২.৯৭ | ২৩% |
| ১৬৬ | দিনাজপুর | খানসামা | ১৯৪.৫৯ | ৭ | ৪ | ১২৮.৩৭ | ৬৬.২২ | ৬৬% |
| ১৬৭ | দিনাজপুর | ঘোড়াঘাট | ১১২.৬১ | ৬ | ৪ | ৮৭.৬৬ | ২৪.৯৫ | ৭৮% |
| ১৬৮ | দিনাজপুর | চিরিরবন্দর | ৪৭৫.৭৮ | ১৯ | ০ | ১০৯.২ | ৩৬৬.৫৮ | ২৩% |
| ১৬৯ | দিনাজপুর | দিনাজপুর সদর | ৩২৮.১৯ | ১৩ | ০ | ৭৫.৫ | ২৫২.৬৯ | ২৩% |
| ১৭০ | দিনাজপুর | নবাবগঞ্জ | ৩০৬.০৮ | ১৪ | ১৩ | ২৭০.১ | ৩৫.৯৮ | ৮৮% |
| ১৭১ | দিনাজপুর | পার্বতীপুর | ৩২৩.২৮ | ১৪ | ০ | ৭৪.৭ | ২৪৮.৫৮ | ২৩% |
| ১৭২ | দিনাজপুর | ফুলবাড়ি | ২৩১.০২ | ১১ | ০ | ৫৩.৮ | ১৭৭.২২ | ২৩% |
| ১৭৩ | দিনাজপুর | বিরল | ৩৬৬.৮৮ | ১৮ | ১৮ | ৩৪৮.৫২ | ১৮.৩৬ | ৯৫% |
| ১৭৪ | দিনাজপুর | বিরামপুর | ১৪৫.৪৭ | ৬ | ৪ | ৯৭.১ | ৪৮.৩৭ | ৬৭% |
| ১৭৫ | দিনাজপুর | বীরগঞ্জ | ৩৯২.২১ | ১৪ | ০ | ৯০.৪ | ৩০১.৮১ | ২৩% |
| ১৭৬ | দিনাজপুর | বোচাগঞ্জ | ১৯৩.৯৯ | ৮ | ০ | ৪৪.৮ | ১৪৯.১৯ | ২৩% |
| ১৭৭ | দিনাজপুর | হাকিমপুর | ৭২.২৪ | ৫ | ৪ | ৫৭.০১ | ১৫.২৩ | ৭৯% |
| ১৭৮ | নওগাঁ | আত্রাই | ২৭৬.৩৫ | ১১ | ৬ | ১২২.৩৩ | ১৫৪.০২ | ৪৪% |
| ১৭৯ | নওগাঁ | ধামইরহাট | ২৬১.৮৪ | ১১ | ১১ | ২৪৯.৮১ | ১২.০৩ | ৯৫% |
| ১৮০ | নওগাঁ | নওগাঁ সদর | ৩৯২.৩৫ | ১৬ | ১৬ | ৩৫১.৫৮ | ৪০.৭৭ | ৯০% |
| ১৮১ | নওগাঁ | নিয়ামতপুর | ২৬১.৯৮ | ১১ | ১০ | ২২৫.৪৩ | ৩৬.৫৫ | ৮৬% |
| ১৮২ | নওগাঁ | পত্নীতলা | ২৬০.৬৬ | ১৫ | ১২ | ১৩৯.১৪ | ১২১.৫২ | ৫৩% |
| ১৮৩ | নওগাঁ | পোরশা | ১১৪.৯১ | ৪ | ২ | ৬৯.৪১ | ৪৫.৫ | ৬০% |
| ১৮৪ | নওগাঁ | বদলগাছী | ২২৯.২৪ | ১২ | ১২ | ২১৫.৮১ | ১৩.৪৩ | ৯৪% |
| ১৮৫ | নওগাঁ | মহাদেবপুর | ৩৩৭.৫২ | ১৮ | ১৫ | ২৬১.৯৬ | ৭৫.৫৬ | ৭৮% |
| ১৮৬ | নওগাঁ | মান্দা | ৪৮২.২৩ | ১৭ | ১৫ | ৪২৩.৮১ | ৫৮.৪২ | ৮৮% |
| ১৮৭ | নওগাঁ | রানীনগর | ২৬১.২১ | ১৩ | ১২ | ১৪২.৪ | ১১৮.৮১ | ৫৫% |
| ১৮৮ | নওগাঁ | সাপাহার | ২০৫.৭৭ | ৯ | ৬ | ১৪৩.১৫ | ৬২.৬২ | ৭০% |
| ১৮৯ | নড়াইল | কালিয়া | ৪৫১.৫১ | ১৬ | ১৫ | ৪২৫.৩৩ | ২৬.১৮ | ৯৪% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১৯০ | নড়াইল | নড়াইল সদর | ৪৫৬.৭৫ | ১৯ | ১৬ | ৩৭৬.২৪ | ৮০.৫১ | ৮২% |
| ১৯১ | নড়াইল | লোহাগড়া | ৪১৯.১১ | ১৬ | ১১ | ৩০৫.২৩ | ১১৩.৮৮ | ৭৩% |
| ১৯২ | নরসিংদী | নরসিংদী সদর | ৫০৩.৭১ | ২৫ | ১৭ | ৩২৬.৯৪ | ১৭৬.৭৭ | ৬৫% |
| ১৯৩ | নরসিংদী | পলাশ | ১৪৩.০৩ | ৭ | ৭ | ১৪৩.০৩ | ০ | ১০০% |
| ১৯৪ | নরসিংদী | বেলাব | ২৫১.১১ | ১৩ | ০ | ৫৭.৬ | ১৯৩.৫১ | ২৩% |
| ১৯৫ | নরসিংদী | মনোহরদী | ৪২৯.৩৩ | ১৯ | ১৮ | ৪০৬.৫৫ | ২২.৭৮ | ৯৫% |
| ১৯৬ | নরসিংদী | রায়পুরা | ৬৪৯.১২ | ৩২ | ২৪ | ৪৭৬.২ | ১৭২.৯২ | ৭৩% |
| ১৯৭ | নরসিংদী | শিবপুর | ৩০০.০১ | ১৫ | ৭ | ১৬১.৪৯ | ১৩৮.৫২ | ৫৪% |
| ১৯৮ | নাটোর | গুরুদাসপুর | ১৮১.৫৬ | ৯ | ৮ | ১৪৬.৮৩ | ৩৪.৭৩ | ৮১% |
| ১৯৯ | নাটোর | নলডাংগা | ১৬৬.১৯ | ৬ | ৬ | ১৫৮.৩৮ | ৭.৮১ | ৯৫% |
| ২০০ | নাটোর | নাটোর সদর | ২২৭.৯৮ | ১১ | ১১ | ২১৬.৪৬ | ১১.৫২ | ৯৫% |
| ২০১ | নাটোর | বড়াইগ্রাম | ২০৩.৯১ | ১২ | ১২ | ৯৬.৪ | ১০৭.৫১ | ৪৭% |
| ২০২ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ১৬৮.৬৬ | ৯ | ৯ | ১৬০.১৭ | ৮.৪৯ | ৯৫% |
| ২০৩ | নাটোর | লালপুর | ২২৪.৯৫ | ৯ | ৭ | ৮৪.৬ | ১৪০.৩৫ | ৩৮% |
| ২০৪ | নাটোর | সিংড়া | ৩৯৫.৪৩ | ১৩ | ৫ | ১২৩.৯ | ২৭১.৫৩ | ৩১% |
| ২০৫ | নারায়ণগঞ্জ | আড়াইহাজার | ৩২৮.৬ | ১৪ | ০ | ৭৫.৬ | ২৫৩ | ২৩% |
| ২০৬ | নারায়ণগঞ্জ | নারায়ণগঞ্জ সদর | ১০৪.৫৯ | ৫ | ০ | ২৪.১ | ৮০.৪৯ | ২৩% |
| ২০৭ | নারায়ণগঞ্জ | বন্দর | ১০৮.২৩ | ৪ | ০ | ২৪.৬ | ৮৩.৬৩ | ২৩% |
| ২০৮ | নারায়ণগঞ্জ | রূপগঞ্জ |  | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% |
| ২০৯ | নারায়ণগঞ্জ | সোনারগাঁও | ৩২৬.৭৭ | ১৩ | ০ | ৭৫.৩ | ২৫১.৪৭ | ২৩% |
| ২১০ | নীলফামারী | কিশোরগঞ্জ | ৩০৯.৪৩ | ১৫ | ৯ | ১৭১.১৪ | ১৩৮.২৯ | ৫৫% |
| ২১১ | নীলফামারী | জলঢাকা | ৩৮০.২৬ | ১৫ | ৮ | ২১৩.৯৬ | ১৬৬.৩ | ৫৬% |
| ২১২ | নীলফামারী | ডিমলা | ৩৬৩.৪২ | ১৩ | ১০ | ২৯৭.৮৫ | ৬৫.৫৭ | ৮২% |
| ২১৩ | নীলফামারী | ডোমার | ৩৪৪.৩১ | ১৩ | ০ | ৭৯ | ২৬৫.৩১ | ২৩% |
| ২১৪ | নীলফামারী | নীলফামারী সদর | ৩৯৩.২৮ | ১৭ | ১৭ | ৩৭৩.৪৭ | ১৯.৮১ | ৯৫% |
| ২১৫ | নীলফামারী | সৈয়দপুর | ১৭৮.০৮ | ১০ | ৯ | ১৫২.৮৭ | ২৫.২১ | ৮৬% |
| ২১৬ | নেত্রকোনা | আটপাড়া | ২৫৪.৪ | ১৪ | ১৪ | ২৪১.৬৮ | ১২.৭২ | ৯৫% |
| ২১৭ | নেত্রকোনা | কলমাকান্দা | ২৭৬.৭৬ | ১০ | ৮ | ২০৩.০৮ | ৭৩.৬৮ | ৭৩% |
| ২১৮ | নেত্রকোনা | কেন্দুয়া | ৪৬১.৫ | ২২ | ১৭ | ৩৫৭.৯৯ | ১০৩.৫১ | ৭৮% |
| ২১৯ | নেত্রকোনা | খালিয়াজুড়ী | ২১৪.২৬ | ৯ | ৯ | ১৫৬.১৮ | ৫৮.০৮ | ৭৩% |
| ২২০ | নেত্রকোনা | দুর্গাপুর | ২৪৫.১৭ | ৮ | ৫ | ১৩১.৮৮ | ১১৩.২৯ | ৫৪% |
| ২২১ | নেত্রকোনা | নেত্রকোনা সদর | ৪১৭.৯৩ | ১৪ | ১৪ | ৩৯৬.৭২ | ২১.২১ | ৯৫% |
| ২২২ | নেত্রকোনা | পূর্বধলা | ৩৯৭.১২ | ১৯ | ১২ | ২২৮.৭২ | ১৬৮.৪ | ৫৮% |
| ২২৩ | নেত্রকোনা | বারহাট্টা | ২৫১.২৮ | ১০ | ১০ | ২৩৮.৭২ | ১২.৫৬ | ৯৫% |
| ২২৪ | নেত্রকোনা | মদন | ২৯৩.৫৯ | ১৯ | ১৪ | ১৭৬.৭১ | ১১৬.৮৮ | ৬০% |
| ২২৫ | নেত্রকোনা | মোহনগঞ্জ | ২৪১.৩৭ | ৯ | ৮ | ২০৭.৬২ | ৩৩.৭৫ | ৮৬% |
| ২২৬ | নোয়াখালী | কবিরহাট | ২৪২.২৩ | ৯ | ১ | ৭৩.৭৪ | ১৬৮.৪৯ | ৩০% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ২২৭ | নোয়াখালী | কোম্পানীগঞ্জ | ২৭৭.৬৯ | ১২ | ১০ | ২৩৫.৪৭ | ৪২.২২ | ৮৫% |
| ২২৮ | নোয়াখালী | চাটখিল | ২৯৬.৫ | ১৪ | ১৪ | ২১৭.৬ | ৭৮.৯ | ৭৩% |
| ২২৯ | নোয়াখালী | নোয়াখালী সদর | ৪৬৯.৩২ | ১৮ | ৬ | ২১৪.৭২ | ২৫৪.৬ | ৪৬% |
| ২৩০ | নোয়াখালী | বেগমগঞ্জ | ৪৭২.৭৯ | ২০ | ০ | ১০৮.৮ | ৩৬৩.৯৯ | ২৩% |
| ২৩১ | নোয়াখালী | সুবর্ণচর | ২৭০.৩৭ | ১০ | ১০ | ২৬৯.৮২ | ০.৫৫ | ১০০% |
| ২৩২ | নোয়াখালী | সেনবাগ | ৩১৬.৯৯ | ১৬ | ১১ | ২৩৫.৮৯ | ৮১.১ | ৭৪% |
| ২৩৩ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ৩৩৮.০২ | ১৩ | ০ | ৭৮ | ২৬০.০২ | ২৩% |
| ২৩৪ | নোয়াখালী | হাতিয়া | ৪২৫.৪ | ১৭ | ১৬ | ৪০২.৮৪ | ২২.৫৬ | ৯৫% |
| ২৩৫ | পঞ্চগড় | আটোয়ারী | ২০৪.৪৪ | ৭ | ৭ | ১৯৩.১ | ১১.৩৪ | ৯৪% |
| ২৩৬ | পঞ্চগড় | তেঁতুলিয়া | ২৩০.৩৫ | ৯ | ০ | ৫২.৪ | ১৭৭.৯৫ | ২৩% |
| ২৩৭ | পঞ্চগড় | দেবীগঞ্জ | ৩২৯.৫৭ | ১১ | ০ | ৭৫.৭ | ২৫৩.৮৭ | ২৩% |
| ২৩৮ | পঞ্চগড় | পঞ্চগড় সদর | ৩৩১.৩৬ | ১২ | ০ | ৭৬ | ২৫৫.৩৬ | ২৩% |
| ২৩৯ | পঞ্চগড় | বোদা | ৩৩০.৫৭ | ১২ | ০ | ৭৫.৯ | ২৫৪.৬৭ | ২৩% |
| ২৪০ | পটুয়াখালী | কলাপাড়া | ৪০৭.৭৬ | ১৪ | ১০ | ৩০৫.৯ | ১০১.৮৬ | ৭৫% |
| ২৪১ | পটুয়াখালী | গলাচিপা | ৪৪৭.২৩ | ১৪ | ৯ | ৩০৭.৯ | ১৩৯.৩৩ | ৬৯% |
| ২৪২ | পটুয়াখালী | দুমকী | ১৭৬.৬৭ | ৭ | ০ | ৪০.২ | ১৩৬.৪৭ | ২৩% |
| ২৪৩ | পটুয়াখালী | দশমিনা | ২০৯.৫৬ | ৮ | ৬ | ১৬৬.৩৫ | ৪৩.২১ | ৭৯% |
| ২৪৪ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী সদর | ৪৩৪.০৫ | ১৭ | ১৫ | ৩৬৪.১২ | ৬৯.৯৩ | ৮৪% |
| ২৪৫ | পটুয়াখালী | বাউফল | ৪৯১.৫৮ | ২১ | ১৬ | ৩৭৩.৩ | ১১৮.২৮ | ৭৬% |
| ২৪৬ | পটুয়াখালী | মির্জাগঞ্জ | ২১২.২১ | ৭ | ৫ | ১৫৮.৬৯ | ৫৩.৫২ | ৭৫% |
| ২৪৭ | পটুয়াখালী | রাঙ্গাবালী | ১৯৪.৪৯ | ৬ | ০ | ৪৪.৯ | ১৪৯.৫৯ | ২৩% |
| ২৪৮ | পাবনা | আটঘরিয়া | ১৬৭.১৬ | ৭ | ৬ | ১৪৩.০৭ | ২৪.০৯ | ৮৬% |
| ২৪৯ | পাবনা | ঈশ্বরদী | ২৫০.৮২ | ১১ | ১১ | ২৩৬.৯৪ | ১৩.৮৮ | ৯৪% |
| ২৫০ | পাবনা | চাটমোহর | ৩০১.৬৪ | ১১ | ০ | ৬৯.৪ | ২৩২.২৪ | ২৩% |
| ২৫১ | পাবনা | পাবনা সদর | ৩৪৬.৩ | ১৫ | ১৪ | ৩০৪.৩৮ | ৪১.৯২ | ৮৮% |
| ২৫২ | পাবনা | ফরিদপুর | ১৮৩.৫৭ | ৬ | ৫ | ১৪৮.৪৪ | ৩৫.১৩ | ৮১% |
| ২৫৩ | পাবনা | বেড়া | ২৯৪.০৮ | ১২ | ৫ | ১৫৯.২৬ | ১৩৪.৮২ | ৫৪% |
| ২৫৪ | পাবনা | ভাঙ্গুরা | ২০৮.৩২ | ৮ | ০ | ৪৮ | ১৬০.৩২ | ২৩% |
| ২৫৫ | পাবনা | সুজানগর | ৩০৩.৯৯ | ১০ | ১০ | ২৮৮.৩৩ | ১৫.৬৬ | ৯৫% |
| ২৫৬ | পাবনা | সাঁথিয়া | ২১৩.৪৯ | ৭ | ৭ | ২০৪.১১ | ৯.৩৮ | ৯৬% |
| ২৫৭ | পিরোজপুর | ইন্দোরকানী | ১১৫.২ | ৬ | ৬ | ১০৯.৪৪ | ৫.৭৬ | ৯৫% |
| ২৫৮ | পিরোজপুর | কাউখালী | ১৬৯.৮৬ | ৬ | ০ | ৪১.৫ | ১২৮.৩৬ | ২৪% |
| ২৫৯ | পিরোজপুর | নাজিরপুর | ৩০৯.১২ | ১১ | ০ | ৬৩.৮ | ২৪৫.৩২ | ২১% |
| ২৬০ | পিরোজপুর | নেছারাবাদ | ৩৩২.২৩ | ১৪ | ১ | ১৭৪.১ | ১৫৮.১৩ | ৫২% |
| ২৬১ | পিরোজপুর | পিরোজপুর সদর | ১৮৪.২৩ | ৯ | ০ | ৫২.৩ | ১৩১.৯৩ | ২৮% |
| ২৬২ | পিরোজপুর | ভান্ডারিয়া | ২২৬.০৭ | ৯ | ৯ | ২১৪.৭৭ | ১১.৩ | ৯৫% |
| ২৬৩ | পিরোজপুর | মঠবাড়িয়া | ৩৭৮.০১ | ১৭ | ১২ | ২৬৬.৫৬ | ১১১.৪৫ | ৭১% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ২৬৪ | ফরিদপুর | আলফাডাঙ্গা | ২১০.৫৭ | ৭ | ৫ | ১৫২.৮৫ | ৫৭.৭২ | ৭৩% |
| ২৬৫ | ফরিদপুর | চরভদ্রাসন | ১৩৫.৫৪ | ৫ | ৪ | ৯৭.৯৭ | ৩৭.৫৭ | ৭২% |
| ২৬৬ | ফরিদপুর | নগরকান্দা | ৩১৬.৬৫ | ১১ | ৮ | ২৪০ | ৭৬.৬৫ | ৭৬% |
| ২৬৭ | ফরিদপুর | ফরিদপুর সদর | ৩৯০.৯৩ | ১৪ | ১২ | ৩৫১.৭৭ | ৩৯.১৬ | ৯০% |
| ২৬৮ | ফরিদপুর | বোয়ালমারী | ৩৮৮.৮৩ | ১৫ | ০ | ৮৮.৮ | ৩০০.০৩ | ২৩% |
| ২৬৯ | ফরিদপুর | ভাংগা | ৪১৭.৪২ | ১৬ | ১০ | ২৯১.১৫ | ১২৬.২৭ | ৭০% |
| ২৭০ | ফরিদপুর | মধুখালী | ৩৭৯.০৮ | ১৫ | ০ | ৮৭.৩ | ২৯১.৭৮ | ২৩% |
| ২৭১ | ফরিদপুর | সদরপুর | ৩১৬.৪৬ | ১৩ | ৬ | ১৬৪.৪৭ | ১৫১.৯৯ | ৫২% |
| ২৭২ | ফরিদপুর | সালথা | ২৮৬.৯২ | ১৪ | ০ | ৬৬.১ | ২২০.৮২ | ২৩% |
| ২৭৩ | ফেনী | ছাগলনাইয়া | ১৩৪.৯৬ | ৯ | ৯ | ১৩৪.৯৬ | ০ | ১০০% |
| ২৭৪ | ফেনী | দাগনভূঞা | ২৮৫.৪৪ | ১৩ | ০ | ৬৫.৯ | ২১৯.৫৪ | ২৩% |
| ২৭৫ | ফেনী | পরশুরাম |  | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% |
| ২৭৬ | ফেনী | ফুলগাজী | ২২৩.১ | ১২ | ৭ | ১৬৪.৪৫ | ৫৮.৬৫ | ৭৪% |
| ২৭৭ | ফেনী | ফেনী সদর | ৪৩১.২১ | ২৩ | ১৫ | ৩১৪.৩১ | ১১৬.৯ | ৭৩% |
| ২৭৮ | ফেনী | সোনাগাজী | ১৫২.৯২ | ৮ | ৬ | ১১১.০৯ | ৪১.৮৩ | ৭৩% |
| ২৭৯ | বগুড়া | আদমদিঘী | ২১৫.৮৭ | ১৬ | ৭ | ১১৩.১৬ | ১০২.৭১ | ৫২% |
| ২৮০ | বগুড়া | কাহালু | ১৮২.৪১ | ১৩ | ০ | ৪৫.১ | ১৩৭.৩১ | ২৫% |
| ২৮১ | বগুড়া | গাবতলী | ৩৮১.৪৩ | ১৯ | ১০ | ১৫২.০৬ | ২২৯.৩৭ | ৪০% |
| ২৮২ | বগুড়া | দুপচাঁচিয়া | ১৫১.৮৩ | ১১ | ০ | ৩৫.৩ | ১১৬.৫৩ | ২৩% |
| ২৮৩ | বগুড়া | ধুনট | ৩৪৪.২২ | ১২ | ০ | ৭৯ | ২৬৫.২২ | ২৩% |
| ২৮৪ | বগুড়া | নন্দীগ্রাম | ১২৩.৭৯ | ৮ | ৭ | ৯০.৩৫ | ৩৩.৪৪ | ৭৩% |
| ২৮৫ | বগুড়া | বগুড়া সদর | ৩৪৯.২ | ১৫ | ১২ | ২৬৯.২৬ | ৭৯.৯৪ | ৭৭% |
| ২৮৬ | বগুড়া | শাহজাহানপুর | ২৯১.২৫ | ১৯ | ০ | ৬৬.৮ | ২২৪.৪৫ | ২৩% |
| ২৮৭ | বগুড়া | শিবগঞ্জ | ৩৮৭.৪ | ২৬ | ৮ | ১২৭.৯৪ | ২৫৯.৪৬ | ৩৩% |
| ২৮৮ | বগুড়া | শেরপুর | ২৯১.১৮ | ১২ | ০ | ৬৬.৮ | ২২৪.৩৮ | ২৩% |
| ২৮৯ | বগুড়া | সারিয়াকান্দি | ৩৯১.৮৪ | ১৩ | ৮ | ২৫৬.৭৪ | ১৩৫.১ | ৬৬% |
| ২৯০ | বগুড়া | সোনাতলা | ১৯৬.৩৭ | ১০ | ৯ | ১৫১.৭৩ | ৪৪.৬৪ | ৭৭% |
| ২৯১ | বরগুনা | আমতলী | ২৪৯.৭২ | ৮ | ০ | ৫৭.৪ | ১৯২.৩২ | ২৩% |
| ২৯২ | বরগুনা | তালতলী | ২৪৩.৩ | ৮ | ০ | ৫৫.৪ | ১৮৭.৯ | ২৩% |
| ২৯৩ | বরগুনা | পাথরঘাটা | ২৩০.১ | ১০ | ০ | ৫৩.৪ | ১৭৬.৭ | ২৩% |
| ২৯৪ | বরগুনা | বরগুনা সদর | ৩৪২.০২ | ২০ | ০ | ৫২.৬ | ২৮৯.৪২ | ১৫% |
| ২৯৫ | বরগুনা | বামনা | ১৪২.৮৯ | ৭ | ০ | ৩৩ | ১০৯.৮৯ | ২৩% |
| ২৯৬ | বরগুনা | বেতাগী | ২৩১.২৯ | ৮ | ০ | ৫৩.৬ | ১৭৭.৬৯ | ২৩% |
| ২৯৭ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | আখাউড়া | ১৭১.৮৬ | ৮ | ৮ | ১১২.৯৩ | ৫৮.৯৩ | ৬৬% |
| ২৯৮ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | আশুগঞ্জ | ২৭৬.৫৯ | ১৬ | ১৬ | ২০৫ | ৭১.৫৯ | ৭৪% |
| ২৯৯ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | কসবা | ৩৫৩.৮২ | ১৫ | ১২ | ২০১.০৯ | ১৫২.৭৩ | ৫৭% |
| ৩০০ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | নবীনগর | ৭১০.৯২ | ২৫ | ২৫ | ৬৭৪.৩৩ | ৩৬.৫৯ | ৯৫% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৩০১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | নাসিরনগর | ৪৫২.৬ | ২২ | ২১ | ৩০৩.১৫ | ১৪৯.৪৫ | ৬৭% |
| ৩০২ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ৩৬৫.২৯ | ১৫ | ১৫ | ৩২৬.২২ | ৩৯.০৭ | ৮৯% |
| ৩০৩ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | বাঞ্ছারামপুর | ৪৩৯.৮৪ | ১৭ | ১৭ | ৪১৭.৮২ | ২২.০২ | ৯৫% |
| ৩০৪ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | বিজয়নগর | ৩৪১.৩৮ | ১৬ | ১৩ | ২৩৬.৫২ | ১০৪.৮৬ | ৬৯% |
| ৩০৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | সরাইল | ৩২২.০২ | ১৫ | ১৪ | ২৮৫.৫৭ | ৩৬.৪৫ | ৮৯% |
| ৩০৬ | বরিশাল | আগৈলঝরা | ১৮৫.১ | ৮ | ০ | ৪২.৫ | ১৪২.৬ | ২৩% |
| ৩০৭ | বরিশাল | উজিরপুর | ৩০২.২৩ | ১০ | ০ | ৬৯.৫ | ২৩২.৭৩ | ২৩% |
| ৩০৮ | বরিশাল | গৌরনদী | ২৩৪.০৪ | ৯ | ০ | ৫৪ | ১৮০.০৪ | ২৩% |
| ৩০৯ | বরিশাল | বরিশাল সদর | ৩৪২.৪৩ | ১৩ | ১২ | ৩১৭.৯ | ২৪.৫৩ | ৯৩% |
| ৩১০ | বরিশাল | বাকেরগঞ্জ | ৪৫৩.১৮ | ১৮ | ১৩ | ৩৪১.৬৫ | ১১১.৫৩ | ৭৫% |
| ৩১১ | বরিশাল | বানারীপাড়া | ২৮৮.৫৫ | ১৪ | ১০ | ২২৭.৭২ | ৬০.৮৩ | ৭৯% |
| ৩১২ | বরিশাল | বাবুগঞ্জ | ২০৮.৮১ | ৯ | ৬ | ১৪৫.৪৫ | ৬৩.৩৬ | ৭০% |
| ৩১৩ | বরিশাল | মুলাদী | ২৩৯.০১ | ৯ | ০ | ৫৪.৮ | ১৮৪.২১ | ২৩% |
| ৩১৪ | বরিশাল | মেহেন্দীগঞ্জ | ৪৫৬.৪৪ | ২০ | ১৮ | ৩২২.২৪ | ১৩৪.২ | ৭১% |
| ৩১৫ | বরিশাল | হিজলা | ২০৬.৮৯ | ১০ | ৮ | ১৩৩.১৮ | ৭৩.৭১ | ৬৪% |
| ৩১৬ | বাগেরহাট | কচুয়া | ২৪৯.৮৬ | ১২ | ১২ | ১৫৭.৬২ | ৯২.২৪ | ৬৩% |
| ৩১৭ | বাগেরহাট | চিতলমারী | ২৪২.৬৪ | ১০ | ৯ | ১৫৬.৭২ | ৮৫.৯২ | ৬৫% |
| ৩১৮ | বাগেরহাট | ফকিরহাট | ১৩৫.২৩ | ৭ | ০ | ৩০.৮ | ১০৪.৪৩ | ২৩% |
| ৩১৯ | বাগেরহাট | বাগেরহাট সদর | ৩৪৮.৪৬ | ১২ | ১১ | ৩১৫.৯২ | ৩২.৫৪ | ৯১% |
| ৩২০ | বাগেরহাট | মোংলা | ২২২.৬৩ | ১০ | ৬ | ১২৯.৭৮ | ৯২.৮৫ | ৫৮% |
| ৩২১ | বাগেরহাট | মোড়েলগঞ্জ | ৫৫৭.১৭ | ২৪ | ১৮ | ৩৫২.০১ | ২০৫.১৬ | ৬৩% |
| ৩২২ | বাগেরহাট | মোল্লাহাট | ২৪৫.৩ | ১২ | ১২ | ২৪৪.৯৭ | ০.৩৩ | ১০০% |
| ৩২৩ | বাগেরহাট | রামপাল | ৩৫৭.০২ | ১২ | ১১ | ২৩১.৯ | ১২৫.১২ | ৬৫% |
| ৩২৪ | বাগেরহাট | শরণখোলা | ১৩৯.৪৩ | ৭ | ০ | ৩১.৪ | ১০৮.০৩ | ২৩% |
| ৩২৫ | বান্দরবান | আলীকদম | ১৪৫.৮২ | ৪ | ৩ | ১০৩.৯ | ৪১.৯২ | ৭১% |
| ৩২৬ | বান্দরবান | থানচি | ১৪৫.৮২ | ৪ | ৪ | ১৩৮.৫৩ | ৭.২৯ | ৯৫% |
| ৩২৭ | বান্দরবান | নাইক্ষ্যংছড়ি | ১৪৫.৮২ | ৪ | ৪ | ১৩৮.৫৩ | ৭.২৯ | ৯৫% |
| ৩২৮ | বান্দরবান | বান্দরবান সদর | ১৮২.২৮ | ৫ | ৪ | ১২২.১৩ | ৬০.১৫ | ৬৭% |
| ৩২৯ | বান্দরবান | রুমা | ১৪৫.৮২ | ৪ | ১ | ৭৭.৮১ | ৬৮.০১ | ৫৩% |
| ৩৩০ | বান্দরবান | রোয়াংছড়ি | ১০৯.৩৭ | ৩ | ১ | ৪৮.৬৮ | ৬০.৬৯ | ৪৫% |
| ৩৩১ | বান্দরবান | লামা | ২৩৮.০৯ | ৭ | ৫ | ১৬৭.৫২ | ৭০.৫৭ | ৭০% |
| ৩৩২ | ভোলা | চরফ্যাশন | ৬৬৯.৫ | ২২ | ২২ | ৬৬৯.৫ | ০ | ১০০% |
| ৩৩৩ | ভোলা | তজুমদ্দিন | ১৭৩.৩৮ | ১০ | ০ | ৩৯.৭ | ১৩৩.৬৮ | ২৩% |
| ৩৩৪ | ভোলা | দৌলতখান | ২৮২.৬ | ১০ | ৭ | ২২২.৭৯ | ৫৯.৮১ | ৭৯% |
| ৩৩৫ | ভোলা | বোরহানউদ্দিন | ২৯৪.৯৩ | ১২ | ১২ | ২৯০.৭৮ | ৪.১৫ | ৯৯% |
| ৩৩৬ | ভোলা | ভোলা সদর | ৬৬২.৭৪ | ২৬ | ২৬ | ৬৬১.১৬ | ১.৫৮ | ১০০% |
| ৩৩৭ | ভোলা | মনপুরা | ১২৫.২ | ৫ | ৫ | ১২৫.২ | ০ | ১০০% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৩৩৮ | ভোলা | লালমোহন | ২৭৬.৭৯ | ১০ | ০ | ৫৯.৭ | ২১৭.০৯ | ২২% |
| ৩৩৯ | মুন্সিগঞ্জ | গজারিয়া | ২৭৬.১৩ | ৯ | ০ | ৬৪.৫ | ২১১.৬৩ | ২৩% |
| ৩৪০ | মুন্সিগঞ্জ | টঙ্গীবাড়ি | ৪৪৭.৭৭ | ১৮ | ১০ | ১৮৪.২৭ | ২৬৩.৫ | ৪১% |
| ৩৪১ | মুন্সিগঞ্জ | মুন্সিগঞ্জ সদর | ৩১১.৫১ | ১০ | ০ | ৭১.৯ | ২৩৯.৬১ | ২৩% |
| ৩৪২ | মুন্সিগঞ্জ | লৌহজং | ৩৪৫.৭৫ | ১৩ | ১৩ | ৩৪৫ | ০.৭৫ | ১০০% |
| ৩৪৩ | মুন্সিগঞ্জ | শ্রীনগর | ৪৮০.৮১ | ১৭ | ০ | ১১১ | ৩৬৯.৮১ | ২৩% |
| ৩৪৪ | মুন্সিগঞ্জ | সিরাজদিখান | ৪৮০.৬ | ১৬ | ১০ | ৩১৩.১৬ | ১৬৭.৪৪ | ৬৫% |
| ৩৪৫ | ময়মনসিংহ | ঈশ্বরগঞ্জ | ৩৭৩.৩৩ | ১৭ | ১৪ | ৩১১.৭৫ | ৬১.৫৮ | ৮৪% |
| ৩৪৬ | ময়মনসিংহ | গফরগাঁও | ৩৪৭.০৩ | ১৫ | ১৫ | ৩২৯.৬৭ | ১৭.৩৬ | ৯৫% |
| ৩৪৭ | ময়মনসিংহ | গৌরীপুর | ৩৪৭.৪৯ | ১৬ | ১ | ১১৬.৮১ | ২৩০.৬৮ | ৩৪% |
| ৩৪৮ | ময়মনসিংহ | ত্রিশাল | ৪১৫.১৬ | ১৯ | ১৬ | ৩২৭.৮৬ | ৮৭.৩ | ৭৯% |
| ৩৪৯ | ময়মনসিংহ | তারাকান্দা | ৩৩৭.৬৪ | ১৪ | ১৪ | ৩২২.২৯ | ১৫.৩৫ | ৯৫% |
| ৩৫০ | ময়মনসিংহ | ধোবাউড়া | ২৩১.৮ | ১০ | ৭ | ১৫৪.৫১ | ৭৭.২৯ | ৬৭% |
| ৩৫১ | ময়মনসিংহ | নান্দাইল | ৪১৬.৫৮ | ১৯ | ১৯ | ৩৯৫.৫৪ | ২১.০৪ | ৯৫% |
| ৩৫২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ৩৩৬.৬৩ | ১২ | ১ | ১৬৫.১ | ১৭১.৫৩ | ৪৯% |
| ৩৫৩ | ময়মনসিংহ | ফুলবাড়িয়া | ৪৩১.৫৬ | ১৯ | ১৭ | ৩০০.৮১ | ১৩০.৭৫ | ৭০% |
| ৩৫৪ | ময়মনসিংহ | ভালুকা | ৩৬৫.৪৯ | ১৪ | ৮ | ২২৮.৫৬ | ১৩৬.৯৩ | ৬৩% |
| ৩৫৫ | ময়মনসিংহ | মুক্তাগাছা | ৩৪২.৪৪ | ১৩ | ৯ | ১৬৬.৮৫ | ১৭৫.৫৯ | ৪৯% |
| ৩৫৬ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ সদর | ৪৩১.৯৬ | ১৭ | ৭ | ২৩২.৪৮ | ১৯৯.৪৮ | ৫৪% |
| ৩৫৭ | ময়মনসিংহ | হালুয়াঘাট | ৪৩২.৯৭ | ১৪ | ১৩ | ৩৮০.৫৩ | ৫২.৪৪ | ৮৮% |
| ৩৫৮ | মাগুরা | মাগুরা সদর | ৪৩০.৫৯ | ১৭ | ০ | ৯৯.৩ | ৩৩১.২৯ | ২৩% |
| ৩৫৯ | মাগুরা | মোহাম্মদপুর | ২৭৬.৬৪ | ১০ | ৭ | ৬৩.৬ | ২১৩.০৪ | ২৩% |
| ৩৬০ | মাগুরা | শ্রীপুর | ২৭০.১২ | ১১ | ১০ | ১৬৯.৬৪ | ১০০.৪৮ | ৬৩% |
| ৩৬১ | মাগুরা | শালিখা | ২২১.৯৯ | ৯ | ৮ | ১৯৮.৮৬ | ২৩.১৩ | ৯০% |
| ৩৬২ | মাদারীপুর | কালকিনি | ৪৮৭.৫৭ | ২১ | ২১ | ৪৬৫.৪৫ | ২২.১২ | ৯৫% |
| ৩৬৩ | মাদারীপুর | মাদারীপুর সদর | ৫২১.৮৪ | ১৮ | ০ | ১২০.৩ | ৪০১.৫৪ | ২৩% |
| ৩৬৪ | মাদারীপুর | রাজৈর | ৩৮৩.৮৩ | ১৬ | ০ | ৮৯.১ | ২৯৪.৭৩ | ২৩% |
| ৩৬৫ | মাদারীপুর | শিবচর | ৬৭৯.৮৩ | ৩৪ | ০ | ১৫৬.৬ | ৫২৩.২৩ | ২৩% |
| ৩৬৬ | মানিকগঞ্জ | ঘিওর | ২৩৭.৮৭ | ১০ | ৫ | ১৩৮.৫৪ | ৯৯.৩৩ | ৫৮% |
| ৩৬৭ | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | ১৬৫.৮৪ | ৫ | ০ | ৩৮.৫ | ১২৭.৩৪ | ২৩% |
| ৩৬৮ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | ৩৪০.৫৭ | ১১ | ৮ | ২৫৫.৮২ | ৮৪.৭৫ | ৭৫% |
| ৩৬৯ | মানিকগঞ্জ | শিবালয় | ২৩৯.৯ | ১০ | ৫ | ১১৩.৭১ | ১২৬.১৯ | ৪৭% |
| ৩৭০ | মানিকগঞ্জ | সাটুরিয়া | ৩১০.২৮ | ১২ | ৮ | ২০০.৯৩ | ১০৯.৩৫ | ৬৫% |
| ৩৭১ | মানিকগঞ্জ | সিংগাইর | ৩৭৫.৮৩ | ১২ | ৯ | ২৯৩.৭৮ | ৮২.০৫ | ৭৮% |
| ৩৭২ | মানিকগঞ্জ | হরিরামপুর | ৪৩৭.১২ | ১৬ | ৭ | ২২৭.৫৩ | ২০৯.৫৯ | ৫২% |
| ৩৭৩ | মেহেরপুর | গাংনী | ২১৫.৬ | ১৬ | ১৬ | ২০৪.৮২ | ১০.৭৮ | ৯৫% |
| ৩৭৪ | মেহেরপুর | মুজিবনগর | ৪৪.৭৯ | ৩ | ৩ | ৩০.৯ | ১৩.৮৯ | ৬৯% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৩৭৫ | মেহেরপুর | মেহেরপুর সদর | ১০৭.৮ | ৮ | ৭ | ৬৪.৬ | ৪৩.২ | ৬০% |
| ৩৭৬ | মৌলভীবাজার | কমলগঞ্জ | ৩০৩.৮৬ | ১১ | ১১ | ২৯৯.৪৭ | ৪.৩৯ | ৯৯% |
| ৩৭৭ | মৌলভীবাজার | কুলাউড়া | ৪৫২.০২ | ১৮ | ১০ | ২৮৯.৪৩ | ১৬২.৫৯ | ৬৪% |
| ৩৭৮ | মৌলভীবাজার | জুড়ী | ২০৩.৫৫ | ৮ | ৬ | ৭৭.৩ | ১২৬.২৫ | ৩৮% |
| ৩৭৯ | মৌলভীবাজার | বড়লেখা | ৩৪৫.২৭ | ১৫ | ১১ | ১৩০.১ | ২১৫.১৭ | ৩৮% |
| ৩৮০ | মৌলভীবাজার | মৌলভীবাজার সদর | ৪১৬.৫১ | ২০ | ১৯ | ৩৮৯.১৯ | ২৭.৩২ | ৯৩% |
| ৩৮১ | মৌলভীবাজার | রাজনগর | ২৬৫.৮৬ | ১০ | ৭ | ৯৫.৯ | ১৬৯.৯৬ | ৩৬% |
| ৩৮২ | মৌলভীবাজার | শ্রীমঙ্গল | ৩১০.৭৮ | ১২ | ১২ | ৩০৩.৮ | ৬.৯৮ | ৯৮% |
| ৩৮৩ | যশোর | অভয়নগর | ১৭৫.৬৫ | ১১ | ০ | ৪০ | ১৩৫.৬৫ | ২৩% |
| ৩৮৪ | যশোর | কেশবপুর | ২৪৮.৩৫ | ১৬ | ১৩ | ১৯৯.২২ | ৪৯.১৩ | ৮০% |
| ৩৮৫ | যশোর | চৌগাছা | ২১৯.৮৩ | ১১ | ১১ | ২০৮.৯৪ | ১০.৮৯ | ৯৫% |
| ৩৮৬ | যশোর | ঝিকরগাছা | ২৩৩.৯৬ | ১৫ | ১৩ | ১৯২.৩৭ | ৪১.৫৯ | ৮২% |
| ৩৮৭ | যশোর | বাঘারপাড়া | ১৭৬.৩৮ | ৭ | ৭ | ১৬৭.৫৩ | ৮.৮৫ | ৯৫% |
| ৩৮৮ | যশোর | মনিরামপুর | ৩৫৬.৭১ | ২৩ | ১৭ | ২৪৪.৭৮ | ১১১.৯৩ | ৬৯% |
| ৩৮৯ | যশোর | যশোর সদর | ৩২৫.৯৬ | ১৬ | ১৬ | ৩২৫.৯৫ | ০.০১ | ১০০% |
| ৩৯০ | যশোর | শার্শা | ২১৮.৯২ | ৯ | ৮ | ১৮৫.৩২ | ৩৩.৬ | ৮৫% |
| ৩৯১ | রংপুর | কাউনিয়া | ২০৪.২৩ | ৭ | ৬ | ১৬৪.৬৩ | ৩৯.৬ | ৮১% |
| ৩৯২ | রংপুর | গংগাচড়া | ৩৩৬.৪২ | ১৫ | ১৩ | ২৮৪.৩৭ | ৫২.০৫ | ৮৫% |
| ৩৯৩ | রংপুর | তারাগঞ্জ | ১৭২.৫২ | ৮ | ৮ | ১৬৩.৮৯ | ৮.৬৩ | ৯৫% |
| ৩৯৪ | রংপুর | পীরগঞ্জ | ৪৯৬.৬৪ | ১৮ | ১১ | ২১৪.৪ | ২৮২.২৪ | ৪৩% |
| ৩৯৫ | রংপুর | পীরগাছা | ২৮৬.৩৮ | ১১ | ৬ | ১৬৩.০৩ | ১২৩.৩৫ | ৫৭% |
| ৩৯৬ | রংপুর | বদরগঞ্জ | ৩২৮.৬২ | ১৫ | ১৩ | ২৬৬.৭৯ | ৬১.৮৩ | ৮১% |
| ৩৯৭ | রংপুর | মিঠাপুকুর | ৫৪৩.৪৮ | ২৫ | ১৫ | ৩৫৪.৯৬ | ১৮৮.৫২ | ৬৫% |
| ৩৯৮ | রংপুর | রংপুর সদর | ১৪৬.৩৫ | ৯ | ৯ | ১৪৬ | ০.৩৫ | ১০০% |
| ৩৯৯ | রাঙামাটি | কাউখালী | ১৪২.৩৮ | ৫ | ৪ | ১১৯ | ২৩.৩৮ | ৮৪% |
| ৪০০ | রাঙামাটি | কাপ্তাই | ১৭০.৮৮ | ৫ | ৪ | ১২৭.৭ | ৪৩.১৮ | ৭৫% |
| ৪০১ | রাঙামাটি | জুরাছড়ি | ১৩৪.৩৭ | ৫ | ৫ | ১২৭.৫৫ | ৬.৮২ | ৯৫% |
| ৪০২ | রাঙামাটি | নানিয়ারচর | ৬৭.৩ | ৩ | ৩ | ৬৩.৮৪ | ৩.৪৬ | ৯৫% |
| ৪০৩ | রাঙামাটি | বরকল | ১০০.৯৬ | ৪ | ৩ | ৮৩.৫৮ | ১৭.৩৮ | ৮৩% |
| ৪০৪ | রাঙামাটি | বাঘাইছড়ি | ৪৯৯.১৯ | ১৫ | ৮ | ৩২০.০৩ | ১৭৯.১৬ | ৬৪% |
| ৪০৫ | রাঙামাটি | বিলাইছড়ি | ১২৬.৪৯ | ৪ | ৪ | ১১৮.৮ | ৭.৬৯ | ৯৪% |
| ৪০৬ | রাঙামাটি | রাঙামাটি সদর | ১০৩.৬৭ | ৩ | ২ | ৭৩.৭৫ | ২৯.৯২ | ৭১% |
| ৪০৭ | রাঙামাটি | রাজস্থলী | ১১৬.১১ | ৪ | ৪ | ১১০.৩ | ৫.৮১ | ৯৫% |
| ৪০৮ | রাঙামাটি | লংগদু | ২৫৯.২২ | ৯ | ৭ | ২০৯.৯ | ৪৯.৩২ | ৮১% |
| ৪০৯ | রাজবাড়ী | কালুখালী | ২৫৪.৫৬ | ৯ | ৮ | ২২৮.৩৫ | ২৬.২১ | ৯০% |
| ৪১০ | রাজবাড়ী | গোয়ালন্দ | ১৩৬.৪৭ | ৫ | ২ | ৬৩.১৮ | ৭৩.২৯ | ৪৬% |
| ৪১১ | রাজবাড়ী | পাংশা | ২৫৫.২১ | ৮ | ৮ | ২৫৫.০৮ | ০.১৩ | ১০০% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৪১২ | রাজবাড়ী | বালিয়াকান্দি | ২৬২.৫ | ৯ | ৬ | ১৮৮.৮৪ | ৭৩.৬৬ | ৭২% |
| ৪১৩ | রাজবাড়ী | রাজবাড়ী সদর | ৩৪৩.৪ | ১৫ | ৯ | ২২০.১৭ | ১২৩.২৩ | ৬৪% |
| ৪১৪ | রাজশাহী | গোদাগাড়ী | ৩১৭.৮২ | ১২ | ০ | ৭২.৯ | ২৪৪.৯২ | ২৩% |
| ৪১৫ | রাজশাহী | চারঘাট | ১৭০.২৫ | ৭ | ৬ | ১৩২.৬১ | ৩৭.৬৪ | ৭৮% |
| ৪১৬ | রাজশাহী | তানোর | ২১১.৬৮ | ৯ | ০ | ৪৮.৬ | ১৬৩.০৮ | ২৩% |
| ৪১৭ | রাজশাহী | দুর্গাপুর | ২৬.৫২ | ২ | ২ | ২৪.৯৬ | ১.৫৬ | ৯৪% |
| ৪১৮ | রাজশাহী | পুঠিয়া | ১১৩.৪৮ | ৬ | ০ | ২৬.৪ | ৮৭.০৮ | ২৩% |
| ৪১৯ | রাজশাহী | পবা | ২১৬.১১ | ১১ | ২ | ৭৭.৩ | ১৩৮.৮১ | ৩৬% |
| ৪২০ | রাজশাহী | বাগমারা | ৫৪৪.৮৮ | ১৮ | ০ | ১২৫.৯ | ৪১৮.৯৮ | ২৩% |
| ৪২১ | রাজশাহী | বাঘা | ৪৬.১১ | ২ | ০ | ১১.১ | ৩৫.০১ | ২৪% |
| ৪২২ | রাজশাহী | মোহনপুর | ৭০.২৫ | ৪ | ১ | ২৪.৩৪ | ৪৫.৯১ | ৩৫% |
| ৪২৩ | লক্ষ্মীপুর | কমলনগর | ৩০৮.৩৫ | ১৩ | ৯ | ২১৭.৩৯ | ৯০.৯৬ | ৭১% |
| ৪২৪ | লক্ষ্মীপুর | রামগঞ্জ | ৩৫৭.১৩ | ১৬ | ৯ | ২২৭.৪ | ১২৯.৭৩ | ৬৪% |
| ৪২৫ | লক্ষ্মীপুর | রামগতি | ২৮৪.৪৩ | ১৫ | ৯ | ১৮৮.৮ | ৯৫.৬৩ | ৬৬% |
| ৪২৬ | লক্ষ্মীপুর | রায়পুর | ৩৬৪.০৬ | ১৬ | ০ | ৭৭.৭ | ২৮৬.৩৬ | ২১% |
| ৪২৭ | লক্ষ্মীপুর | লক্ষ্মীপুর সদর | ৭৩৯.২৪ | ২৭ | ১৮ | ৫৩০.৪৪ | ২০৮.৮ | ৭২% |
| ৪২৮ | লালমনিরহাট | আদিতমারী | ২০২.৯২ | ৭ | ৭ | ১৯২.২৮ | ১০.৬৪ | ৯৫% |
| ৪২৯ | লালমনিরহাট | কালীগঞ্জ | ২০৭.৯৪ | ৭ | ৭ | ১৯৮.১৭ | ৯.৭৭ | ৯৫% |
| ৪৩০ | লালমনিরহাট | পাটগ্রাম | ১৫৯.৯৬ | ৬ | ৬ | ১৫১.৪ | ৮.৫৬ | ৯৫% |
| ৪৩১ | লালমনিরহাট | লালমনিরহাট সদর | ১৬৯.৩৫ | ৬ | ৪ | ১১১.০৭ | ৫৮.২৮ | ৬৬% |
| ৪৩২ | লালমনিরহাট | হাতীবান্ধা | ২৪৮.১৮ | ১০ | ৯ | ২০৮.০৯ | ৪০.০৯ | ৮৪% |
| ৪৩৩ | শরীয়তপুর | গোসাইরহাট | ১৭২.১৯ | ৮ | ৭ | ১৪৫.০১ | ২৭.১৮ | ৮৪% |
| ৪৩৪ | শরীয়তপুর | জাজিরা | ৪১২.৬৪ | ১৬ | ১৩ | ৩৩০.২৩ | ৮২.৪১ | ৮০% |
| ৪৩৫ | শরীয়তপুর | ডামুড্যা | ২৮১.৫৫ | ১১ | ১০ | ২৪৫.২৪ | ৩৬.৩১ | ৮৭% |
| ৪৩৬ | শরীয়তপুর | নড়িয়া | ৪৮৫.০৫ | ২০ | ১৭ | ৪০৭.৭৮ | ৭৭.২৭ | ৮৪% |
| ৪৩৭ | শরীয়তপুর | ভেদরগঞ্জ | ৪৫০.৮৬ | ১৯ | ১৩ | ৩২৫.৩৭ | ১২৫.৪৯ | ৭২% |
| ৪৩৮ | শরীয়তপুর | শরীয়তপুর সদর | ৩৮০.৯৫ | ১৪ | ১২ | ৩০০.৮৬ | ৮০.০৯ | ৭৯% |
| ৪৩৯ | শেরপুর | ঝিনাইগাতী | ২১৭.৬৫ | ৮ | ৮ | ২০৬.৬৭ | ১০.৯৮ | ৯৫% |
| ৪৪০ | শেরপুর | নকলা | ২৯৮.৪৬ | ১৩ | ১০ | ২০৩.৩৯ | ৯৫.০৭ | ৬৮% |
| ৪৪১ | শেরপুর | নালিতাবাড়ি | ৪০০.৩২ | ১৭ | ১৭ | ৩৮০.২৬ | ২০.০৬ | ৯৫% |
| ৪৪২ | শেরপুর | শ্রীবর্দী | ৩৪৪.৩২ | ১৮ | ১৭ | ৩১২.৪ | ৩১.৯২ | ৯১% |
| ৪৪৩ | শেরপুর | শেরপুর সদর | ৪৫১.৮৪ | ১৯ | ১৯ | ৩৯২.৬৮ | ৫৯.১৬ | ৮৭% |
| ৪৪৪ | সুনামগঞ্জ | ছাতক | ৪৪২.৩২ | ১৯ | ১৯ | ৩৭৪.৬৬ | ৬৭.৬৬ | ৮৫% |
| ৪৪৫ | সুনামগঞ্জ | জগন্নাথপুর | ২৭২.১৩ | ১০ | ৮ | ১৪২.৯ | ১২৯.২৩ | ৫৩% |
| ৪৪৬ | সুনামগঞ্জ | জামালগঞ্জ | ১৭৭.৮২ | ৯ | ৯ | ১৭৫ | ২.৮২ | ৯৮% |
| ৪৪৭ | সুনামগঞ্জ | তাহেরপুর | ২৩৮.৭ | ৮ | ৭ | ১৫৪.৭ | ৮৪ | ৬৫% |
| ৪৪৮ | সুনামগঞ্জ | দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | ২৭৩.৩২ | ৯ | ৮ | ২৩৫.৭৭ | ৩৭.৫৫ | ৮৬% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৪৪৯ | সুনামগঞ্জ | দিরাই | ৩০৭.৭ | ১০ | ১০ | ২০১.৪২ | ১০৬.২৮ | ৬৫% |
| ৪৫০ | সুনামগঞ্জ | দোয়ারাবাজার | ৩০৫.৮৩ | ১৩ | ১১ | ১৯১.১ | ১১৪.৭৩ | ৬২% |
| ৪৫১ | সুনামগঞ্জ | বিশ্বম্ভরপুর | ১৭০.৯ | ৯ | ৯ | ১৫৯.৫৯ | ১১.৩১ | ৯৩% |
| ৪৫২ | সুনামগঞ্জ | র্ধমপাশা | ৩৩০.৪২ | ১১ | ১০ | ২০৭.৮ | ১২২.৬২ | ৬৩% |
| ৪৫৩ | সুনামগঞ্জ | শাল্লা | ১৬১.৩১ | ৬ | ৬ | ১৫২.৫৪ | ৮.৭৭ | ৯৫% |
| ৪৫৪ | সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ সদর | ২৮৩.৪৫ | ১১ | ১১ | ২১৪.৬ | ৬৮.৮৫ | ৭৬% |
| ৪৫৫ | সাতক্ষীরা | আশাশুনি | ৩৬১.২৫ | ১৫ | ১৪ | ৩১৪.০১ | ৪৭.২৪ | ৮৭% |
| ৪৫৬ | সাতক্ষীরা | কলারোয়া | ৩৩৩.১ | ১৪ | ১৪ | ৩১৬.৪৪ | ১৬.৬৬ | ৯৫% |
| ৪৫৭ | সাতক্ষীরা | কালীগঞ্জ | ৩৯৫.৯৮ | ১৪ | ১০ | ৩০৪.২৩ | ৯১.৭৫ | ৭৭% |
| ৪৫৮ | সাতক্ষীরা | তালা | ৪০৩.৭৩ | ২০ | ০ | ৯৩.১ | ৩১০.৬৩ | ২৩% |
| ৪৫৯ | সাতক্ষীরা | দেবহাটা | ১৭৩.৭৩ | ৬ | ৬ | ১৬৫.০৪ | ৮.৬৯ | ৯৫% |
| ৪৬০ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | ৪১৩.৬৯ | ১৫ | ১৫ | ৩৯২.৯৭ | ২০.৭২ | ৯৫% |
| ৪৬১ | সাতক্ষীরা | সাতক্ষীরা সদর | ৪২৯.৬৪ | ১৮ | ১৪ | ৩১৫.৭৪ | ১১৩.৯ | ৭৩% |
| ৪৬২ | সিরাজগঞ্জ | উল্লাপাড়া | ৪৩৭.৯৩ | ১৪ | ১২ | ২৬৯.৯৮ | ১৬৭.৯৫ | ৬২% |
| ৪৬৩ | সিরাজগঞ্জ | কাজীপুর | ৪২২.৭৫ | ১৫ | ০ | ৯৮.১ | ৩২৪.৬৫ | ২৩% |
| ৪৬৪ | সিরাজগঞ্জ | কামারখন্দ | ১৩৬.৪৭ | ৫ | ৩ | ৮৬.৩৪ | ৫০.১৩ | ৬৩% |
| ৪৬৫ | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | ২২৪.০৭ | ৮ | ৮ | ২১২.৮৬ | ১১.২১ | ৯৫% |
| ৪৬৬ | সিরাজগঞ্জ | তাড়াশ | ১৭২.৫ | ৭ | ৭ | ১৬৩.৮৮ | ৮.৬২ | ৯৫% |
| ৪৬৭ | সিরাজগঞ্জ | বেলকুচি | ২০২.২৫ | ৮ | ৮ | ১৯২.১৪ | ১০.১১ | ৯৫% |
| ৪৬৮ | সিরাজগঞ্জ | রায়গঞ্জ | ৩০৬ | ১৪ | ১২ | ১৭১.১ | ১৩৪.৯ | ৫৬% |
| ৪৬৯ | সিরাজগঞ্জ | শাহজাদপুর | ৪০৩.৫৩ | ১৫ | ১২ | ১৯৩.১ | ২১০.৪৩ | ৪৮% |
| ৪৭০ | সিরাজগঞ্জ | সিরাজগঞ্জ সদর | ৩০৭.০৭ | ১৪ | ১ | ১৭২.২ | ১৩৪.৮৭ | ৫৬% |
| ৪৭১ | সিলেট | ওসমানীনগর | ৩১৪.৫৫ | ১৬ | ১১ | ২১৫.৩৮ | ৯৯.১৭ | ৬৮% |
| ৪৭২ | সিলেট | কানাইঘাট | ৩২৭.৪২ | ১৩ | ০ | ৭৫.৪ | ২৫২.০২ | ২৩% |
| ৪৭৩ | সিলেট | কোম্পানীগঞ্জ | ২২৪.৪৫ | ৮ | ৮ | ২১২.৯ | ১১.৫৫ | ৯৫% |
| ৪৭৪ | সিলেট | গোয়াইনঘাট | ৩১৬.১১ | ১০ | ২ | ১২০.৮৭ | ১৯৫.২৪ | ৩৮% |
| ৪৭৫ | সিলেট | গোলাপগঞ্জ | ৩৯৪.০৩ | ২১ | ১৩ | ২৪৯.২৩ | ১৪৪.৮ | ৬৩% |
| ৪৭৬ | সিলেট | জকিগঞ্জ | ৩০৪.৬৫ | ১২ | ১১ | ২৬৯.৩৪ | ৩৫.৩১ | ৮৮% |
| ৪৭৭ | সিলেট | জৈন্তাপুর | ২১০.৭৯ | ৮ | ২ | ৮৪.০২ | ১২৬.৭৭ | ৪০% |
| ৪৭৮ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | ৩৫৯.৯৬ | ২০ | ১০ | ১৬৪.৮৩ | ১৯৫.১৩ | ৪৬% |
| ৪৭৯ | সিলেট | ফেঞ্চুগঞ্জ | ১৮৯.৬৭ | ৬ | ০ | ১০৭.০১ | ৮২.৬৬ | ৫৬% |
| ৪৮০ | সিলেট | বালাগঞ্জ | ৫১১.৮৩ | ৩১ | ২৭ | ৩৩১.৮৪ | ১৭৯.৯৯ | ৬৫% |
| ৪৮১ | সিলেট | বিয়ানীবাজার | ৩৫১.২৭ | ১৪ | ১৩ | ২১২.৪৩ | ১৩৮.৮৪ | ৬০% |
| ৪৮২ | সিলেট | বিশ্বনাথ | ২৭৩.৬৫ | ১২ | ১১ | ২৩৫.৩৯ | ৩৮.২৬ | ৮৬% |
| ৪৮৩ | সিলেট | সিলেট সদর | ৩৪৯.৮৩ | ১৩ | ১২ | ২০৫.১৫ | ১৪৪.৬৮ | ৫৯% |
| ৪৮৪ | হবিগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ | ১৭২.১ | ৮ | ৮ | ৬৯.৫ | ১০২.৬ | ৪০% |
| ৪৮৫ | হবিগঞ্জ | চুনারুঘাট | ২৯৭.২৮ | ১৪ | ১৩ | ২৬৩.৯৩ | ৩৩.৩৫ | ৮৯% |

| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা | বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৪৮৬ | হবিগঞ্জ | নবীগঞ্জ | ৪৭৬.০৩ | ১৬ | ১৫ | ১৭০.৩ | ৩০৫.৭৩ | ৩৬% |
| ৪৮৭ | হবিগঞ্জ | বানিয়াচং | ৪৬৪.৩৫ | ১৪ | ১৪ | ৩১৮.১৮ | ১৪৬.১৭ | ৬৯% |
| ৪৮৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ২০১.৯ | ৮ | ৭ | ৯৬.০৯ | ১০৫.৮১ | ৪৮% |
| ৪৮৯ | হবিগঞ্জ | মাধবপুর | ২৬১.৮ | ১১ | ৬ | ৯৪.৩ | ১৬৭.৫ | ৩৬% |
| ৪৯০ | হবিগঞ্জ | লাখাই | ২১০.৭২ | ১০ | ১০ | ৯৮.৪ | ১১২.৩২ | ৪৭% |
| ৪৯১ | হবিগঞ্জ | শায়েস্তাগঞ্জ | ১৩৯.৯ | ৭ | ৬ | ৮৫.৬৬ | ৫৪.২৪ | ৬১% |
| ৪৯২ | হবিগঞ্জ | হবিগঞ্জ সদর | ৩৩৫.৭৪ | ১৩ | ১২ | ১৬১.২৭ | ১৭৪.৪৭ | ৪৮% |
| | | | ১৪৭,২২৩.৭২ | ৬২৭৫ | ৪০৬২ | ৯৭,০৬২.০০ | ৫০১৬১.৭ | |

গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মি. দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

# ১৫.০ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের

প্রকল্পের পটভূমি, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

## ১৫.১ পটভূমি

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় বেসিনে অবস্থান, সক্রিয় বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি দুর্যোগপ্রবণতার মূল কারণ। প্রতি বছর কোনো না কোনো দুর্যোগে দেশের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, সিডর ২০০৭ এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা অন্যতম। এ সকল দুর্যোগে আক্রান্ত দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জানমাল রক্ষার্থে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ২৪৮৭টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল আশ্রয়কেন্দ্র দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং সামাজিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিডর ২০০৭-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে গঠিত কমিটি উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক মোট ২০৯৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সুপারিশ করে যার মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০৭২টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য গত ২৪/০৪/২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন একটি নির্দেশনা প্রদান করে (ডিপিপি পৃ. ১৭৫)। এরই ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৩টি জেলা এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা হিসেবে আরও ৩টি জেলাসহ মোট ১৬টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে আরও ২২০টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এরই অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৩/০৫/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অতঃপর পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ একনেক শাখা-১-এর স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.১৩.১৬-৩৮১ তারিখ ০৮/০৯/২০১৬ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ০৩/১০/২০১৬ তারিখের ৫১.০৪৪.০১৪.০০.০০.০৩৪.২০১৬-১৭-১৫৪ নং স্মারকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। অনুমোদিত প্রকল্পে ৫৩৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই,২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ পরে জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

## ১৫.২ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে;
- ২২০টি (প্রত্যেকটি আশ্রয়কেন্দ্রের মেঝের আয়তন ৭৮০.০২ বর্গমিটার বিশিষ্ট সর্বমোট ১,৭১,৬০৪.৪ বর্গমিটার) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৮০০ জন মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র তিন তলা বিশিষ্ট, তন্মধ্যে নিচ তলা ফাঁকা;
- দ্বিতীয় তলায় প্রতিবন্ধীদের অবস্থানের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা আছে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে বয়স্ক মানুষ/শারীরিক প্রতিবন্ধী সহজ ওঠানামার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন;
- গর্ভবতী মায়েদের জন্য এবং শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কক্ষের সংস্থান রয়েছে। শিশুদের খাবার প্রস্তুতের জন্য ২য় তলায় মিনি কিচেনের সংস্থান রয়েছে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহীতাদের রান্না করার জন্য ছাদে রান্নাঘর বা কিচেনের সংস্থান রাখা হবে;
- ২য় এবং ৩য় তলায় দুর্গত মানুষের অবস্থানের জন্য আটটি (০৮) কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট ও প্রতিবন্ধীদের জন্য হাই কমোডের সংস্থান রয়েছে। মহিলাদের জন্য ৩টি ও পুরুষদের জন্য ২টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি পৃথক টয়লেট স্থাপন;

- পানি সরবরাহের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ১টি করে মোট ১৮৬টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন;
- দুর্যোগকালে আলোর ব্যবস্থা হিসেবে সৌর বিদ্যুৎ (Solar Panel)-এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ২০০০ ওয়াট করে সর্বমোট ৪৪০ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেম স্থাপন;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য রেইন ওয়াটার রিজার্ভার স্থাপন করা হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে সহজ যাতায়াতের লক্ষ্যে সর্বমোট ২৯ কি.মি. আরসিসি অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের পার্শ্বে দুর্যোগকালীন গবাদিপশুর আশ্রয়ের নিমিত্ত মাটির টিলা নির্মাণ করতঃ ১২০টি Cattel Shelter নির্মাণ করা হবে এবং প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৩০০ গবাদিপশু আশ্রয় নিতে পারবে।

## ১৫.৩ উদ্দেশ্য

দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগকালে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা; গবাদিপশু, সম্পদ এবং গৃহস্থালির অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি/সামগ্রী দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা/সংরক্ষণ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা।

## ১৫.৪ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

| | |
|---|---|
| প্রকল্পের নাম | বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়); |
| সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ | ৫৫৬০৬.৩১১ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)। |
| অর্থের উৎস | জিওবি |
| প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী | জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত (সংশোধিত)। |
| মোট বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা | ২২০টি। (প্রতিটি ভবন তিন তলাবিশিষ্ট) |
| বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়কের মোট দৈর্ঘ্য | ২৯ কি.মি. ৩.০মি. প্রস্থ বিশিষ্ট আরসিসি রোড।<br>(১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি এবং ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপনের জন্য) |
| প্রতিটি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ভবনের আয়তন | ৭৮০.০৮ ব.মি.।<br>(১ম তলা ২১৪.৫৮ ব.মি., ২য় তলা ২৪০.৮৪ ব.মি., ৩য় তলা ২৩৭.৪৯ ব.মি. এবং র‍্যাম্প ৮৭.১৭ ব.মি.) |
| বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসংলগ্ন গবাদিপশু আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা | ১২০টি। (মাটি উচু/টিলা করতঃ স্টিল স্ট্রাকচার টিনশেড ছাউনিবিশিষ্ট) |
| অফগ্রিড সোলার প্যানেল সিস্টেম ২.০০ কিলোওয়াট প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে-০১টি | ৩২০টি। (১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি এবং ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে স্থাপনের জন্য) |
| প্রকল্পভুক্ত এলাকা | ০৩টি বিভাগ (বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং খুলনা), ১৬টি জেলা এবং ৮৬টি উপজেলা<br>জেলাসমূহ:<br>চট্টগ্রাম বিভাগ: চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী;<br>খুলনা বিভাগ: সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা;<br>বরিশাল বিভাগ: বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলা। |
| প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ ব্যয় (ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী) | ২১০.০০ লক্ষ টাকা। (প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের নিচে মাটির গুণাগুণ বিবেচনায় নির্মাণ ব্যয় বর্ণিত ২১০.০০ লক্ষ টাকার কম/বেশি হয়েছে। তবে মোট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে) |

| | |
|---|---|
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় | ৩১০.৫১ লক্ষ টাকা। |
| ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয় | ১০,৩৭২.৩২ লক্ষ টাকা। |
| ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ব্যয় | ২০০০৮.৭৭৭ লক্ষ টাকা। |
| ২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় | ১৭৭৫২.০৮৯ লক্ষ টাকা। |
| দুর্যোগকালে আক্রান্ত মানুষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটিকেন্দ্রে) | ৮০০ জন। |
| দুর্যোগকালে গবাদিপশু আশ্রয়ের ব্যবস্থা(প্রতিটিকেন্দ্রে) | ৩০০ গবাদিপশু। |

## ১৫.৫ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি বিবরণঃ

| বিভিন্ন উপাংশ | বাস্তব অগ্রগতি |
|---|---|
| ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি আশ্রয়কেন্দ্রের অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ। | "উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১০০ (একশত)টির সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ই-জিপি পদ্ধতিতে ১৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। |
| ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ১০০টি আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। |
| ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। | "বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৩ অক্টোবর-২০১৯ "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৯" উপলক্ষে ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেছেন। অবশিষ্ট ১২০টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে ১০০টি, ১ম তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে ০১টি, ২য় তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে ০৩টি এবং অবশিষ্ট ১৬টির ফিনিশিং কাজ চলছে। |
| ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রের অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ। | ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৮৫টি আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ২৫টি প্যাকেজে ১৮৫টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। |
| ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। |
| ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন। | ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৮৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ০৮টি প্যাকেজে ১৮৬টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। |
| ১৪১টি ক্যাটেল শেল্টার নির্মাণ। | ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ)টি গবাদিপশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ২৬টি প্যাকেজে গবাদিপশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। |

**প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতিঃ**

| অর্থবছর | আরএডিপি বরাদ্দ | অবমুক্ত (লক্ষ টাকা) | ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা) | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|
| (২০১৬-২০১৭) | ৫৫০.০০ | ৫৫০.০০ | ৩১০.৫১ | ৫৬.৪৬% |
| (২০১৭-২০১৮) | ১২৫০০.০০ | ১২৫০০.০০ | ১০৩৭২.৩২ | ৮২.৯৮% |
| (২০১৮-২০১৯) | ২১০০০.০০ | ২০০০৮.৭৭৭ | ২০০০৮.৭৭৭ | ৯৫.২৮% |
| (২০১৯-২০২০) | ২৪৮০০.০০ | ২৪৭৬০.৫৮৩ | ১৭৭৫২.০৮৯ | ৭১.৬৯% |
| সর্বমোট = | ৫৮৮৫০.০০ | ৫৮৮১০.৫৮৩ | ৪৮৪৪৩.৭ | ৮২.৩৭% |

গুমানতলী ফাজিল (স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

## ১৬.০ "উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের তালিকা:

মোট বিভাগ ৩টি, জেলা ১৬টি, উপজেলা ৮৬টি

### ১৬.১ বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১খ্রি.; প্রকল্প ব্যয়: ৫৫৬০৬.৩১১ লক্ষ টাকা।

| বিভাগ | জেলা | ক্রমিক | উপজেলা | ক্রমিক | ইউনিয়ন | আশ্রয়কেন্দ্রের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খুলনা | সাতক্ষীরা | ১ | শ্যামনগর | ১ | মুন্সীগঞ্জ | জহিরনগর সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২ | ঈশ্বরীপুর | গুমানতলী ফাজিল (স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৩ | ঈশ্বরীপুর | শ্রীফলকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৪ | পদ্মপুকুর | বি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ২ | দেবহাটা | ৫ | দেবহাটা | ঘলঘলিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৬ | পারুলিয়া | পারুলিয়া এসএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৩ | কালিগঞ্জ | ৭ | তারালী | তারালী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৮ | কৃষ্ণনগর | রামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৪ | আশাশুনি | ৯ | প্রতাপনগর | আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দীঘলার আইট), বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১০ | কাদাকাটি | কাদাকাটি আইডিয়াল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১১ | প্রতাপনগর | নাকনা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যানিকেতন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৫ | তালা | ১২ | মাগুরা | আইডিয়াল মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৩ | খেশরা | শালিখা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৬ | সাতক্ষীরা সদর | ১৪ | ফিংড়ী | গাভা আইডিয়াল কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | বাগেরহাট | ৭ | মোড়েলগঞ্জ | ১৫ | দৈবজ্ঞহাট | সেলিমাবাদ ডিগ্রি কলেজ কাম-বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ |
| " | " | | " | ১৬ | বহরবুনিয়া | তোরার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ |
| | | | " | ১৭ | পটুয়াখালী | সোনাগাজী আজিজিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৮ | শরণখোলা | ১৮ | খোন্তাকাটা | আমেনা স্মৃতি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যলিয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৯ | ধান সাগর | রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২০ | রায়েন্দা | শরণখোলা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২১ | রায়েন্দা | জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৯ | চিতলমারী | ২২ | বড়বাড়িয়া | বড়বাড়িয়া জোনর আলী ফকির মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | | | " | ২৩ | চিতলমারী | নবপল্লী আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | | ১০ | মোংলা | ২৪ | সোনাইলতলা | জয়খাঁ বাজারসংলগ্ন গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২৫ | বুড়িরডাঙ্গা | জিএমএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | | | " | ২৬ | চিলা | মনুমিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ১১ | রামপাল | ২৭ | রামপাল | শ্রীফলতলা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

| বিভাগ | জেলা | ক্রমিক | উপজেলা | ক্রমিক | ইউনিয়ন | আশ্রয়কেন্দ্রের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " | " | | " | ২৮ | বাঁশতলী | সুন্দরপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ১২ | মোল্লারহাট | ২৯ | উদয়পুর | গ্রিশনগর-গাড়ফা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | খুলনা | ১৩ | দাকোপ | ৩০ | তিলডাঙ্গা | দক্ষিণ কামিনী বাসিয়া (রাসখোলা) মাধ্যমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৩১ | বানীশান্তা | তালুকদার আকতার ফারুক (টি এ ফারুক) নি. মা. বিদ্যালয়সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৩২ | সুতারখালী | নলিয়ান আলিয়া মাদ্রাসা (সানাপাড়া)সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ১৪ | বটিয়াঘাটা | ৩৩ | সুরখালী | সুখদাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৩৪ | বটিয়াঘাটা | হোগলবুনিয়া হাটবাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৩৫ | ভান্ডারকোট | শিয়ালীডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ১৫ | কয়রা | ৩৬ | বাগালী | মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | | | " | ৩৭ | দক্ষিণ বেদকাশী | বীণাপানি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | | | " | ৩৮ | মহারাজপুর | গ্রাজুয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ১৬ | পাইকগাছা | ৩৯ | চাঁদখালী | চাঁদখালী কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৪০ | লস্কর | লক্ষ্মীখোলা কলেজিয়াট স্কুল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| দ | " | | " | ৪১ | হরিটালী | হরিটালী কপিলমুনি মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ১৭ | ডুমুরিয়া | ৪২ | কাঞ্চননগর | পল্লী জাগরণী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৪৩ | মাগুরখালী | কৈ পুকুরিয়া মাগুরখালী ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | ডুমুরিয়া | ৪৪ | রঘুনাথপুর | কেআরএডি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৪৫ | খর্ণিয়া | টিপনা শেখ আমজাদ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| বরিশাল | বরিশাল | ১৮ | বাকেরগঞ্জ | ৪৬ | ভরপাশা | রতন আমীন মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৪৭ | কবাই | মাছুয়াখালী শের-ই বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৪৮ | দুধল | কবিরাজ দাখিল  মাদ্রসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ১৯ | গৌরনদী | ৪৯ | শরিকল | হোসনাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ২০ | মূলাদি | ৫০ | বাটামারা | এবিআর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।/চর কালিকা বিদ্যালয় |
| " | " | ২১ | হিজলা | ৫১ | মেমানিয়া | আলহাজ মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৫২ | হরিনাথপুর | হরিনাথপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ২২ | মেহেন্দীগঞ্জ | ৫৩ | ভাষাণচর | ভাষাণচর বিদ্যানন্দ মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৫৪ | আলিমাবাদ | পাতাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৫৫ | আলিমাবাদ | শ্রীপুর ওয়াহেদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ২৩ | উজিরপুর | ৫৬ | | আব্দুল মজিদ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৫৭ | | রামেরকাঠী টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমার্স কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | | ২৪ | বরিশাল সদর | ৫৮ | চটুয়া | চরগোপাল নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

| বিভাগ | জেলা | ক্রমিক | উপজেলা | ক্রমিক | ইউনিয়ন | আশ্রয়কেন্দ্রের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | " | ৫৯ | টুংগীবাড়িয়া | সিংহেরকাঠী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| বরিশাল | ঝালকাঠি | ২৫ | নলছিটি | ৬০ | সুবিদপুর | অ্যাডভোকেট হারুনর রশিদ খান ফাউন্ডেশন মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ২৬ | কাঠালিয়া | ৬১ | পাটিখালঘাটা | তারাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | ,, | ৬২ | চেচরীরামপুর | দক্ষিণ চেঁচরী আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ব হুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ২৭ | রাজাপুর | ৬৩ | গালুয়া | বড়াই ডিগ্রি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৬৪ | বড়াইয়া | পটুয়াখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ২৮ | ঝালকাঠি সদর | ৬৫ | শেকেরহাট | নাজিরউদ্দিন মাদ্রাসা ও এতিমখানা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র |
| " | পিরোজপুর | ২৯ | ভান্ডারিয়া | ৬৬ | ইকড়ি | নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৩০ | মঠবাড়িয়া | ৬৭ | আমড়াগাছিয়া | হোগলপাতি নেছারিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৬৮ | | গোলবুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৬৯ | আমড়াগাছিয়া | আব্দুল হামিদ ফরাজী শিশুসদন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৭০ | দাউদখালী | খায়েরঘটিচূড়া হামিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৭১ | দাউদখালী | রাজারহাট শরীফ বাচ্চু মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৩১ | নেছারাবাদ | ৭২ | | রাবেয়া বসরি সাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | বরগুনা | ৩২ | বামনা | ৭৩ | বুকাবুনিয়া | বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৭৪ | ডোয়াতলা | হলতা ডোয়াতলা ওয়াজেদ আল খান ডিগ্রি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৩৩ | পাথরঘাটা | ৭৫ | নাচনাপাড়া | পুঁটিমারা নাচনাপাড়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৭৬ | সদর পাথরঘাটা | হাড়িটানা ইসলামিয়া ছালেহিয়া (হাসেমিয়া) এতিমখানা/মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৭৭ | কাঠালতল | কাঠালতলী দাখিল মাদ্রাসা এতিমখানায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | | ৩৪ | বেতাগী | ৭৮ | বেতাগী সদর | রহমতপুর আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৭৯ | হোসনাবাদ | ডাক্তার আছমত আলী মহা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৩৫ | আমতলী | ৮০ | চাওড়া | চাওড়া নেছারিয়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৮১ | আমতলী | চলাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৮২ | কুকুয়া | শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৩৬ | তালতলী | ৮৩ | সোনাকাঠি | লাইপাড়া সাগর সৈকত মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৮৪ | ছোট বগী | তালতলী ডিগ্রি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৮৫ | শারিকখালী | কড়ইবাড়িয়া কারিগরি বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৩৭ | বরগুনা সদর | ৮৬ | ঢলুয়া | লেমুয়া খাজুরা পি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৮৭ | ফুলঝুড়ি | সাহেবের হাওলা রফেজিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৮৮ | কেওড়াবুনিয়া | দক্ষিণ লতাবাড়িয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

| বিভাগ | জেলা | ক্রমিক | উপজেলা | ক্রমিক | ইউনিয়ন | আশ্রয়কেন্দ্রের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " | পটুয়াখালী | ৩৮ | পটুয়াখালী সদর | ৮৯ | ভায়লা | ফজলুল করিম মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৯০ | মাদারবুনিয়া | ইসলামপুর বায়তুস ছুন্নত দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৩৯ | মির্জাগঞ্জ | ৯১ | মজিদবাড়ি | কুদবারচর আদর্শ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | মির্জাগঞ্জ | ৯২ | মাধবখালী | মো. আবু ইউসুফ আলী মোল্লা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৪০ | কলাপাড়া | ৯৩ | নীলগঞ্জ | নাওভাসা অ্যান্ড কারিগরি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৯৪ | ধানখালী | ধানখালী ডিগ্রি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৯৫ | লতাচাপলী | মুসুল্লীয়াবাদ ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৪১ | গলাচিপা | ৯৬ | চর কাজল | ছোট কাজল হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৯৭ | পানপট্টি | বঙ্গবন্ধু নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ৯৮ | রতনদী তালতলী | মানিক চাঁদ দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৪২ | রাঙ্গাবালি | ৯৯ | ছোটবাইশদিয়া | আগুনমুখার আলো কিন্ডার গার্টেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১০০ | চালিতাবুনিয়া | চালিতাবুনিয়া মমতাজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১০১ | চরমোস্তাজ | চরমোস্তাজ এ ছত্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১০২ | রাঙ্গাবালি | নেতা সালেহিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৪৩ | বাউফল | ১০৩ | কালাইয়া | কসবা রাবেয়া বসরি দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১০৪ | কেশবপুর | তালতলী ভরিপাশা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১০৫ | কেশবপুর | বাজেমহল ওবায়দিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১০৬ | কেশবপুর | ভরিপাশা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১০৭ | কেশবপুর | মমিনপুর রজ্জবিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| বরিশাল | পটুয়াখালী | ৪৪ | দশমিনা | ১০৮ | বেতাগী সানকিপুর | বড়গোপালী ওজুফা খানম বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১০৯ | বাঁশবাড়িয়া | বাংলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১১০ | বহরমপুর | দক্ষিণ আদমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৪৫ | দুমকী | ১১১ | মুরাদিয়া | চরগরবদী আ. গণি সিকদার মহিলা আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১১২ | পাংগাশিয়া | পাংগাশিয়া মমতাজদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১১৩ | অংগরিয়া | আহম্মেদ হারুন বি এম অ্যান্ড কারিগরি ইনিষ্টিটি |
| বরিশাল | ভোলা | ৪৬ | ভোলা সদর | ১১৪ | আলীনগর | পশ্চিম রুহিতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১১৫ | পশ্চম ইলিশা | দক্ষিণ চরপাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১১৬ | কাচিয়া | কাচিয়া মাঝের চর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১১৭ | ভেলুমিয়া | চন্দ্রপ্রসাদ কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

| বিভাগ | জেলা | ক্রমিক | উপজেলা | ক্রমিক | ইউনিয়ন | আশ্রয়কেন্দ্রের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " | " | ৪৭ | বোরহান উদ্দিন | ১১৮ | কুতুবা | বোরহানউদ্দিন কামিল (এমএ/আলীয়া) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১১৯ | হাসান নগর | বৈরবগঞ্জ কেরামতিয়া ফাজিল (বি, এ) মাদরাসায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১২০ | হাসান নগর | মির্জাকালু সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৪৮ | চরফ্যাশন | ১২১ | নীলকমল | পশ্চিম চর নুরুল আমিন লতিফিয়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১২২ | আছলামপুর | এয়াকুব মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১২৩ | চরমানিকা | উত্তর চর মানিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | " | | " | ১২৪ | ওসমানগঞ্জ | হাসানগঞ্জ ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৪৯ | লালমোহন | ১২৫ | ফরাজগঞ্জ | হাজী মো. নূরুল ইসলাম চৌধুরী মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১২৬ | কালমা | হোসনেআরা বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১২৭ | বদরপুর | অহিদুন্নবী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৫০ | দৌলতখান | ১২৮ | চরখলিফা | কলাকোপা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১২৯ | উত্তর জয়নগর | মধ্য জয়নগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | " | | " | ১৩০ | দক্ষিণ জয়নগর | দক্ষিণ জয়নগর আহম্মদের হাট সিনিয়র মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৫১ | মনপুরা | ১৩১ | দক্ষিণ সাটুকিয়া | সাকুচিয়া বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৫২ | তজুমদ্দিন | ১৩২ | সম্ভুপুর | কোড়ালমারা বাংলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৩৩ | সোনাপুর | উত্তর চাপড়ী আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৩৪ | চাঁদপুর | আড়ালিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| চট্টগ্রাম | লক্ষ্মীপুর | ৫৩ | রায়পুর | ১৩৫ | দক্ষিণচর আবাবিল | উত্তর গাইয়ার চর দাখিল মাদ্রাসা, মিতালী বাজার বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৩৬ | উত্তর চরবংশী | চরবংশী জয়নালীয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৫৪ | কমলনগর | ১৩৭ | চরমার্টিন | চর মাটিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৩৮ | চর কাদিয়া | মাতাব্বর নগর দারুসচুন্নাত আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৫৫ | রামগতি | ১৩৯ | চরআলী | নেয়ামত জনতা মডেল একাডেমী (জুনিয়র হাইস্কুল) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৪০ | চর পোড়াগাছা | রাস্তার হাট হাজী এ গফুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৫৬ | রামগঞ্জ | ১৪১ | দরবেশপুর | দরবেশপুর হাই স্কুলসংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৪২ | করপাড়া | ডুমুরিয়া বায়তুল আমান ইসলামিয়া মহিলা মাদ্রাসাসংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | নোয়াখালী | ৫৭ | হাতিয়া | ১৪৩ | সোনাদিয়া | মাইজদী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৪৪ | বুড়িরচর | আজমেরী বেগম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৪৫ | হাতিয়া | সুখচর আজহারুল উলুম ফাজিল (বিএ) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৫৮ | সুবর্ণচর | ১৪৬ | চর জুবলী | চরমহিউদ্দিন জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

| বিভাগ | জেলা | ক্রমিক | উপজেলা | ক্রমিক | ইউনিয়ন | আশ্রয়কেন্দ্রের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " | " | | " | ১৪৭ | চর সার্ক | সোলায়মান বাজার  জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৪৮ | মোহাম্মদপুর | ডেসটিনি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৫৯ | কোম্পানীগঞ্জ | ১৪৯ | চরহাজরি | চরহাজারি হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৫০ | চরহাজারী | আবু মাঝির হাট উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৫১ | চর এলাহী | চর এলাহী ৩নং ওয়ার্ড কিল্লাসংলগ্ন বেড়ীর পার্শ্বে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৬০ | সদর | ১৫২ | ভান্ডারিয়া | আন্ডারচর ছিদ্দিক নগর বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৫৩ | কাদির হানিফ | আবদুল হাই উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৬১ | চাটখিল | ১৫৪ | মোহাম্মদপুর | মির্জাপুর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৬২ | বেগমগঞ্জ | ১৫৫ | ছয়আনি | ছয়আনি উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ৬৩ | আনোয়ারা | ১৫৬ | রায়পুর | রায়পুর ইউনিয়ন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৬৪ | সন্দ্বীপ | ১৫৭ | সন্তোষপুর | মধ্য সন্তোষপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৫৮ | মাইটভাংগা | মাইটভাংগা হাইস্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | " | ৬৫ | পটিয়া | ১৫৯ | বড়উঠান | শিতল ঝর্ণা সুন্নিয়া মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৬৬ | মিরসরাই | ১৬০ | হাইতকান্দি | কমরআলী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৬১ | মায়ানী | শফিউল আলম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৬২ | দূর্গাপুর | জামেয়া রহমানিয়া ফাজিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৬৭ | বাঁশখালী | ১৬৩ | খানখানাবাদ | রায়ছটা প্রেমাশিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৬৪ | সরল | সরল আমিরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৬৫ | শেখেরখিল | শেখেরখিল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৬৮ | সীতাকুণ্ড | ১৬৬ | সৈয়দপুর | বগাচতর নুরীয়া গণিউল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৬৭ | মুরাদপুর | ভাটেরখালী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | কক্সবাজার | ৬৯ | মহেষখালী | ১৬৮ | বড়মহেষখালী | উত্তর নলবিলা হাইস্কুল বহুমুখী ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৬৯ | ছোট মহেষখালী | আহমদিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৭০ | কালামারছড়া | কালামার চঢ়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | " | | " | ১৭১ | কুতুবজোম | কুতুবজোম অফ-সোর হাইস্কুল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৭০ | পেকুয়া | ১৭২ | শিলখালী | শিলখালী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৭৩ | বারবাকিয়া | ফাসিয়াখালী ইসলামিয়া ফাজিল(স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | | | " | ১৭৪ | রাজাখালী | রাজাখালী বেশারাতুল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৭১ | চকরিয়া | ১৭৫ | পূর্ব বড়ভেওলা | জয়নাল আবেদীন মহিউচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৭৬ | বদরখালী | আল আজহার উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৭২ | কক্সবাজার সদর | ১৭৭ | চৌফলদন্ডী | সাগরমনি উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

| বিভাগ | জেলা | ক্রমিক | উপজেলা | ক্রমিক | ইউনিয়ন | আশ্রয়কেন্দ্রের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " | " | | " | ১৭৮ | পি এম খালী | উত্তর পাতলী হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৭৩ | টেকনাফ | ১৭৯ | সাবরাং | শাহপরীর দ্বীপ হাজী বশির আহমদ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৮০ | টেকনাফ সদর | টেকনাফ বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৭৪ | কুতুবদিয়া | ১৮১ | লেমশীখালী | সতরুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৮২ | উত্তর ধুরুং | উত্তরণ বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৭৫ | উখিয়া | ১৮৩ | জালিয়াপালং | মাদারবুনিয়া ছেপটখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৮৪ | পালংখালী | বালুখালী কাসেমিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৭৬ | রামু | ১৮৫ | রাজারকুল | মনছুর আলী সিকদার আইডিয়াল স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৮৬ | জোয়ারিয়ানালা | জোয়ারিয়ানালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | চাঁদপুর | ৭৭ | হাইমচর | ১৮৭ | চরভৈরবী | চরভৈরবী আজিজিয়া আজহারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৮৮ | হাইমচর | হাইমচর আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৭৮ | ফরিদগঞ্জ | ১৮৯ | গুপ্টি(পূর্ব) | পল্লাক আদর্শ ডিগ্রি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৯০ | সুবিদপুর | গফুর চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৭৯ | চাঁদপুর সদর | ১৯১ | ইব্রাহীমপুর | চরফতেজংপুর ছালেহিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৯২ | রাজরাজেশ্বর | রাজরাজেশ্বর ওমর আলী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৮০ | কচুয়া | ১৯৩ | কাদলা | আশেক আলী খান স্কুল কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৯৪ | কাদলা | রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর খালী জায়গায় |
| " | চাঁদপুর | ৮১ | মতলব দক্ষিণ | ১৯৫ | খাদেরগাঁও | লামচরী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৯৬ | নারায়ণপুর | কালিকাপুর আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৯৭ | নারায়ণপুর | রসুলপুর আন নেসা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ১৯৮ | নায়েঁরগাঁও উত্তর | নন্দীখোলা ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৮২ | মতলব উত্তর | ১৯৯ | মোহনপুর | দশানী মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২০০ | ফরাজিকান্দি | হাজী মঈন উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২০১ | এখলাছপুর | চর কাশিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২০২ | দুর্গাপুর | দুর্গাপুর জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২০৩ | বাগানবাড়ি | ধনাগোদা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| | | | | ২০৪ | মোহনপুর | আলী আহম্মদ মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৮৩ | হাজীগঞ্জ | ২০৫ | ৩ নং কালোচ উত্তর | পিরোজপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | ,, | ২০৬ | দাদশগ্রাম | নাশিরকোট উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | ,, | ২০৭ | ৫ নং সদর | সুহিলপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | ,, | ২০৮ | দাদশগ্রাম | নাশিরকোট শহীদ স্মৃতি কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | ,, | ২০৯ | ,, | কাপাইকাপ তফুরা মাজহারুল হক কারগরি স্কুল ও কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | ,, | ২১০ | ২ নং বাকিলা | বোরখাল উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | কুমিল্লা | ৮৪ | সদর দক্ষিণ | ২১১ | চোয়ারা | বামিশা এ আর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

| বিভাগ | জেলা | ক্রমিক | উপজেলা | ক্রমিক | ইউনিয়ন | আশ্রয়কেন্দ্রের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " | " | | " | ২১২ | ভুলোইন উত্তর | রহমত আলী মিয়াজী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২১৩ | চোয়ারা | ভুবনপুর পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২১৪ | বিজয়পুর | মধ্যম বিজয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২১৫ | বেলঘর দক্ষিণ | যুক্তিখলা নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | ৮৫ | নাঙ্গলকোট | ২১৬ | সাতবারিয়া | সাতবারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২১৭ | বক্সগঞ্জ | আজিয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২১৮ | আদরা | চাটিলতা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | " | | " | ২১৯ | জোড্ডা | পানকরা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| " | ফেনী | ৮৬ | সদর | ২২০ | ফাজিলপুর | ফাজিলপুর ছিদ্দিক-এ-আকবর মাদ্রাসা ও এতিমখান বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২২০ | | | | | | |

## ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৯ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেন

| ক্রঃ নং | প্রকল্প নং | জেলা | উপজেলা | প্রকল্পের নাম |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | গুমানতলী ফাজিল (স্নাতক) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২ | ৩ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্রীফলকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩ | ৫ | সাতক্ষীরা | দেবহাটা | ঘলঘলিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪ | ৬ | সাতক্ষীরা | দেবহাটা | পারুলিয়া এস,এস মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫ | ৭ | সাতক্ষীরা | কালীগঞ্জ | তারালী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬ | ৮ | সাতক্ষীরা | কালীগঞ্জ | রামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭ | ৯ | সাতক্ষীরা | আশাশুনি | আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দীঘলার আইট), বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮ | ১০ | সাতক্ষীরা | আশাশুনি | কাদাকাটি আইডিয়াল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯ | ১১ | সাতক্ষীরা | আশাশুনি | নাকনা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যানিকেতন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ১০ | ১৩ | সাতক্ষীরা | তালা | শালিখা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ১১ | ১৫ | বাগেরহাট | মোরেলগঞ্জ | সেলিমাবাদ ডিগ্রি কলেজ কাম- বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ |
| ১২ | ১৯ | বাগেরহাট | শরণখোলা | রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র |
| ১৩ | ২০ | বাগেরহাট | শরণখোলা | শরণখোলা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ১৪ | ২১ | বাগেরহাট | শরণখোলা | জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ১৫ | ২৯ | বাগেরহাট | মোল্লারহাট | গ্রিশনগর-গাড়ফা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ১৬ | ৩১ | খুলনা | দাকোপ | তালুকদার আকতার ফারুক (টিএ ফারুক) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ১৭ | ৩৩ | খুলনা | বটিয়াঘাটা | সুখদাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ১৮ | ৩৫ | খুলনা | বটিয়াঘাটা | শিয়ালীডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ১৯ | ৩৮ | খুলনা | কয়রা | গ্রাজুয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২০ | ৩৯ | খুলনা | পাইকগাছা | চাঁদখালী কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২১ | ৪১ | খুলনা | পাইকগাছা | হরিটালী কপিলমুনি মহিলা করেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২২ | ৪৩ | খুলনা | ডুমুরিয়া | কৈ পুকুরিয়া মাগুরখালী ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২৩ | ৪৪ | খুলনা | ডুমুরিয়া | কেআরএডি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২৪ | ৪৫ | খুলনা | ডুমুরিয়া | টিপনা শেখ আমজাদ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

| ক্রঃ নং | প্রকল্প নং | জেলা | উপজেলা | প্রকল্পের নাম |
|---|---|---|---|---|
| ২৫ | ৪৬ | বরিশাল | বাকেরগঞ্জ | রতন আমীন মহিলা কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২৬ | ৪৭ | বরিশাল | বাকেরগঞ্জ | মাছুয়াখালী শের-ই বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২৭ | ৫০ | বরিশাল | মুলাদি | এবিআর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২৮ | ৫১ | বরিশাল | হিজলা | আলহাজ মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ২৯ | ৫২ | বরিশাল | হিজলা | হরিনাথপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩০ | ৫৩ | বরিশাল | মেহেন্দীগঞ্জ | ভাষানচর বিদ্যানন্দপুর কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩১ | ৫৪ | বরিশাল | মেহেন্দীগঞ্জ | পাতাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩২ | ৫৫ | বরিশাল | মেহেন্দীগঞ্জ | শ্রীপুর ওয়াহেদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩৩ | ৫৬ | বরিশাল | উজিরপুর | আব্দুল মজিদ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩৪ | ৫৮ | বরিশাল | বরিশাল সদর | চরগোপাল নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩৫ | ৫৯ | বরিশাল | বরিশাল সদর | সিংহেরকাঠী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩৬ | ৬১ | ঝালকাঠি | কাঠালিয়া | তারাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩৭ | ৬৪ | ঝালকাঠি | রাজাপুর | পটুয়াখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩৮ | ৬৬ | পিরোজপুর | ভান্ডারিয়া | নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৩৯ | ৬৯ | পিরোজপুর | মঠবাড়িয়া | আব্দুল হামিদ ফরাজী শিশুসদন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪০ | ৭১ | পিরোজপুর | মঠবাড়িয়া | রাজারহাট শরীফ বাচ্চু মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪১ | ৭২ | পিরোজপুর | নেছারাবাদ | রাবেয়া বসরি সাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪২ | ৮০ | বরগুনা | আমতলী | চাওড়া নেছারিয়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪৩ | ৮১ | বরগুনা | আমতলী | চলাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪৪ | ৮২ | বরগুনা | আমতলী | শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪৫ | ৮৬ | বরগুনা | বরগুনা সদর | লেমুয়া খাজুরা পি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪৬ | ৮৭ | বরগুনা | বরগুনা সদর | সাহেবের হাওলা রফেজিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪৭ | ৮৮ | বরগুনা | বরগুনা সদর | দক্ষিণ লতাবাড়িয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪৮ | ৯০ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী সদর | ইসলামপুর বায়তুস ছুন্নত দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৪৯ | ৯৮ | পটুয়াখালী | গলাচিপা | মানিক চাঁদ দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫০ | ১০১ | পটুয়াখালী | রাঙ্গাবালী | চরমোস্তাজ এ ছত্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫১ | ১০৫ | পটুয়াখালী | বাউফল | বাজেমহল ওবায়দিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫২ | ১০৬ | পটুয়াখালী | বাউফল | ভরিপাশা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫৩ | ১০৭ | পটুয়াখালী | বাউফল | মমিনপুর রজ্জবিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫৪ | ১০৮ | পটুয়াখালী | দশমিনা | বড়গোপালী ওজুফা খানম বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫৫ | ১০৯ | পটুয়াখালী | দশমিনা | বাংলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫৬ | ১১১ | পটুয়াখালী | দুমকী | চরগরবদী আ. গণি সিকদার মহিলা আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫৭ | ১১২ | পটুয়াখালী | দুমকী | পাংগাশিয়া মমতাজদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৫৮ | ১১৩ | পটুয়াখালী | দুমকী | আহম্মেদ হারুন বি এম এন্ড কারিগরি ইনিষ্টিটি |
| ৫৯ | ১১৪ | ভোলা | ভোলা সদর | পশ্চিম রুহিতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬০ | ১১৫ | ভোলা | ভোলা সদর | দক্ষিণ চরপাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬১ | ১১৬ | ভোলা | ভোলা সদর | কাচিয়া মাঝের চর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬২ | ১১৭ | ভোলা | ভোলা সদর | চন্দ্রপ্রসাদ কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

| ক্রঃ নং | প্রকল্প নং | জেলা | উপজেলা | প্রকল্পের নাম |
|---|---|---|---|---|
| ৬৩ | ১১৮ | ভোলা | বোরহান উদ্দিন | বোরহানউদ্দিন কামিল (এমএ/আলীয়া) মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬৪ | ১১৯ | ভোলা | বোরহান উদ্দিন | বৈরবগঞ্জ কেরামতিয়া ফাজিল (বিএ) মাদরাসায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬৫ | ১২১ | ভোলা | চরফ্যাশান | পশ্চিম চর নুরুল আমিন লতিফিয়া আলিম মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬৬ | ১২৪ | ভোলা | চরফ্যাশান | হাসানগঞ্জ ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬৭ | ১২৬ | ভোলা | লালমোহন | হোসনেআরা বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬৮ | ১২৯ | ভোলা | দৌলতখান | মধ্য জয়নগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৬৯ | ১৩৪ | ভোলা | তজুমদ্দিন | আড়ালিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭০ | ১৪৪ | নোয়াখালী | হাতিয়া | আজমেরী বেগম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭১ | ১৪৬ | নোয়াখালী | সুবর্ণচর | চরমহিউদ্দিন জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭২ | ১৪৭ | নোয়াখালী | সুবর্ণচর | সোলায়মান বাজার  জুনিয়র হাই স্কুলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭৩ | ১৪৮ | নোয়াখালী | সুবর্ণচর | ডেসটিনি কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭৪ | ১৪৯ | নোয়াখালী | কোম্পানীগঞ্জ | চরহাজারি হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭৫ | ১৫২ | নোয়াখালী | নোয়াখালী সদর | আন্ডারচর ছিদ্দিক নগর বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭৬ | ১৫৪ | নোয়াখালী | চাটখিল | মির্জাপুর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭৭ | ১৫৫ | নোয়াখালী | বেগমগঞ্জ | ছয়আনি উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭৮ | ১৬২ | চট্টগ্রাম | মিরশ্বরাই | জামেয়া রহমানিয়া ফাজিল মদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৭৯ | ১৭৪ | কক্সবাজার | পেকুয়া | রাজাখালী বেশারাতুল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮০ | ১৭৭ | কক্সবাজার | কক্সবাজার সদর | সাগরমনি উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮১ | ১৭৮ | কক্সবাজার | কক্সবাজার সদর | উত্তর পাতলী হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮২ | ১৮৩ | কক্সবাজার | উখিয়া | মাদারবুনিয়া ছেপটখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮৩ | ১৮৪ | কক্সবাজার | উখিয়া | বালুখালী কাসেমিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮৪ | ১৮৮ | চাঁদপুর | হাইমচর | হাইমচর আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮৫ | ১৮৯ | চাঁদপুর | ফরিদগঞ্জ | পল্লাক আদর্শ ডিগ্রি কলেজে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮৬ | ১৯১ | চাঁদপুর | চাঁদপুর সদর | চরফতেজংপুর ছালেহিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮৭ | ১৯৪ | চাঁদপুর | কচুয়া | রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮৮ | ১৯৮ | চাঁদপুর | দক্ষিণ মতলব | নন্দীখোলা ফাজিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৮৯ | ১৯৯ | চাঁদপুর | উত্তর মতলব | দশানী মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯০ | ২০০ | চাঁদপুর | উত্তর মতলব | হাজী মঈন উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯১ | ২০১ | চাঁদপুর | উত্তর মতলব | চর কাশিম উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯২ | ২০২ | চাঁদপুর | উত্তর মতলব | দুর্গাপুর জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯৩ | ২০৩ | চাঁদপুর | উত্তর মতলব | ধনাগোদা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯৪ | ২০৪ | চাঁদপুর | উত্তর মতলব | আলী আহম্মদ মহাবিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯৫ | ২০৬ | চাঁদপুর | হাজীগঞ্জ | নাশিরকোট উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯৬ | ২০৮ | চাঁদপুর | হাজীগঞ্জ | নাশিরকোট শহীদ স্মৃতি কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯৭ | ২০৯ | চাঁদপুর | হাজীগঞ্জ | কাপাইকাপ তফুরা মাজহারুল হক কারগরি স্কুল ও কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯৮ | ২১০ | চাঁদপুর | হাজীগঞ্জ | বোরখাল উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ৯৯ | ২১৪ | কুমিল্লা | সদর দক্ষিণ | মধ্যম বিজয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |
| ১০০ | ২১৯ | কুমিল্লা | নাঙ্গলকোট | পানকরা উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। |

## ১৭.০ বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের

৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি:

| নং | বিষয় | বিবরন |
|---|---|---|
| ১. | প্রাক্কলিত ব্যয় | ১৫০৭৪৩.০০ (লক্ষ) |
| ২. | অর্থের উৎস | জিওবি |
| ৩. | বাস্তবায়ন কাল | জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২ |
| ৪. | মোট প্রস্তাবিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা | ৪২৩টি |
| ৫. | প্রতি তলার আয়তন | ৩৯৬.০২ ব.মি. / ৪২৬২.৭৫ ব.ফু. |
| ৬. | ভবনের মোট আয়তন | ১১৮৮.০৬ ব.মি. / ১২৭৮৮.২৫ ব.ফু. |
| ৭. | প্রকল্পভুক্ত জেলা | ৪২টি |
| ৮. | প্রকল্পভুক্ত উপজেলা | ২৪৭টি |
| ৯. | ভবনের ফাউন্ডেশন | ০৩ (তিন) তলাবিশিষ্ট |
| ১০. | ভবন | ০৩ (তিন) তলা |
| ১১. | সোলার সিস্টেম ২০০০ ওয়াট প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে- ০১টি | ৪২৩টি |
| ১২. | ডিপটিউবওয়েল (পাম্পসহ) | ০১টি |
| ১৩. | দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটি কেন্দ্রে) | ৪০০ জন |
| ১৪. | গবাদিপশু আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটি কেন্দ্রে) | ১০০টি |

**এ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ**

১ম ও ২য় ধাপে ১১০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে নির্মাণকাজ চলমান আছে। চলমান ১১০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের গড় অগ্রগতি ৬৮%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের জন্য সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৮০০০.০০ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ৭৯৮৩.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৮৭টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১৭৯টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড জারি করা হয়েছে। ০৮টি দরপত্র প্রস্তাব পুনরায় আহবানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কাজের অগ্রগতি কিছুটা কম হলেও বর্তমানে প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৩৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র পিআইসি কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসূচক অনুযায়ী ৭৫.০০ হাজার বর্গমিটার অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ১২৫.০০ হাজার বর্গমিটার অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

**প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি**

**(লক্ষ টাকায়)**

| অর্থবছর | বরাদ্দ | অর্থ ছাড় | ব্যয় | আর্থিক অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জীভুত আর্থিক অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জীভুত বাস্তব অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৭-২০১৮ | ১৯.৩৪ | ১৯.৩৪ | ১৯.৩৪ | ১০০% | ৫.৬৪% | ১৯.৫০% |
| ২০১৮-২০১৯ | ৫০৭.৫৮ | ৫০৭.৫৮ | ৫০৭.৫৮ | ১০০% | | |
| ২০১৯-২০২০ | ৮০০০.০০ | ৭৯৯৮.৮১ | ৭৯৮৩.২২ | ৯৯.৮১% | | |
| **মোট** | **৮৫২৬.৯২** | **৮৫২৫.৭৩** | **৮৫১০.১৪** | **৯৯.৮১%** | | |

নির্মাণাধীন বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের ত্রি-মাত্রিক চিত্র

শহীদ স্মরণিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, উপজেলা: নিকলী, জেলা: কিশোরগঞ্জ

# ১৮.০ আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের তথ্যবিবরণী | |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম: আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএমঅংশ)। | |
| ২ | **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ**<br>(ক) অংশীদারী মন্ত্রণালয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।<br>(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।<br>(গ) প্রকল্পের অর্থায়ন: IDA (World Bank)<br>(ঘ) ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত: ৩০ জুন ২০১৫ (ঋণচুক্তিনং: ৫৫৯৯)। | |
| ৩ | প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : ১লা জুলাই ২০১৫ ইং-এপ্রিল ২০২২ ইং | |
| ৪ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২৫.১৫ কোটি | জিওবি = ৯.৬৫ কোটি<br>প্রকল্প সাহায্য = ১১৫.৫০কোটি |
| ৫ | প্রকল্প এলাকা: ঢাকা ও সিলেট। | |
| ৬ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য: দুর্যোগ (ভূমিকম্প)হ্রাসে কার্যকরী পরিকল্পনা, দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ। | |
| ৭ | **প্রকল্পের মূল কাজঃ**<br>i) জাতীয়পর্যায়ে Emergency Response and Communication Center (ERCC) এবং National Disaster Management Research and Training Institute (NDMRTI)-এর Disaster Risk Management (DRM) সুযোগ-সুবিধা (Facilities)-সমূহের নকসা প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংস্থাপন (Out fit) করা। | |
| | i) Training Exercise and Drills (TED)-এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে ERCC ও NDMRTI এবং ঢাকা ও সিলেট জেলায় স্থানীয় পর্যায়ে সিটি করপোরেশন ও Fire Service & Civil Defence (FSCD)-এর জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | |
| | **প্রকল্পের সম্পাদিত কাজসমূহঃ** | নিম্নোক্ত সম্পাদিত কাজসমূহ DPP-এর প্রভিশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।<br><br>ERCC: জুন ২০২০ পর্যন্ত ERCC Renovation Work-এর ৩৫% কাজের অগ্রগতি হয়েছে এবং বর্তমানে কার্য চলমান।<br><br>NDMRTI: জুন ২০২০ পর্যন্ত NDMRTI Renovation Work-এর ৩০% কাজের অগ্রগতি হয়েছে এবং বর্তমানে কার্য চলমান।<br><br>TED: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩৩৬ জনের ট্রেনিং প্রদান করা হয়। |
| | **কাজের অগ্রগতিঃ** | |
| | 1.TED (Training Exercises & Drill) | কোর্স কারিকুলাম, Provisional Sum Budget-এর বিস্তারিত বিভাজন প্রস্তুত ও অনুমোদন পাওয়ার পর টিইডির ট্রেইনিং কার্যক্রম গত ২৪/১১/২০১৯ তারিখে শুরু হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১০টি ব্যাচের (৩৩৬ জন) ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ খাতে মোট ৩১৪৯.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। |
| | 2.Renovation Work of ERCC | ইআরসিসির রেনভেশন কাজের ওপর মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ২০/১০/১৯ তারিখে পাওয়ার পর ২১/১০/১৯ তারিখে উক্ত কাজের নোয়া ইস্যু করা হয়। ০৫/১১/২০১৯ তারিখে ERCC ফার্মের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ইআরসিসির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বেজমেন্ট/কার পার্কিং থেকে ৭টিট্রাক অন্যত্র সরানো হয়েছে এবং প্রকল্প হতে গ্যারেজ ভাড়ার অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ERCC রিনোভেশন ওয়ার্কের ৩০% কার্য সম্পন্ন হয়েছে। |

| | | |
|---|---|---|
| | 3.Renovation Work of NDMRTI | এনডিএমআরটিআইর রেনভেশন কাজের ওপর মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ২০/১০/১৯ তারিখে পাওয়ার পর ২১/১০/১৯ তারিখে উক্ত কাজের নোয়া ইস্যু করা হয়। ২৭-১০-২০১৯ তারিখে NDMRTI ফার্মের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এনডিএমআরটিআইরর সাইট বুঝে পাওয়ার পর রেনভেশনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এনডিএমআরটিআইর রেনভেশন কাজের সুপারভিসনের জন্য নিযুক্ত ফার্ম "ডিডিসিএল"-এর সাথে নো-কস্ট এক্সটেন্সন করা হয়েছে। এনডিএমআরটিআইর কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ৭ম-৯ম তলা খালি করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত NDMRTI রিনোভেশন ওয়ার্কের ৩৫% কার্য সম্পন্ন হয়েছে। |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার সংখ্যা | বরাদ্দের পরিমাণ | প্রকল্প সংখ্যা | | | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার (%) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | মোট প্রকল্প সংখ্যা | গৃহিত প্রকল্প সংখ্যা | বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১০ | ১১ |
| ১ | ঢাকা ও সিলেট | ২ | ৪০৮৪.০০ | ১ | ১ | ১ | ২৬২৯.১২ | ১৪৫৪.৮৮ | ৬৪.৩৮% | |

# ১৯.০ ‘গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)’ প্রকল্প

| নং | বিষয় | বিবরণ |
|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ০২. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর |
| ০৩. | প্রকল্প দৈর্ঘ্য | ৫২০৫.০ কি.মি. |
| ০৪. | প্রাক্কলিত ব্যয় | ৩৩৪৭২৩.৭২ লক্ষ টাকা |
| ০৫. | অর্থের উৎস | জিওবি |
| ০৬. | বাস্তবায়ন কাল | জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. হতে জুন ২০২২ খ্রি. |
| ০৭. | প্রকল্প এলাকা | ৬৪ জেলার ৪৯২টি উপজেলা |
| ০৮. | একনেক সভায় অনুমোদনের তারিখ | ০৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি. |

## প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

### প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. দেশের প্রতিটি উপজেলায় স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ যে সকল গ্রামীণ মাটির রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে সেগুলোকে এইচবিবিকরণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করা।
২. সারা বছর চলাচল উপযোগী ও টেকসই রাখতে, উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং পরিবহন ব্যয় কমিয়ে আনা।
৩. দুর্যোগের সময় অল্প সময়ে দুর্গত এলাকার জনগণ যাতে আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে পারে, সহজে চিকিৎসাসেবা পেতে পারে, গবাদিপশু দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া এবং দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস করা।
৪. বর্ষা মৌসুমে মাটির রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এতে প্রতি বছর যোগাযোগ উপযোগী রাখতে সরকারের অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এইচবিবিকরণের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় রোধ করা ও ভবিষ্যতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিয়ে আনা।
৫. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

### লক্ষ্যমাত্রা

১. দেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় ৫২০৫.০ কিলোমিটার গ্রামীণ মাটির রাস্তা হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করা।
২. কৃষিপণ্য বিপণন কৃষি সম্প্রসারণে সহায়তা করা।
৩. ছোট ছোট যান চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করা ও ভ্রমণে সময়ের অপচয় রোধ করা।
৪. গ্রামাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সাহায্য করা।
৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে শিক্ষার প্রসার লাভ করা।
৬. রাস্তা নির্মাণকালে স্বল্পমেয়াদি কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৭. যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পণ্য বাজারজাতকরণে সুযোগ সৃষ্টি করা।
৮. পোল্ট্রি/গবাদিখামারে উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাতকরণে সুযোগ সৃষ্টি করা।
৯. দুর্যোগকালে বা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জরুরি উদ্ধার ও ত্রাণ সহায়তা প্রদান এবং ঝুঁকি হ্রাস করা।

## প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক বিভাজনঃ

| অর্থবছর | মোট কিলোমিটার |
|---|---|
| ২০১৯-২০২০ | ২৬৯৪.৩৯৯ |
| ২০২০-২০২১ | ১৩০১.২৫০ |
| ২০২১-২০২২ | ১২০৯.৩৫১ |
| মোট = | ৫২০৫.০০ |

## প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

| খাত | বাজেট কোড | বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| **রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | |
| অফিসারদের বেতন ও ভাতাদি | ৩১১১১ ও ৩১১১৩ | ৫৮৬.৩৫ | |
| পণ্য ও সেবার ব্যবহার | ৩২১১১ | ১৬৬১.৩৪ | |
| মেরামত ও সংরক্ষণ | ৩২৫৮১ | ৬৪.০০ | |
| রাজস্ব মোট = | | ২৩১১.৬৯ | |
| **মূলধন ব্যয়ঃ** | | | |
| অ-আর্থিক সম্পদ | ৪১১২১ | ১০৩.১২ | কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ, অফিস আসবাবপত্র ইত্যাদি |
| নির্মাণ (এইচবিবি রাস্তা) | ৪১১১৩ | ৩০১৬৭৭.১৯ | |
| মূলধন থোক ও বিবিধ | ৪৯১১১ | ৫৪০.৬৬ | |
| মূলধন মোট = | | ৩০২৩২০.৯৭ | |
| (রাজস্ব+মূলধন) মোট = | | ৩০৪৬৩২.৬৭ | |
| প্রাইজ কনটিনজেন্সি | | ২৪০৫৭.৫২ | |
| ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি | | ৬০৩৩.৫৪ | |
| সর্বমোট = | | ৩৩৪৭২৩.৭২ | |

## ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জেলাওয়ারি গৃহীত এইচবিবি দৈর্ঘ্য (মিটার)

| ক্রমিক নং | জেলার নাম/ বিভাগ | উপজেলা সংখ্যা | মোট প্যাকেজ সংখ্যা | মোট দৈর্ঘ্য (মিটার) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | বরগুনা | ৬ | ৩৬ | ৩৫৯০০ |
| ২ | বরিশাল | ১০ | ৪৫ | ৫০৭৬০ |
| ৩ | ভোলা | ৭ | ৪১ | ৪২৫০০ |
| ৪ | ঝালকাঠি | ৪ | ২৪ | ২৫৫১০ |
| ৫ | পটুয়াখালী | ৮ | ৩৬ | ৪৪২৯৮ |
| ৬ | পিরোজপুর | ৭ | ২৯ | ২৯০০০ |
| বরিশাল বিভাগ = | | ৪২ | ২১১ | ২২৭৯৬৮ |
| ৭ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৯ | ৪৬ | ৫৩০০০ |
| ৮ | চাঁদপুর | ৮ | ১০১ | ১০০৪২০ |
| ৯ | চট্টগ্রাম | ১৫ | ৮৪ | ৮৫০০০ |
| ১০ | কুমিল্লা | ১৭ | ১১৭ | ১১৩৪৮৬ |
| ১১ | কক্সবাজার | ৮ | ৪১ | ৪১০৬৯ |
| ১২ | ফেনী | ৬ | ২৮ | ৩১০০০ |
| ১৩ | লক্ষ্মীপুর | ৫ | ২২ | ২২০০০ |
| ১৪ | নোয়াখালী | ৯ | ৫১ | ৫১৬২৬ |
| ১৫ | বান্দরবান | ৭ | ২২ | ২২০০০ |
| ১৬ | খাগড়াছড়ি | ৯ | ২৪ | ২৬৮৫০ |
| ১৭ | রাঙামাটি | ১০ | ২৭ | ৩০০০০ |
| চট্টগ্রাম বিভাগ = | | ১০৩ | ৫৬৩ | ৫৭৬৪৫১ |
| ১৮ | ঢাকা | ৫ | ৪৭ | ৫৮৫৮৫ |
| ১৯ | ফরিদপুর | ৯ | ৫৯ | ৬২১৪৬ |
| ২০ | গাজীপুর | ৫ | ৪৪ | ৪৪৮৫০ |

| ক্রমিক নং | জেলার নাম/ বিভাগ | উপজেলা সংখ্যা | মোট প্যাকেজ সংখ্যা | মোট দৈর্ঘ্য (মিটার) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ২১ | গোপালগঞ্জ | ৫ | ৭১ | ৮৪৪৫৫ |
| ২২ | কিশোরগঞ্জ | ১৩ | ৬৭ | ৭৫৫০০ |
| ২৩ | মাদারীপুর | ৪ | ৩১ | ৩৬৩৭০ |
| ২৪ | মানিকগঞ্জ | ৭ | ৩৪ | ৩৭৫০০ |
| ২৫ | মুন্সিগঞ্জ | ৬ | ২৬ | ২৮০০০ |
| ২৬ | নারায়ণগঞ্জ | ৫ | ১৮ | ২০৯২২ |
| ২৭ | নরসিংদী | ৬ | ৩১ | ৩২৪০০ |
| ২৮ | রাজবাড়ী | ৫ | ১৮ | ২০০০০ |
| ২৯ | শরীয়তপুর | ৬ | ৩২ | ৩৫৯৭৫ |
| ৩০ | টাংগাইল | ১২ | ৫৫ | ৫৫৫০০ |
| ঢাকা বিভাগ = | | ৮৮ | ৫৩৩ | ৫৯২২০৩ |
| ৩১ | বাগেরহাট | ৯ | ৪২ | ৪৮০০০ |
| ৩২ | চুয়াডাঙ্গা | ৪ | ১৬ | ১৬০০০ |
| ৩৩ | যশোর | ৮ | ৪৪ | ৫২৫০০ |
| ৩৪ | ঝিনাইদহ | ৬ | ৩৩ | ৩৩০০০ |
| ৩৫ | খুলনা | ৯ | ৩৫ | ৩৯০০০ |
| ৩৬ | কুষ্টিয়া | ৬ | ২৮ | ২৮৫০০ |
| ৩৭ | মাগুরা | ৪ | ১৭ | ১৮০০০ |
| ৩৮ | মেহেরপুর | ৩ | ১৫ | ১৪৯২০ |
| ৩৯ | নড়াইল | ৩ | ২৩ | ২৫৭০৫ |
| ৪০ | সাতক্ষীরা | ৭ | ৪৪ | ৪৪১০০ |
| খুলনা বিভাগ = | | ৫৯ | ২৯৭ | ৩১৯৭২৫ |
| ৪১ | বগুড়া | ১২ | ৫৩ | ৫৩০০০ |
| ৪২ | জয়পুরহাট | ৫ | ১৭ | ১৮০০০ |
| ৪৩ | নওগাঁ | ১১ | ৪৮ | ৫৪০৬৩ |
| ৪৪ | নাটোর | ৭ | ৩২ | ৩৫০০০ |
| ৪৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৫ | ২২ | ২১১৫০ |
| ৪৬ | পাবনা | ৯ | ৪৭ | ৪৬০০০ |
| ৪৭ | রাজশাহী | ৯ | ৪১ | ৩৮০৯৬ |
| ৪৮ | সিরাজগঞ্জ | ৯ | ৫৮ | ৪৬২৩২ |
| রাজশাহী বিভাগ = | | ৬৭ | ৩১৮ | ৩১১৫৪১ |
| ৪৯ | ঠাকুরগাঁও | ৫ | ২৩ | ২৩০০০ |
| ৫০ | দিনাজপুর | ১৩ | ৬৩ | ৬৪৪৬৩ |
| ৫১ | গাইবান্ধা | ৭ | ৪০ | ৩৯১০৮ |
| ৫২ | কুড়িগ্রাম | ৯ | ৩৬ | ৩৬৫০০ |
| ৫৩ | লালমনিরহাট | ৫ | ১৯ | ২০০০০ |
| ৫৪ | নীলফামারী | ৬ | ৩০ | ৩২০০০ |
| ৫৫ | পঞ্চগড় | ৫ | ২০ | ২০০০০ |
| ৫৬ | রংপুর | ৮ | ৪২ | ৪২৮১৯ |
| রংপুর বিভাগ = | | ৫৮ | ২৭৩ | ২৭৭৮৯০ |
| ৫৭ | হবিগঞ্জ | ৯ | ৩৪ | ৩৭০০০ |
| ৫৮ | মৌলভীবাজার | ৭ | ৩২ | ৩৪৪৬০ |
| ৫৯ | সুনামগঞ্জ | ১১ | ৪৪ | ৪৭০০০ |
| ৬০ | সিলেট | ১৩ | ৬৩ | ৬৪০০০ |
| সিলেট বিভাগ = | | ৪০ | ১৭৩ | ১৮২৪৬০ |
| ৬১ | জামালপুর | ৭ | ৪৪ | ৪৮৩৫১ |
| ৬২ | শেরপুর | ৫ | ৩১ | ৩২০০০ |
| ৬৩ | ময়মনসিংহ | ১৩ | ৭৩ | ৭৬৮১০ |
| ৬৪ | নেত্রকোণা | ১০ | ৪৮ | ৪৯০০০ |
| ময়মনসিংহ বিভাগ = | | ৩৫ | ১৯৬ | ২০৬১৬১ |
| **সর্বমোট =** | | **৪৯২** | **২৫৬৪** | **২৬৯৪৩৯৯** |

## ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জীভুত বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী:

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ব্যয় খাত | বিবরণ | বরাদ্দকৃত অর্থ | ছাড়কৃত অর্থ | প্রকৃত অর্থ | অব্যয়িত অর্থ | সমর্পণকৃত অর্থ | অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | বাস্তব | আর্থিক |
| রাজস্ব খাত | বেতন /ভাতাদি, পন্য ও সেবার ব্যবহার অফিস আনুষঙ্গিক | ৭৭৭.০০ | ৭৭৭.০০ | ২৩২.১৪ | ৫৪৪.৮৬ | ৫৪৪.৮৬ | | ১০.০৪% |
| মূলধন খাত | আর্থিক সম্পদ ও নির্মাণ (এইচবিবি রাস্তা) | ৭৬৫৯৩.০০ | ৭৬৫৯৩.০০ | ৭৬৫৮৩.৪৯ | ৯.৫১ | ৯.৫১ | ৫০.৭% | ২৫.৩৪% |
| | **সর্বমোট =** | **৭৭৩৭০.০০** | **৭৬৯৭০.০০** | **৭৬৮১৫.৬৩** | **৫৫৪.৩৭** | **৫৫৪.৩৭** | **৫০.৭%** | **২২.৯%** |

এইচবিবি প্রকল্পের নির্মিত রাস্তা

## ২০.০ The Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP) শীর্ষক প্রকল্প।

| | | |
|---|---|---|
| ১। প্রকল্পের নাম | : | The Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP), (Component-2 & 3) |
| ২। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় | : | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। |
| ক (১) অংশীদার মন্ত্রণালয় /বিভাগ | : | ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।<br>খ) স্বরষ্ট্র মন্ত্রণালয়।<br>গ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। |
| (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। |
| খ (১) অংশীদার বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।<br>খ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।<br>গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। |
| (গ) প্রকল্পের অর্থায়ন | : | বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ও জাইকার প্রকল্প সাহায্য। |
| (ঘ) ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত | : | গত ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে ERD-এর সাথে JICA-র ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। |
| ৩। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল | : | এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. হতে জুন ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত। |
| ৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ক) জিওবি : ১৫৭.৩৪ কোটি টাকা।<br>খ) প্রকল্প সাহায্য (JICA ঋণ) : খ) ৪৬২.৮৮ কোটি টাকা।<br>গ) মোট টাকা : গ) ৬২০.২২ কোটি টাকা। |
| ৫। প্রকল্প এলাকা | : | কম্পোনেন্ট-১ ও ২: খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১২টি জেলার ৩৫টি উপজেলা।<br>কম্পোনেন্ট-৩: সমগ্র বাংলাদেশ। |
| ৬। চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ | : | প্রকল্পটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে। |
| ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করা ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা;<br>খ) দুর্যোগের সময় কার্যকরী জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;<br>গ) দ্রুত ও কার্যকরী উদ্ধার কার্যক্রম ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;<br>ঘ) দুর্যোগ প্রতিরোধী সমাজ গঠনে অবদান রাখা। |

## ২১.০ Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Program Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রকল্প ব্যয় (প্রাক্কলিত) | মোট | : | ২৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা (৩৫০০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাবিত) |
| | জিওবি | : | ২০০.০০ লক্ষ টাকা (৩০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাবিত) |
| | প্র. সা. | : | ২৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা (৩৪৭০০.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাবিত) |
| অর্থায়নের উৎস | | : | জিওবি ও আইডিএ |

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের দরিদ্রতম পরিবারসমূহের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমতা আনয়ন এবং সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

**প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ:**

(ক) অধিকতর দরিদ্র বান্ধব কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সম্পদ বিতরণে দরিদ্রতম পরিবার নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(খ) কর্মসূচিসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচির তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

(গ) কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুশাসন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

(ঘ) দুর্যোগ অভিঘাতে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রতম পরিবারসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধা প্রদানে সহায়তাকরণ (প্রস্তাবিত)।

**৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ:** প্রকল্পের তিনটি কম্পোনেন্ট রয়েছে, যার প্রথম দুটি কম্পোনেন্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তৃতীয় কম্পোনেন্টটি বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকস কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের অর্থের মাধ্যমে আরও দুটি প্রস্তাবিত নতুন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের বরাদ্দসহ কম্পোনেন্টগুলো নিম্নরূপ:

১. Support to MoDMR Social Safety Net Programs (USD 580 Million)
২. Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration (SMoDMRPA) (USD 32 Million)
৩. National Household Database (NHD) (USD 88 Million)
৪. Strengthening Host Community Resilience using EGPP+ (USD 70 Million-Proposed)
৫. Strengthening Rohingya Community Resilience (USD 30 Million-Proposed)

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকর ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সহায়তা হিসেবে Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

৬। প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা : সমগ্র দেশ

৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৩ থেকে জুন-২০২১ পর্যন্ত (জুন-২০২৩ পর্যন্ত প্রস্তাবিত)

৮। প্রকল্পের উপকারভোগী : এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী হবে দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী যারা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উভয় প্রকার দুর্যোগে ও বছরের কর্মহীন মৌসুমে দুর্দশার সম্মুখীন হয়। লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র পরিবার নির্বাচন ও সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

### প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি

১. বিভাগীয় ও জেলা শহরে Grievance Redressal System ও Digitization-এর ওপর ১৭টি কর্মশালা সম্পন্ন।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের ওপর ১ম পর্যায়ে ৬৪ জেলায় ৩৪৯ জন PIO এবং ৪০৩ জন SAE ও ২য় পর্যায়ে ৬৪ জেলায় ৩১৭ জন PIO এবং ৩৫৯ জন SAE এবং ৩য় দফায় ৬২ জেলায় ৩৭৭ জন PIO এবং ২৭৭ জন SAE-দের ট্রেনিং সম্পন্ন।

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের ওপর উপজেলা পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, ট্যাগ অফিসার এবং PIC কমিটির সদস্যসহ মোট ৪৬,৫৮৯ জনকে নিয়ে ৪৮৪টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন।

৪. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রকল্প), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়ের প্রধান সহকারী/অফিস সহাকারী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মচারীসহ মোট ৮৪৯ জন কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে Basic IT প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. DDM MIS এবং NHD MIS-এর ওপর মোট ৫০ জনের ToT প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬. EGPP MIS এবং Safeguard-এর উপর ২২১ জন PIO এবং ২২৪ জন SAE-দের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কার্যক্রম অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণদের প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ১ দিনব্যাপী কর্মশালা সম্পন্ন।

৮. ভিয়েতনামে ৩টি, ভারতে ২টি, ফিলিপাইনে ৪টি ও মেক্সিকোতে ২টি সর্বমোট ১১টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।

৯. BTV-তে ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপর নির্মিত "আলোকিত গ্রাম" নাটক ও টিভি স্পট প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া ৪টি প্রাইভেট চ্যানেলে এবং বাংলাদেশ বেতারের ৮টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ২টি বেসরকারি বেতারে TV ও Radio Spot প্রচার করা হয়েছে।

১০. Covid-19 সংক্রমণ বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে TV স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।

১১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে দুই দফায় ১৫,৮৯,৫০০টি পোস্টার ৭২,৫০,০০০টি লিফলেট দেশব্যাপী ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

১২. ৪৮৯টি উপজেলায় ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ কম্পিউটারসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

১৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং জেলা ত্রাণ ও পুনবার্সন কর্মকর্তাদের মাঝে ১২৫টি ল্যাপটপ বিতরণ।

১৪. ২৮টি পিক-আপ ক্রয়পূর্বক ২৬টি জেলায় জরুরি ত্রাণকার্যক্রমে সহায়তার জন্য জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের মাঝে প্রদান সম্পন্ন।

১৫. মন্ত্রণালয়ের NDRCC-এর জন্য ৫টি LED TV ক্রয় ও হস্তান্তর সম্পন্ন।

১৬. মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের জন্য কনফারেন্স টেবিলসহ পিএ সেট ক্রয় ও হস্তান্তর সম্পন্ন।

১৭. মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে A2i আদর্শ নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কারিগরি বিনির্দেশ অনুমোদিত হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট পরামর্শক নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে টেন্ডার আহবান করা হবে।

১৮. BBS-এর Data Center এ MIS Hardware Installation সম্পন্ন হয়েছে।

১৯. MIS প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান Synergy কর্তৃক উপস্থাপিত NHD MIS ও DDM MIS-এর Prototype, MIS Acceptance কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

২০. NHD MIS-এ ICR ফরমেট হতে ডাটা মাইগ্রেশন সম্পন্ন।

২১. HR Performance Management System-এর Server বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ডাটা সেন্টারে স্থাপন।

২২. HR Performance Management System প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মোট ৩৬৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি তথ্য অন্তর্ভুক্তি চলমান।

২৩. বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সহায়তা EGPP কর্মসূচির ৩৯৭১ জন উপকারভোগীকে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে মজুরি পরিশোধ এবং পরে A2i-এর সহযোগিতায় ৮টি উপজেলায় ৮২২৫জন উপকারভোগীকে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে মজুরি পরিশোধ করা হয়েছে।

২৪. ১৫টি উপজেলায় ১৮,৭০০ জন উপকারভোগীকে G2P এবং electronic payment পদ্ধতিতে মজুরি পরিশোধের জন্য পেমেন্ট পাইলট সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৫. ১৫ লক্ষ VGF ও EGPP উপকারভোগীদের তথ্য Digitize করা হয়েছে।

২৬. কক্সবাজার জেলায় স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে ইজিপিপির আদলে কর্মসৃজন ও সহায়তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে SMoDMRPA প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ইআরডির সভাপতিত্বে অতিরিক্ত অর্থায়নের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা সম্পন্ন।

২৭. SMoDMRPA প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ইআরডি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদের মধ্যে নেগোসিয়েশন সভা সম্পন্ন।

২৮. SMoDMRPA প্রকল্পের ৩য় সংশোধীত টিএপিপি সংক্রান্ত এসপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে (জুন, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে) আরটিএপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

২৯. প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তার জন্য ৪৯৫ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং উপজেলায় পদায়ন।

৩০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে।

## প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের লক্ষ টাকা

| প্রকল্পের মোট বরাদ্দ | | | ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়/অগ্রগতি (জুন-২০২০ পর্যন্ত) | |
|---|---|---|---|---|
| মোট | জিওবি | প্র. সা. | আর্থিক (%) | বাস্তব% |
| ২৫৮০০.০০<br>অনুমোদিত<br>৩৫০০৮.০০<br>(প্রস্তাবিত) | ২০০.০০ অনুমোদিত<br>৩০৮.০০ (প্রস্তাবিত) | ২৫৬০০.০০<br>অনুমোদিত<br>৩৪৭০০.০০<br>(প্রস্তাবিত) | ১৬২৮৩.৭২<br>(জিওবি-১৪৪.৬১,<br>আরপিএ-১৬১৩৯.১১)<br>৬৩.১২% | ৮২% |

**প্রকল্প পরিচালকের নাম** : সত্যেন্দ্র কুমার সরকার (অতিরিক্ত সচিব)।

**টেলিফোন/মোবাইল** : ৯৮৯০৩৬০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণদের ল্যাপটপ ও কম্পিউটার সামগ্রী বিতরণ।

ইজিপিপি কর্মসূচি

# ২২.০ মুজিবকিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প

নির্মাণাধীন মুজিবকিল্লা (টাইপ প্ল্যান)

নির্মাণাধীন মুজিবকিল্লা

## প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- ❖ দুর্যোগকবলিত জনসাধারণ ও তাদের পরিবারের জীবন রক্ষা এবং মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণ;
- ❖ দুর্যোগে আক্রান্ত গৃহপালিত প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিতকরণ;
- ❖ স্বাভাবিক সময়ে বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, খেলার মাঠ ও হাট-বাজার হিসেবে ব্যবহারকরণ;
- ❖ গ্রাম ও ইউনিয়ন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিউনিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠক/সভা আয়োজন;
- ❖ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থান হিসেবে ব্যবহারকরণ;
- ❖ দুর্যোগ পূর্ববর্তী/দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী সেবাকেন্দ্র/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহারকরণ;

**বাস্তবায়নকাল:** জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

**প্রকল্পের মোট ব্যয়:** ১৯৫৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

## প্রকল্পের পটভূমি

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সে লক্ষ্যে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনে মানুষ ও সমাজকে দুর্যোগ সহনীয় করতে হবে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ ও কয়েক লক্ষ প্রাণিসম্পদ মারা যায়। পরে স্বাধীনতা উত্তরকালে তথা ১৯৭২ সালের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়/বন্যা হতে জানমাল রক্ষার্থে বহু মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যা সর্বসাধারণের কাছে এটি "মুজিবকিল্লা" নামে পরিচিতি পায়। বর্তমান সরকার "মুজিবকিল্লা"সমূহ সংস্কার ও উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

## প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

ক) "A" ক্যাটাগরিতে ১৮৬টি মুজিবকিল্লার মধ্যে বিদ্যমান ৫৫টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৪টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ১টি) পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং নতুন ১৩১টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৬২টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৬৯টি) নির্মাণ করা হবে;

খ) "B" ক্যাটাগরিতে ১৭১টি মুজিবকিল্লার মধ্যে বিদ্যমান ৬৩টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৬৩টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ০টি) পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং নতুন ১০৮টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৩১টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৭৭টি) নির্মাণ করা হবে; এবং

গ) "C" ক্যাটাগরিতে ১৯৩টি মুজিবকিল্লার মধ্যে বিদ্যমান ৫৪টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৩টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ১টি) পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং নতুন ১৩৯টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৪টি+বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৮৫টি) নির্মাণ করা হবে।

- এইচবিবি রাস্তা = ২৭৫ কি.মি.
- সোলার প্যানেল = ১৮৭২ কিলোওয়াট
- নলকূপ স্থাপন = ৭৪৩টি

## প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা

- APA অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Consulting Firm) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET)-এর সহিত গত ০২/১২/২০১৯ ইং তারিখে DMP পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- APA অনুযায়ী ৫০টি মুজিবকিল্লার স্থলে ইতোমধে e-GP পদ্ধতিতে ১২/০৩/২০২০ তারিখ হতে পর্যায়ক্রমে ০৪টি ধাপে সর্বমোট ৬৫টি মুজিবকিল্লার দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪৫টি দরপত্র উন্মুক্তপূর্বক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলামান আছে। ৪৫টি দরপত্রের মধ্যে ২৫টির মূল্যায়নপূর্বক NOA প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি দরপত্র ১২/০৭/২০২০ ইং তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২০টি দরপত্র উন্মুক্তপূর্বক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলামান আছে।

- e-GP Portal এ BUET কর্তৃক প্রেরিত অবশিষ্ট মুজিবকিল্লার Tender preparation কার্যক্রম চলমান আছে।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Consulting Firm) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্বিবদ্যালয় (BUET) কর্তৃক মুজিবকিল্লাসমূহের Soil test, Topographical Survey, Drawing, design, estimate, BoQ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে।
- আউটসোর্সিং (Outsourcing)-এর মাধ্যমে জনবল (Manpower) নিয়োগ কার্যক্রম শেষে স্ব-স্ব কর্মস্থলে পদায়ন কাজ কম্পন্ন করা হয়েছে।

## প্রকল্প এলাকা

| বিভাগ | জেলা |
|---|---|
| রংপুর | গাইবান্ধা, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট |
| রাজশাহী | বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী |
| ঢাক | টাংগাইল, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ |
| ময়মনসিংহ | নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর |
| চট্টগ্রাম | ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর |
| বরিশাল | পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি |
| খুলনা | বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, নড়াইল |
| সিলেট | সুনামগঞ্জ |

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মডেল

# ২৩.০ জেলা ত্রাণগুদাম নির্মাণ-কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

নির্মাণাধীন জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ-কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র (টাইপ প্ল্যান)

প্রকল্পের নাম : জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

| | |
|---|---|
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর |
| মন্ত্রণালয় | : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| প্রকল্প ব্যয় | : মোট: ১২৭৪১.০০ লক্ষ টাকা |
| জিওবি | : ১২৭৪১.০০ লক্ষ টাকা |
| প্রকল্প মেয়াদ | : জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত |

## প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়াদানের অংশ হিসেবে ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের নিমিত্ত পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুদকরণ ও অবকাঠামো তৈরি।
- দুর্যোগ-পরবর্তী কার্যক্রম তদারকি করার নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সেলের কার্যালয় স্থাপন ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মনিটরিংয়ের জন্য পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ।
- স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

### প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ৮টি বিভাগে ৬৪টি জেলায় ৬৬টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ। (রেস্ট হাউসসহ) (প্রতিটি ৫৭৭০.০০ বর্গফুট হিসেবে মোট-৩৮০৮২০.০০ বর্গফুট)
- প্রতিটি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রে ১৫০০ ওয়াট হিসেবে ৬৬টিতে মোট ৯৯ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেম স্থাপন।
- ত্রাণসামগ্রী সহজ পরিবহনের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রে বাউন্ডারি ওয়াল ও আরসিসি অ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ।

## ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি

### প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১২৭৪১.০০ লক্ষ টাকা।

| ক্র. নং | জেলার নাম ও সংখ্যা | উপজেলার সংখ্যা | বরাদ্দের পরিমাণ | প্রকল্প সংখ্যা | | | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | মোট প্রকল্প সংখ্যা | গৃহিত প্রকল্প সংখ্যা | বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| | ৬৪ | - | ৩৯৯৮.৫৯ | ৬৬ | ৬৫ | - | ৩৯৯২.৪১ | ৬.১৮ | ৯৯.৮৪% | নরসিংদী জেলার জমির প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। অন্যান্য কাজ চলমান। |

### প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

| | | |
|---|---|---|
| ১। | জেলা ত্রাণ গুদাম কত তলা হবে | তিন তলা বিশিষ্ট হবে। |
| ২। | জেলা ত্রাণ গুদাম মোট স্পেস কত হবে | ৫৩৬.০০ বর্গমিটার (৫৭৭০.০০ বর্গফুট)। |
| ৩। | জেলা ত্রাণ গুদামের প্রতি ফ্লোরে স্পেস কত হবে | গ্রাউন্ডফ্লোরে-২৩৮.০০ বর্গমিটার (২৫৬৬.০০ বর্গফুট) (গোডাউন, গার্ড রুম ও গ্যারেজ) |
| | | ২য় তলা = ১৮২.০০ বর্গমিটার (১৯৫৬.০০ বর্গফুট) (৪টি রুম) |
| | | ৩য় তলা = ১১৬.০০ বর্গমিটার (১২৪৮.০০ বর্গফুট) (৩টি রুম) |
| ৪। | জেলা ত্রাণ গুদাম গ্রাউন্ডফ্লোরে (নিচ তলা) কী কী থাকবে | গ্রাউন্ডফ্লোরে (নিচ তলা) গোডাউন, খাদ্যশস্য, ঢেউটিন,কম্বল ও অন্যান্য সামগ্রী থাকবে। |
| ৫। | জেলা ত্রাণ গুদাম ২য় তলায় কি কি থাকবে | শুকনা খাবার, তথ্যকেন্দ্র, কন্ট্রোলরুম, ও অফিস কক্ষ থাকবে। |
| ৬। | জেলা ত্রাণ গুদাম ৩য় তলায় কি কি থাকবে | পরিদর্শন কক্ষ / রেস্ট হাউস। |
| ৭। | জেলা ত্রাণ গুদাম প্রতিটিতে কত খরচ পরবে | ১৯৪.০০ লক্ষ টাকা গড়ে (পাইল ফাউন্ডেশন) ১৭১.০০ লক্ষ টাকা গড়ে (ফুটিং ফাউন্ডেশন) |
| ৮। | জেলা ত্রাণ গুদাম কয়টি জেলায় নির্মাণ করা হবে | ৬৪টি জেলায় ৬৬টি জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ করা হবে |

## ২৪.০ ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা (রেজিলিয়েন্স) অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নের লক্ষে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ কাজ করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি) বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি, ইউএনওম্যান ও ইউএনওপিএস-এর মধ্যে একটি অনন্য অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ; যা দুর্যোগ পরিস্থিতির পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সার্বিকভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য জাতীয় দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং দুর্যোগঝুঁকি কমানো; দুর্যোগের কারণে জীবন ও জীবিকার ক্ষতি কমানো। পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

**ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশের উদ্দেশ্য:**

- দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অ্যাডভোকেসি করা;
- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমুলক ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পুনঃ পুনঃ ঘটে এমন এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ (mega disaster) মোকাবিলায় প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় সক্ষমতা অর্জন (উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ);
- দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারের দক্ষতা বৃদ্ধি।

**প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

### দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ক কারিগরি সহায়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনায় প্রথম মুখ্য চুক্তিই হলো Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) ২০১৫-২০৩০। চুক্তিটি জাতিসংঘের দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন বিষয়ক ৩য় সম্মেলনের পরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয়। এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত, অন্তর্ভুক্তিমূলক চুক্তি (Agreement)।

Sendai Framework এ ৪ (চার)টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে ৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ চুক্তিতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (ডিডিএম অংশ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ক কারিগরি সহায়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পটি নিম্নোক্ত অগ্রগতি অর্জন করেছে:

সেন্দাই কর্ম-কাঠামো বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য ১৮টি মন্ত্রণালয় হতে ২৬ জন সরকারি কর্মকর্তাকে সেন্দাই কর্ম-কাঠামো বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেন্দাই কর্ম-কাঠামো বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ৮০ জন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাকে কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

সেন্দাই রিপোর্টিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষানবিশসহ প্রায় ২০০ জনের অংশগ্রহণে সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং কাজে কাস্টমাইজড মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।

## জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক নীতিমালা ও স্ট্র্যাটেজি প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির হালনাগাদ সংস্করণ ২০১৯ সালে বাংলায় প্রকাশনার কাজে এনআরপি-ডিডিএম কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। উক্ত আদেশাবলিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে SOD ২০১৯-এর বিতরণ করা হয়েছে এবং এর ইংরেজি খসড়া অনুবাদ চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রকল্পটি খসড়া National Plan for Disaster Management (NPDM) ২০২১-২৫ প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভূমিকম্প বিষয়ক পরামর্শক কর্তৃক অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামোগত ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক ভূমিকম্প সহনশীল দেশ গঠনে ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালাসহ খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

**দুর্যোগ-পরবর্তী জেন্ডার রেসপন্সিভ পুনর্বাসন ও সাড়া প্রদানে দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিকল্পনামূলক কার্যক্রম:**

দর্যোগ সহনশীল দেশ গঠনে একীভূত পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবেচনায় এনআরপি (ডিডিএম অংশ) প্রকল্প পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই এই প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতিতে করণীয় বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের ৩০ জন পেশাজীবীকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM: MH) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ক্ষতি পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগ-সংক্রান্ত মনোসামাজিক সেবা প্রশিক্ষণ

**স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য বিভিন্ন রেজিলিয়েন্স সহায়ক মডেল উদ্ভাবন:**

১. **ভূমিকম্প প্রস্তুতি কর্মসূচি:** প্রকল্পটির ভূমিকল্প প্রস্তুতি কর্মসূচি রংপুর সিটি করপোরেশন, টাংগাইল, রাঙামাটি ও সুনামগঞ্জ পৌরসভায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ওয়ার্ড পর্যায়ে ভূমিকম্প বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক মডেল তৈরির লক্ষ্যে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহায়তায় ভূমিকম্প প্রস্তুতিমূলক সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ে ১৮০০ জন নগর স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষিত করার কার্যক্রম চলমান আছে। সিটি করপোরেশন/পৌরসভা পর্যায়ে ১২টির মধ্যে ২টি খসড়া ওয়ার্ড কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। কোভিড-১৯সহ অন্যান্য দুর্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গৃহীত সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ৩৫০ জন নগর স্বেচ্ছাসেবককে ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (পিপিই) প্রদান করা হয়েছে।

অগ্নিনির্বাপণ মহড়া

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী এনআরপি প্রকল্পের মাধ্যমে (দুইটি) রংপুর সিটি করপোরেশন, টাংগাইল পৌরসভার ভূমিকম্প ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণ ও প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

নগর সেচ্ছাসেবকদের করোনা জীবাণুমুক্তকরণ কার্যক্রম

২. **বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচিঃ** কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় বন্যার পানির নিমজ্জন মাত্রা নির্ণয় করে এর পূর্বাভাস স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা বাড়িতে বাড়িতে পৌছে দেওয়ার জন্য এই মডেলটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি (FPP)-এর আওতায় জেন্ডার রেসপন্সিভ ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার ও বন্যা প্রস্তুতির জন্য ১৮০০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ

ডায়ানামিক ফ্লাড রিস্ক মডেলের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এই মডেলটির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যা প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রমে আগাম উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। ফলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। বন্যার আগাম সতর্কীকরণ মডেল মাঠ পর্যায়ে পাইলটিংয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে।

**৩. দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিঃ** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো কর্মমন্দা মৌসুমে স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থান ও স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবারগুলোর সুরক্ষা। এনআরপি (ডিডিএম অংশ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কর্তৃক গৃহীত স্কিমকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে খসড়া নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী এনআরপি প্রকল্পের মাধ্যমে দুইটি উপজেলার (কুড়িগ্রাম ও জামালপুর) ইজিপিপি কার্যক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস

অতিদরিদ্রদের কর্ম-সৃজন কর্মসূচির (ইজিপিপি) উপকারভোগীদের দুর্যোগ-সহনীয় জীবিকায়ন সহায়তা

অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে পাইলটিং করছে। এর আওতায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্রে সংযোগ সড়ক ইত্যাদি) তৈরি, মেরামত কার্যক্রমে ঝুঁকি বিবেচনায় স্কিম নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে এনআরপি সহযোগিতা করছে। ইতোমধ্যে দুর্যোগ-সহনীয় জীবিকায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০৫ জনকে আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। ইসলামপুরে ১টি স্কুল কাম বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে টয়লেট সংস্কার ও হাত ধোয়ার স্থান তৈরি করা হয়েছে।

## ৪. প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) কর্মসূচি

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রামের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) কর্মসূচি কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বন্যাকালীন চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য কুড়িগ্রামের ৩টি নৌ-ঘাটে কাঠের র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্য করে ৫টি টিউবওয়েল স্থাপন। প্রকল্পের আওতায় বন্যায় সুরক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক আগাম সতর্ক বার্তা তৈরি ও প্রচার উপকরণের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। কোভিড ১৯-এর সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক উপকরণ-লিফলেট, অডিও-ভিডিও উন্নয়ন ও প্রচার করছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নৌ-পারাপারে র‍্যাম্প স্থাপন

# ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

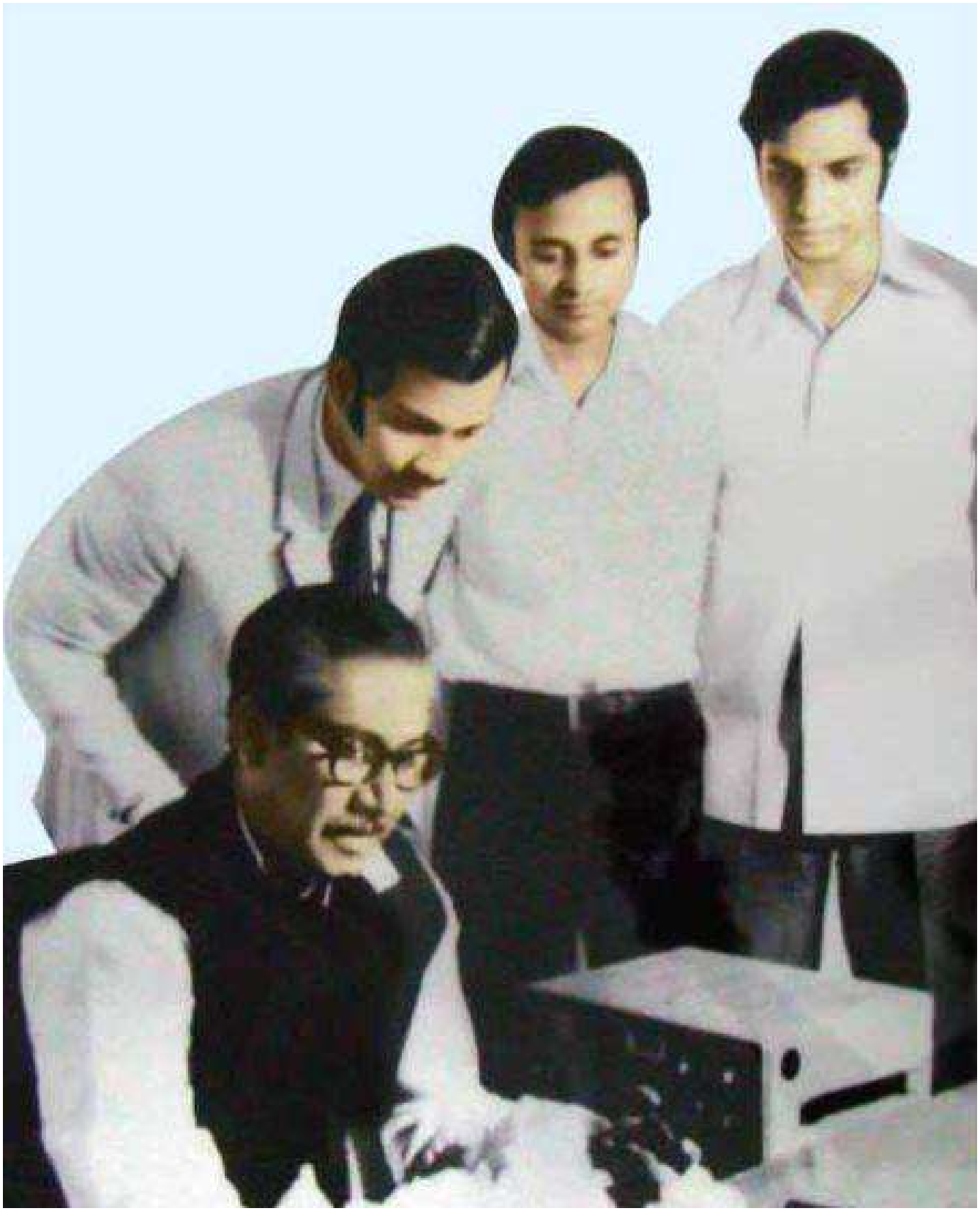

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) কর্মীদের সাথে ওয়ারলেসে কথা বলছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭৩)

# ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

## ২৫.১ ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) জোরদার এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম জাতি গঠনে ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেছেন। ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন ও সম্পদহানি কমিয়ে আনার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশকে সক্ষম করে তুলতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি যৌথ কর্মসূচি। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অনুরোধক্রমে তৎকালীন লীগ অব রেড ক্রস বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করে।

সরকারি নথি থেকে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' (সিপিপি) গঠন করা বঙ্গবন্ধুর একটি সাহসী উদ্যোগ ছিল। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের অপারগতায় স্বাধীন বাংলাদেশের মাত্র এক বছর ছয় মাস বয়স অতিক্রমকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' (সিপিপি)'র কার্যক্রম অক্ষুণ্ন রেখে অর্থনৈতিক বাঁধা কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন।

এই কর্মসূচির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১ জুলাই ১৯৭৩ হতে কর্মসূচিটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। কর্মসূচিটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ফলে ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সতর্ক সংকেত প্রচার, দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা ইত্যাদি সফলতার সাথে করে আসছে।

## ২৫.২ ভিশন

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী জনসাধারণের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস/কমিয়ে আনা।

## ২৫.৩ উদ্দেশ্য

১. দুর্যোগে সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা।
৩. সমাজকল্যাণে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের দক্ষতা, স্পৃহা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও আত্মত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি করা।
৪. দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালী এবং উন্নয়ন করা।
৫. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৬. দুর্যোগে দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য বেতার যোগাযোগ শক্তিশালী করা।
৭. আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত বোধগম্য ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঘূর্ণিঝড় সংকেতের সাথে সম্পৃক্ত জনসাধারণের কার্যকরি সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা।

## ২৫.৪ কর্মসূচির কর্ম এলাকা

- কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা হতে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা।
- ১৩টি জেলায় (কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরা) সিপিপির কার্যক্রম বিস্তৃত।
- নদীতীরবর্তী আরও ৬টি জেলায় (চাঁদপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ঝালকাঠি) সিপিপির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- এ কর্মসূচিতে বর্তমানে উপকূলীয় ১৩টি জেলার আওতাধীন ৪১টি উপজেলার ৩৫৫টি ইউনিয়নে মোট ৩৭০১টি ইউনিটে (গ্রাম কমিটি) ৩৭০১০ জন পুরুষ ও ১৮,৫০৫ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৫৫,৫১৫ জন সাংকেতিক যন্ত্রাদি সজ্জিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

## ২৫.৫ সিপিপির কার্যক্রম

- ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার
- দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর
- উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা
- স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন
- স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, জেলে, ইমাম প্রমুখ কমিউনিটিকে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি বিতরণ
- ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া আয়োজন
- সচেতনতামূলক স্বেচ্ছাসেবক র‍্যালি আয়োজন
- পোস্টার-লিফলেট বিতরণ
- বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ

## ২৫.৬ ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব এবং ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন কার্যক্রম

### সতর্ক সংকেত প্রচার

- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এইচএফ এবং ভিএইচএফ ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে সরাসরি প্রধান কার্যালয় থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আবহাওয়ার বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে সিপিপির উপকূলীয় এলাকায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে। একইভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ আবহাওয়ার বার্তা গ্রহণ করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার করে থাকেন। তাছাড়া সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর কখন কী করতে হবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে।

## ২৫.৭ সংকেত প্রচার প্রক্রিয়া

**সংকেত প্রচার পদ্ধতি:**

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার

- **সংকেত নং ১-৩:**
  - জনে জনে (মৌখিক) প্রচার
- **সংকেত নং ৪**
  - সিপিপি বোর্ড মিটিং, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান
  - ১টি পতাকা উত্তোলন
  - মাইক, মেগাফোনে বহুল প্রচার
- **সংকেত নং ৫-৭:**
  - মাইক, মেগাফোনে বহুল প্রচার
  - ২টি পতাকা উত্তোলন
  - বিপদাপন্নদের আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন (কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে)
- **সংকেত নং ৮-১০**
  - মাইক, মেগাফোন, সাইরেনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার
  - ৩টি পতাকা উত্তোলন
  - দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিশ্চিতকরণ

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ

## ২৫.৮ সিপিপির সাংগঠনিক কাঠামো

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির প্রধান কার্যালয় ঢাকার নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি জোনাল কার্যালয় রয়েছে। জোনাল কার্যালয়ের আওতাধীন ৪১টি উপজেলা রয়েছে এবং উপজেলা কার্যালয়ের আওতাধীন ৩৫৫টি ইউনিয়ন রয়েছে। উক্ত কার্যালয়ের আওতাধীন ৩,৭০১টি ইউনিট রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। এর মধ্যে ১০ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। উক্ত ইউনিটে ৫টি বিভাগ প্রতি বিভাগে যথা: সংকেত, আশ্রয়, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ বিভাগ। প্রতিটি বিভাগে ৩ জন করে স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

## ২৫.৯ স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ

১। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকারি অর্থায়নে ৪১টি উপজেলায় মোট ১৯,৬৬৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে (দুর্যোগে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান-উদ্ধার, ভূমিকম্প ও প্রাথমিক চিকিৎসা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## ২৫.১০ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে সিপিপি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রথম রেসপন্ডার হিসেবে যোগদান করে।
- প্রাথমিকভাবে তাঁবু সরবরাহ, খাদ্য বিতরণ, খাবার পানির সংস্থান ইত্যাদি কাজে এবং পথ প্রদর্শক ও দোভাষী হিসেবে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজ করেন।
- প্রতিটি ক্যাম্পে ক্যাম্প-ইন-চার্জগণের সহায়তাকারী হিসেবে শুরু থেকে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ নিয়োজিত আছেন।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি ক্যাম্পে ১০০ জন করে মোট ৩,৪০০ জন অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ভলান্টিয়ার গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
- প্রতিটি ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাসেবকগণের অংশ গ্রহণে ১টি করে মহড়া আয়োজন করা হয়েছে।
- উক্ত জনগোষ্ঠীর বোধগম্য ভাষায় আবহাওয়া সতর্কতা ও দুর্যোগ তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি ক্যাম্পে দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং ওয়্যারলেস স্টেশন স্থাপনের কাজ চলছে।

## ২৫.১১ ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া

২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি অর্থায়নে ৪১টি উপজেলায় ৪৯টি ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে এবং ৩৬০টি

ইউনিয়নে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের মহড়া

## ২৫.১২ সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ ও বিতরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি অর্থায়নে ১৩টি উপজেলায় (দাকোপ, কয়রা আশাশুনি, শ্যামনগর, গলাচিপা, দশমিনা, মঠবাড়িয়া, শরণখোলা, মনপুরা, তজুমদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন ও পাথরঘাটা) স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচেছাসেবক গিয়ারের ১৪টি আইটেম রেইনকোর্ট, মেগাফোন, হ্যান্ড সাইরেন, সিগনাল ফ্লাগ মাস্ট, সিগনাল ফ্লাগ, সিপিপি ভেস্ট, টর্চ লাইট, লাইফ জ্যাকেট, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাগ, গামবুট, উদ্ধার ব্যাগ, হার্ডহেট, এইচএফ ওয়্যারলেস সেট এবং ভিএইচএফ ওয়্যারলেস সেট ইত্যাদি) দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং ওয়্যারলেসটসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় সরবরাহ এবং যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়েছে।

## ২৫.১৩ স্বেচ্ছাসেবক ডাটাবেজ

সিপিপির সর্বমোট ৫৫,৫১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের ডাটাবেজ জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত করা হয়েছে এবং অনলাইনে প্রদর্শিত হচ্ছে।

## ২৫.১৪ স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ/সভা

২০১৯-১০ অর্থবছরে সিপিপির মাঠ পর্যায়ে ৪১টি উপজেলা কমিটির ৮২টি সভা এবং ৩৫৫টি ইউনিয়ন কমিটির ৭১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## ২৫.১৫.১ ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' মোকাবিলা

নভেম্বর ২০১৯ মাসে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' মোকাবিলায় সিপিপি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়–

- জনগণের মাঝে আবহাওয়া সতর্ক সংকেত প্রচার করা হয়।
- মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে সহায়তা করা হয়।
- বিপদসংকুল এলাকায় আটকে পড়া মানুষকে অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা হয়।
- দেশের উপকূলীয় জেলাসমূহের ৫৫৮৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২১ লক্ষের অধিক মানুষকে নিয়ে আসা হয়।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে সহায়তা

### ২৫.১৫.২ ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান' মোকাবিলা

মে ২০২০ মাসে বাংলাদেশে আঘাত হানা 'আম্ফান' ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সিপিপি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়–

- কোভিড-১৯ স্বাস্থবিধি মেনে জনগণের মাঝে আবহাওয়া সতর্ক সংকেত প্রচার করা হয়।
- মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে সহায়তা করা হয়।
- বিপদসংকুল এলাকায় আটকেপড়া মানুষকে অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা হয়।
- সামাজিক দূরত্ব মেনে দেশের উপকূলীয় জেলাসমূহের ১৪৬৩৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২৪ লক্ষের অধিক মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

## ২৫.১৬ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গৃহীত কার্যক্রম

- সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে সচেতনতামূলক প্রচার, লকডাউন মনিটরিং, স্বজনবিহীন করোনায় মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজ করছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার দ্বৈত ঝুঁকিতে প্রয়োগ করার জন্য একটি কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিপিপি স্বেচছাসেবকদের কোভিড-১৯ কার্যক্রম

## ২৫.১৭ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার প্রদান

১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে ৮২ জন এবং ১০ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবককে পুরস্কৃত করা হয়।

## ২৫.১৮ বাজেট

২০১৯-২০ অর্থবছরে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ১৯,১১,৯৬,৫১০/৩০ (উনিশ কোটি এগার লক্ষ ছিয়ানববই হাজার পাঁচশত দশ টাকা ত্রিশ পয়সা) টাকা খরচ হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কতিপয় কার্যক্রম সম্পন্ন না করতে পারার কারণে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

## ২৫.১৯ অর্জন

- সারা বিশ্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিপিপি একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃত।
- লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ থাইল্যান্ডের 'স্মিথ টুমসারক এওয়ার্ড-১৯৯৮' অর্জন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' সম্মাননা অর্জনের অন্যতম নেপথ্য সহায়ক।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) সম্মেলনে বাংলাদেশের কমিউনিটি বেইজড সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ড প্রোগ্রামকে 'গ্লোবাল বেস্ট প্রাকটিস'' নামে অভিহিত করেন।
- উপকূলীয় জনগণ কর্তৃক কর্মসূচিটিকে সাদরে গ্রহণ এবং স্বেচছাসেবকগণের নিবেদিতপ্রাণ সেবার কারণে সমাজে বিশেষ সম্মানজনক অবস্থান।
- কোনোরূপ আর্থিক কিংবা অনুরূপ প্রাপ্তির আশা ব্যতিরেকে দেশ ও জাতির স্বার্থে স্বেচছাসেবার মনোভাব সৃষ্টি।
- স্বেচছাসেবকগণের মাঝে ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগের সীমারেখা ছাড়িয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, নৌ-যান ডুবি, নদীভাঙনসহ অন্যান্য দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগে সেবা প্রদানের মনোভাব ও সক্ষমতা সৃষ্টি।
- সিপিপির কার্যক্রমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিভুরতার কারণে জনগণের মধ্যে দুর্যোগে সাড়া প্রদানেরপ্রবণতা বৃদ্ধি।
- উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। কঠিন, শ্রমসাধ্য, বিপদসংকুল সেবায় নারী স্বেচছাসেবকদের অংশগ্রহণ।
- জীবন ও সম্পদহানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস। জীবনহানির ক্ষেত্রে লক্ষের অংককে একক অংকে নামিয়ে আনা।

দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে দুর্যোগের পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতি জনসচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ চলাকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

দক্ষ জনবল ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দুর্যোগে পূর্ব প্রস্তুতির কারণে জীবন-সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করতে বিশেষ অবদান রাখছে। ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করবে।

# শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার-এর কার্যালয়
# কক্সবাজার

# ২৬.০ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, কক্সবাজার

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রতিবেদন

## ২৬.১ ভূমিকা:

১৯৯২-এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে আগতসহযোগে বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানকারী মিয়ানমার রোহিঙ্গা নাগরিকের সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মাত্র কয়েক সপ্তাহে সাড়ে ছয় লক্ষের অধিক নির্যাতিত, বিতাড়িত রোহিঙ্গা মিয়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। নজিরবিহীন এ ঘটনা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। এসময় মানবিক কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের সাময়িক আশ্রয়ের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় জনসাধারণ, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় তাৎক্ষিণক তাঁদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করে। এরপর থেকে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার নিত্যদিনের সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে আসছে। গত তিন বছরে একটি মানুষও অনাহারে কিম্বা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়নি, লঙ্ঘিত হয়নি কারো মৌলিক মানবাধিকার। রোহিঙ্গাদের পরম মমতায় আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মানবিক বিপর্যয় রোধ করেছে। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও মানবিক বিপর্যয় রোধ করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মানবিকতা, কূটনৈতিক বিচক্ষণতা ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল নেতৃত্ব সারা বিশ্ব অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করে এবং বাংলাদেশকে উদার সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে বাংলাদেশও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মর্যাদাপূর্ণভাবে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন এবং মানবাধিকারের সাথে বসবাস করতে পারাই জাতিগত নিধনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংকট সমাধানের একমাত্র পথ। এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে।

## ২৬.২. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম:

### ২৬.২.১ আশ্রয়শিবিরের বিন্যাস ও আবাসন

সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসে ২,০০০ একর ভূমিতে আশ্রয়শিবির নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত ২,০০০ একরের স্থলে ৩,৫০০ একরে পুনর্নির্ধারণ করা হয়। পরে ভূমিধস ও বন্যার ঝুঁকিতে থাকা রোহিঙ্গাদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য আরও ৫০০ একর ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, উখিয়া উপজেলার হাকিমপাড়া, জামতলী, পুটিবুনিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার চাকমারকুল, উনচিপ্রাং, শামলাপুর, লেদা, আলীখালী, জাদীমুরা এবং নয়াপাড়া সম্প্রসারিত এলাকা ক্যাম্পের আওতায় আনা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পসমূহে ব্যবহৃত মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬,৫০০ একর। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী আশ্রয়শিবিরটিকে ২০টি ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে পূর্বের দু'টি সহ বর্তমানে ক্যাম্পের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪টি। নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে সর্বমোট ২১২,৬০৭টি অস্থায়ী শেল্টারে আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়িত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পগুলোতে প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরিসহ এর তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইউএনএইচসিআর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এ বছর (২০২০) সালে এ খাতে UNHCR হতে মোট ৩৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গেছে। UNHCR-এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা দেশ ও এনজিওসমূহের সমন্বয়ে সার্বিক মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

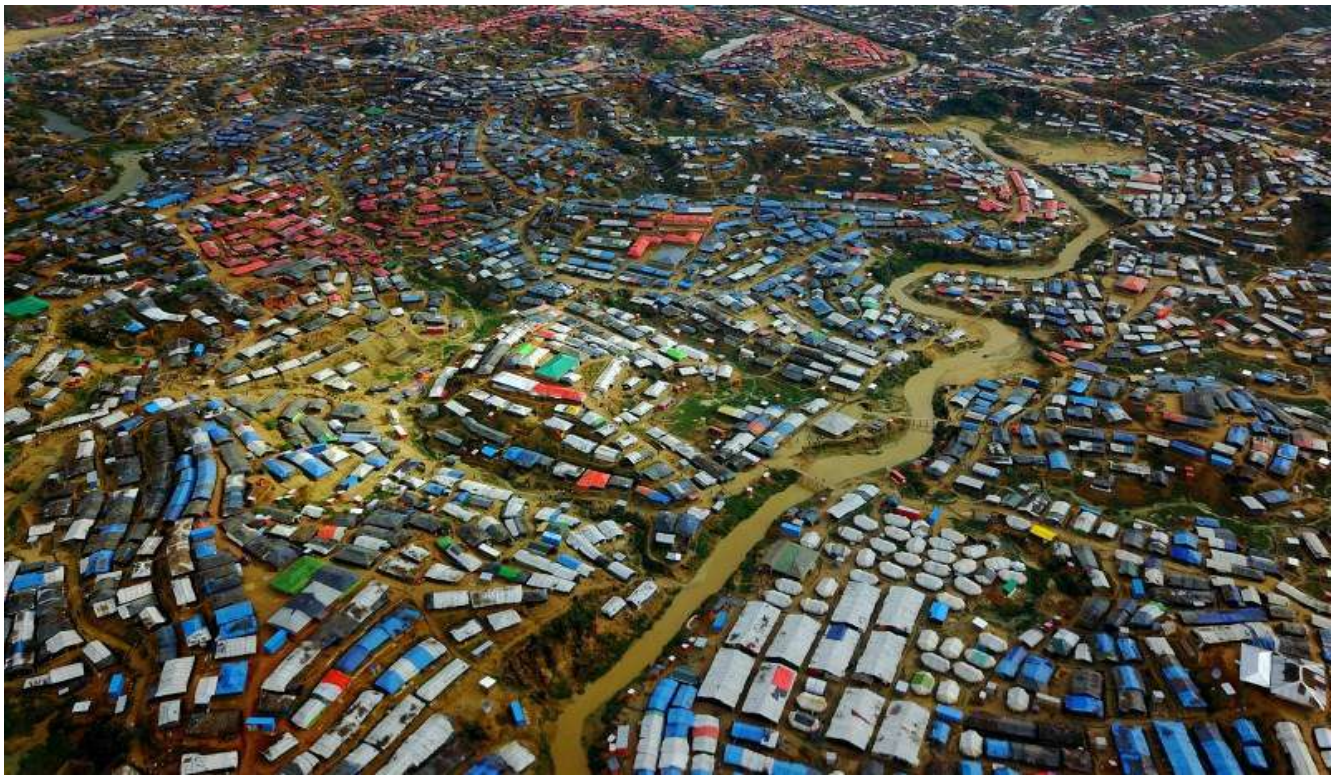

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অংশবিশেষ

## ২৬.৩ খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্যবহির্ভূত আইটেম (NFI)

বর্তমানে নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে ডব্লিউএফপি কর্তৃক ৮,৫৮,৪০১ জন আশ্রয়প্রার্থীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে [জেনারেল ফুড ডিস্ট্রিবিউশন (GFD)-এর আওতায় ১,৭৩,৮৪০ জনকে চাল, ডাল, তেল এবং ই-ভাউচারের মাধ্যমে ৬,৮৪,৫৬১ জনকে ১০ প্রকার খাদ্যসামগ্রী]। এছাড়াও ICRC ৪৪,০৭০ জনের খাদ্যসামগ্রী প্রদান করে থাকে। জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেপ্টেম্বর, ২০১৭ হতে বিভিন্ন সরকারি দফতর, বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও বন্ধুপ্রতিম দেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্য ও খাদ্য জাতীয় অন্যান্য ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে।

ডব্লিউএফপি কর্তৃক পুরনো নয়াপাড়া এবং কুতুপালং ক্যাম্পে অবস্থানরত শরণার্থীদের দৈনিক রেশনসামগ্রী হিসেবে চাল, ডাল, লবন, তৈল, চিনি, আলু, মরিচ, হলুদ ইত্যাদি ই-ভাউচারের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। এ দু'টি ক্যাম্পে উপরিউক্ত প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে জ্বালানি, টুথ পাউডার, সাবান ও অন্যান্য নন-ফুড আইটেমও সরবরাহ করা হয়।

## ২৬.৪ স্বাস্থ্যসেবা

আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য স্থাপিত নতুন ৩৪টি ক্যাম্প ও সংলগ্ন স্থানে মোট ৩৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র ও ৪টি ফিল্ড হাসপাতালসহ মোট ১২৪টি স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩১টি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান করছে। হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সর্বমোট ৯৬৩টি নতুন আইপিডি শয্যা চালু করা হয়েছে। এমএসএফ ও আরএইচইউ পরিচালিত বিদ্যমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতাও (৩৫ শয্যার কলেরা হাসপাতালসহ) বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অরবিস ইন্টারন্যাশনাল (Orbis International)-এর সহায়তায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের আই কেয়ার সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতালের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এর আওতায় ১,০০০ জনের ক্যাটার‍্যাক্ট আই সার্জারি সম্পাদন ও ৫,০০০ জনকে চশমা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া, পেডিয়াট্রিক অপথালমোলজি কর্মসূচির অধীনে এ বছরে ৫০,০০০ শিশুকে স্ক্রিনিং করাসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের কার্যক্রমও চলমান আছে।

নতুন আশ্রয়প্রার্থীদের মাঝে মহামারি রোধ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ১,৩৫,৫১৯ (১ম রাউন্ড) ও ৩,৫৪,৯৮২ (২য় রাউন্ড) জনকে এমআর, ৭২,৩৩৪ (১ম রাউন্ড) ও ২,৩৬,৬৯৬ (২য় রাউন্ড) জনকে ওপিভি এবং ২,২৫,৪৪৬ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় ৭,০০,৪৮৭ জন এবং ২য় দফায় ১,৯৯,৪৭২ জন এবং পরে আরও ৮,৭৯,২৭৩ জনকে কলেরা ভ্যাকসিনও দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ৩,১৫,৮৮৯ (১ম রাউন্ড), ৩,৬৩,৯৮৭ (২য় রাউন্ড) ও ৪,২৩,৫৬৩ (৩য় রাউন্ড) জনকে ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮,১৫৫ জন গর্ভবতী নারীকে সনাক্ত ও প্রিন্যাটাল সেবা প্রদান করা হয়েছে।

নয়াপাড়া ও কুতুপালং ক্যাম্পের স্বাস্থ্য ইউনিট শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রতি ক্যাম্পে ২ জন করে ডাক্তার নিয়মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগের (OPD) মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উখিয়া/টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কক্সবাজার সদর হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফারেল পদ্ধতিতে শরণার্থী রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। উভয় ক্যাম্পে পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান কর্মসূচি, প্রসূতি-পূর্ব, প্রসুতি উত্তর সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালের বর্হিবিভাগ এবং থেরাপিউটিক ও সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং সেন্টার রয়েছে।

এ বছর বিশ্বব্যাপী কোভিড বিস্তারের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২৩টি নমুনা সংগ্রহকেন্দ্র, ১০টি আইসোলেশন সেন্টার, ১০৮০ শয্যা সম্বলিত ১৪টি শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ চিকিৎসাকেন্দ্র (SARI) প্রতিষ্ঠাসহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালে সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স, পিসিআর মেশিন, ১০টি আইসিইউ, ১০টি এইচডিইউ ও ১৫০টি বেড ও পর্যাপ্ত সংখ্যক টেস্টিং কিট, সুরক্ষাসামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমনের বিস্তার যথেষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। ২৩২ জন ডাক্তার ও ২০৭৩ জন সেবাকর্মী সার্বক্ষনিক চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছে।

## ২৬.৫ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন

(ক) সবগুলো ক্যাম্পে এ পর্যন্ত ৬,০০৭টি অগভীর নলকূপ, ৩,৬৩২টি গভীর নলকূপ ও ১১টি কুয়া স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪৬টি অগভীর নলকূপ ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioning) করা হয়েছে। বর্তমানে কোনো অগভীর নলকূপ স্থাপন করতে দেওয়া হচ্ছে না।

(খ) উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার ১২ নং ক্যাম্পে জাইকা ও আইওএম যৌথ উদ্যেগে ৩০,০০০ লোকের জন্য পানি সরবরাহের উপযোগী ১,৪০০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ নলকূপ স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

স্থানীয়সহ রোহিঙ্গাদের জন্য এ ধরনের আরও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নলকূপ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। সর্বশেষ এডিবি'র সহায়তায় ডিপিএইচই'র ব্যবস্থাপনায় টেকনাফে একটি নতুন পানি শোধনাগার স্থাপন, পাইপলাইনের মাধ্যমে ৪০টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ৭টি নতুন ভ্রাম্যমাণ পানির ট্যাংকার (Mobile Water Career) সরবরাহের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

নতুন ক্যাম্পসমূহে শৌচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৫৮,০৩০ হাজারের অধিক ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দিকে স্থাপিত অস্থায়ী ল্যাট্রিনের মধ্যে ৮,৬৯৪টি ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioning) করা হয়েছে। অকেজো করা ল্যাট্রিন প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ল্যাট্রিন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬ ইসিবির মাধ্যমে ১০,০০০টি ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। আরও ১,৫০০টি ল্যাট্রিন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে মোট ৪৯,৯৩০টি ল্যাট্রিন সম্পূর্ণ সচল রয়েছে। ল্যাট্রিনসমূহের ব্যবহারযোগ্যতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় আকারে পয়ঃব্যবস্থাপনার (Fecal Sludge Management) উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ১৬,৯৫৭টি গোসলখানা স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬ ইসিবির মাধ্যমে আরও ৫,০০০টি গোসলখানা স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। এডিবি'র সহায়তায় নতুন আরও ১,০০০টি গোসলখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে ক্যাম্প এলাকায় ২টি সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management) কাঠামো নির্মাণের প্রস্তাবও চূড়ান্ত হয়েছে। সম্প্রতি কুতুপালং ক্যাম্পে পৃথিবীর শরণার্থী ক্যাম্পসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ Fecal Sludge Management Plant স্থাপন করা হয়েছে। নয়াপাড়া ক্যাম্পে জলাধারের ধারণক্ষমতা সম্প্রসারণ করে ৬লক্ষ ৫০ হাজার লিটারে উন্নীত করা হয়েছে।

## ২৬.৬ অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ৫২ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ১৪টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইউএনএইচসিআর-এর অর্থায়নে এএফডি কর্তৃক নির্মাণাধীন ১০.০০ কি.মি. দীর্ঘ মূল সড়কের কাজ শেষ হয়েছে। আইওএম ও ইউএনএইচসিআর-এর সহায়তায় ৩টি বক্স কালর্ভাট ও ৯টি পাইপ কালর্ভাটও ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। আইওএম কর্তৃক ৫টি এক্সেস রোডে ৬.৪ কি.মি.এইচবিবি রাস্তা নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে নতুন প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্প এলাকায় আরও ৩০ কি.মি. সড়ক নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, যা এলজিইডি বাস্তবায়ন করবে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের (RHD) ব্যবস্থাপনায় কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক, এন আই চৌধুরী সড়ক এবং ফলিয়াপাড়া সড়ক উন্নয়নের কাজও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এডিবি এসব প্রকল্প ২০১৮-২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রত্যাবাসনের নির্মিত্ত টেকনাফে কেরনতলী ও নাইক্ষ্যংছড়ীর ঘুনধুমে প্রত্যাবসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ক্যাম্পের নিরাপত্তার স্বার্থে স্বরষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ১৪৫ কি.মি. ব্যাপী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

ডব্লিউএফপি কর্তৃক ২০টি অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। আরও গুদাম নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এডিবি'র অর্থায়নে ১৩টি স্থানে নতুন ৫০টি Food distribution Outlet নির্মাণ করা হবে। ক্যাম্পবহির্ভূত এলাকায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এডিবি'র সহায়তায় এলজিইডি'র ব্যবস্থাপনায় "সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র-কাম-প্রাথমিক বিদ্যালয়" স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা আপদকালীন সময়ে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় বাঙালি উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় প্রস্তাবিত ২০ কি.মি. লাইন নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, উল্লিখিত বিদ্যুৎ লাইন কেবল ক্যাম্প কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের কাজে ব্যবহৃত হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওদের সহায়তায় সবক'টি ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ৬,৬৮৬টি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রায় সকল রোহিঙ্গা পরিবারকে ঘরে ব্যবহারের উপযোগী সোলার টর্চ লাইট সরবরাহ করা হয়েছে।

## ২৬.৭ শিক্ষা

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ছেলে-মেয়ের শিক্ষা সহায়তা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ৫,৪৯৫টি শিক্ষা কেন্দ্র (Functional) স্থাপন ও ৯,৭২৭ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৪ বছরের কম বয়সী ৪,৩১,৮১৮ জন (৩,১৪,৯২৬ জন শরণার্থী) বালক-বালিকাকে এসব শিক্ষাকেন্দ্রে মিয়ানমার ও ইংরেজি ভাষায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ১,৫১৭টি শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য পরিচালনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলিয়ে ১,৭১,১০১ জনকে শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

## ২৬.৮ পুষ্টিমান উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে, নতুন ৩০টি ক্যাম্পে বর্তমানে ৩১৮,৭৭৮ জন রোহিঙ্গা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। এর মধ্যে ১৪২,৮২৩ জনকে (৪৫%) পুষ্টিসেবা প্রদান করা হয়েছে। অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্তদের অধিকাংশই শিশু ও গর্ভবর্তী মহিলা। এ পর্যন্ত ১২,৬৬৮ জন শিশু ভর্তি হয়েছে পুষ্টিজনিত সমস্যা নিয়ে। অনূর্ধ্ব ৫ বছরের ১৩৬,৮৮২ জন শিশুকে তীব্র অপুষ্টি রোধকল্পে ব্ল্যাংকেট সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। গর্ভবর্তী ও প্রাপ্তবয়স্ক মোট ৮৩,১৪৫ জন মহিলাকে পুষ্টিজনিত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

## ২৬.৯ পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকল্প জ্বালানি

আশ্রয় গ্রহণকারীদের রান্নার জন্য বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা না থাকায় শুরু থেকেই ক্যাম্পসংলগ্ন বনভূমির ওপর চাপ পড়ে। বন থেকে সংগৃহীত জ্বালানি কাঠের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং নিকটস্থ বনভূমির ওপর চাপ কমাতে জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলাসহ প্রথম দিকে ধানের তুষ দিয়ে তৈরি Compressed Rice Husk সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ইতোমধ্যে ১,৯২,৫৪৭টি রোহিঙ্গা পরিবার ও ২০,০৫৩টি স্থানীয় পরিবারকে LPG (এলপিজি) সরবরাহ করা হয়েছে। ইউএনএইচসিআর, আইওএম, ডব্লিউএফপি, আইসিআরসি, আইএফআরসি, কারিতাস, এফএকিউ, এফআইভিডিবি এলপিজি সরবরাহ করছে। সরবরাহকৃত এলপিজি'র ২৫% হোস্ট কমিউনিটিকে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন এনজিও বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্যাম্পসমূহে গত বর্ষা মৌসুমে সর্বমোট ২,০৪,৩০০টি বৃক্ষ রোপণ করেছে। এ বছরের বর্ষা মৌসুমে ৫ লক্ষ্য বৃক্ষ রোপণের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এ কার্যক্রম ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে শুরু হয়েছে। তাছাড়া, ব্র্যাক ও কারিতাস ২১ লক্ষ বিন্না ঘাসের চারা বিতরণ করেছে। এফএও ৫টি বৃহৎ এলাকায় প্রদর্শনীমূলক বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করেছে। এফএও'র সহায়তায় আরণ্যক ফাউন্ডেশন ৯টি ও বন বিভাগ ৮টি নার্সারি সৃজন করেছে। এফএও ৫০ হাজার পরিবারের মধ্যে Micro-gardening kit বিতরণ করেছে। স্থানীয় কৃষক সমিতিকে ১২২টি পাওয়ার টিলারও বিতরণ করা হয়েছে।

হাতির বিচরণ ও চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত বন্যহাতির আক্রমণের ৫টি ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে হাতির চলাচলের পথ নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউএনএইচসিআর-এর আর্থিক সহায়তায় আইইউসিএন (International Union for Conservation of Nature) কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই ৫০টি ERT কমিটি গঠন করা হয়েছে।

## ২৬.১০ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা

(ক) ইউএনএইচসিআর-এর অর্থায়নে Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যেগে সম্ভাব্য ভূমিধস ও পাহাড়ি ঢলে আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। Cyclone Preparedness Programme (CPP)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১,৯০,৯২৬টি শেল্টারের জন্য মজবুতিকরণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ নং ক্যাম্প হতে ১১,০৯৭ পরিবারের মোট ৪৮,৬৪৬ জনকে সম্প্রসারণশীল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, নং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।

## ২৬.১১ প্রত্যাবাসন প্রস্তুতি

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার কেরণতলী ও বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুনধুমে দু'টি প্রত্যাবাসন কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আরও ২টি স্থানে প্রত্যাবাসন কাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি চলমান আছে। জেলা প্রশাসনের নিকট এ জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দের আবেদন করা হয়েছে।

কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে সম্মত ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে শুরু ২৩/১২/২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১,৭৯,০০৬ পরিবারের (৮,১৭,০৪৭ জনের) তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

**এক লক্ষ রোহিঙ্গাকে কক্সবাজার হতে নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে স্থানান্তরের জন্য গৃহীত কার্যক্রম**

নিজ দেশে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পূর্বে কক্সবাজারে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত ০১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেখানে ১২০টি ক্লাস্টারে সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১ লক্ষ লোকের বাসস্থান এবং ১২০টি ৪ তলাবিশিষ্ট বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। যোগাযোগ, অবকাঠামো সুবিধার পাশাপাশি সেখানে রয়েছে জীবিকায়নের ব্যবস্থা।

ভাসান চরে নির্মিত একটি ক্লাস্টার

ভাসানচরে নির্মিত একটি সাইক্লোন শেল্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন

**রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান ও প্রত্যাবাসন**

মিয়ানমারের সাথে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন বিষয়ে দুটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের তালিকা হস্তান্তরসহ সকল ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও মিয়ানমার পক্ষ প্রত্যাবাসনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যবস্থা নেয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে তারা প্রত্যাবাসনকে বিলম্বিত করছে। মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম, ৭৩তম ও ৭৪তম অধিবেশনে রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন বন্ধ করা, সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, রোহিঙ্গাদের নিজ বাড়িতে স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তন, আনান কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘের তদন্তদল প্রেরণ, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ, তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের উপায় নির্ধারণ, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার প্রস্তাবসহ রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে আবশ্যিকভাবে মিয়ানমারে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘোষণা, বৈষম্যমুলক আইন বিলোপের মাধ্যেমে আবশ্যিকভাবে রোহিঙ্গাদের মধ্যে আস্থা তৈরি, তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য নিশ্চয়তা বিধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান এবং এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দাবি পেশ করেন।

# “তারা মানুষ, আমরা তাদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারি না।”

*- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা*

রোহিঙ্গা সংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য মানবিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কর্তৃক তাঁকে Mother of Humanity উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নেতৃত্ব, মানবিকতা ও সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি গ্রহণের জন্য তিনি মর্যাদাপূর্ণ দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন। এগুলো হলো:

Inter Press Service (IPS) International Achievement Award and 2018 Special Distinction Award for Leadership

অসহায় নির্যাতিত মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবন রক্ষার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী, দূরদর্শী ও মানবিক পদক্ষেপকে সারা বিশ্ব সশ্রদ্ধ চিত্তে সমর্থন জানায়। তাঁর এই মানবিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সুপ্রাচীন ও বিখ্যাত Diplomat Magazine-এর মূল্যায়ন ছিল ‘Sheikh Hasina, leader of the highly densely populated developing country demonstrated a unique example of an altruistic gesture’. ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে IOM Chief Antonio Vitorino, UNHCR Chief Fillippo Grandi, WFP Chief Mark Lowcock প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করে রোহিঙ্গাদের সংকট মোকাবিলায় তাঁর বিপুল ও আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। UNHCR Chief Fillippo Grandi বলেন, “I thank Sheikh Hasina and I thank Bangladesh to receive these refugees, in today’s world that is something that cannot be taken for granted and should be appreciated.”

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সিভিল সোসাইটির সদস্য, রাষ্ট্রদূতগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। যেমন কানাডার Prime Minister Justin Trudeau বলেন, "Prime Minister Sheikh Hasina has been showing an outstanding leadership in handling the Rohingya Refugee, Common Wealth leaders must support her". UN Secretary General Antonio Gutererres লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয়দানের জন্য ("for giving a safe haven to hundreds of thousands of Rohingya") মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানান। স্বাধীনতার পর থেকে উন্নয়ন ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে বর্ণনা করে জাতিসংঘের মহাসচিব এ্যন্তোনিয় গুতেরেস বলেন, "Example that many other can follow."

> **"আমরা যদি ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারি, আমরা ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকেও খাওয়াতে পারবো। প্রয়োজনে খাবার ভাগ করে খাব।"**
>
> *- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা*

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফল্যকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রোহিঙ্গা সংকটকে জাতিসংঘ "লেভেল-৩" পর্যায়ের বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে সাইক্লোন ও ভূমিধসপ্রবণ কক্সবাজারে ঘনবসতিপূর্ণভাবে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের এ ধরনের সকল দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দুর্যোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনকালে
শরণার্থীদের খোঁজখবর নিচ্ছেন ও সহানুভূতি প্রকাশ করছেন

দুর্বিপাকে কোনো রোহিঙ্গার প্রাণহানি ঘটেনি। রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তার প্রশংসা করার পাশাপাশি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সাফল্য বর্ণনা করে জাতিসংঘের মহাসচিব (সাবেক) বান কি মুন বলেন, "Bangladesh has been wisely investing with a vision of Prime Minister Sheikh Hasina. That is why we are here to learn the lessons from Bangladesh and to disseminate their message to the world far and wide." বিশ্ব গণমাধ্যম ও গবেষণা পত্রগুলোতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা, শান্তি ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় কূটনৈতিক দক্ষতা এবং অনন্য উচ্চতার রাষ্ট্রনায়োকচিত ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সুপ্রসিদ্ধ গণমাধ্যম Channel 4 news মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "The Mother of Humanity" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিখ্যাত সংবাদ মাধ্যম "Khaleej Times" রোহিঙ্গা সঙ্কট মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা মূল্যায়ন করে লিখেছে, "Bangladesh Prime minister is the new star of east …expression has no better hero than her."

**আমরা প্রতিবেশী দেশের (মায়ানমার) সাথে শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই কিন্তু অন্যায় কাজ মেনে নিতে পারি না।**

*- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা*

# শোক সংবাদ

.

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী মো. মনজুর হোসেন-এর মৃত্যু

গত ১৬ এপ্রিল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নারায়ণগঞ্জ জেলার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের বেতারযন্ত্র চালক মো. মনজুর হোসেন মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুর পরে তার কোভিড-১৯-এর নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসে।

মনজুর হোসেনের গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার উজান গোবিন্দী গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মৃত লাল মিয়া ফকিরের ছেলে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মো. মনজুর হোসেনের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।